কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কবি-পরিচায়িকা

কবি কুমুদরঞ্জনের জীবনে অসামান্য বৈচিত্র্য কিছুই নাই, কবির কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ, জীবনের অভিজ্ঞতার পরিমাণ খুব ব্যাপক নয়, গৃহাসক্ত কবি পশ্চিমবাংলার অজয়-তীরস্থ একটি গ্রামে ৮০ বৎসরের অধিককাল কাটাইয়া দিলেন। তিনি অজস্র কবিতা রচনায় এত প্রেরণা কোথায় পাইলেন—যাহা ৭০ বৎসরেও ফুরাইল না? অথচ তিনি একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করেন নাই—একটি কোনো বিশিষ্ট মতবাদকে বা জীবনতত্ত্বকে সারাজীবন অবিরত নিঙড়াইয়া রস নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বতই এই প্রশ্নের উদয় হয় আমাদের মনে। কবি ইহার উত্তরে হয়ত বলিবেন, "সে কি হে? কবিতার প্রেরণা বা উপজীব্যের অভাব কি? বহুশত বর্ষেও তো ফুরাইবার নয়। বনে বা মরুভূমিতে আমরা বাস করি না, আর কিছু না থাকুক, চারিপাশে মানুষই তো রহিয়াছে—তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে প্রকৃতি। কবিতার জন্য ইহার বেশি আর কি চাই? যদি সুস্পষ্টভাবে শুনিতে চাও—তবে শোন,—পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির সর্বশাখার আমি উত্তরাধিকারী, আমার এই কবিতীর্থভূমি শ্রীখণ্ডমণ্ডলের ঐতিহ্য আমার শোণিতে ধ্বনিত হইতেছে। আমার পিতা-পিতামহ মাতা-মাতামহের জীবনধারায় আমার কুলধর্ম অমৃতপাত্র হাতে করিয়া আমার কুটীরে নামিয়া আসিয়াছে—আমি আমার আত্মীয়স্বজন ও মাতা-পিতার বাৎসল্যে লালিত, আমার চারিপাশে পরিমূর্ত বাৎসল্যগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের প্রতি তৈজসপত্র, প্রত্যেক পুরাতন চিঠিপত্র, গৃহ-প্রাচীরে প্রত্যেকটি বসুধারার দাগ, গৃহদেবতার দেউলের কপাটের উপর প্রত্যেকটি সিন্দূর চিহ্ন, লক্ষ্মীর ঝাঁপির প্রত্যেক কড়িটি আমার বহুশত বর্ষের অতীতের সত্তাকে স্মরণ করাইতেছে। ঘরের তাকে রহিয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, পদাবলীসাহিত্য, ভক্তমাল, শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলী। তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে বর্তমান যুগের স্বদেশী বিদেশী গ্রন্থাবলী। একপাশে, বহিতেছে জয়দেব চণ্ডীদাসের স্পর্শপূত অজয়নদ, আর পাশে দিগন্ত বিস্তৃত লক্ষ্মীর শ্যামাঞ্চল। চারিপাশের বৃক্ষগুলি আমার পরম আত্মীয়, কোনটি পিতামাতার শীতল যত্নধারায় বর্ধিত—কোনটি প্রপিতামহের হস্তে রোপিত, কোনটি পিতার কিংবা আমার দ্বারা লালিত। তাহাদের কৃতজ্ঞতা-ঘন-পল্লবজালে শ্যামায়মান। কৃষ্ণকায় কিন্তু শুভ্রহৃদয় দীনদুঃখীদের শ্রমজল আমার অন্তরে করুণার

ঝরনাকে শুকাইতে দেয় না। তোমরা তো হংস খেয়ারী, অখিল মাঝি, শ্রীমন, নোটন, নীলকণ্ঠ, ইহাদের চেন না—ইহারাও আমার কাব্যের উপকরণ যোগায়। আর ঐ প্রাচীন অশ্বত্থ, বৃদ্ধ বকুল ইহাদের তো তোমরা দেখ নাই। দেখিলে তোমরাও কবিতা না লিখিয়া পারিতে না। টুনটুনি, ফিঙে, পাপিয়া, শুঁয়াপোকা, প্রজাপতি, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি ছোট ছোট বন্ধুরা আমাকে বিশ্রাম দেয় না। আর কত বলিব? সবাই মিলিয়া আমাকে পাগল বানাইয়া রাখিয়াছে। মাথার উপরে রবিচন্দ্রতারায়—আলোকিত আকাশ—পায়ের তলে শত শত সাধক বাউল ভক্তদের চরণধূলিতে গড়া মাটি, আর সবার উপরে রহিয়াছেন, ভগবান। বিলের প্রত্যেকটি পদ্ম পদ্মনাভকে স্মরণ করায়। আর কি চাই? কবিতা লিখিবার জন্য কলকারখানা, এঞ্জিন, মোটর, বিমান, সাবমেরিন, টরপেডোর প্রয়োজন হয় নাকি? Ivory Tower-এর চূড়ায় চড়িয়া সারা দুনিয়াকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিবার দরকার হয় নাকি?"

কল্পিত হইলেও কবির কৈফিয়ত অনেকটা এইরূপই হইবে। কথাসাহিত্য রচনার জন্য অনেক কিছু আয়োজন চাই স্বীকার করি। তবু কথাসাহিত্যে ধুরন্ধর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বল ইহার বেশি ছিল কি? সত্যই কবিতা রচনার জন্য বিধাতার এই অবারিত নিত্য নবায়মান সৃষ্টিই কি যথেষ্ট নয়? বিশ্বকবির বিশ্ব-কাব্যখানা বারবার পড়িতে পারিলেই কি যথেষ্ট হয় না? কবি শিশিরবিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন, "ক্ষীরোদ সাগর এসে উঁকি মারে ক্ষুদ্র হৃদয়ে তার"—যেমন আমাদের গুরু সীমার মধ্যে অসীমকে পাইয়াছিলেন। যাহা মহান্ যাহা বিরাট তাহা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, তাহাকে চিনাইবার বা জানাইবার জন্য কবির প্রয়োজন হয় না—যাহা ক্ষুদ্র, যাহা তুচ্ছ, যাহা নগণ্য তাহার মধ্যে যাহা মহতো মহীয়ান তাহা অণোরণীয়ান হইয়া বিরাজ করিতেছে—তাহাকে চিনাইবার বা জানাইবার জন্যই কবির প্রয়োজন।

ভগবানকে অর্ধচন্দ্র দান করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বা দেশমাতৃকার কাছ হইতে বিদায় লইয়া, দাম্পত্য প্রেম, সতীর পাতিব্রত্য, বীরগণের শৌর্যাবদান, মহাপুরুষদের চরিত্রমাহাত্ম্য, তপস্বীদেব আত্মনিগ্রহ ও আত্মোৎসর্গ, আপনার কুলধর্ম, জাতীয় জীবনের সর্বপ্রকার সংস্কার, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতা ও মাধুর্য, সামাজিক জীবনের বারো মাসে তেরো পার্বণ, মাতৃবাৎসল্য, ক্ষমা, দয়া, মমতা ইত্যাদি সর্ববিধ সুকুমার বৃত্তি, সহজ সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা—এই সমস্তকে গতানুগতিক ঐতিহ্য বলিয়া বর্জন

করিয়াও যদি এ যুগে অজস্র কবিতা হইতে পারে—যদি বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য নব নব বৈচিত্র্য, শ্যামকল্প ধেনুর উদার গোষ্ঠের শ্যামসমারোহ উপেক্ষা করিয়া ছয় ঋতু লক্ষ্মীরূপা ছয় কৃত্তিকার ক্রোড়ে বিশ্বসৌন্দর্যের অবতার শিশু ষড়াননের বাল্য লীলায় মুগ্ধ না হইয়াও যদি অজস্র কবিতার সৃষ্টি করা যাইতে পারে—ইট পাথর লোহা লক্কড় দিয়া যন্ত্রদানবের গড়া ধূলিধূমকোলাহলের হলাহলে দূষিত ত্বরাতপ্ত নাগরিক জনারণ্যে যদি এত কবিতার ফসল ফলিতে পারে—তবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কবিত্বময় সংস্কৃতির অনুবর্তী কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনার প্রেরণা তাড়না বা বিষয়বস্তুর অভাব হইবে কেনইবা?

কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপাদান, উপজীব্য—প্রধানতঃ বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালীর ভাবনা, ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহৃত।

সাহিত্যসৃষ্টিতে উপাদান-উপকরণ গৌণ, রসই মুখ্য। এই রসসৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। এ প্রেম যাহার প্রতিই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষে কোনো সৎকাব্য হয় না—ঔদাসীন্যে রসের সন্ধান মিলে না। আমি মনে করি প্রেমই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। ইহাকে আন্তরিকতা, সহৃদয়তা, হৃদয়াবেগ, দরদ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রেম যত গভীর, যত অকৈতব, যত ঐকান্তিক হইবে—কবিতাও তত রসঘন হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও নরনারীর প্রতি গভীর প্রেম। এই প্রেম কখনও পুরাতন হয় না। ইহা নবনবায়মান। তাই আশী পারের কোঠায় আসিয়াও কবির বাঁশি আজিও নীরব হয় নাই। কবি তাঁহার প্রেমের পরিসরের বাহিরে কাব্যের উপাদান-বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন নাই,—ঐ প্রেমের ইষ্টধনের মধ্যেই অফুরন্ত বৈচিত্র্য তিনি লাভ করিয়াছেন। প্রতি প্রভাতে তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে নূতন করিয়া অপূর্বরূপে লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহার জন্মভূমির কথা ফুরাইয়াও ফুরায় নাই, তাহার মধ্যে তিনি অশেষের সন্ধান পাইয়াছেন। কবির প্রাণের কথা আমি নিজের ভাষাতেই বলি—

> যারে ভালোবাসি তাহার কথা কি ফুরাতে চায়?
> চিরপুরাতন, হয়ে হারাধন ফিরে মাতায়।
> সে যে নিতি তাজা সে যে নিতি নবনবায়মান,
> চিরবিচিত্র, হয় কি তাহার লীলাবসান?

নূতন করিয়া তোলে নিতি তারে প্রভাতরবি,
প্রহরে প্রহরে নূতন করিয়া তাহারে লভি।
কত না তাহার রূপ-বিভঙ্গ রচিনু গানে,
অনাবিষ্কৃত কত আছে আজো কেই বা জানে ?
তাহার সীমার মাঝে অসীমার আভাস পাই,
তার পরিচয় তার কথা অফুরন্ত তাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার রস উপভোগ করিতে হইলে তাঁহার কবিমানসটিকে আগে বুঝিতে হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কবিমানসটি প্রেমাতুর সাধকের মানসের মতো রসগদগদ। এইরূপ কবিমানস ছিল কবিবর দেবেন্দ্রনাথের,আর কতকটা ছিল সারদামঙ্গলের কবির। কুমুদরঞ্জন তাঁহাদেরই ধারার একজন ধুরন্ধর। এই মানস কবিতা-রচনা-কালে সম্পূর্ণ রসাবিষ্ট, অন্য সময়ে এই মানস অজ্ঞাতসারে রচনার উপাদান সংগ্রহে রত ; দিনের বেলায় ঘুম ভাঙার পরে শিশুর চোখে যেমন বহুক্ষণ ঘুমের আমেজ থাকিয়া যায়, তেমনি কাব্য সৃজনকালের রসতন্ময়তা অপগত হইলেও কবির চোখে রসের আবেশ থাকিয়া যায়। সেই রসাবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি সব সময়ই সৃষ্টিকে দেখেন, সকল সময়ই সকল অবস্থাতেই মানসিক আবিষ্টতার নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সেইজন্য কবি সব সময়েই কেমন যেন উদাসী। কবি তাঁহার আরাধ্য কবি Wordsworth ও Burns-এর মতো ইন্সপিরেশন্ ছাড়া লিখিতে পারেন না—এই ইন্সপিরেশন্ তাঁহার কবি-মানসে মুহুর্মুহু আবির্ভূত হয়, তাই তাঁহার রচনার এত প্রাচুর্য।

মধুসূদন বলিয়াছেন, “পঞ্চবটী বনচর মধু নিরবধি”। এই মধু (বসন্ত) কুমুদ-রঞ্জনের কবিমানসের পঞ্চবটীতে সব ঋতুতেই বিরাজ করে। তাই কবির জীবনে ফোটাফুল আর ঝরাফুলের মহামহোৎসব শুধু ফুল ফুটাইয়া নয়, ঝরাইয়া লুটাইয়া মুঠিমুঠি ছড়াইয়া।

কবি-মানসের মতো কবি-মানুষেরও পরিচয় জানা দরকার। এই মানুষটি আকৈশোর কবিতা রচনা করিতেছেন—কিন্তু মান যশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। লেখা শেষ হইলেই যেন তাঁহার কর্তব্য প্রায় শেষ হইয়া যায়। তারপর তাহা নকল করিয়া নির্বিচারে যে-কোনো প্রার্থী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন ; ভালোমন্দ বিচার করেন না, যত্ন করিয়া নকলও করেন না, সেজন্য ছাপায় অনেক ভুল হয়। এমন ভুলও হয় যাহাতে কবিতার রসের হানি

হয়, তবু তাহাতেও কবির ভ্রূক্ষেপ নাই, রাগ নাই, ক্ষোভ নাই, আবেগের তাড়নায় যাহা কলমে আসিল তাহাই থাকিয়া গেল, দ্বিতীয়বার সংস্কার বা মাজাঘষা একেবারেই করেন না। ইহা তাঁহার ভাষায়, "ডুবুরী—সাগরজলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন"।

কবি যশ, মান চান নাই বটে—কিন্তু ইহাতে তাঁহার লাভ কম হয় নাই। একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহপতির পক্ষে যে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক, সে সমস্ত হইতে তিনি বিমুক্ত ছিলেন না। কাব্য-সরস্বতীর সেবাই এই সমস্তের মধ্যে তাঁহার শান্তি, স্বস্তি, সান্ত্বনা ও মুক্তির জন্য পরম শরণ্য হইয়াছে। সৃষ্টির আনন্দকেই তিনি পরমানন্দ মনে করেন। এই আনন্দ তাঁহার দিব্যানন্দ সহোদর। কবির কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত জীবৎকাল সুদীর্ঘ। এই অবসৃত জীবৎকাল অনেকের পক্ষেই দুর্লভ্য, বিশেষতঃ বৈচিত্র্যহীন পল্লীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে। কবি তাঁহার অবসৃত জীবন কাব্য-সরস্বতীর চরণে নিবেদন করিয়া চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন। কাজেই, তাঁহার আসল কাম্য যাহা তিনি তাহা পাইয়াছেন। অবসৃত জীবনের দিনগুলি রসেভরা আঙুরগুচ্ছের মতো আস্বাদ্যমান হইয়াছে। যশমান যদি কিছু জুটিয়া থাকে তবে তাহা উপরি পাওনা। এই বিলম্বিত উপরি পাওনাকে তিনি অভিমানভরে উপেক্ষা করেন নাই—তিনি সবিনয়ে তাহা দেশমাতার আদরের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কুমুদরঞ্জনের কবিতারচনা দেবার্চনার মতো। নানা বনফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে—তারপরে সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না—সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয়স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া শিরে ধারণ করিল, তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।

জন্মভূমির প্রতি প্রেম তাঁহার এতই গভীর যে, সে প্রেমকে অন্ধ মমতা বলা যাইতে পারে। বার বার অজয় তাঁহার ভদ্রাসনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তবু সেই অজয়তীর তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। বন্যায় অজয় তাঁহার ঘরবাড়ি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া গলাইয়া তলাইয়া দিল—তিনি তাঁহার ভিটায় তাঁবুতে বাস করিতে লাগিলেন—তবু পুত্র-পরিজনদের আবেদন নিবেদনেও অজয়তীর ছাড়িয়া গেলেন না।

কুমুদরঞ্জনের রসসৃষ্টির কথা বলিতে হইলে তাঁহার রসদৃষ্টির কথাও বলিতে

হয়। কুমুদরঞ্জন যেন তৃতীয়-নেত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি দিয়া তিনি সৃষ্টিকে দেখেন, তাই সৃষ্টির সকল অঙ্গে অসামান্যতা ও অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পান। যে সকল তুচ্ছ বস্তুতে আমরা কোনো সৌন্দর্য বা মাধুর্য পাই না, কবি তাহাতে তাহা আবিষ্কার করেন। তাঁহার আরাধ্য কবি Wordsworth-এর ভাষায় তিনিই বলিতে পারেন—

To me the meanest flower that blooms can give
Thougts that do often lie too deep for tears.

তাঁহার চোখে তুচ্ছ তৃণকুসুমও যে 'সকল পারিজাতের ভাই'।

('তৃণকুসুম')

যত অবজ্ঞাত কিন্তু রক্তমাংসে-তাজা মানুষ, যত নগণ্য জীবজন্তু বৃক্ষলতা—সবই তাঁহার রচনায় গৌরবাসন লাভ করিয়াছে। বড় বড় সুখদুঃখের কথা অনেকেই লিখিয়াছেন—কিন্তু ছোট ছোট সুখদুঃখ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কবি কুমুদরঞ্জন কিন্তু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকরেরই দরদী, তাই ছোটদের দাবী পেশ করিয়াছেন নানা কবিতায়। তুচ্ছ ক্ষুদ্র যাহা কিছু তাহাই তাঁহাকে ভাবাকুল করিয়া তোলে। কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি' বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

এই শিশিরবিন্দুটি যিনি ধানের শিষের উপর প্রতি প্রভাতে দুয়ার খুলিয়াই দেখিতে পান—তিনি এই কুমুদরঞ্জন। এইখানেই কবিদৃষ্টির মৌলিকতা।

কবির জীবনযাত্রা যেমন বর্তমান যুগের সাহিত্যিক সমাজ হইতে স্বতন্ত্র, ভাবাদর্শও তেমনিই স্বতন্ত্র—রচনাশৈলীও স্বতন্ত্র। দেশী বিদেশী অনেক কবির প্রভাব অল্পবিস্তর তাঁহার রচনায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই, এমনকি তিনি রবীন্দ্রনাথেরও অনুকারী নহেন। তবু কুমুদরঞ্জন রবীন্দ্রশিষ্য। যে রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লিখিয়াছেন, 'বধূ' লিখিয়াছেন, পলাতকায় 'ফাঁকি' কবিতা লিখিয়াছেন, কুমুদরঞ্জন সেই রবীন্দ্রনাথের শিষ্য।

কুমুদরঞ্জন সচেতন শিল্পী কবি নহেন, তাঁহার রসসৃষ্টির মূলে কোনো

কষ্টকল্পিত কলা-কৌশল নাই। প্রধানতঃ তিনি একটি উদ্দীপন বিভাবের দুর্নিবার তাড়নায় একটি হৃদয়াবেগকে রসমূর্তি দেন—কোনো কলা-কৌশলের সহায়তার জন্য প্রতীক্ষা করেন না। ঐ হৃদয়াবেগই কতকগুলি উৎপ্রেক্ষা, উপমা, নিদর্শনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বচ্ছন্দাগত, এইগুলির একটি প্রয়োগও উচ্ছিষ্ট নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত গভীর পরিচয়ই ভারতের পুরাণ, প্রাচীন কাব্য, ইতিহাস হইতে তাঁহার লেখনীর মুখে এইগুলি যোগাইয়া দেয়। অনেক সময় রজনীগন্ধা গাছের দীর্ঘ দণ্ডের শীর্ষে দুইটি ফুলের মতো কবিতার শেষ দুইটি চরণের উৎপ্রেক্ষা, সূক্তি বা আভাণক কবিতাকে সার্থক করিয়া তোলে।

এইরূপ ছোট ছোট কবিতার দাবি খুব বেশি নয়, কিন্তু ছোটর দাবি যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা এইগুলির দাবিও স্বীকার করিবেন। এইগুলিকে ঠিক organic growth-এর কবিতাও বলা যায় না। এইগুলি হইল একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কবিতা। অন্য নানা শ্রেণীর কবিতাও আছে—যে সকল কবিতায় কবি কোনো হৃদয়াবেগ কিংবা কোনো ভাব বা ভাবপরম্পরাকে ক্রমোন্মেষ দান করিয়াছেন—সেগুলিতে organic growth বেশ সুস্পষ্ট। অনেক সময় কবি তালিকাকেই মালিকায় পরিণত করিয়াছেন। কবি হৃদয়াবেগের তাড়নাতেই প্রধানতঃ কবিতা রচনা করেন,—কোনো ভাবকে বহুদিন ধরিয়া লালন করেন না, সেজন্য কোনো কোনো কবিতাকে সুপরিণত সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না।

চেষ্টা করিয়া কলা-কৌশল সৃষ্টির প্রয়োগ না করিলেও কবির রচনায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখা যায়—অথচ একটিও গতানুগতিক নয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি কথা—এইগুলি এমন ভাবে রচনার ভাষার সঙ্গে সমন্বয় লাভ করে যে, মনে হয় না এইগুলিতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা আছে।

উৎপ্রেক্ষা, উদ্‌ঘাত ইত্যাদি ছাড়া শ্লেষ, ব্যঞ্জনা, বক্রোক্তি ইত্যাদিও কবির রচনায় প্রচুর। 'গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড'-এর মতো অনেক রচনায় একটা কৌতুকরসের ধারাও চলিতে থাকে।

এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ—তিনি ভক্ত কবি। উপাস্তের প্রতি ভক্তি নিবেদন এ-যুগে উপহাস্য! ভক্তি যে প্রেমেরই একটি রূপ, প্রেম যে পুষ্প, আর ভক্তি যে তাহার ফল, একথা অনেকে ভুলিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া'। এই প্রেম কেবল তাঁহার

অভীষ্টদেবের প্রতি নয়,—যাহা কিছু মহৎ, সৎ, পবিত্র, সুন্দর ও অপূর্ব কবির প্রেম তাহারই প্রতি। দেশে দেশে যুগে যুগে শত শত কবি ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, কবি তাঁহাদেরই দলের একজন। ইহাতে যদি তাঁহার অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা হউক। ভগবৎবিমুখ পাঠকপ্রভুদের চেয়ে ভগবান ঢের বড়।

রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ—কিন্তু ভগবৎ-নিরপেক্ষ নয়। জানিনা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কাব্য-সরস্বতী ভগবৎবিমুখী হইবেন কি না।

গভীর ভক্তি যে কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে, অন্যে তাহার অনাদর করিতে পারে, দেবী সরস্বতী তাহা বক্ষে ধারণ করিবেন। কারণ, ভাগবত সাহিত্যই তো তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল এতকাল। তাহা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। নাস্তিক সাজিয়া তোমরা কবিতায় ভগবানকে যতই এড়াইয়া চল না কেন, পাঠকদের মন হইতে যতদিন ভগবান চিরবিদায় না লইতেছেন, ততদিন তাহারা তোমাদের কবিতায় ভগবানকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করিবেই। তোমাদের অস্ফুটার্থক কবিতায় নানা জন নানা অর্থ টানিয়া বাহির করিবে, তাহাদের শেষ অর্থখানি তাঁহার পানেই যাইবে যেমন নদীধারার শেষ দান সমুদ্রেই পৌঁছায়।

কবির চোখে এই সৃষ্টি আজিও পুরাতন হয় নাই। সেজন্য কবি আজও প্রকৃতির পানে চাহিয়া—

যাহা ছিল চিরপুরাতন
তারে পা'ন যেন হারাধন।

কাজেই বিস্ময়ের আবেশ আজও তাঁহার ফুরায় নাই। ফলে, তাঁহার অনেক কবিতা অদ্ভুতরসের। আর কারুণ্য রসের ফল্গুধারা বহু রচনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, 'প্রত্যাবর্তন'-এর মতো কবিতায় তাহা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

বাউল-বৈরাগীদের অঞ্চলের মানুষ, সাধক কবি লোচনদাসের পাটের প্রহরী—এই কবির রচনায়, বৈরাগ্যের সহজিয়া সুর ধ্বনিত। সে সঙ্গীতের সঙ্গে বেণু বীণা ঢাক ঢোল বাজে নাই, বাজিয়াছে গোপীযন্ত্র আর গাবগুবাগুব।

কবির রচনাভঙ্গী এত অনুদ্ধত, সুকুমার, শান্তশুচি ও কমনীয় যে, এই যুগের দ্রুতচারী আত্মাভিমানী উদাসীন পাঠকের চোখে পড়িবার কথা নয়। কবি কোথাও আস্ফালন বা আড়ম্বর করিয়া শ্রোতাদের আহ্বান করেন নাই। চোখে আঙুল দিয়া কাহাকেও কিছু দেখানো বা আঙুলের খোঁচা দিয়া

কাহাকেও চেতাইয়া কিছু শোনানোর অভ্যাস এ কবির নাই।

ইদানীং কাব্যবিচারে ইতিহাস-সচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতা এই কথা দুইটির খুব প্রয়োগ দেখি। ইতিহাস বলিতে শুধু স্বদেশ-বিদেশের পুরাবৃত্ত বুঝায় না, প্রতীকাত্মিকা ভাষায় পুরাণও ইতিহাস, নিজের গ্রামের ইতিহাস, নিজের বংশকুলের ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকেও বুঝায়। সে হিসাবে এই সোমনাথের ভক্ত কবির রচনায় ইতিহাস-সচেতনতা প্রচুর। যে সমাজে কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পালিত বর্ধিত হইয়া চিরজীবন বাস করিতেছেন, তাহাই কবির পক্ষে আসল সমাজ। সে হিসাবে কবির কাব্যে সমাজ-সচেতনতা খুবই প্রখর। এক সমাজের কবির পক্ষে অন্য সমাজের সচেতনতা থাকাই অস্বাভাবিক।

এইবার কবির রচনাভঙ্গীর কথা বলি।

আলঙ্কারিক পরম্পরায় (rhetorical sequence) হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি বাংলার কাব্যসাহিত্যে দুর্লভ। কবির অনেক কবিতা কেবল দৃষ্টান্ত, উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, নিদর্শনার থাকা সাজানো। এরূপ রচনাভঙ্গী আর কারো দেখি না। দুই একটি উদাহরণ দিই এবং বাকী কতকগুলির নামোল্লেখ মাত্র করিব—

উপলের মাঝে মানিক পড়িয়া থাকে
তাহারা তাহাকে ঠেলা মারে অবিরত।
শামুক-গুগ্‌লি ঝিনুকে দাবায়ে রাখে,
মুক্তা-ভরা সে—মূল্য তাহার কত!
পাখিরা গরুড়ে পক্ষী বলেই জানে,
বোঝে না কতই শক্তি মহিমা তার—
শ্যাওড়াও হাসে চাহি' চন্দন পানে,
ভাবে, গন্ধের গৌরব কিবা আর।
কবীরের সাথে তাঁতীরা যাইত হাটে,
কবীরে তাহারা ভাবিত সকলে দীন;
বুনানির গুণে তাদের গামছা কাটে,
বুঝে না কিসে যে কবীরের চেয়ে হীন।
রামপ্রসাদের ত'বিলদারির কাজ
বহুজনে আরো ভালো পারে তাহা বুঝি।

ক'রে দেখ দেখি হিসাব-নিকাশ আজ
কী সে রেখে গেছে কালের ত'বিলে পুঁজি।
ধরণীর মীন কূর্ম ও বরাহেরা
যতই দেখুক ঘুরে ফিরে চারিপাশে
চিনিতে নারিবে হরিরে কখনো এরা
হরি তাহাদের রূপ ধরি' যদি আসে।

কবিতার উপজীব্য হৃদয়াবেগ 'আক্ষেপ'। কবিতায় উপমেয়ের উল্লেখ নাই —একে অতিশয়োক্তির মালিকা বলা যাইতে পারে।

আর একটি দৃষ্টান্ত—উৎপ্রেক্ষার মালিকা—

পরিচিত নয় তবু তারে লাগছে চেনা চেনা,
পরের জিনিস যেন আমার নিজের হাতে কেনা।
পথের ধারের ঘরটা যেন কোন্ দেশেতে যেতে
একটি দিবস ছিলাম হোথা দুর্যোগেরই রেতে।
নিজের জমির ফসল যেন দূর মুলুকের হাটে,
গ্রামের ধনীর বজরাখানি অচিন নদীর ঘাটে।
চেনা গলার স্বরটি যেন বহুরূপীর সাজে,
সখার আঁকা চিত্রখানি প্রদর্শনীর মাঝে।
কোথায় গেছে ফুলটি ঝরে গন্ধ আছে জেগে,
কনককেয়ূর কোথায় গেছে কষটি আছে লেগে।
পড়ছে নাকো শব্দ মনে অর্থ টেনে আনে,
গানের কথা হারিয়ে গেছে সুরটি জাগে প্রাণে।

এই শ্রেণীর কবিতা 'ফাটলের ফুল'। তাহার শেষ দুই চরণ—

আনলে কে এই ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে ?
নূরজাহানের জন্ম যেন উষর মরুর মধ্যে।

এই শ্রেণীর রচনা 'জুঁই'। ইহার চারি চরণ—

গন্ধ একি! মন-মাতানো একান্ত অদ্ভুত।
বাষ্পায়িত কাদম্বরী অথবা মেঘদূত।
হরির কাছে আগিয়ে যে যাই যখন তোরে ছুঁই,
অনুরাগের পথের সাথী আমার 'রামী' তুই।

'ভুঁইচাঁপা'র শেষ চরণ—

তুলোট পুঁথির মলাট ভেঙে শকুন্তলা বেরিয়ে এলো।

আগাগোড়া পৌরাণিক উদ্‌ঘাতের দ্বারা কবি 'অস্ফুটের বেদনাকে' রসঘন অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। শেষ চারি চরণ—

শ্রীবৎসরাজ রইলো মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো,
নল-রাজের কাটল জীবন রন্ধনে।
কৌস্তুভে হায় চিনলো না কেউ, উঠলো না শ্রী-অঙ্গে তো
চন্দন কাঠ লাগলো ধরার ইন্ধনে।

'ছোটর দাবি'ও ঐ টেকনিকে রচিত। বহু কবিতাই এই ভঙ্গীতে রচিত।

'বাঁধানো দাঁত' কবিতাটি উৎকলন করিয়া এই প্রসঙ্গের কথা শেষ করি—

কোথায় গেল সবল ধবল সেই দশন ?
কী আজ দখল করল তাহার সিংহাসন ?
রূপটি শুধু রাখলে কে হায় শান দিয়ে,
শক্তি নাহি সজীব করে প্রাণ দিয়ে ?
বিধির গড়া রক্তমাসের মন্দিরে
রাঙঝালে কে জুড়তে এলো সন্ধিরে ;
রস না পেয়ে রাঙেই কি আর বাঁধবে জোড়,
গড়া কোকিল বসন্ত কি আনবে তোর ?
কনক-কুসুম আটকে দিলে পরগাছে
আসবে অলি আসবে কি আর তার কাছে ?
কোথায় পাবে সেই পরিমল সেই পরাগ ?
পদ্ম গড়া যায় না দিয়ে পদ্মরাগ।
শিল্পী না হয় গড়তে পারে মর্মরে,
প্রাণ দেওয়া কি কারিগরের কর্ম রে ?
কনক-সীতার মূর্তি অবিকল দেখি'
নির্বাসিতা সীতায় শ্রীরাম ভুলবে কি ?

এই কবিতারও উপজীব্য হৃদয়াবেগ 'আক্ষেপ'।

এইভাবে একটা কোনো পৌরাণিক উদ্‌ঘাতের অলঙ্কারে বহু কবিতারই সমাপ্তি হইয়াছে। যেমন—

১। ‘অনাগতের দেশে’ কবিতায়—

ভগীরথ হেথা যারে শিলাতলে করে ধ্যান
দ্রবময়ী সুরধুনী-বুকে সেটা পড়ে টান।
শবরী রামের লাগি’ তুলি’ রাখে নিতি ফুল,
তাদেরি সুরভি সেথা করে তাঁরে বেয়াকুল।

২। ‘অসমাপ্ত’ কবিতায়—

ইন্দীবর তো নহে মোর আঁখি পদে দিব উপাড়িয়া,
চেয়ে থাকি শুধু রাঙাপদ পানে রসে-ভরা আঁখি নিয়া।

৩। ‘ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি’—

শঙ্খ ঘণ্টা-হুলুধ্বনিতে মুখর তোমার পথ,
গঙ্গার অবতরণ দেখিয়া চ’লে গেল ভগীরথ।

৪। (গাঁয়ের নিঃসম্বল জমিদারের বিধবা)

রাজ্য গেছে, মুকুট গেছে, শনির শাপে জানি,
তবু তুমি চিন্তাদেবী কাঠুরেদের রানী।

৫। (পল্লীর সম্পদের প্রসঙ্গে)

কাজ কি আমার রতনমণি রানীর আভরণ
কোলটি ভরি’ থাকুক আমার সোনার গজানন।
ইন্দ্রালয়ের গরিমাসুখ তোমরা সবি লহ
আমার থাকুক কমল কানন স্নেহের কালিদহ।

৬। যে একদিন ভবিষ্যতে মস্ত বড় বিদ্বান হইবে—প্রথম দিন পাঠশালায় গিয়া সে—

কাঁদিছে—এবং আহা কাঁদাইছে সবারে—
বালক বাসব দেখি উচ্চৈঃশ্রবারে।

এই যে পৌরাণিক উদ্‌ঘাতগুলি (allusions), এইগুলিকে কবিতার উপজীব্য ভাবটির উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে, শাখা ধরিয়া টানিলে যেমন বৃক্ষ আনত হয়—এই একটি সংক্ষিপ্ত উদ্‌ঘাত তেমনি গোটা পৌরাণিক কাহিনীটিকে মনে আনিয়া দেয়। তাহাতে কাব্যে উপজীব্য ভাবটি রোমান্টিক আবেষ্টনী লাভ করে এবং কবিতার রসসৃষ্টিতে সাহায্য করে। অবশ্য যে পৌরাণিক কাহিনীটি জানে না,—তাহার পক্ষে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হয়। কবি ধরিয়া লইয়াছেন বাঙালী পাঠক মাত্রেরই এই কাহিনীগুলি সুপরিচিত। তাহাই

তো ছিল,—কবি হয়তো জানেন না—সেকাল দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

পুরাণের নামে যাহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয় তাহাদের জানা উচিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি কবির কাছে চিরপ্রচলিত symbol ছাড়া আর কিছু নয়, পৌরাণিক চরিত্রগুলি আমাদের ভাষায় symbol রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়াই পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি সাহিত্যে লক্ষ্যার্থে ও ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের বাংলার ভাবপ্রকাশের যে নিজস্ব বাহন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে পুরাণের দান সব চেয়ে বেশি। ঐ প্রসঙ্গগুলি ভাষার বয়নে অনুস্যূত হইয়াছে বলিয়াই এগুলির দ্বারা বিবিধ অলঙ্কার সৃষ্টি করাও সম্ভব হইয়াছে—রচনাশৈলীর অঙ্গীভূত হইয়া তাহাদের সাহায্য বক্রোক্তি রচনাও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদরঞ্জন পুরাণের সুবর্ণরেখার সৈকত হইতে স্বর্ণকণা ও ভারতীয় সাহিত্যের গোলকুণ্ডা হইতে হীরক আহরণ করিয়া মণিকারের কাজই করিয়াছেন। ইহাকে যাহারা পুরানো কথার পুনরুক্তি মাত্র মনে করে—তাহারা রসশিল্পের গঠনতত্ত্বই বুঝে না। এদেশে শিল্প ও ধর্ম দুয়েরই আশ্রয় এক। এক শাখায় পিক ও শুক উভয় আশ্রয় লইলেই পিক শুক হইয়া যায় না।

বহু কবিতা তালিকার মতো মনে হইবে, কিন্তু গাঁথনির গুণে অপূর্ব মালিকা হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—ক্ষণের সঙ্গী, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, কৃষ্ণা রজনী, ছোটর দাবি, পুরানো প্রেমপত্র, তৈজসের ইতিহাস, পুরানো চিঠির ফাইল, বিয়ের ফর্দ, রোগশয্যায় ইত্যাদি। এখানে একটি কবিতা উৎকলন করিয়া দেখাই। 'পুরনো চিঠির ফাইল'—

এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি
মুছে গেছে আঁখরগুলা যত।
রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে
অতীত বিয়ের পাকচুণারই মত।
এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি
চেয়েছে কার সাতশো টাকা বাকি।
কাঠ্‌ঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি'
নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি'।
এ বটে এক সু-খবরের লিপি
পরীক্ষাতে প্রথম পাসের খবর,

লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশি
কাঁকুড় ছোট বীজটা তাহার জবর।
একি এ এক আদালতের সমন—
মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি?
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি',
ফুলে এ ছুঁচ মিশল কেমন করি'?
কোণটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি
অতীত্-ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা।
ছেলের গলার সোনার হারের সাথে
কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা।

এই যে মালিকা এর গাঁথন অলঙ্কারের মিহি জিঞ্জির দিয়া।

কতকগুলি কবিতা কেবল symbol দিয়া লেখা, অথচ symbolical poem নয়। সিম্বলগুলি এক একটি পাপড়ির মতো—একটি বৃন্তাগ্রে শিথিল ভাবে সংলগ্ন। স্থুল হস্তাবলেপ সহিবে না। কিন্তু প্রত্যেক পাপড়ি সুরাভ। এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরদিন মনে রাখিবার মতো।

এই শ্রেণীর কবিতাবলী—ব্যাঘ্রের তন্দ্রা, শিশুরাজ্য, স্বপ্ন, চঞ্চলের জয়যাত্রা ইত্যাদি।

কবি দেবতার মন্দিরে মৌলিক উপমানের হরির লুট দিয়াছেন—আঁচল পাতিলে সকলেরই অঞ্চল ভরিয়া যাইবে। আমার আঁচলে যেগুলি পড়িয়াছে সেগুলির কয়েকটি হাতে তুলিয়া দিতেছি—

১। দৈন্যের মাঝে দূর অতীতের প্রাচুর্য হেরি নিতি,
পুরীর শুষ্ক কেয়ার ঠোঙায় রথযাত্রার স্মৃতি।
(পুরানো প্রেমপত্র)

২। ভিক্ষু হয়েছে আজিকে চণ্ডাশোক
কণ্ঠে তাহার নির্বাণ-সঙ্গীত।
(শীতের অজয়)

৩। স্বাধীন সরল, কঠিন কোমল গিরির মধুকরী,
বিশ্বকবির কাব্য সজীব 'বাণে'র 'কাদম্বরী'।
(সাঁওতাল যুবতী)

৪। রসে পরিপূর, পড়ে নাকো উচ্ছলি',
লক্ষ ফুলের ওই তো গীতাঞ্জলি।
(মৌচাক)

৫। ধ্রুপদ খেয়াল নয়, নাই মান তার,
তাইরে নাইরে যেন দুইটি কথার।
(রিক্‌শ)

৬। ভরত বচন শেষে নূতন প্রস্তাবনা লেখা—
মাথুর এসে মিশল হঠাৎ পূর্বরাগের সনে।
(ঠাকুরদাদার পাশে নাতি)

৭। মশানে কে বসিয়ে দিলে নবৎ সুমধুর ?
মেঘনাদ-বধ-কাব্যে দিলে কীর্তনেরই সুর।
চমরী গাই গোয়াল ঘরে রইবে কেমন করে ?
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ীর চাপেই যাবে মরে।

রাজপুতানায় আনলে তুমি ল্যাপলাণ্ডের মেয়ে।
(বাংলার মাটিতে দ্রাক্ষালতার রোপণ)

৮। ফুলদানি হায় ধুনাচি আজ
কুশী ক'রে এনেছি মা কাজল-লতাটিরে।
(বিধবা হইয়া কন্যার মাতৃ-অঙ্কে প্রত্যাবর্তন)

এই উপমাগুলির তালিকাতেই একটি ছোট বই হইতে পারে। এই শ্রেণীর কবিতাতেই কুমুদপ্রতিভা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।

বিশুদ্ধ আবেগাত্মক পরম্পরায় অলংকৃত ভাষায় হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির নিদর্শন তাঁহার রচনায় অজস্র, সেগুলি উৎকৃষ্টতর। সে শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—সুদূর বান্ধবী, প্রত্যাবর্তন, দরদ, পল্লীকবি, শুঁয়োপোকা, কৃষ্ণ রজনী নৌকাপথে, শেষদান, বকুলতরু, পুরানো বাড়ী, কুমুর, পল্লী-পথে, পাড়াগেঁয়ে ইত্যাদি।

যাঁহারা সব কবিতায় হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আর্টকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা পূর্বোক্ত সালঙ্কারা কবিতাগুলিকেই বেশি আদর করিবেন।

কুমুদরঞ্জন দীর্ঘ কবিতার অনুরাগী নহেন। কবিতায় যাঁহারা বাগ্মিতা প্রকাশ

করেন—তাঁহাদের কবিতা দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বক্তব্য বেশি থাকে না—নিজের বক্তব্যকে নিঃশেষ করিয়া বলিবার আগ্রহও তাঁহার নাই। যতটুকু সরস করিয়া বলা যায় ততটুকুই বলেন। কবি পাঠককে অমিত-ভাষণের দ্বারা ক্লিষ্ট করেন না। তাঁহার রচনায় প্রখরতাও নাই মুখরতাও নাই। মুখরোচকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—অল্পের মধ্যে সমাপ্ত বলিয়া তাঁহার কবিতার পাঠক সংখ্যা অনেক। এ কবির কবিতায় তত্ত্বকথার প্রচার নাই, তথ্যভারও নাই, পাণ্ডিত্যপ্রকাশও নাই। সর্বত্রই পাণ্ডিত্য সংবরণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বহু পাঠক পাইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি—কোনো মতবাদ তিনি প্রচার করেন নাই—কাজেই তাঁহাকে সুখবাদী কি দুঃখবাদী, যোগবাদী কি ভোগবাদী, সাম্যবাদী কি বৈষম্যবাদী, আশাবাদী কি নৈরাশ্যবাদী এমনই একটা বাদী বানাইয়া তাঁহাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করার উপায় নাই। বাদী নহেন বলিয়া তিনি বিবাদীও নহেন—কোনো মতবাদের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ নাই। নিতান্তই যদি কোনো বাদের দ্বারা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে হয়—তবে তাঁহাকে খুব জোর ভক্তিবাদী বলা যাইতে পারে—কারণ, কেবল ভগবান, স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বসংস্কৃতির প্রতি নয়—যাহা কিছু মহান, উদার, উদাত্ত, সৎ, সুন্দর ও কল্যাণময় কবি তাহার প্রতি ভক্তিমান। সেইজন্য সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে একটা নৈতিক শ্রেয়োবোধের সূত্র অনুস্যূত হইয়া আছে—শ্রেয়োবোধকে কবি আর্টসৃষ্টির পরিপন্থী মনে করেন নাই। কল্যাণের সঙ্গে সুন্দরের মিলনসাধনই তাঁহার রচনায় বৈশিষ্ট্য। স্বকীয় কুলধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং শোণিত-ঋণের জন্য বংশধরের কৃতজ্ঞতা—তাঁহার রচনার একটি প্রধান উপজীব্য। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইষ্টানিষ্টও তাঁহার কাব্যে প্রেরণা যোগায় —মানুষের ভুলভ্রান্তি দুর্বলতা মূঢ়তাকে ক্ষমা করিয়া মানবতার মর্যাদা স্বীকার তাঁহার কাব্যসাধনাকে উদার করিয়া তুলিয়াছে। কবিদের যদি গুণানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—তাহা হইলে কুমুদরঞ্জন সাত্ত্বিক শ্রেণীর কবি— এই দিক হইতে তাঁহার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাধর্ম্য আছে।

এ যুগে সূক্তিগর্ভ চরণের দ্বারা কবিরা পরিচায়িত হন—শুনিতে পাই। সে হিসাব কুমুদরঞ্জনের রচনায় মনে রাখিবার মতো সূক্তি অজস্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেহই সেগুলির সন্ধান রাখেন না।

কুমুদরঞ্জনের সহযোগী কবিদের মধ্যে মোহিতলালের রচনায় তাঁহার জীবন সম্বন্ধে মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনচরিত পাওয়া যায় না।

কুমুদরঞ্জনের কবিতায় কবির চরিত্র, ভাবাদর্শ, ধর্ম্মমত, কুলুজী ও জীবনচরিত সবই পাওয়া যায়। কবি নিজের জীবন হইতেই মুহুর্মুহু কাব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পাঠ করিলেই কবিকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিমূর্তরূপে পাওয়া যায়।

কবির জন্মভূমির ভৌগোলিক অবস্থান, ঘর সংসার, তাহার আবেষ্টনী, গার্হস্থ্য জীবন, কবির প্রতিবাসিবৃন্দ, তাহাদের আচার আচরণ, কবির নিত্য-কৃত্য অভ্যাস, তীর্থ পর্যটন, দেশভ্রমণ ইত্যাদি সমস্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়—সবই তাঁহার রচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছে।

কবির জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় যে-সব কবিতায় তাহাদের একটিকে এখানে উদ্ধৃত করি—

নেইকো সময় নেইকো রে ভাই ঠুনকো মালের কারবারে,
হরঘড়ি হয় গরহাজিরি রাজ-রাজাদের দরবারে।
আম-মুকুলের ঘ্রাণটুকু
ক্ষুদ্র ফুলের দানটুকু
রঙিন পাতার ঝিলমিলি ভাই ত্বর সহে না একবারে।
ভাবছি যখন এই চ'লে যাই রাতটা কেবল ভোর ক'রে,
আটকিয়ে পথ এমনি বিপদ মেঘ নামে ভাই ঘোর ক'রে।
মৌমাছি সব গুঞ্জরে
কুসুমকলি মুঞ্জরে ;
শক্ত যাওয়া, পাগলা হাওয়া হাত ধরে ভাই জোর করে।
কাল চলে যায় জ্বাল ব'হে যায় ক্ষীরের কড়ায় আঁচ লাগে,
ফাত্‌না ডুবায় ছিপের ডগায় তগীর ডোরে মাছ লাগে।
চিনির রসে তার বাঁধে,
হাঁসগুলা সব সার বাঁধে,
লগ্ন আমার ভ্রষ্ট যে হয়, বাহির হতেই সাঁঝ লাগে।
তোমরা যখন যাও চ'লে যাও জোর ক'রে যাও ডাক দিয়ে,
আমার তখন কাজের সময় কাজ যে দাঁড়ায় থাক দিয়ে।
নলিন-আঁখির দলগুলি
ব্যথীর মরম-তলগুলি
কাতর চোখে পিছন ডাকে হৃৎকপাটের ফাঁক দিয়ে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন সকল কবিই একথা বলিতে পারেন। আমার মনে হয় অন্য কবির পক্ষে একথা বলা ভণ্ডামি হইবে। কুমুদরঞ্জনের জীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা কবির এ উক্তিকে সম্পূর্ণ অকপট বলিয়াই জানেন। তাঁহার মতো অকাজকে কাজ কেহই মনে করেন না।

কুমুদরঞ্জনের পল্লীজীবনের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে কাহারো কাহারো ধারণা তিনি আজন্ম অদ্যাবধি পল্লীতেই জীবন কাটাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে গভীর পল্লীপ্রীতির অধিকারী হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আর যাঁহারা নগরে বসিয়া পল্লীর কবিতা লিখেন তাঁহারা জীবনে জীবন যোগ করেন না বলিয়া তাঁহাদের পল্লীপ্রীতি একটা pose মাত্র। দীর্ঘকাল পল্লীজীবন যাপন করিলে কবিরও পল্লীর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবার কথা—পল্লীজীবনের কদর্যতা, নৈতিক দীনতা, মূঢ়তা, ক্রূরতা, রূঢ়তা কবির চোখ এড়াইতে পারে না। ইহার জন্যও পল্লীর প্রতি বৈরূপ্য জন্মিবার কথা।

কুমুদরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য এই আজন্ম পল্লীর আবহাওয়ায় জীবন কাটাইয়াও বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হন নাই, পল্লীবাসীদের সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে ক্ষমার চোখে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন। পল্লীপ্রীতি ছিল তাঁহার জন্মগত সংস্কার। পক্ষান্তরে যে-সকল কবি বাল্য কৈশোর পল্লীতে কাটাইয়াছেন—বরাবর পল্লীতে যাতায়াত করিয়াছেন বা সংযোগ রাখিয়াছেন—তাঁহাদের পল্লীপ্রীতি আদৌ অভিনয় মাত্র নয়। ব্যবধানই পল্লীকে ভালোবাসিতে বাধ্য করে, পল্লীজীবনে প্রত্যক্ষদৃষ্ট গ্লানি মালিন্যও তাঁহাদের চিত্তকে বিরূপ করিয়া তোলে না—ব্যবধান ও বিচ্ছেদ এক নয়।

তাহা ছাড়া,নাগরিক জীবনের সর্বপ্রকার পরাধীনতা, কৃত্রিমতা, স্বার্থসর্বস্বতা ধূলিধূমের মালিন্য, কোলাহল, চিত্তবিক্ষেপকর জীবনযাত্রা নগর-প্রবাসী কবিদের নাগরিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, ফলতঃ পল্লীজীবনের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিবে ইহাই স্বাভাবিক।

পল্লীজীবনের গ্লানি মালিন্য লইয়া কবিতা হয় না—তাহার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে না হওয়ায় কবির ক্ষতি হয় না। কথাসাহিত্যে যথাযথ চিত্রণের প্রয়োজন হয়—সেজন্যই কথাসাহিত্যিকরা সকলেই নগরে বসিয়া পল্লীচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে সাহিত্যে vitality-র সঞ্চার হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুমুদরঞ্জনের কাব্যে সেই vitality-র পরিচয়:আছে। নগর-প্রবাসী পল্লীকবির কাব্যে রোমান্টিকতা

এই vitality-র ক্ষতিপূরণ কে পল্লীপ্রীতির একটা অঙ্গ প্রকৃতি-প্রেম, অতএব প্রকৃতিপ্রেম সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

অনেকের বিশ্বাস—তিনি যখন গ্রামবাসী তখন তিনি বহির্জগতের খোঁজ রাখেন না—সারা জগতে যে দশাচক্রের আবর্তনে কী বিপর্যয় ঘটিতেছে—তিনি তাহার সন্ধান রাখেন না—তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলেন না—ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। এসব ধারণা ভ্রান্ত মনে রাখিতে হইবে—তিনি বি-এ পাস করেন ১৯০৫ সালে। তখন এখনকার অধিকাংশ অধ্যাপক ও নামজাদা লেখকদের জন্ম হয় নাই—তখন বৎসরে শতকরা মাত্র ১৬।১৭ জন বি-এ পাস করিত, বি-এ পাস করিতে হইলে তখন রীতিমত বিদ্বান ও অধীতী হইতে হইত। তখনকার দিনে সকল কৃতী ছাত্রই ইংরাজী সাহিত্য সযত্নেই আলোচনা করিতেন। তারপর তিনি আবগারী বিভাগে বা পুলিস বিভাগে কাজ করিতে যান নাই, শিক্ষাবিভাগেই সারা জীবন কাজ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা করিতেন—আজিও করেন। যুগধর্মের ক্রমপ্রগতি ও জগতের রাষ্ট্রীয় জীবনের দশাবিপর্যয়ের সব খবরই তিনি রাখেন। কাব্যসাহিত্যের রাজ্যে যে কী বিপ্লব ঘটিয়াছে—তাহাও তিনি জানেন। তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যেই তাঁহার বহির্জগতের জ্ঞানের বহু পরিচয় আছে—কোনো কবিরই অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন নাই। নব্যধারার কবিতার রস গ্রহণ তিনি করিতে পারেন না; এবং কাব্যের গতি পরিবর্তনও তিনি করেন নাই—কারণ তাঁহার মতে—

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্মো ভয়াবহঃ।

হৃদয়াবেগের দিক হইতে বিচার করিতে হইলে কুমুদরঞ্জন প্রধানতঃ বেদনার বা দরদের কবি। কারুণ্যের আতিশয্য অবশ্য রসের অনুকূল নয়।

কবির 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটিও অতি করুণ—কিন্তু রচনার vitality এত বেশি যাহা ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিয়াছে—এ vitality অতিকরুণ 'নৌকাপথে' কবিতায় নাই। 'দরদ' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

একটি শুধু পয়সা দিয়ে বকেছিলাম কত
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।

এ বেদনা যে-কোনো দরদী ব্যক্তিরই হইতে পারে, কিন্তু তাহারা ইহাকে

কবিতার রূপ দিতে পারে না—তাহারা বলিতে পারে না—

তামার কুচির তাম্রশাসন শাসায় অবিরত।

দরদীর বেদনা ইহাতে কবির বেদনায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা।

'মাটির মায়া' কবিতার বেদনা কবি ছাড়া অন্য কেহ অনুভব করিতে পারে না।' 'দরদ' কবিতার বেদনা বাস্তব—'মাটির মায়া'র বেদনা অবাস্তব। স্বর্গ যে অবাস্তব তাহা কবিও জানেন। এখানে স্বর্গ সিম্বল মাত্র। এ সিম্বল কবি রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতা হইতেই পাইয়াছেন। 'ভাঙা বেহালা' কবিতায় কবির বেদনা আরোপিত হইয়াছে জড়বস্তুতে। বেহালাও সিম্বল।

এখানে জীবের বেদনাকে কবি নিজের বেদনায় পরিণত করেন নাই—নিজের বেদনা জীবে নয় জড়ে আরোপিত করায় অতি কারুণ্যদোষ ঘটে নাই। কবি আর্ট সৃষ্টিরও সুযোগ পাইয়াছেন—বাচনভঙ্গীর অপূর্বতা এই বেদনাকে প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিয়াছে—

নাই সুর সুমধুর, মীড় আর খেলে না,
'আড়ানা'র সাড়া নাই, মেলে নাকো 'তেলেনা'।
সত্য কি সুরনদী সিকতায় হারালো?
দেবতা কি দারুসার ছবি হয়ে দাঁড়ালো?

নৌকাটি হারাইয়া মাঝিকে জীবিকার জন্য কাঠ কাটিতে আর পাথর ভাঙিতে হইতেছে—পানকৌড়ি আজ কাঠঠোকরা হইয়াছে। তাহার জলদেবতা আজ চকমকি পাথরে পরিণত। এই মাঝিও সিম্বল। এই মাঝির বেদনাতে একটা universal appeal আছে।

এই দুনিয়ার বিবিধ কর্মক্ষেত্রের শত শত 'মাঝিকে' কাঠুরিয়া হইতে হয়। কবিকেও পেটের দায়ে পাঠ্যপুস্তক লিখিতে হয়। এ বেদনা মাঝির মত দুর্দশাগ্রস্ত সকল কর্মীর, সকল শিল্পীর। বাচনভঙ্গীর এই universal appeal ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কবিতা করিয়া তুলিয়াছে।

'অস্ফুট' কবিতার উপজীব্য বেদনাচিত্রেও সার্বজনীন আবেদন আছে—কতকগুলি দৃষ্টান্তের পাপড়ি বিস্তারে 'অস্ফুট'কে প্রস্ফুট করা হইয়াছে—ইহাতে লেখক যত বড় আর্টিস্ট তত বড় কবি নহেন।

বেদনা যেখানে কবিতার উপজীব্য নয়, সূক্ষ্ম সূত্রের ব্যঞ্জনায় অভিদ্যোতিত

সেখানেই কারুণ্যরসের চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটে। 'সঙ্গীতশালায়' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি এই প্রসঙ্গে। এই কবিতায় গানভঙ্গের বরজলালের দোস্ত এই বুড়ো কালোয়াতের বেদনা তাহার সারেঙের সূক্ষ্ম তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠে।

চক্ষুর দৃষ্টি ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে, কবির এ বেদনা ব্যক্তিগত বেদনা—ব্যক্তিগত হইলেও এ বেদনা সকল গত-যৌবনেরই। সত্যেন্দ্রনাথ এ বেদনাকে একটি করুণরসের কবিতায় ('বৈকালী') রূপ দিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় করুণরস শান্তরসে পরিণত হইয়াছে বাচ্যার্থের সাহায্যেই। কুমুদরঞ্জনের 'আঁখি' কবিতার ছন্দ ও সুরের ব্যঞ্জনায় সেই শান্তরসের আমেজ লাগিয়াছে—সমাপ্তিও ব্যঞ্জনাগর্ভ। ইহার সুর কর্ণে অনুরণিত হইতে থাকে।

এ তো নয় সে তমালছায়া এ নয় তো সে মেঘকরা
কালিন্দীর এই কালো লহর ভাসিয়ে নেওয়ার বেগভরা।
এই ছায়া হায় মায়ার ছলে
কমলকে আজ মুদতে বলে
সামনে ঝিঙে ফুল ফুটেছে—যায় ডুবে যায় ঐ চাকী।

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৈকালী'—কুমুদরঞ্জনের এই কয় চরণে চমৎকার রূপ লাভ করিয়াছে। 'ঝিঙে ফুল'-এ কবিতায় যে vitality সঞ্চার করিয়াছে—যাহার সামনে তাহা না ফুটিয়াছে সে বুঝিবে না। অশ্রু সরোবরে কমল তো মুদিত হইতেছে—এ দৃশ্য করুণ বটে, কিন্তু কারুণ্য যে উদাস ভাবের সৃষ্টি করিতেছে—তাহাই ঝিঙে ফুল হইয়া অস্তগামী তপনের শেষ রশ্মিপাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে ব্যথা শুধু পীড়নই করে, ভাবায় না, চিত্তকে উদাস করে না—সে ব্যথা উচ্চশ্রেণীর কবিতার উপজীব্য নয়। মেলা বসে দুদিনের জন্য—তার পরে

রাঙা কাগজ ভাঙা চুড়ি টুকরো কাচের ছবি
পট্‌কা পোড়া রইল পড়ে, দেখছে সাঁঝের রবি।

উৎসব শেষ হয়—তার পরে

পাতার ঠোঙা নিয়ে কাকেরা করে খেলা।

এই যে দৃশ্য ইহা দেখিয়া যাহার চিত্ত উদাস হয়, সেই আসল কবি।

'অশরীরী' কবিতাটিতে করুণরসের সঙ্গে অদ্ভুতরস ও শান্তরসের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়াছে। এই কবিতাটি পড়িবার আগে Walter De la Mare-এর Listeners কবিতাটি পড়িয়া দেখিলে ভালো হয়। অশরীরী কবিতার পরিবেষ্টনী রচনা চমৎকার, Listeners-এর মতো না হইলেও ইহাতে রহস্যময়তারও

সৃষ্টি বেশ কলা-সঙ্গত হইয়াছে। করুণরস এই কবিতায় অদ্ভুতরসের গুণীভূত হইয়াছে। এই কবিতাটি কুমুদরঞ্জনের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

হৃদয়াবেগের এমন চমৎকার বাচনভঙ্গী বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে দুর্লভ। এই বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই কুমুদরঞ্জনকে স্বাতন্ত্র্য ও অসামান্য কবিমর্যাদা দিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় কবিদের সম্বন্ধে যত আলোচনা প্রকাশিত হয়—সবই তাঁহাদের রচনার বিষয়বস্তু অবলম্বনে। বাচনভঙ্গী অপূর্বতার কথা কেহই বলেন না। বড় বড় সাহিত্যাচার্যরাও তথ্যবিচার, বিষয়বস্তু ও মতবাদের কথাই বলেন। আমার বোধ হয় তথাকথিত সমালোচকদের কবিতার টেকনিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতা না থাকার জন্য তাঁহাদের আলোচনায় রসসৃষ্টির কথা একেবারেই থাকে না।*

শ্রীকালিদাস রায়

* এই সংকলনে কবিতাগুলির পরম্পরাবিন্যাসে অধ্যাপক ডক্টর অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ভূমিকায় উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' হইতে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

ভক্তি

পল্লী ও প্রকৃতি

স্মৃতি

পৌরাণিকী

ব্যথা ও বেদনা

প্রতীক

ভারত-চিত্র

বিবিধ

মর্ম্মবাণী

আমি দিতে চাই সেই বার্তাই
অমৃতের কথা যাহাতে আছে—
মন যাতে হয় শুচি বলিষ্ঠ
লভিয়া শক্তি জাতিও বাঁচে।
উন্নত করে, নির্মল করে,
সংযত করে, সংশয় হরে,
পশুত্ব হতে দেবত্বে লয়—পরমানন্দময়ের কাছে॥

মুক্তার ডুবারি

তলাইয়া যাই নীল সাগরের গভীর অতল তলে।
ভাব সাগরের, রূপ সাগরের অগাধ অথই জলে।
হাঙর কুমীর ভয়াল অক্টোপাস,
পদে পদে বাধা, পদে পদে জাগে ত্রাস,
শুক্তিগুলিও লুকাইয়া থাকে ঘন শৈবাল দলে।

২

মহাসাগরের টান পাই আমি মুক্তা আমাকে ডাকে—
আমি সাগরের বুক চিরে আনি—বুকে ধরি আনি তাকে।
লাবণ্য তার দেখাই জগজ্জনে
রবির আলোক খেলা করে তার সনে,
জহুরী তাহার পানে চেয়ে চেয়ে অবাক হইয়া থাকে।

৩

দেবতা তো নই করিতে পারিনে মন্থনে জলনিধি,
তুচ্ছ ডুবারি শুধু ডুবিবার শক্তি দিয়াছে বিধি।
এই অজানারে পাবার আকাঙ্ক্ষা,
মানে নাক বাধা মানে নাকো শঙ্কা,
মোরা দুর্দাম আগুলি রাখিতে পারে নাক এই ক্ষিতি।

৪

লোকে বলে কর কি লোভে কি লাভে এই কাজ দুষ্কর,
লাভবান হয় বিলাসী বিষয়ী ধনী হয় সদাগর।
গিরির শৃঙ্গে অভিযাত্রীর দল
উঠিয়া কি লভে? তবে তা কি নিষ্ফল?
এই মণিধরা ব্যবসায়ে কেহ খতাতে চাহে না দর।

৫

কূলহীন ওই নীলাকাশে যারা খুঁজিছে নূতন তারা,
আকাশ ঘেরিয়া ফেলিতেছে জাল—এর কিছু বোঝে তারা।
তাহারা কি পায়? কত লাভ কত ক্ষতি?
পরমানন্দ নূতন তারার জ্যোতি
হাতের মুঠায় চাঁদ পায় তারা—তাতেই আত্মহারা।

৬

এও তপস্যা এও যে সাধনা ইহাকেই ধ্যানে ধরি—
মুক্তা তুলিয়া মেটে নাকো আশ—কবির ব্যবসা করি।
জরা আসি যবে শকতি কাড়িয়া লয়।
মুক্তারি কথা তবু সদা মনে হয়।
দ্রব মুকুতার মালা দিয়ে বলি—'মুক্তি চাইনে হরি।'

বার্তাবহ

আমি দিতে চাই সেই বার্তাই, অমৃতের কথা যাহাতে আছে
মন যাতে হয় শুচি বলিষ্ঠ লভিয়া শক্তি জাতিও বাঁচে।
উন্নত করে নির্মল করে
সংযত করে সংশয় হরে,
পশুত্ব হতে দেবত্বে লয়—পরমানন্দময়ের কাছে।

সেই বার্তার পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা মোর সতত চিতে।
দেশের রুচিকে ঊর্ধ্বে যা তোলে সেই সংবাদই চাই যে দিতে।
মার্কিনী তরী ভারত সাগরে,
তলাইয়া যায়—সবে যায় সরে,
কাপ্তেন স্থির দাঁড়ায়ে রহিল, ফিরালো যাহারা আসিল নিতে।

৩

রহিল দাঁড়ায়ে জাহাজের পরে নির্ভীক বুক উজল আঁখি,
নীলাকাশ করে পুষ্প বৃষ্টি নীল জল দিলো সকলি ঢাকি।
সে যে জাহাজের লয়ে ছিল ভার,
রক্ষা করার দায়িত্ব তার,
সে কর্তব্যে অটল সে ছিল বলে গেল যেন সবারে ডাকি।

৪

তাহার জাতির বহুদোষ আছে—বহু নিন্দার শুনেছি কথা,
এ যে এনে দিলো আত্মবলিতে আবার নূতন বিশুদ্ধতা।
জাতিকে রক্ষা ইহারাই করে
এদেরি খবর রটে ঘরে ঘরে,
এতে অমৃত আনন্দ আছে যতই দারুণ থাকুক ব্যথা।

আতস বাজিকার

আমি রূপকার—আমি বীণকার কবি,
আলোকের বীণা বাজায়ে তৃপ্তি লভি।
বিবিধ রঙের উড়াই হাউই কত,
মানব-মনের যেন আকাঙ্ক্ষা শত,
মিলাইয়া যায়—আঁকি আলোকের ছবি।

২

তুবড়িতে আমি ফুটাই আলোর ফুল
রূপে রঙে তার দেখিনে তো সমতুল।
একটা রাষ্ট্র—একটা যুগের আলো
একটা কৃষ্টি নিঃশেষ হয়ে গেল,
এখনি সত্য—এখনি আবার ভুল।

৩

করি রোশনাই আঁধারকে রমণীয়
ব্যঞ্জনা তার একেবারে নাটকীয়।
আলোর কমল ছড়াইয়া দিই নভে,
ভরা নদীবুক ভরি আলোকোৎসবে,
রূপ শিল্পীর মর্যাদা মোরে দিয়ো।

৪

আলোক আঁখরে আমিও কাব্য লিখি।
আমার প্রতিভা প্রাচীনা ও আধুনিকী
সূক্ষ্ম সুদূর আলোকের ইঙ্গিত,
আলোকের ভাব আলোকের সঙ্গীত
আলোকে সোনার ভেলা ভাসাইতে শিখি।

বড়ই ক্ষণিক আমার বর্তমান
এই আরম্ভ এই হয় অবসান।
আমি গড়ে দিই আলোর উজ্জয়িনী,
আলোক এবং ভাগ্যের ছিনিমিনি,
সৃষ্টি ও লয়ে বড় কম ব্যবধান।

অনামা কবি

সরযূ ও গঙ্গা রেবা সুবর্ণরেখা
সিপ্রা, সিন্ধু, কৃষ্ণা, পদ্মা নামের তালিকা,
হেরি যখন ভাবি মনে এ নাম দেওয়া কার ?
দেশের আদিম কবির পদে জানাই নমস্কার।

২

ব্রহ্মপুত্র রূপনারায়ণ অজয় দামোদর,
রূপের ছবি আঁকলে নামে এ কোন কারিকর ?
ইচ্ছা করে আলিঙ্গিয়া প্রণতি দিতে—
এমন মধুর নামকরণের সেই পুরোহিতে।

৩

অতসী অপরাজিতা রজনীগন্ধা
চম্পা পারুল, জাতি যূথী অমৃতছন্দা
নাম দিয়েছে নয়কো নিজে নামের পিয়াসী
কেমন করে বলবো তাদের কি ভালবাসি ?

৪

বইছে দেশের নদনদীতে আনন্দধারা,
ফুলে ফুলে শোভে তাদের প্রীতির পসারা।
নগর ভূধর অরণ্যানী কেউ পড়েনি বাদ,
লুট্‌লে তাঁদের স্নেহের পরমান্ন পরসাদ।

৫

কাব্য তখন পায়নিক পথ, খুঁজিছে ছন্দ
গঙ্গা যেন শিবের জটিল জটাতে বন্ধ।
আদি কবির অনুষ্টুভের আগের এসব নাম
দিলেন যাঁরা করছি তাঁদের শ্রীপদে প্রণাম।

নিষিদ্ধা

বলে 'নয় এটা কবিতার যুগ' তবুও কবিতা লিখি,
যুগ উপযোগী হতে তো নারিব আছি য'টা দিন টিকি।
প্রভাতী এবং বিদায়ী সূর্যে কবিতার পরিবেশ,—
চাঁদের সুধায় কবিতায় কই হয়নি তো আজও শেষ ?

কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী বলে আমার হাসিটি আঁকো,
চুপ করে কেন ? তোমাদিকে মোরা বুড়া হতে দেব নাকো।
আজও অঙ্গনে কুসুম যে ফোটে, কুহরে পাপিয়া পিক,
অফুরন্ত যে বসন্ত ডাকে 'আছ তো বন্ধু ঠিক।'
বর্ষায় আজও নৃত্য দেখায় পুচ্ছ মেলিয়া শিখী—
কবিতার যুগ না হলেও তাই, আমরা কবিতা লিখি।

২

গীতের যে যুগ নহে—সে যুগকে, মৃতের বলিয়া জানি,
অমৃতের কণা নাহিক তাহাতে, মুখে নাই তার বাণী।
অভাগা যে যুগ—সংযোগ নাই যার সাথে কবিতার,
মহাকাল কাছে পরিচয় দিতে সাক্ষী নাহি যে তার।
যুগ ও জীবনে জড়িত কবিতা কেমনে সরাবে তাকে ?
কে কাড়িতে পারে কাল সাগরের বুক হতে নীলিমাকে ?
মেঘ শুধু জল দিতেই পারিত ডম্বরু কেন বাজে ?
তটিনীর ওই কলধ্বনি তো লাগে নাকো কোনো কাজে।
অশথের কচি পাতে ঝিলিমিলি কাঁচা রোদে ঝিকিমিকি
কবিতার যুগ না হলেও তাই আমরা কবিতা লিখি।

৩

যুগ তো কবিতা গড়িতে পারে না কবিতাই যুগ গড়ে—
ছন্দের স্থর ডোবাতে পারে না গর্জন ঘর্ঘরে।
শত ট্রাকটার আরমার্ড-কার যুগ গড়িবে না জানি,
পারে নাই যুগ গড়িতে যেমন গোরুর গাড়ি ও ঘানি।
ত্রেতা চলে গেছে—রাম রাবণের যুদ্ধের অবসান,
যুগ যুগ ধরি চলিছে কিন্তু সেই রামায়ণ গান।
গেছে দ্বাপরের গাণ্ডীব গদা কপিধ্বজও নাই—
শুধু গীতা আর নূপুরের ধ্বনি বাঁশরীর সাড়া পাই।
কবিতা যে কালজয়ী সনাতনী সে তো নয় আধুনিকী,
কবিতার যুগ না হলেও তাই আমরা কবিতা লিখি।

একই ধারা

কোন্ যুগের যে মানুষ আমি
বুঝেও তো বুঝি না তা,
যুগের যুগের লাগি আমার
অকারণে মাথা ব্যথা।
দুঃখ আমার অফুরন্ত,—
সুখেরও মোর নাইক সীমা,
সব জীবনের পুণ্যক্ষেত্রে
করি আমি পরিক্রমা।
এই ভুবনের ভবঘুরে
আছি এবং যাই কোথা না ?
লঙ্কা কুরুক্ষেত্র ও ট্রয়
কারবালা ও রাজপুতানা।
বাহির যে হই দিগ্বিজয়ে
আমি সেকেন্দারের সাথে,
নেপোলিয়ন সঙ্গে কভু,
বেড়াই সেণ্ট হেলেনাতে,
দেখি কোথাও নেকড়ে দলে
তাড়িয়ে গিয়ে মানুষ খেতে,
হাসি এবং ফাঁসি দেখি
নুরেনবার্গ ও তুরস্কেতে।
সেই যে আদিম কর্মধারা
চলছে আজও থামেনিকো,
মানুষ যতই সভ্য হউক—
ডালে থেকে নামেনিকো।

অভাবের আনন্দ

দালান বাড়ি নয়কো মোদের আছে সবার জানা তো
কিন্তু মাটির আঙ্গিনাতে 'এলুন' বড়ই মানাতো।
ছিল নাকো হার তো সোনার কোথায় পাব আমরা তা?
হার কে দিত হার মানিয়ে মোদের গলায় শ্যামলতা।
অভাব ছিল, অভাব ছিল বলছে তারে কে মন্দ?
কিন্তু তাহার সঙ্গে ছিল স্বভাবজাত আনন্দ।

১

পিপীলিকার মতন অভাব করতো বটে বিব্রত,
দংশন তার ছিলনাকো মোটেই এমন তীব্র তো?
অভাব সাথে থাকতো তখন উৎসাহ আর স্ফূর্তি যে।
ভাঙা বুকের আটচালাতে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি যে।
গরুড় তখন উঠতো উধাও ভাণ্ড সুধার স্পর্শিতে—
রুই মাছ এসে ঠোকর দিত পুঁটী মাছের বঁড়শিতে।
অভাবকে হায় বিশ্রী এমন কুশ্রী এমন করলে কে?
কার্তিকের সে ময়ূর ভেঙ্গে এ কালপেঁচা গড়লে কে?

ঠকার আনন্দ

শৈশবে মোর গ্রামের নদী ও বিলে
হাত থেকে মাছ লইত শঙ্খচিলে।
না ধরিলে মোর চিনিতে পিঁপড়ে ডেঞে,
পাইনে আরাম এখনো খেয়ে ও নেয়ে,
মনে ব্যথা পাই হাঘরে ফিরিয়া গেলে।

২

দূরে তাঁবু পেতে যোগী ভবঘুরে দল—
ফেরে সাধুবেশে—করে নানাবিধ ছল।

ভিড় হতে বেছে আমাকেই তারা ডাকে—
বোকা চিনিবার ক্ষমতা বিশেষ রাখে
বলে 'ওরে বেটা পকেটে কি আছে বল ?'

৩

'আছে পাঁচসিকা জানি, দেখ-শোন তবে—
টাকাটি ভোগের উহা মোরে দিতে হবে।
ভাগ্যবানের কাছেই যা কিছু লই।'
টাকাটা দিলাম—নতুবা উপায় কই।
বলিল, 'এ দান অক্ষয় তোলা রবে।'

৪

'শিয়ালমারা'ও মোরে সাধুভাই জানি,—
সন্ন্যাসী সাজি ডাকে দিয়া হাতছানি।
কঠিন 'কেদার' বিশাল 'বদরী' যাবে—
কম্বল নাই—না দিলে কোথায় পাবে ?
ভোজন করাই—শুনি কবীরের বাণী।

৫

আমি মনে ভাবি—দাঁড়ায় যখন কাছে—
এদের বৃহৎ ঐতিহ্যই আছে।
গ্রহণ করেছে রাজরাজড়ার দান—
খাঁটি সাধুদের লভিয়াছে সম্মান,
রাজসূয়ে ছিল বুঝি সাধুদের পাছে।

৬

জীবনকাব্যে এ সব মন্দ নয়—
'শার্দূল বিক্রীড়িত' ছন্দ হয়।
নয় তো দেখি যে ভিন্ন কোনো সে বেশে
হেথা 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' আসিয়া মেশে।
স্বাগত জানাই,—মন আনন্দ ময়।

কি পেয়েছি

দীন বটি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলা-ধূসরিত পল্লীগ্রামে,
শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতালে, শুনি হরিনাম ডাহিনে বামে।
জল-বাহু দিয়ে ঘিরে আছে নদী, ফুলে ফলে বাড়ি ভরিয়া আছে,
পেয়েছি শোভনা শ্যাম বসুমতী—শান্তিতে আছি মায়ের কাছে।
আছে অনটন দুখ দারিদ্র্য, নহে তা বিশেষ কষ্টসহ—
মা'র খাই পরি, নিন্দাও করি, হয়ে আছি মা'র গলগ্রহ।

২

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, পর্ণকুটীর, অন্নমুঠি—
তাহার উপর মায়ের সোহাগ উল্লাসে আমি ফুলিয়া উঠি।
সমীরণে লাগে শত রাজসূয় যজ্ঞভস্ম আমার গায়ে—
সলিলেতে পাই দ্রব নারায়ণ, দেহ মন প্রাণ জুড়ায় তাহে।
পুলকিত হই, দ্রবীভূত হই, শুনিয়া 'কমলে কামিনী' কথা—
পদ্ম হইয়া ফোটে চারিপাশে আমার মনের প্রসন্নতা।

৩

অবিশ্বাসের আঁচ লাগে পাছে বহুদূরে তাই সরিয়া রহি
দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়নক নই—বিকৃতির আমি বাহক নহি।
শুনিতে হয় না শাণিত তর্ক ভগবান কেহ আছেন কি না?
সহিতে হয় না বিষ-বিদগ্ধ তত্ত্ব কথার লজ্জা ঘৃণা।
পঙ্কেতে ডোবো পঙ্কিল হলে পঙ্কজ হবে বলে না কেহ
শুনিতে হয় না পাপ এনে দেবে দিব্যজীবন দিব্যদেহ।

৪

ঘরে মোর দেবদেবীর মূর্তি ভক্তগণের পুণ্য ছবি,
আমি তাঁহাদের উপস্থিতির অনুভূতির যে প্রসাদ লভি।
ঘটে পটে তাঁরা আসেন বসেন—এ আসন পাতা নহেক বৃথা,
কি ব্যাকুলতায় আশা-পথ চাই—দেবতা তাঁরা কি জানেন না তা।

তাঁরা করে দেন পথ-নির্দেশ—ঘুচে সন্দেহ সকল ভীতি
চুম্বক তাঁরা লৌহকণিকা আপনি টানিয়া লয়েন নিতি।

৫

জেনেছি না হলে ইচ্ছা মায়ের—জীর্ণ পাতাও পড়ে না ঝরি,
তিনি বিশ্বাস, তিনি নিঃশ্বাস—তিনিই মা রাজ-রাজেশ্বরী।
সুবাসিত হয়ে উঠে এ ভবন কতদিন তাঁর অঙ্গবাসে,
তাঁহার ভালের খণ্ডচন্দ্র দেখেছি সহসা আঁধার নাশে।
দেখা দেন তিনি, কথা কন তিনি—তবে প্রতি পদে বিঘ্ন বাধা।
বাজিকরের যে কন্যা তা ঠিক—ঘোরে সাথে শত গোলকধাঁধা।

৬

আমি টুনটুনি—সহসা কেমনে গরুড়ের বল পাই এ বুকে,
সব গ্রহতারা সংবাদ লয়, হাসে কাঁদে মোর দুঃখ সুখে।
আমি যে সফরী, সুধা-সাগরের জোয়ারের ঢেউ লেগেছে গায়ে,
আমি মরীচিকা-লুব্ধ হরিণ—ফিরেছি ভূর্জবনচ্ছায়ে।
দেখেছি কি তাঁরে? চিনেছি কি তাঁরে পেয়েছি কি কৃপা?
বলি যা জানি—
বলিতে পারিনে—মুখ চেপে ধরে—বাষ্পরুদ্ধ হতেছে বাণী।

ভাবের ভুবন

সাধক জগন্মঙ্গলব্রতী ভাবুক শিল্পীদল,
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে নূতন ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎ 'পর,
করিতে তাহারে শুচি সমৃদ্ধ এবং মহত্তর।
মহামানবেরা আজি যা ভাবেন কাল ত তাহাই হয়,
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে সময় একটু লয়।

২

সূর্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তারার জ্যোতি,
গড়িতে একটি অমিতাভ—শুধু একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের দৃঢ় স্থির আকাঙ্ক্ষা লইয়া অহিংসাকে,
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে কঠোর কত তপস্যা মধু পূর্ণিমা রাত—
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে এলো রবীন্দ্রনাথ।

৩

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে, সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্প-হারীর—দর্পীরে নাহি ডরে।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-সরিতের বাঁধ—
চকোরের ডাকে আগায়ে আগিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

৪

কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত,
জীবকে করিছে উন্নততর তাহাদের সঙ্গীত।
সাধকের সাধ ইচ্ছাশক্তি কানে যায় না ত ক্ষয়ে,
নব কলেবরে সে আসে ফিরিয়া বিপুল শক্তি লয়ে।
বসুধাকে দিতে নূতন মহিমা নূতন লাবণ্য—
ধরি নরতনু প্রেম আসে—আসে অবিনাশী পুণ্য।

বিদায়বেলা

সকল বাঁধন ছিঁড়তে হবে, সময় নাহি বাকি রে—
যাবার আমার সময় হল—শঙ্খ জানায় ডাকি রে।
ডাক শুনেছি, শুনেছি ডাক, যেতে হবে জল্‌দি হে—
ও ভিজে পথ ভিজাব না তবু নয়ন জল দিয়ে।

দেবযানে যে যাবে চলে তাহার আবার ভয় কিসে ?
যাহার মা আনন্দময়ী নিরানন্দ রয় কি সে ?
কাটলো জীবন সুখে-দুখে নয়কো নেহাৎ মন্দ,
পান করেছি সহস্রদল পদ্ম মকরন্দ।
পেয়েছিলাম মায়ের কৃপায় অমৃতময় দৃষ্টি—
দেখেছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
বেদন ব্যথা ঢের পেয়েছি কাউকে নাহি দুষ্‌বো—
ফুটলো কাঁটার বৃন্তে আমার পারিজাতের পুষ্প।

২

গ্রামটি মোদের গ্রাস করো না অটুট রেখো ভাই রে,
যাবার সময় বন্ধু 'অজয়,' এ ভিক্ষাটি চাই রে।
প্রণাম করি 'লোচনদেবে' নমি সজল চক্ষে,
গত এবং আগত ও অনাগত লোককে।
মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে 'মা' 'মা' বলে কাঁদবো—
প্রথম আশীর্বাদের কুসুম চেলাঞ্চলে বাঁধবো।
মাধবীতে অযুত স্তবক—ফুটবে মধু মঞ্জরী—
কোকিল হয়ে ডাকবো, যাবো ভ্রমর হয়ে গুঞ্জরি।
প্রণাম করি বিশাল ভারত, বঙ্গভূমি ধন্য—
স্বাধীন দেশের তনয় হয়ে মৃত্যুও হয় পুণ্য।
ক্ষপয়তু পুনর্জন্ম—হে নীল লোহিত কান্ত—
যাত্রাপথটি কর আমার সুন্দর শিব শান্ত।

৩

এ নয়তো রোগশয্যা শুধু দর্ভ আসন দিব্য—
দেবারতির মাটির প্রদীপ আনন্দেতে নিভবো।
এও তো এক তপস্যা মোর বেশ পেরেছি জান্‌তে
দিবস-নিশি জননীকে ডেকেছি একান্তে।
বিরাম-বিহীন-ব্যাকুল স্বরে জপিয়াছি নাম গো,
যজ্ঞ আমার সাঙ্গ হবে—এবার আমি থামবো।

রইলো সুখ ও শান্তি ভবন—পরিজনে ভক্তি,
সেবক তারা—রইলো মাগো তুমিই গৃহকর্ত্রী।
কি পুণ্যেতে স্বর্গে যাব—আমি যে জীববদ্ধ—
আকাঙ্ক্ষা মোর হতে শুধু তোমার পূজার পদ্ম।
যুগের যুগের শরৎ জুড়ে ফুটবো প্রেমানন্দে—
আগমনী গানের সুরে—রূপে এবং গন্ধে।

আমাদের যুগ

আমরা যে যুগে জন্মেছি তাহা নেহাৎ মন্দ নয়,
সত্য না হোক—ত্রেতা দ্বাপরের পাই ঢের পরিচয়।
রুশ জাপানের যুদ্ধ দেখেছি শক্তি দুর্নিবার,
জার্ম্মান মহাসমর যুগল তুলনা নাহিক যার।
দেখিয়াছি অণু বোমার কাণ্ড—দেখে নাই যাহা কেহ,
হনুমানকৃত লঙ্কাকাণ্ড—জানিয়ো বাহ্য সেও।
হীন দানবীয় দাপট দেখেছি, বিষম বিকট জিদ—
মহা নরমেধ যজ্ঞ দেখেছি মানুষের বকরীদ।
গোটা দেশ জুড়ে ঘুরিতে দেখেছি মৃত্যুর কালো হাত—
জাতি-বিদ্বেষ বিসুভিয়সের ভীম অগ্ন্যুৎপাত।

২

আমরা দেখেছি আশ্বিনে ঝড়—দারুণ ঝঞ্ঝা অতি,
উৎপাটিত ও ধূলি-লুণ্ঠিত অযুত বনস্পতি।
দেখিয়াছি মহা-মন্বন্তর তেরশো পঞ্চাশের,
দেখেছি নারীর শত লাঞ্ছনা—এখনো যায় নি জের।
নোয়ার আর্কের ভাসার মতন বন্যা দেখেছি কত,
ভূমিকম্পও দেখেছি 'পম্পী' প্রোথিত করার মত।
এক টাকা সের চাউল দেখেছি—কঙ্কালীদের ভিড়,
সুবৃহত্তম মামলা দেখেছি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর।

পেয়েছি দারুণ দুঃখ ও সুখ মিটেছে সকল ক্ষুধা,
অসুরের সাথে রুধির পিয়েছি—দেবতার সাথে সুধা।
আমরা দেখেছি রামকৃষ্ণকে শুনিয়া হিংসা করো,
শ্যামামাকে যিনি চোখে দেখেছেন কে আছে তাঁহার বড় ?
আমরা দেখেছি বিরাট পুরুষ গান্ধী মহাত্মাকে
খ্রীষ্ট বুদ্ধ দেখার পুলক যাঁহাকে দেখিলে জাগে।
আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথে ভাগ্যের নাহি ওর—
যাঁর রূপলাগি আঁখি ঝুরে, আর গুণে মন হয় ভোর।
ভালমন্দের চরম দেখেছি—দেখিয়া রয়েছি টিকে—
একদিকে মোরা ভুষুণ্ডী কাক গরুড় অন্যদিকে।
আমরা দেখেছি দহন দাহন সংহার উদ্ধার—
গঙ্গার অবতরণ দেখেছি সিদ্ধি তপস্যার।

ভালবাসি

ভালবাসি ভালবাসি, বনফুলের গন্ধ,
তাদের ভাষা কতক বুঝি, তাতেই কি আনন্দ!
বেশি তাতে কথার চেয়ে সুর
বড়ই মিঠে বড়ই সুমধুর
পরাগে তার একটা গোটা কাব্য আছে বন্ধ।

ভালবাসি ভালবাসি পিকের কুহু শব্দ,
কণ্ঠে তার কি অমন সুধা তপস্যাতে লব্ধ ?
তার ভাষাও কতক বুঝি
ধনী সে তার অগাধ পুঁজি
তারে লয়েই বসন্তের হয় জয়যাত্রা আরব্ধ।

ব্যাকুলতা

মুখেতে ফোটে না কথা—
অনল-পসরা বুকে বহি আমি
জ্বালাময়ী ব্যাকুলতা।
সদা ভাবাকুলা সদা উৎসুকী
আমি উন্মনা, আমি উন্মুখী,
আমি কাপালিক-পালিত কন্যা
উচাটন-ব্রতরতা।

২

পদে পদে দুর্ভোগ।
বিশ্বের যত অশান্ত সাথে
আমার রয়েছে যোগ।
গর্জে সাগর, কেঁপে উঠে ভূমি,
বিদ্যুৎ ছোটে, বহে মৌশুমী
সৃজি ধূমকেতু, উল্কা উড়ায়ে
খুঁজি আমি ধ্রুবলোক।

৩

কভু বসে মালা গাঁথি—
কভু সৃষ্টির প্রেরণা যোগাই
মহাশক্তির সাথী।
কখনো বিরহী যক্ষের বধূ
কভু খর্পরে ঢেলে দিই মধু,
ভীমা চামুণ্ডা সঙ্গে কখনো
রণরঙ্গেতে মাতি।

৪

আমি উমা-সহচরী
আমিও যে শিব সুন্দর লাগি
ঘোর তপস্যা করি।
পঞ্চাগ্নির মাঝে করি তপ,
অগ্নি মন্ত্র আমি করি জপ,
স্বধা ও স্বাহার সঙ্গিনী আমি
সিদ্ধিকে আনি বরি

৫

আমি উৎকণ্ঠিতা—
কল্প-পাদপে জড়াইতে চাই
তেজের অলকলতা।
আমি ভগবানে টলাইতে জানি
অঞ্চল ধরে লক্ষ্মীরে টানি,
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তিরে দিই
যাজ্ঞিকী উষ্ণতা।

৬

শুনেছি বংশীরব—
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি
করি সদা অনুভব।
শূন্য কুঞ্জ কক্ষে আমার
যমুনার পানে ধাই বারবার,
মোরে ডাকে কোন প্রভাস যজ্ঞ
কোন মিলনোৎসব।

পটুয়া

আমরা পটুয়া যত দীন হীন দরিদ্র হই আজ,
ভাবকে মোদের রূপ দেওয়া—জানি শুধু এই কাজ।
সম্রাট কবি শিল্পী চিত্রকর,—
ওই পেশা লয়ে সততই তৎপর,
কাজ বড় বটে—প্রকাশ দৈন্যে নিজেরাই পাই লাজ।

২

ভাবগ্রাহী জনার্দনের দুর্বল অনুকারী—
জোনাকি যেমন পূর্ণশশীর আলোকের কারবারী
মহাস্রষ্টার ওই হিমালয় দেখি,
পিপীলিকা মোরা গড়ি ছোট বল্মীকই,
শক্তি অল্প, তবু আমাদের স্পর্ধার বলিহারি।

৩

রেখা রঙে মোরা ভাবকে ফুটাই, ফুটাইতে পারি কই?
নীল রঙ দিয়ে রচি নীলাকাশ দেখিয়া অবাক হই।
তবু ওই ব্রত জাগায় উন্মাদনা,
ঊর্ধ্বেতে তোলে করে যে অন্যমনা,
ক্ষীণ আভাসের প্রসাদ তৃপ্তি হৃদয়ে বরিয়া লই।

ঘটে পটে পূজা শ্রীভগবানের করেন ভক্ত জ্ঞানী
আমরা পটুয়া পটমাহাত্ম্য তবু কিছু কিছু জানি।
আমাদের আঁকা বিশাল চক্ষে তাঁর
বিশ্বরূপ যে দেখি মোরা বার বার
পটের মূর্তি সব চেয়ে মোরা সত্য বলিয়া জানি।

অপূর্ণ

আমার কুম্ভ অপূর্ণ আছে, তাহাতেই মোর সুখ,
তাই আছে মোর আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিরপিপাসিত বুক
তাই তো আমার ফুরায়নি কাজ,
ডাক পড়িতেছে চৌদিকে আজ,
তাই আমি থাকি সবাকার মাঝ, কত করি ভুলচুক।

২

পূর্ণিমা মোর এসে কাজ নাই,—থাক এই ত্রয়োদশী—
ভরা চেয়ে ভাল—খালি এ কলসী ঘাটেতে রহিব বসি।
এমনি বহুক যমুনার জল,
বন উপবন এমনি শ্যামল,
বাজুক বাঁশরী, কদম্বরেণু সলিলে পড়ুক খসি।

৩

'ভরত বাক্য' এসে কাজ নাই—এ মোর নাট্য গানে—
'পদপল্লব দেহি' লিখি কাটি জয়দেব যান স্নানে।
অকথিত আর অলিখিত যাহা
গোবিন্দ আসি লিখে দিন তাহা,
অপূর্ণ সব পূর্ণ হউক তাঁর আঁখরের টানে।

গ্রীষ্মের ভেট

মর্তমান রম্ভা এনো বঙ্কিমের উপন্যাস
দেবে ভোগে দুই কাজে লাগে,
হিঙ্গুল কমলা এনো রবীন্দ্রের কাব্য সুধা
অম্ল মিঠা যার যথা ভাগে।

এনো যেন পানিফল গ্রীষ্মে বড় তৃপ্তিকর
'অমৃতের' নক্‌সা মনোহর।
আনিও সবল ইক্ষু দ্বিজেন্দ্রের কাব্য গীতি
মণ্ডা আর ডাণ্ডা একত্তর।
এনো ভালো খরমুজা গন্ধ তার বড় মিঠা
শরতের উপন্যাস সম,
এনো কালো তরমুজ ভিতর গভীর লাল,
দেবেন্দ্রের কাব্য অনুপম।
এনো কচি কচি আম বাউল খেপার গীতি
পেতে প্রাণ আনচান করে,
এনো নেয়াপাতি ডাব রামপ্রসাদের গান
বুক দেয় সুধা রসে ভরে।
বাণীর কলসী ভরি এনো সুরধুনী নীর
সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন,
পরাণ জুড়ানো আহা বৈষ্ণবের পদাবলী
তুলসীদাসের রামায়ণ।

অবেলায়

জননীর রাঙা চরণের পানে চেয়ে আছি করি নয়ন নীচু—
চাহিবার মোর কিছুই নাহিকো—বলিবার মোর নাহিকো কিছু।
যশ ধন মান পুরস্কারের চিন্তাও আমি করিনে মনে,
আমি যা পেয়েছি তাতেই তৃপ্ত ভুলাবে জগৎ কি প্রলোভনে?
মেঘলা জীবন জলপথে গেল আশার আলোক পাইনি অণু—
অবেলায় মোর আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে দেখি ইন্দ্রধনু।

২

নিন্দা এবং সুখ্যাতি মোর করেন এখনো যেথা যে কেহ,
সবাকারে আমি প্রণতি জানাই, বুকে এসে লাগে সবার স্নেহ।

সব পরিধির বাহিরে এসেছি, লভিয়াছি এক মুক্ত ভূমি,
সকল হিসাব হতে বাদ দিয়ো এই কৃপা কর বন্ধু তুমি।
আমার জন্য ভেবনা তোমরা দুঃখিত কেহ হয়ো না মোটে,
আমি যা পেয়েছি হোক সামান্য ক'জনার তাহা ভাগ্যে জোটে?

৩

জীবন আমার ব্যর্থ নহেকো—সাড়া পাইয়াছি সকল ডাকে,
আমি পারিজাত ফুটিতে দেখেছি জীর্ণ তরুর শীর্ণ শাখে।
ভান করে আমি দেখিয়া চিনেছি, প্রতি কাজে সেই হাতের চিনা
কিছুই ঘটে না ঘটিতে পারে না ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা।
এমন স্বাধীন, এত পরাধীন দেখিনি কখনো চক্ষু তুলি
এখন মায়ের ভেল্‌কি দেখিয়া আছি খাওয়া-দাওয়া সকল ভুলি।

৪

ভেল্‌কি মায়ের অবোধ গম্য কতক বুঝেছি আঘাত পেয়ে
বড়ই সদয়া বড়ই চতুরা সত্য সে বাজিকরের মেয়ে।
সে জানায় যারে সেই জানে শুধু আজ আমি ভাবি অবাক হয়ে—
ঘর করিয়াছি এত দিন এই—রহস্যময়ী জননী লয়ে।
তবুও মায়ের কি অপার স্নেহ—চোখে জল আসে বলিতে কথা,
পদ্ম হস্ত সেইখানে পাই যেখানে দারুণ তীব্রব্যথা।

৫

মনে যে আমার গর্ব জমিছে, সব চেয়ে আমি হই না খাটো,
বিশ্বব্যাপী যে রহস্য চলে বুঝেছি তাহার কতকটা তো।
বিভিন্ন রূপ তারি একরূপ কেবা কুৎসিত সুশ্রী কেবা?
জেনে না জেনেও করিয়া এসেছি নানা ভাবে শুধু তাঁহারি পূজা
সব সুর এক কণ্ঠেরি সুর, যত কর্কশ ততই মিঠা,
যাহা দেখি শুনি তাতেই রয়েছে সুধাসিন্ধুর সুধার ছিটা।

৬

গোপন করার ভঙ্গি কতই—ধরিবার কার সাধ্য আছে ?
তাঁর তারে বাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন্ত সব পুতুল নাচে।
কর্মের গতি ঠিক করা আছে বিচিত্র তার সীমা না পাবে—
শত ঘুরপাক ঘূর্ণি রচিয়া অবশেষে সেই খানেই যাবে।
ভেল্‌কির কিছু শিখিতে পারিনি বিশ্বাস রাজে হৃদয় ছেয়ে।
আমি ছেলে দশ মহাবিদ্যার—মা আমার বাজিকরের মেয়ে।

কবিমানস

বন্ধুরা ক'ন আমার কবিতা কেহই পড়ে না শুনি—
পড়িবার মত কি আছে তাহাতে, কেন পড়িবেন গুণী ?
পাষাণকে গান শোনাবার লোক আজও ফেরে কুতূহলে—
আমি তাহাদেরি একজন—আর, থাকি তাহাদেরি দলে।
যাহারে শুনাই গান—
হয় সে পাথর, নয় সে পুতুল।
নয় বা সে ভগবান।

রাখাল-বালক মাঠে গান গায়, ভাবে না শ্রোতার কথা,
তাঁহারে যে গান গাওয়ায়—তাহার অন্তর ব্যাকুলতা।
যত দিন তার জীবন থাকিবে ফোটাবে পূজার ফুল—
কে পূজে কাহারে ? জানে না, দেখে না, সিদ্ধ ওই বকুল।
ঝঙ্কারে পিক বনে—
একবার সে তো ভেবেও দেখে না
কেউ শোনে কি না শোনে ?

৩

আলোকে ভুবন আলোকিত যার তাহারে আলোক দিতে,
অনুরাগী তোলে আকাশ-প্রদীপ প্রীতি-প্রসন্ন চিতে।

গিরি-গহ্বরে ইষ্টমন্ত্র জপিতেছে কত জনা—
কে শুনিছে তাহা ? সেই শুধু জানে মনে পায় সান্ত্বনা।
হয় না যে নিষ্ফল—
শুক্তি যে স্বাতী-নক্ষত্রের—
মাগিছে বিন্দু জল।

৪

অহঙ্কার তো কম নহে মোর, কতই দুরাশা আসে,
ভাবি 'অভিজিৎ নক্ষত্রই' মোর গান ভালবাসে।
তার আলোটুকু বহুদিন পর মোর কাছে পঁহুছায়,
মোর নিবেদনও একদিন যাবে ঠিক তার ঠিকানায়।
একা গান গাই বসি—
ভাবি শুনিতেছে গিরি নদী বন—
গ্রহ তারা রবি শশী।

৫

স্বপ্নে যে দেখি পাষাণ দেবতা উঠিছে আমার ঘামি—
তাঁর করুণার সুরধুনীধারা এ বুকে আসিছে নামি।
আলোকি গহন অবজ্ঞার ওই ঘোর অমাবস্যা—
আসিছেন দেবী সফল করিতে আমার তপস্যা।
যে যাহাই মনে কর—
বাস্তব চেয়ে স্বপ্ন আমার
সত্য অনেক বড়।

৬

আমার গোমুখী গঙ্গাসাগর স্মরি হয় চঞ্চল—
কতটুকু হায় ব্যবধান মোর এই কুঁড়ি হতে ফল ?
আমার আদর বাড়ায়—যতই অনাদর করে লোক,
বংশীধরের বংশীর গান মোর সাথে দেয় যোগ।
যাহাকে শুনাই গান—

নয় সে পাথর, নয় সে পুতুল—
সে আমার ভগবান।

প্রতীক্ষা

দিদিমা মোদের যেতেন গঙ্গা নাইতে
গোরুর গাড়ির পথ চেয়ে থাকি মোরা,
সে চাওয়া মিষ্ট সব প্রতীক্ষা চাইতে
প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুক জোড়া।

দূরে বহু দূরে যেত খর শিশু দৃষ্টি
সকল গাড়িকে মনে হ'ত সেই গাড়ি,
বলদের রঙ বদলাতো অনাসৃষ্টি
টপ্পরগুলো ভ্রম লাগাইত ভারি।

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ি দেখে
গাড়ি নয় মহারানীর সে ভাণ্ডার,
সকল জিনিস আসিত আদর মেখে—
বাঁশি, টুম্‌টুমি, লাট্টু কত কি আর।

দিদিমার হাসি টব্‌টবে স্নেহরসে
সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ মমতা মাখা,
প্রাণ ঢের শোনে, কানে কটা কথা পশে
মোরা মৌমাছি, দিদিমা আঙুর পাকা।

সে পথ চাওয়ায় শুধু আনন্দ আশা
ছিলনাকো দ্বিধা, শঙ্কা, কি সঙ্কোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালবাসা
মেনকার গৃহে অমৃতের যেন ভোজ।

তারপর কত বছর, চলিয়া গেছে
জীবন কাটিল কেবলই প্রতীক্ষায়,
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে—
মোছা আলিপন উৎসব-আঙিনায়।

কবিতার দুঃখ

বটি মানুষের দুখ সুখ ভাগী বাস করি একঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে প্লীহা কি কম্পজ্বরে
দেখি তাহাদের অন্নকষ্ট, নানা দিকে ক্ষতি ক্ষয়—
কিন্তু তাদের দৈনন্দিন দিই না ত পরিচয়।
তাতে কি সার্থকতা—
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের
কহি হাঁপানির কথা।

দাবানলে মৃগ-মরকের কথা বলেনাক মৃগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ-জলের প্রতিনিধিত্ব দাবী,
রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে সন্দেহ নাই অণু,—
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়, রামধনু রামধনু।
পঙ্কেতে রহে বোঁটা—
কি দোষ যদি না রহে পঙ্কজে
পঙ্কের ছিটা ফোঁটা?

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর কয়লা কালিমা লেশ,
অকথিত থাকে খনির আঁধার, খনি শ্রমিকের ক্লেশ,
সাপের মাথার মানিক—তাহারো আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয়নাকো বিষদংষ্ট্রার গরলের সংবাদ।

শুভ শঙ্খস্বন—
শম্বুকদের শুণ্ডের কাহিনী
করে না ত নিবেদন ?

৪

চোখ গেল বলে পাপিয়া ফুকারে, সেটি হয় সঙ্গীত,
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জন করে সেটা তার বিপরীত।
অতিক্রম যে করে সঙ্গীত সব যাতনার সীমা—
ছন্দে ও সুরে বাজে তার চির-বাসন্তী পূর্ণিমা
তিক্ততা রহে দূর—
গীত যে সাগর-উত্থিত সুধা
সব তার সুমধুর।

৫

এসেছে দারুণ মন্বন্তর মানুষ করিবে কি ?
লাভ তো কিছুই হবে না করিয়া মনকে হতশ্রী।
সুধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে যদি বলা হয় 'খেটে'।
পড়িবে কি একমুঠা বেশী ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে ?
কে হবে তাহাতে ধনী ?
খুলে লও যদি ধরা গাত্রের—
সুষমার আবরণী।

৬

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে কি বলিবে মহাজনে ?
কাশ্মীরী-শাল না বুনে শিল্পী গামছাই যদি বোনে ?
যারা অজন্তা মাদুরা গড়েছে খ্যাত যারা চরাচরে—
কলালক্ষ্মীই কাঁদিবে—তাহারা যদি শুধু ঢেঁকী গড়ে।
বাড়িবে বিড়ম্বন—
সকল লেখনী লাঙল হইলে
উপবাসী হবে মন।

৭

ভেবনা নেহাৎ উদাসীন আমি নাহিক সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি জোগাতে না পারি ধুতি।
আমি তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনার কথা কই,
সুরপুরে তাহা পাঠাবার শুধু যোগ্য করিয়া লই।
বুঝিতে করো না ভুল—
বাণী অর্চনা হয় নাকো দিয়ে
গোবরের বর্তুল।

৮

যুগ উপযোগী হতে কহ মোরে তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশ কাল জাতির আমি যে মর্যাদা পেতে চাই।
ধনিক বণিক শ্রমিক ক্ষণিক কারও প্রীতিকামী নহি
আমি জগতের যজ্ঞের হবি, দেবতার তরে বহি।
আর কিছু নাহি পারি—
আমি তোমাদিকে করি আনন্দ-
অমৃতের অধিকারী।

নিবেদন

কবি জয়দেব—ক্ষমা করো যদি-
সেবকের সীমা লঙ্ঘি,
অজয়ের কূলে বাস করি আমি
হইয়াছি তব সঙ্গী।
নদীর জলের মত
কত শতাব্দী গত।
কাজেই আমার বাচনের হবে—
একটু নূতন ভঙ্গী।

২

তুমি তো জানই সকলেই জানে
পুঁথিতে ও লেখা স্পষ্ট।
গোবিন্দ এসে লিখেছেন নিজে
দেননি তোমাকে কষ্ট।
আমার উপর কিন্তু
নাই তাঁর দয়া বিন্দু।
ডাকিয়া ডাকিয়া হয় যে আমার
অনেক সময় নষ্ট।

৩

সান্দীপনি যে মুনির শিষ্য
নহেন সহজ পাত্র।
রীতিমত তিনি খাটান আমাকে
নহি নিমিত্তমাত্র।
লেখেন না কিছু আর।
লেখান ধরিয়া ঘাড়।
আমি হয়ে আছি, পাঠশালে তাঁর
নামতা পড়ার ছাত্র।

৪

গোবিন্দ তিনি বটেন,—কিন্তু
গোঁয়ারও নহেন মন্দ,
দয়াময় তিনি কিন্তু তাঁহার,
দয়ায় রয়েছে সন্দ।
আগলাই গৃহ আমি,
তিনিই গৃহস্বামী।
বন্দী না করে ফন্দী করিয়া
করে রেখেছেন বন্ধ।

মায়ের সোহাগে

দুঃখ কষ্ট অনেক সহেছি—তবুও সুখের অন্ত নাই,
মায়ের সোহাগে সহনীয় হ'ল তীব্র অনেক যন্ত্রণাই।
কূট বুদ্ধি কি কোনো বুদ্ধিই, দেন নি আমার মস্তকে।
কোনো কাজে নয়—সুখের কাছেই ঘুরিতে দেখি এ হস্তকে।
যশ পাই নাই, যশ চাই নাই,—পেয়েছি সরল সুস্থ মন—
রাজ্য-বিহীন রাজা হয়ে আছি—পেয়েছি মাটির সিংহাসন।
সব ধূলা মার চরণধূলা যে,—ধূসর হয়েছি তাই মেখে—
সবাই আপন, সবেই তৃপ্তি—সদা তাঁর সাড়া পাই ডেকে।

২

জানালায় মোর কপাট নাহিকো, মোড়া তা খড়ের কিঙ্খাপে,
পৌষে ও মাঘে ভরি যে মায়ের বাবার বাড়ির হিম্ টাকে।
বাড়িতে হয় না চুরি কি ডাকাতি—সুখ্যাতি মোর দেশময়ই,
জানে দিনে যেথা অর্থ মিলে না—রাতে মিলিবে না নিশ্চয়ই।
বাড়ি পাকা নয়—কেন করি নাকো—লোকে যাহা বলে শুন্‌ছি তো,
অজয়ের ভয়ে বিশাল সৌধ রূপায়িত হতে কুণ্ঠিত।
রূপার অভাব জেনেও বলে না—গৃহে যদি ঠাঁই নাই থাকে,
সদয় অজয় নিজে দোষ লয়ে—নিতি গরিবের মান রাখে।

৩

অতিথি আসেন তাঁরা দেবময়—প্রচুর না হোক খাদ্যাদি,
আদর এবং পানীয় জলের কতই করেন সুখ্যাতি।
আমি আত্মীয় বন্ধুগণের গৃহে গেলে ভয় পায়নাকো,
অভিক্ষুক যে লোকটা তা জানে—কারও কাছে কিছু চায়নাকো।
জ্ঞানী, গুণী, ধনী কিছুই তো নহি—তবু বসে থাকি বিজ্ঞবৎ,
যেতে হয়নাকো কোনো দরবারে—দিতে হয়নাকো কৈফিয়ৎ।

প্রজ্ঞা লভিতে পুস্তক পড়ি—খাইনাকো বটে গণ্ডিকা—
লেখা 'আড়া' জন—বিন্দু সলিল মিলে না নিঙারি পঞ্জিকা।

৪

বুড়া হইয়াছি, বুঝিতে পারিনে—বুঝি যাই—যবে গ্রাম ছেড়ে,
গ্রামেতে মায়ের ছেলে হয়ে আছি—আরামেই দিন যায় বেড়ে।
ছোট ছেলে মেয়ে ঘিরে রয় মোরে ভেসে আসে যেন গ্রাম গোটা,
বাধা মানেনাকো ষষ্ঠী দেবীর দধি হলুদের দেয় ফোঁটা।
প্রাচীন অশথ নূতন পত্রে সুশোভিত হয়ে প্রান্তরে—
হেসে বলে মোরে দেখেছ বন্ধু—বেশ কাঁচা আছি অন্তরে।
কোকিল শুধায় কেমন আছ হে? বক বলে উড়ে যাচ্ছি ভাই,
ভাল আছ—আর ভাল থাক যেন—সবাকার মুখে এক কথাই।

৫

কৃষ্ণচূড়াটা চূড়া বেঁধে দেয়—টোপর পরাতে বট চাহে—
বংশ বংশী লয়ে কাছে আসে, তবুও যায় না খট্‌কা হে।
বুড়া আকন্দ ফুলে ফুলে ভরা—বলে কই দেখা পাইনে আর?
ফিরিবার পথে দেখা হ'ল আজ ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার।
ফুল চেয়ে বেশী কাঁটা পেয়ে থাকি—কাহারও উপরে নাইকো রাগ,
সুবোধ বালক 'গোপাল' ছিলাম, 'বেণী' করিয়াছে মার সোহাগ।
ক্ষীর কই? কই মিঠাই কোথায়? জোগাইতে হয় আজ তাঁরে,
জগজ্জননী ঝালাপালা হ'ল, অকৃতী সুতের আবদারে।

বড় ঘর

(একখানি মাটির ঘর, অজয়ের ভাঙনের সম্মুখীন। ঘরখানির প্রতি গৃহ-স্বামীর অসাধারণ মমতা। ইহা তাঁহার পূর্বপুরুষগণের ব্যবহৃত নিকেতন, সামান্য সরল চিত্রকলায় সুসজ্জিত ও তাঁহার শৈশব-বাসগৃহ)

জীর্ণ প্রাচীন তুচ্ছ অতি খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর,
একি দরদ তাহার প্রতি, কি মমতা উহার পর।

শুষ্ক কখান বাঁশের বাতা—তাহার লাগিই এতই শোক
কেবল ক'টা সিঁদুর ফোঁটা সজল করে সবার চোখ?
বসুধারার মলিন ধারা মোছা মোছা আলিম্পন,
করছে আহা আপন হারা একি পাগল মানবমন!
গরিবের ওই বাস্তুভিটা দারুণ অজয় ভাঙবে কাল—
একেবারে ভাঙবে দীনের 'ভাটিকান' ও রঙমহাল।

২

শৈশবের ওই দোলন-দোলা, ঝুলন-ঝোলা শৈশবের,
পুণ্যস্মৃতি প্রণয়-গীতি তুলসী ও মৌ-বনের।
ভাঙবে মণিকর্ণিকা-ঘাট ভাঙবে চক্রতীর্থ যে—
যায় দরিদ্রের ছত্র চামর—ব্যাকুল করে চিত্তকে।
সুখের দুখের শিলালিপি আনন্দের ওই অজন্তা—
কাল যে উহার পড়বে ভেঙ্গে—বুঝবে বল কজন তা?
ভাঙন-ধরা মাটির পরে দেখছ না ওর কি শ্রদ্ধা—
ও ঘর উহার এক সাথেতে পঞ্চবটী, অযোধ্যা।

৩

প্রতি রাঙা মাটির লেপে কান্না হাসি জড়িয়েছে,
উৎসবের যে উল্লাস-রস ওই মাটিতে গড়িয়েছে।
আধেক ছায়া আধেক কায়া আধেক কথা আধেক গান,
স্বর্গ আধেক মর্ত্য আধেক ওই যে উহার গৃহখান।
ওকি শুধু ভগ্ন দেয়াল, ওকি শুধু খড়ের ঘর—
ও যে উহার দেবের দেউল বাসরগৃহ একত্তর।

বেতার শিল্পীদের প্রতি

ভাবো তোমাদের গান মোরা শুনি শুধু রে,
কান পেতে গান শোনে গ্রহ তারা সুদূরে।

মধু ও আবেগ ভরা তোমাদের গীতালি,
বিশ্বের সাথে পাতে জাননা কি মিতালি?
গেয়ো গান অনুরাগে, সম্ভ্রমে নমিয়ো,
ধ্রুবলোকে পশে তব কণ্ঠের অমিয়।
হেম-কোকনদ হয়ে ভাসে নব গঙ্গায়,
সপ্ত সাগর, শত গিরিনদী লজ্জায়।
যায় সুর-পরী ঝাঁক বিজলীতে ঝলকি,
সুধা-দীপ হয়ে রয় ছায়াপথ আলোকি।
মনে রেখো তোমরাও নাহি বেশী তফাতে,
নাচ' গাও প্রতিদিন ইন্দ্রের সভাতে।
বিশ্ব শুনিছে গান ভেবো বারে বারে তা,
বিশ্বনাথেরও কানে পঁহুছিতে পারে তা।
না জানি করিছ পূজা ঝুলাইছ ঝুলনা,
ফুল সাথে করি মোরা তোমাদের তুলনা।

শিল্পী

তোমরা কেবল ভিত গাঁথগো ইট পাতগো একটানা।
শেষ কোথা তার লেশ জান না—গেঁথেই চল আনমনা
রচবে কোথা বারোয়ারির তালের টাটের আটচালা
হয় যে তাহা মচ্ছিভবন, ধর্মশালা পাঁচতালা।
কি হতে যে কি হয় তোমার কণিকেরই কর্তনে,
তোমার দেউল উঠবে কোথা বুঝতে নার পত্তনে।
ভাবছ তুমি রচবে কুটীর, হয় যে তাহা রাজবাড়ি—
ছেলেখেলার গড়খাইয়েতে সৈন্য এসে দেয় সারি।

খেলার খাতে গঙ্গা আসে লোকে তোমার যশ গাহে—
তুমিই দেখ অবাক হয়ে ফস্কা তোমার নকসা হে।

পাথর কেটে পুতুল গড় দেব্‌তা এসে বাস করে,
তুমি নিজেই চিনতে নার ভাস্করেরি ভাস্করে।
নামে তুমি গড়্‌নেওয়ালা সেই গড়ে লয় হাত ধরে,
ইঙ্গিতে তার চলছে ভুবন এ ত্রিভুবন বাধ্য রে।

মহাকালের শিল্পী

মহাকাল তব শিল্পী আমরা উৎসাহী অনুরাগী,
করি তপস্যা বিনিদ্র নিশি জাগি।
আমাদিকে তব সেবক করিয়া লহ,
আমাদের মুখে তুমি কহ কথা কহ,
কর কালজয়ী যাহা গড়ি রচি—যাহা গাহি যাহা আঁকি।

২

সে তো দরিদ্র প্রকাশ যাহাতে হল না অপ্রকাশ,
যাহাতে হল না অপার্থিবের বাস।
সেই বর মোরা চাহি যে তোমার কাছে,
গড়ি অসীমের ইঙ্গিত যাতে আছে,
যা তব তৃতীয় নেত্র আলোকে—আলোকিত বারো মাস

৩

নির্মাণ করি লাবণ্যলোক জরা ও মৃত্যু জিনি
স্রষ্টা মোদের সৃষ্টির কাছে ঋণী।
রচি তপোবন বিরাজে শকুন্তলা,
গাহি গীত—হয় সুরধুনী চঞ্চলা।
মোদের শক্তি শিবের লাগিয়া সতত তপস্বিনী।

৪

তব দৃষ্টির প্রসাদ লভিয়া আমরা সৃষ্টি করি—
তাই রেখা-ছবি রূপে রসে উঠে ভরি।
সৃজি অশ্বিনী উর্বশী রূপ পায়,
বামন গড়ি সে ত্রিপাদভূমি যে চায়,
তুচ্ছ কালির আঁখরে আমরা বিশ্বরূপকে ধরি

৫

আমরা হরির অদর্শনেতে রচি ষড়দর্শন
দেখিয়া হয়তো হাসেন জনার্দন।
অন্যায় তিনি করেন দেখা না দিয়া,
'ন্যায়ে'র তর্কে দিই তাঁরে উড়াইয়া।
তাঁরে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় করি, আমরা অকিঞ্চন।

৬

ভগবান রূপ লুকাইতে গিয়া কোথায় পড়েন ধরা,
কার্য মোদের তাঁর সন্ধান করা।
বহুবল্লভ আমরা জেনেছি তাঁরে,
বহুরূপ তাঁরে দিয়াছি এ সংসারে,
সব রূপ তাঁরি—সত্য সে রূপ হোক আমাদের গড়া

বিধাতার মোরা নিন্দা রটাই—স্বভাবতঃ দুর্মুখ,
আমরা তাঁহারে করেছি চতুর্মুখ।
তাঁর বাহনের হতেছি শুভ্র-পাখা,
তাহাতেই হয় লেখা—আলেখ্য আঁকা,
কমণ্ডলুটি কেড়ে নিতে তাঁর মোরা সদা উৎসুক

৮

কোথা উবে গেল ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা দ্বারাবতী ?
আমরা তাদিকে রেখেছি সজীব আঁত।
ভাবের ধরণী স্বজি রূপ আসে তাতে,
বাসুকী তাহাকে ধরিতে ফণা যে পাতে।
আমাদের মহাভারতে বসতি—করেন সরস্বতী।

৯

দেখি কল্পনা কল্প-পাদপে অমৃত ফল ফলে
ভাসি উল্লাসে-বিস্ময়ে আঁখিজলে।
আমরা শিল্পী অরূপের রূপকার।
বিষ খাই করি অমৃতের কারবার,
স্নেহাদরে শিব-সীমন্তিনীর—আমাদের দিন চলে।

১০

মহাকাল তব ডমরুর রবে উৎসব মোরা গণি—
আনন্দে নাচি গরজিলে তব ফণী।
বৃষভের পিঠে তুলে লও তব পাশে—
আমাদিকে দেখে দেবতারা যেন হাসে,
তোমার সঙ্গে যাই দিতে দিতে তোমার জয়ধ্বনি

তাজমহলের শিল্পী

ধৌত করি হস্তপদ ধৌত করি যন্ত্রপাতি বসিয়াছি হায়,
সাঙ্গ আজ, সব কাজ, সুদীর্ঘ দিবস শেষে আজিকে বিদায়।
আজ রমজানের শেষ হেরেছি ঈদের চাঁদ মহা মহোৎসব,
আজ সাধনার সিদ্ধি, আজ ব্রত উদ্‌যাপন, সকল গৌরব।
আজ চলে যেতে তবু জলে আঁখি ভিজে আসে ঠেকে পায় পায়,
বিদায় সুন্দরী তাজ, বিদায় সুন্দরী আজ আজিকে বিদায়।

২

রেখেছি কত যে কথা ভালবাসা কত ব্যথা গাঁথি তব সনে—
হৃদয়ের কত প্রীতি, কত হর্ষ কত স্মৃতি জানে কোন জনে ?
কত যে বিনিদ্র রাতি কেটেছে তোমার লাগি, সে কি আন্দোলন !
এ বিশাল ধরণীর কে বুঝিবে বল দেখি সেই প্রাণপণ ?
করের পরশ সাথে প্রাণের পরশ কত রহে তব গায়,
সতত পিপাসু এই আঁখির আড়াল হবে—আজিকে বিদায়।

৩

ওরে মর্মরের ছবি, ওরে সৌন্দর্যের কারা, ওরে মোর তাজ,
জানি এই দীন শিল্পী হারাইয়া যাবে তোর যশোভাতি মাঝ।
যুগে যুগে ছড়াইবে তুমি সম্রাটের নাম অনন্ত সৌরভ,
কে জানিবে তুমি এই দীন নাম গোত্রহীন শিল্পীর গৌরব ?
জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সঁপেছি গড়িতে তোমা আজিকে বিদায়,
ফিরে যাই সাঙ্গ হল, ফিরে যাই শেষ নীড়ে পল্লী বটচ্ছায়।

সুরশিল্পী

গান গাই, আমি বীণা বেণুও বাজাই,
ভুবনে আনিয়া দিই কমণীয়তাই।
গড়ে তুলি সুরলোক যথায় তথায়,
দীনের কুটীরে রহি, রাজার সভায়।
ভাবীরে নিকটে আনি অতীতে জীয়াই।

২

সুর মোর দ্রিম দ্রিম তাদ্রিম তাদ্রিম—
মরু হতে তাপ আনি মেরু হতে হিম
রেশ আনি সুদূরের গীত গন্ধের।
স্মৃতি আনি ফিরে আমি জনমান্তের।
ধ্বনি আমি ক্ষণিকের, তবু ও অসীম।

৩

শব্দ-সাগর-মথা সুধা যে আমার।
মোর পরে সুধা পরিবেশনের ভার।
আমার এ সৃষ্টির নাহি যেন ওর,
দেখি আর হয়ে থাকি পুলকে বিভোর-
সুরে রচি রবি শশী তারকার হার।

৪

এনে দিই কালজয়ী কত সুখ দুখ
আনি রামায়ণ মহাভারতের যুগ।
মানস সরের আনি মরালের ঝাঁক,
দেবীর-চরণ-ছোঁয়া পদ্ম-পরাগ—
অজানা আনন্দেতে ভরে দিই বুক।

ভাসাই ডোবাই আমি জ্বালাই আগুন
শোভার শরৎ আনি—ফুল্ল ফাগুন।
ঘনাইয়া ছুটে আসে আষাঢ় শ্রাবণ
ভাবের প্লাবন গড়ি—নব দেহ মন,
ফুল হয় ধরা শুনি মোর গুন্ গুন্।

৬

সুরে মোর যত ব্যথা তত মমতা—
ভস্মেতে রাজসূয় যজ্ঞ-কথা।
মানুষে জাতিস্মর করিতে জানি—
হারানো মণি যে কত কুড়ায়ে আনি,
সুধাভরা কত মধু নিশি বিগতা।

উজ্জয়িনী

শিপ্রা কেবল তুমিই আছ এবং আছে উজ্জয়িনী,—
আছে কেবল জল ও মাটি—যাহাদিকে ভালই চিনি।
শ্রীবিশালা সেই নগরী কোথায় গেল ভাবছি যে তাই,
চলে গেছে রাজ্য রাজা অতীতের সে কিছুই তো নাই।
গেছে আকাশচুম্বী দেউল, ধূলার জিনিস ধূলা হল,
শোভার 'এলুন' মুছে গেল—সাথে তাহার যুগ ফুরালো।
কোথা বিক্রমাদিত্য আজ? কোথা নবরত্ন সভা?
লুপ্ত এবং সুপ্ত সবই—দেয় না সাড়া কে ডাকে বা?
সত্য গ'লে স্বপ্ন হল,—পাষাণ গ'লে বুদ্বুদ রে,—
পারলে নাকো 'তাল বেতাল'ও রাখতে তাহার কিছুই ধরে।

২

যেমন ছিল তেমনি আছে কালিদাসের উজ্জয়িনী,
কণা তাহার যায়নি খসে নয়ন ভরে দেখছি দিনই।
পড়ল তাঁহার সুধার ছিটা যেথায় এবং যাহার গায়ে—
অটুট তাদের লাবণ্য যে অমর হল ফুলের ঘায়ে।
ছিল যেমন আছে তেমন রবেও তাই, ওই দেখ হে—
সুধার সরে কমল তারা—চির দিনের আনন্দ যে।
সত্য যা তা স্বপ্ন হল—স্বপ্ন পেল অমরতা,
কালিদাস যা বলেছিলেন, শুনছি কেবল সেই বারতা।
অম্লান এবং অটুট আছে, সেই লাবণ্য থাকবে ও তাই।
কোনো কালের কালিমারি ঢুকতে সেথা সাধ্য যে নাই।
উজ্জয়িনী উজ্জয়িনী মূর্তিমতী শকুন্তলা—
চিরদিনের ও সুন্দরী পুণ্যপ্রভায় সমুজ্জ্বলা।

মহাকবির বাসভূমি

উজ্জয়িনীতে আমি ছিনু দু'বছর,
শিপ্রানদীর তীরে ভাড়া করে ঘর।
সতত আমার হত জানিবার আশ,
কোনখানে মহাকবি করিতেন বাস।
দিতে পারিতনা কেহ কোনো সন্ধান,
থাকিতাম উৎসুক—হয়ে ম্রিয়মাণ।

২

ডাঙ্গা এক পড়ে ছিল শিপ্রাতটে,
আমার বাড়ির খুব সন্নিকটে,
সেখানেতে উঠিত না শিপ্রার বান,
সরে যেত করে যেন প্রণতি প্রদান।
লিপি লেখা নাই কোনো পাথরে ইটে,
তবু বুঝি নাম, এই কবির ভিটে।

৩

শুনেছি নিশীথে হোথা বিস্ময়কর,
অতীতের রাজকীয় রথ ঘর্ঘর।
আশ্রম-মৃগ ছোটে—সাড়া পাই তার,
ঋষিকণ্ঠের স্বর স্নেহ-মমতার।
শরীর শিহরে মোর ভাবি যবে গো,
দুর্বাসার শব্দ সেই—অয়ময়ং ভোঃ।

৪

সেই গান সে কি সুর ঠিক মনে নাই,
আমারে জাতিস্মর করিয়াছে ভাই।
আষাঢ়ে সেখানে সে কি বায়ুর আবেগ
জোটে যেন পূর্ব ও উত্তর মেঘ।

দেখেছি হইয়া আমি পুলক-অধীর
অপরূপ আহা ভাব-মূর্তি কবির।

৫

নয়নে লাগিয়া আছে সেই সুষমা—
ধনীর বেশে শিব তাপসী উমা।
চান নাকো কবি আর জনম নিতে—
চলিছেন পূজা করি 'নীল-লোহিতে'।
শিব কন "কি বলিস্ অবোধ ছেলে—
ভাব কোথা রূপ পাবে তুমি না এলে?"

নীড়ের মায়া

ভুলায় মোরে আমারি এই ভাঙন-ধরা বাড়ি—
তক্‌তকে ওই অজয়-জল, তরুলতার সারি।
সামনে কাশের বন
দোলায় আমার মন।
আকাঙ্ক্ষা মোর মিটছে না যে—ছাড়তে তাদের নারি

২

আধা চাঁদের আলোকে পাই—পাই যে সুধার ছিটা-
গোটা যেয়ে মধুর এ যে ভাঙা ক্ষীরের পিঠা।
ভাঙা চাকেই শুধু
উপছে পড়ে মধু,
ভাঙা ভিটাই আমার কাছে লাগছে অধিক মিঠা।

৩

অজয়-জলের অমৃতে হায় হয় না কিছুই হারা,
ঝরছে যে তাই—প্রাণের কানে পাচ্ছি আমি সাড়া।

যায়নি কিছুই দূরে,
আসছে সবই ঘুরে,
লক্ষ্মী আসেন দিচ্ছে নদী আলতা দুধের ধারা

বাউল

বিচিত্র তার আঙরাখাটা দেখে—
পথের লোকে অবজ্ঞাতে হাসে,
মাথায় চূড়া লম্বা দাড়ি রেখে,
নূপুর পায়ে ভিক্ মাগিতে আসে।

২

ঘুঙুর গাঁথা একতারাটি নিয়ে,
ঘুর-পাকে সে ভঙ্গী করে নাচে,
সুরটি তাহার নিজের মত খেপা—
আপন ভাবে ভোর হয়ে সে আছে।

৩

খেয়াল নাহি অন্য কথা ভাবার,
রস-ভিয়ানে এতই মাতোয়ারা,
রাগের পথে তাহার আনাগোনা
সংসারী সে সকল বাঁধনহারা।

৪

সমাজের যে ধার ধারে না কিছু,
কলঙ্ক-হার গলায় পরে কিনি,
শুভক্ষণে নষ্টচন্দ্র দেখে
সে হয়েছে গৌর কলঙ্কিনী।

৫

রসের নেশায় বুঁদ হয়ে সে ফেরে
হয় সে পাগল তাহার বঁধুর নামে,
সঙ্ দেখায়ে পাথেয় পায় সে রে,
কুঞ্জ কেনে প্রেমের ব্রজধামে।

৬

বনের কপোত চরতে আসে গায়ে,
নীড় বেঁধেছে শ্যাম তমালে ও যে,
উধাও চকোর সুধার ক্ষুধায় বিভোর
জলায় থাকে চাঁদকে নভের খোঁজে

৭

নয় সে কমল নিখাদ পবিত্রতা,
নয়কো জবা রাঙা পায়ের আলোক,
কদম সে যে ভাবের কেলিকদম,
জঙ্গলের সে জমাট বাঁধা পুলক।

৮

তোমরা তারে করবে কর ঘৃণা
সে যে সকল নিন্দা ঘৃণার অতীত,
সন্ধানী সে পতিত পাবনেরি
তোমরা তারে করবে কর পতিত।

মরমী

বিষয় বিভব থাক—তা তুচ্ছ গণি—
ভাব-সম্পদে আমি যেন রই ধনী।

ভাব-দারিদ্র্য পরশে না যেন মোরে,
আর যা রত্ন লয় লয়ে যাক চোরে—
মোর যেন থাকে সেই সে চিন্তামণি।

২

শুখাক শরীর মন যেন রহে তাজা,
নিতি নব নব ভাব-রাজ্যের রাজা।
আমি শ্রীবৎস রানী সে চিন্তা দেবী,
বনবাসে রই, সুরভি-মাতারে সেবি
লক্ষ্মী অচলা যত ক্লেশ দিক শনি।

৩

ঘোর অনটন এলো মোর সংসারে—
পারণের লাগি দুর্বাসা ডাকে যারে।
সকাতরে ডাকি আমি সারারাত ধরি
কোথায় বিপদ-ভঞ্জন এসো হরি—
ওই শুনি বুঝি তাঁর নূপুরের ধ্বনি।

৪

শুচিস্মিতা সে ভক্তি আমার ঘরে।
অসম্ভবকে নিতি সম্ভব করে,
মোর শাকান্ন তুচ্ছ নহে তো সে,
প্রসাদী হইয়া হয় অমৃত যে
অনশনকে তো ব্রত-উপবাস গণি।

৫

ভাবই আমার সন্তোষে ভরে বুক
নিতি নিতি আনে দেবতার যৌতুক।
যতই থাকুক ঝঞ্ঝাট জঞ্জাল,
অঙ্গনে মোর পদ্মরাগের খনি।

৬

ভাবই বিভূতি, তপস্যা যোগবল,
সেই সুধা করে লবণ সাগর জল।
রঙাতে বিশ্ব তারি শুধু আছে হাত,
ক্ষুদ্র তৃণেতে ফুটায় সে পারিজাত।
বাঁশে বাঁশী করে তার মধু গুঞ্জনই।

৭

এক করে দেয় সে যে মোর আঁখিপাতে
প্রতিমা পূজারী, জগৎ জগন্নাথে।
ডুবে যায় কোথা রবি-শশী-গ্রহতারা,
তাহারি রূপেতে সব হয়ে যায় হারা,
প্রবাল যে পায় সাগর আবেষ্টনী।

আমার সুখ দুখ

চতুর্দিকে কতই আমার অভাব—
গোলাপ ফোটে কিন্তু বাগান ভরি,
ভগ্ন ভিটায় এমনি আমার স্বভাব—
দিগন্তেরি সঙ্গে আলাপ করি।

২

মিটি মিটি মাটির প্রদীপখানি,
চাঁদের আলোয় উজল আমার ঘর,
পর্ণপুটে অমৃত আমদানী
বাইরে মরু অন্তরে সাগর।

৩

অসন বসন দুয়ের টানাটানি,
ভগ্ন ভিটা নাই কোনো গৌরব,
ঘরে করে দৈন্য হানাহানি—
রঙমহলে অমৃত উৎসব।

৪

ওগো ধনী এতই কেন নিঠুর।
দুখ দেখেছ—সুখটা আমার দেখো-
বাহির থেকে মাপ করোনা হৃদয়—
বাক্‌স দেখে আঙুর কিনো নানো।

সারেঙ্গীর দুঃখ

খারাপ বড় করলে এ মন,
খুন খারাপি রঙ
আমার যে আর অন্য সুরে—
বাজছে না সারঙ।
সুরের যে মিল রঙের সনে,
পাচ্ছি প্রমাণ ক্ষণে ক্ষণে,
রাখতে যে আর পারছি নাকো
গানের সে ভড়ং।

২

সর্বহারা জনগণের
মুখ মনে জাগে—
সকল সুরই মিশছে এসে
কেবল বেহাগে।

অস্ফুট ও অশ্রুত যা—
আমার প্রাণে দিচ্ছে যে ঘা,
তাদের সাথে কেঁদেও পাই
শান্তি যে বরং।

৩

মর্মব্যথার এমন প্লাবন
আর তো দেখি নাই
অক্ষরেখায় ঘুরছে ধরা
তার যে সারা পাই।
সুর সাধিতে সারঙ কাঁদে
ছিন্ন তারই কেবল বাঁধে
বুঝতে পারি এই বেদনার
কেমন যে ধরণ।

ছেলে বুড়া

তোমরা কচি, তোমরা কাঁচা, আনন্দ মুকুল,
আমরা হলাম বৃন্ত শিথিল ঝরার আগের ফুল।
তোমরা প্রভাত, আমরা যে সাঁঝ,
আমরা বিরাম, তোমরা যে কাজ,
তোমরা হলে সত্য খাঁটি, আমরা নেহাৎ ভুল।

তোমরা আনো আশার আলো, অরুণ মনোহর,
আমরা ঢাকি ডুবুডুবু সায়াহ্ন ভাস্কর।
সঙ্গীতে যে তোমরা মধু,
স্বরলিপি আমরা শুধু,
তোমরা কায়া, আমরা ছায়া, ছায়ার কি আর দর ?

তোমরা বৃহৎ, তোমরা মহৎ, হতেই তো পারো,
আমরা তো জোর 'পম্পী', না হয় 'মহেঞ্জোদারো'।
তোমরা আষাঢ়, আমরা যে মাঘ,
দিল্লী তোমরা, আমরা প্রয়াগ,
জ্যোতির্লেখা—অস্তাচলের ধার নাহি ধারো।

তোমরা লাটিম বক্ষভরা ঘূর্ণনেরি আশ,
খেলা শেষে পরিত্যক্ত আমরা মলিন তাস,
সময়-ঘোটক যাচ্ছ চলে,
আমরা আছি 'পিঁজরাপোলে'
তোমরা মরাল, ভগ্নপাখা আমরা যে রাজহাঁস।

তোমরা রাজীব তোমরা সজীব, আমরা তো চিত্র,
পরপারের যাত্রী, ঘাটেই জাগছে বহিত্র।
গেলাম যাহার ভিত্তি পাতি,
সৌধ গড় তোমরা গাঁথি,
তোমরা হয়ো দেশের দশের যুগেরি মিত্র।

সৌধ-কক্ষে

গহন বনের বন-দেবতার বৃদ্ধ পূজারী আসি,
হায় রে কপাল, মায়ার বাঁধনে হয়েছে সৌধবাসী।
সুমুখে শুভ্র উচ্চ প্রাচীর সারি,
দেখি মন তার উচাটন হয় ভারি,
ঘরে সে কাতরে, তার সেই বনে—দেবতা যে উপবাসী।

জানিত তাহার মতি বিশুদ্ধা সব সংশয় হীনা—
ঝরে না পাতা ও বহে না বাতাস হরির করুণা বিনা।

পর্ণকুটীরে রহিত সে দীন অতি,
যেথা সদা সাধু-সন্তের গতায়তি।
তাহার ভাবের ছায়াপথ গড়া দিয়ে হরিপদ চিনা।

৩

কোথা বনানীর শ্যাম সম্পদ দেবের প্রেরিত হাওয়া?
কোথা শাখে শাখে বন-বিহগের অবিরাম গান গাওয়া?
মৃগনাভি তারে আর তো দেয় না আনি
অভয়ের কথা—অভয়ার মহাবাণী
ফুরায়েছে সেই সজল নয়নে অনুরাগে পথ চাওয়া।

৪

যার দৃষ্টির প্রসাদ লভিয়া প্রসন্ন হত দিক,
প্রভাত-রবিরে বন্দিত যার নয়ন নির্নিমিখ।
আকাশ যাহার রঙে হত লালে লাল—
ঘিরে ছিল যারে বংশীর শরজাল,
সেই তপোবন মৃগগণে আজ কুবের কারার শিক্।

৫

যে রামধনুর বসত বিপুল অকুল নীলাম্বরে—
দেখিনু যে আমি বেশ তো রয়েছে তেশিরা কাঁচের ঘরে?
মানস-সরের পূজার নীলোৎপল,
কেন মর্মর জলাধারে এলো বল?
অমরনাথের কপোত ঢুকিল গৃহ-বিটঙ্কে ওরে!

৬

ভাবের গোমুখী নীরে যার স্নান তীরে যার বাস গুহা
সমীর সোহাগে গায়ে দিত যবে হরি চন্দন চুয়া।

সেই মাখামাখি তুষারে রৌদ্রে মেঘে,
এখনো বক্ষে চক্ষে রয়েছে লেগে
হয়ে সুধাপায়ী গরুড় হইল পাকাঘরে কাকাতুয়া।

দরদী দরিদ্র

তুমিই ধন্য, সদয় হৃদয়, দরদী দরিদ্র—
দীন বট তুমি পর দুখভাগী তোমার চরিত্র।
কাঠুরিয়া তুমি দিলে নিজ আঙিনায়,
আশ্রয়—কত শ্রীবৎস-চিন্তায়।
কতই বেদনা ভাগ করে নিতে দুঃস্থের মিত্র।

২

হরিশ্চন্দ্র ভিখারী যখন শৈব্যাও ভিখারিণী—
রোহিতাশ্বকে ডাকিয়া খাওয়ালে নাহি জানি নাহি চিনি।
পাণ্ডবদের সাথে ছিলে সারারাতি,
জতুগৃহের নির্গম পথে সাথী,
দুখ-সাগরের বলিষ্ঠ ভেলা না হও বহিত্র।

৩

শ্রীহরিরে দিতে তুমিই বিদুরে দিয়াছিলে খুদ আনি,
সে দিন তোমারও ছিল না কিছুই—বেদনা কত তা জানি।
ভাণ্ডার ক্ষীণ, সামর্থ্য তব কম,
শ্রদ্ধায় হয় সবই তব মনোরম,
অকুণ্ঠ তব সাত্ত্বিক দান আত্মিক হৃদ্য।

৪

লোমশ মুনির সঙ্গে রয়েছ তাঁহার পর্ণবাস,
ইন্দ্রের হয়ে তুমি রাবণের কেটেছ ঘোড়ার ঘাস।

যশোদার ঘরে না থাকিলে ক্ষীর ননী,
তুমি এনে দিতে ভুলাইতে নীলমণি,
কানুর বাঁশরী নিজে গড়ে দিতে, করে দিতে ছিদ্র।

নিভানো প্রদীপ জ্বালায়ে নিত্য উল্লাসে তুমি নাচো,
বেদনাবিধুরে সান্ত্বনা দিতে অমর হইয়া আছ।
দেবতাধর্মী তুমি নর ধরণীর,
কাঁদিয়া মুছাও পরের অশ্রুনীর।
পতিত তাপিত পাপীর বন্ধু নহ অপাপ-বিদ্ধ।

৬

তুমি দুর্বল বিপন্নদের যাচি হও রক্ষী
পরের লাগিয়া প্রাণ দাও তুমি হে জটায়ু পক্ষী।
হে মরুদ্যান সহনীয় কর মরু।
পান্থপাদপ, সমাজের বীর তরু,
মাটির মানুষ গঙ্গমাটির মানুষ পবিত্র।

ভাঙা-দেওয়াল

(দীনের সে আধগড়া ঘরখানি উঠিল না, দেওয়াল গলিয়া যাইতে লাগিল)

কাঁদে ও দেওয়াল ভাঙা, ভাঙা তার বাটিকা।
এ যেন আধেক-লেখা বিষাদের নাটিকা।
একমেটে প্রতিমা এ রেখে গেছে পূজারী,
হৃদয়ের সব সাধ দিয়ে গেছে উজারি।
যত কথা যত ব্যথা যায় নি সে বলিয়া—
এ দেওয়াল দেয় বলি পাটে পাটে গলিয়া।
যত আশা ভালবাসা রেখে গেল বাসাতে
আজ তাহা জাগে বন-মর্মর ভাষাতে।

আসি বলে গেছে চলে তাই এত ব্যথা রে
পাবে তীর মরণের নীর সে কি সাঁতারে ?
কে জানে কনক তরী থিরজলে তলাবে,
আধগড়া বাসা ভুলি বুলবুলি পালাবে।
যতনের ফুলকলি ফুটিল না টুটিল
বৃথা হল জলসেক ওরে কাল কুটিল।

বড়র দাবী

বড়ই বাজিছে মোদের চোখের আগে,
বড়র ব্যথাই বড় হয়ে বুকে জাগে।
পুড়ে রাশি রাশি গুল্মের দল,
তার লাগি নাহি ঝরে আঁখিজল,
বড়র অভাবে দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

২

অভাগিনী রাণী 'মেরী এন্‌টনিয়েট'
তার লাঞ্ছনা—ফরাসীর মাথা হেঁট।
লক্ষ পুঁতির কিবা দরকার ?
একটা থাকুক সে হীরার হার,
তারি গৌরব জাতির দীনতা ঢাকে।

৩

'ক্রমওয়েল' 'পরে দারুণ মোদের ঘৃণা
দেশের রাজারে কোতল করালে কিনা!
সিংহ মরিলে কানন আঁধার
বনস্থলী যে হয় তোলপাড়,
'বলি' তো দিতেছে দিন শত শত ছাগে।

৪

হাজার হাজার জেলেডিঙ্গি ডোবে রোজ,
তাহাদের বড় করে নাকো কেহ খোঁজ।
ডুবিলে ক্রুজার, ডুবিলে জাহাজ,
চঞ্চল হয় মানব-সমাজ,
তারে ও বেতারে ধরারে সাগর ডাকে।

লক্ষ রোগী যে মরিছে হাসপাতালে
কজন তাঁদের স্মরণ-দিবস পালে ?
যাহারা বৃহৎ যাহারা মহৎ
ঘুরিছে দীপ্ত জ্যোতিষ্কবৎ
তাদেরি বিহনে কাঁদে ধরা অনুরাগে।

৬

রাহু আসি যবে গ্রাস করে সুধাকরে—
ভুবন ভরিয়া তখনি 'গ্রহণ' ধরে।
জ্বলিছে নিভিছে উল্কার দল,
কেহ তো দেখে না দেখিয়া কি ফল ?
বড় করে হায় বড়ই বিদায় মাগে।

শ্বেত ভল্লুক

পশুশালে বিরাজিছ তুমি শ্বেত ভল্লুক।
কোথা সে অরোরা ? কোথা সেই মেরু মুল্লুক ?
কোথা হিম—হি হি হাওয়া—সাড়া পাওয়া যায় না,
বল্গা-হরিণ কই ? ফিরে ফিরে চায় না।
ফিনিস্কের ছবি এ যে গড়া হিম শিলাতে
স্লেজ হল গো-শকট বাঙলার টিলাতে।

কর্ডমাছ দেখি এ যে বাঁকুড়ার পুকুরে,
পৌষের বাঘাশীত বৈশাখী তুপুরে।

পাই নাই দেখা তবু চিরদিন ইপ্সি,—
গোয়ারিতে আনকোরা বোহেমিয়া জিপসি।
ভাটপাড়া টোলে পড়ে—পরে সাদা লুঙ্গি।
তিব্বতী লামা নয়—বার্মাই ফুঙ্গি।
সাদা হস্তীর দেশে এলো শ্বেত ঋক্ষ,
পেনগুইনের বাসা হল তালবৃক্ষ।
কুমেরুর ইতিহাস আফ্রিক পদ্যে—
কুলপীর এ ভালুক কল্কের মধ্যে॥

টবের অশথ

রুপেছে এক অশথ তরু ক্ষুদ্র মাটির টবে,
দশটি বছর আছে আরো দশটি বছর রবে।
কোথায় তাহার সে উচ্চ শির কোথায় সরল শাখা,
ক্ষুদ্র কুসুম পাদপ সম ক্ষুদ্রতা তার আঁকা।
যখন চাহি উহার পানে আমার মনে হয়—
রুদ্র এমন ক্ষুদ্র হয়ে কেমন করে রয়।
এ যেন হে ইন্দ্ররাজা সংগ্রামেতে হারি,
মালীগিরি করছে এসে রাবণ রাজার বাড়ি!
মায়াবাদের সাধ নাহিকো অন্নাভাবের টানে,
শঙ্কর হায় লিখছে যেন ঋজুপাঠের মানে!
কোথায় মানস অলকা তার সাধ্য নাহি যেতে,
কালিদাসের কাটছে জীবন বিয়ের শোলোক গেঁথে!
কোথায় গেল নন্দবংশ, চন্দ্রগুপ্তরাজা—
চাণক্য গোমস্তা হয়ে শাসছে যেন প্রজা!
ক্ষুদ্র গ্রামের পাঠশালাতে ছাত্রদিগে লয়ে
নেপোলিয়ন শেখাচ্ছে ড্রিল গুরুমশায় হয়ে!

নামজাদা

জল তো ধরিতে ঘটি বাটি পারে—
জলধর নাম মেঘেরি সাজে,
পদাঘাত এক ভৃগুই করেছে—
আর পদাঘাত বিফল বাজে।

পঙ্ক হইতে জনমে অনেকই
কে কহে কে ভাবে তাদের কথা?
জল-আলো-করা পদ্মই আনে—
পঙ্কজ নামে সার্থকতা।

কেশর তো আছে ঘেঁটু পুষ্পেরও—
সিংহকে তবু কেশরী জানি,
বীণা তো এখন অনেকে বাজায়
তবু বাগ্দেবী সে বীণাপাণি।

কর প্রতিদিন বেড়েই চলেছে
করী হল কিনা বনের হাতী—
গিরি ধরে হনু হনুই রহিল
গিরিধারী হল জগন্নাথই॥

নিরানন্দ

চেনা তো অচেনা যেন ওরা কোন দেশী রে?
রিক্ততা চেয়ে দেখি রিক্ততা বেশি রে।
অধরেতে হাসি নাই,
শুধু কাঁসি বাঁশী নাই,
মানুষের ওরা ফণি-মনসা ও তেশিরে।

২

নাই স্রোত, নাই ঢেউ, চলে নাকো নৌকা।
জলে ঢাকা কাদা শুধু পূর্ণ জলৌকা।
মাথা নাই শুধু চূড়া,
খুটি-হীন হাতীশুঁড়া,
দেবতা বিহীন বেদী—পাষাণের চৌকা।

৩

সারঙের সঙ এ যে তারহীন কাঠ রে,
ছুরির যে ফলা নাই—আছে শুধু বাঁট রে।
নাই রঙ নাই রূপ
নাই দীপ নাই ধূপ,
ও শুধু খড়ের বেড় বাখারির বাঁট রে।

৪

রোগ নাই সুখ নাই তবু ওরা হাসে না,
যে পথেতে চলে যেন আহ্লাদ আসে না।
ও আকাশ একাজাই
করে থাকে মেঘলাই
ওরা যেন একেবারে আলো ভালবাসে না।

৫

যাই বলি তবু একা ভাবি ব'সে বিজনে,
সুমুখে আঁধার বুঝি আলো আছে পিছনে
লণ্ঠন "বুষ আঁখি"
ঘুরাইয়া দেখে রাখি—
খেয়ালী সে বিধাতার বাহাদুরী সৃজনে॥

অনধিকারী

রবিমণ্ডলে বিদ্রূপ করি গড়ায়ে গড়ায়ে ভাঁটা—
দেখায় তাদের গীতিময় গতি অঙ্কপথেতে হাঁটা।
রামপ্রসাদের শুনি মা মা ডাক,
ভক্ত গুণী ও জ্ঞানীরা অবাক,
যে অমৃত সুর বিকৃত করে অজ্ঞাতে আহা পাঁটা।

উষর ক্ষেত্র—জন্মায় যেথা কেবল ক্যাকটাকস্
কেমনে চিনিবে সূর্য-লোকের মানসের তামরস ?
ফুলহীন ঝাড় ফণি-মনসার,
বনঝাউ লয়ে তার কারবার,
কলুষিত চিৎ নিকষে লাগে না চিন্তামণির কস।

৩

মাখি পারিজাত-পরাগ অঙ্গে নন্দন বনছায়—
স্বরগ হইতে এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহিয়া যায়,
হাঁপাইয়া উঠি আমরা যে তাতে,
সে সুরভি যেন সহে না এ ধাতে,
অপটু পটুয়া কানা হয়ে ফেরে রূপের অজন্তায়।

সুদূর-পিয়াসী সাধক যাদের ধ্রুবলোকে গতায়তি
না বুঝি তাদিকে অবজ্ঞা করি ধৃষ্ট দুষ্ট মতি।
পূজ্য পূজার ব্যতিক্রমের,
কত যে বেদনা পরে পাই টের।
কোনো কর্মেই লভিতে পারে না যোগেশ্বরের প্রীতি

৫

পরশ-পাথর চিনিতে পারিনে—চিনিনে পরমধন—
জানিতে পারিনে লৌহ পৃথিবী কারা করে কাঞ্চন ?
চির রস-নিঃস্যন্দী নির্ঝর,
কাম্যকূপের বুঝিনেকো দর,
রুগ্‌ণ পাণ্ডু চক্ষু মাগিছে অমৃতের অঞ্জন।

জীর্ণ বাস

জীর্ণবসন পরা কি বিপদ কম,
চাই চোরের বুদ্ধি—দধীচির সংযম।
হাওদা বিহীন হস্তীতে যেন 'চড়া',
ক্ষীণ দৃষ্টির আন্দাজে পুঁথি পড়া।
অশক্ত সূতে খেলানো বৃহৎ রুই,
অপটু লাঙলে চষিবারে যাওয়া ভুঁই।
লতার পুলেতে লছমন-ঝোলা পার,
রুগ্‌ণ উষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া সাহারার।
পেট্রলহীন এ যে ঠিক মথ্‌প্লেনে,
বার্লিন যাওয়া বিমান-আক্রমণে।

২

ইউরোপের এ সন্ধিপত্র প্রায়—
ঠিক নাই কিছু কখন ফাঁসিয়া যায়।
ঋণগ্রস্ত ধনীর এ জমিদারী,
নিলামে কখন উঠিবে বুঝিতে নারি।
নদীয়া হইতে নহে আর বেশী দূর,
ভাসে নাই ডুবু ডুবু এ শান্তিপুর।
চৌদিকে এর ব্রিটিশের দেশ রাঙ্গা,
খাড়া আছে শুধু নামেই ফরাসডাঙ্গা।

জীর্ণ বসন জরায় জীর্ণ দেহ—
রাখা ক্লেশকর—বর্জনই তাই শ্রেয়

কাগজ

কাগজ ধরার মগজ তুমি
কে আর তোমার তুল্য আছে,
শুভ্র তনু তুমিই তো শিব
কালি তোমার বক্ষে নাচে।
তুমি সকল গজের সেরা,
শঙ্কা করে দিক-গজেরা,
কালকে রাখ বন্দী করে
শমন তোমার শরণ যাচে।

অনন্ত তো তুমিই বাপু
তোমায় ও নাম দেওয়াই চলে,
অবহেলায় রেখায় রঙে
ধারণ কর ভূমণ্ডলে।
বিষ্ণু সম পালন কর,
শাসন পরিচালন কর,
নিতুই চিটা পাট্টা লয়ে
লক্ষ্মী ফেরে তোমার পাছে

৩

অনেক ভেবে দেখছি আমি
ব্রহ্মা চেয়ে তুমিই বড়,
তিনি গড়েন মানুষ—তুমি
মানুষ এবং ফানুস গড়।

সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী
তোমার প্রতি সদয় অতি
তুমিই ধর পীযূষধারা
মানব যাহা পিয়েই বাঁচে

ক্ষণৈশ্বর্য

শিখী বাঁচে—শিখী মরে,
দু' দণ্ডের যে নৃত্য—তাহাই—
তাহারে অমর করে।
তাই শিখীত্ব তার,
বাকি যা তুচ্ছ-ছার,
ওইটি কুসুম—জীবন দণ্ড
উহারি লাগিয়া ধরে।

গীত সে ক্ষণস্থায়ী
কিন্তু তাহার সুধাধারা চলে
যুগ যুগান্ত বাহি।
ক্ষণিকের রামধনু
মিলায় রঙিন তনু
নভোমণ্ডলে রঞ্জিত তার
লাবণ্যে অবগাহি

৩

কমল ফোটে ও ঝরে—
পুণ্য ধন্য জীবন তাহার
একটি বেলার তরে।

শতাব্দী সঞ্চিত,
আলো হতে বঞ্চিত,
তুচ্ছ পঙ্ক-ভূমিতে তাহার
গুরু গৌরবে ভরে।

৪

একটি শুভক্ষণ—
সহসা জীবনে চিন্তামণির
এনে দেয় পরশন।
এ যেন কাননে একা
কমল-লোচনে দেখা,
ধ্রুবের মতন অমরত্ব যে
ক্ষণে করা অর্জন।

পুরী পারের চিঠি

আমি পুরী এক্‌সপ্রেসেই চেপে সটান গিয়ে উঠব স্বর্গদ্বারে,
তোমরা সখা রও ওয়েটিংরুমে ধিক্‌ধিকিয়ে যেও প্যাসেঞ্জারে।
খেয়ার তরীর আশায় ব'সে থাকা আঁধার সাঁজে পারের ঘাটে ভাই—
কোনো ক্রমেই পারব নাকো আমি, জানো তেমন ধৈর্য আমার নাই।
শুষ্ক বোঁটায় জীর্ণ বাসি ফুল অতীত শোভার দেখুক গে স্বপন,
চাইনে আমি রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে করতে সুখের দুখের রোমন্থন।
উৎসব ভোজ সাঙ্গ হল যদি, চলুক বিদায় বিসর্জনের পালা
কেন সেথা দীন কাঙালীর বেশে—পথের ধারে পাততে যাব থালা?
পক্ষহারা স্বর্ণ প্রজাপতি সাজবে কেন লাল করবীর শাখে?
ভাঙা গলা কোকিল উড়ে যাবে বসন্ত তার যে দেশেতে ডাকে।

২

বৃথা মলিন তাস ভেঁজে কি হবে, শেষ হয়েছে শেষই হউক বাজি,
আরবী ঘোড়া ভারবি রেসের শেষে পিঁজরাপোলে থাকতে নহে রাজী।

গুঞ্জরিয়া পদ্মচরণ ঘিরে এ চঞ্চরী ঝটিতি চায় যেতে—
মৌমাছি যে, হাসপাতালে থেকে পারবে নাকো বার্লি সাগু খেতে।
পুনঃপুনঃ পানকৌড়ির মতো, নয়কো ভাল ডোবার অভিনয়।
ডুববে যদি রবির মতো ডোব সমান মধুর অস্ত ও উদয়।
'যাচ্ছি যাব'র সার্থকতা নাই, যাবে চল, রইতে হয় তো রহ,
জ্বলা নেভা বেশ তো সহা যায় ধোঁয়াইবার ব্যথা দুর্বিষহ।
নেবার যাহা নিয়েছি কোনদিন, থোবার যাহা এখন আমি থোব,
ভাঙলো আসর সাজের পোশাক ছেড়ে নিদ্রা যাব যেমনি আমি শোব।

রূপের কথা

ভাবে না জানে না চেনে না যে জন সেই বলে নিরাকার
পরিচয়ে আর আছে কিবা দরকার?
ধ্যানী অনুরাগী রসিক তাঁহারে জানে,
তাঁরি প্রীতিকামী—ফিরে তাঁর সন্ধানে
সত্যদৃষ্টি—তাঁহাদেরি বাণী শুনিবার শোনাবার।

২

তন্ময় হয় যে রূপে তাদের সিদ্ধ শিল্পী মন
সেই রূপ তাঁতে করে যে নিরীক্ষণ।
কখনো বা তিনি বরাহ কমঠ মীন,
কুরূপের মাঝে মহারূপ সমাসীন,
ভক্ত মধুপ—সব ফুলে করে যে আকর্ষণ।

৩

কখনো দ্বিভুজ চতুর্ভুজ বা কখনো পঞ্চমুখ
পদারবিন্দ পূজিয়া—কাহারো সুখ।
কেহ তাঁরে দেখে রুদ্র ভয়ঙ্কর।

কেহ মনোহর চির-শ্যামসুন্দর।
বহু-বল্লভ অনন্ত রূপ যাতে যার ভরে বুক।

৪

কোনটি তাহার খাঁটি রূপ বটে—কোনটি তাঁহার নয়,
ভক্তই তাহা করে দেয় নির্ণয়।
যখন যে রূপ দেখেছে—সত্য তাই,
অসত্যের যে প্রবেশ সেখানে নাই—
ধ্যানের সে রূপ পরিমণ্ডলে সব অমৃতময়।

রূপ নাই তাঁর অন্ধই জানে দেখে সে অন্ধকার—
রূপ দেখে যেই বিপুল ভাগ্য যার।
যে রূপের লাগি তৃষিত নয়ন ঝুরে,
যে রূপ দেখিলে বচন নাহিকো স্ফুরে,
সে দর্শন যে সাধনার ধন—কৃচ্ছ্র তপস্যার।

৬

সেই তাঁরে চেনে, সেই দেয় নাম, ডাকে জয় জগদীশ,
যোগ যার তাঁর সঙ্গে অহর্নিশ।
পটে ও পাষাণে যে রসমূর্তি আঁকে,
সত্য সে রূপ—ভক্ত দেখেছে তাঁকে,
রূপের পরিধি খুঁজিছে যাহার নয়ন নির্নিমিখ।

ভক্তি

ভক্ত তোমার যখন যে-রূপ
দেখেছে করেছে ধ্যান,
সেই তব রূপ—ভক্তের ভগবান।
ভক্ত সতত সত্যদৃষ্টি, অসত্য তাতে নাই।
তিনি যা দেখেন, তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার, তুমি নিরাকার
অপরূপ রূপবান।
বহু রূপে রূপে তোমার অধিষ্ঠান॥

জয় ভগবান

একই জনমে করিয়াছি আমি অনেক জন্মলাভ
নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি আমি তোমার আবির্ভাব।
ভাব হয়ে এসে হে আকাঙ্ক্ষিত,—বস্তু হইয়া আছ,
নব নব রূপে জীবন আমার প্রভাবিত করিয়াছ।
একই মানুষে নূতন করিয়া গড়েছ বারম্বার—
তোমাকে নমস্কার।

২

জীবন ধরিয়া তোমাকে নিত্য নূতন করিয়া পাওয়া,
পদ্মের ভিড় ঠেলিয়া এ যেন মন্দিরপথে যাওয়া।
নূতন সাধনা সিদ্ধ করিয়া নূতন হইয়া এসো,
দুখে আনন্দে অশ্রু হাস্যে বারবার ভালবেসো—
তোমার দরশ তোমার পরশ পেয়েছি যে শতবার
দয়াল—নমস্কার।

ভক্তের ভগবান

ভক্ত তোমার যখন যেরূপ, দেখেছে করেছে ধ্যান,
সেই তব রূপ—ভক্তের ভগবান।
ভক্ত সতত সত্য—দৃষ্টি—অসত্য তাতে নাই,
তিনি যা দেখেন তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার তুমি নিরাকার, অপরূপ রূপবান।
বহু বহু রূপে—তোমার অধিষ্ঠান।

সুন্দর তুমি, কুৎসিতও তুমি, বরাহ কমঠ মীন,
তুমি লাবণ্য পাথার, তুলনাহীন।

দোষ কি তাদের? অপরূপে তাই—
অরূপ বলে যে অনেক লোকে।

৪

বড়ই কষ্টে বড়ই দুঃখে—
চতুর শৃগাল নয়ন জলে
না পেয়ে দ্রাক্ষা—অমন মধুর
দ্রাক্ষা বড়ই অম্ল বলে।
ভুবন-ভুলানো জানিতে দাও না কোথায় থাকো,
ওই শ্যামতনু ষড়ৈশ্বর্যে ঘেরিয়া রাখো
রাগী যারা ফেরে রাগের পথেতে—
আমিও মিশিব তাদের দলে।

ভয়ের কথা

'পাপের দ্বারাই ভগবানে পাওয়া সহজ অতি।'
বলিছে অনেকে, এলো মানুষের কি দুর্মতি?
গয়াসুর হরি-চরণ লভেছে জানে তা সবে,
হরিকে পেতে কি কেবল অসুর হলেই হবে?
যীশুর করুণা রোগী লাজারাস্ যেহেতু পেলে—
কুষ্ঠী হলেই মুক্তি-কৃপা কি মেলেই মেলে?
যুক্তি যে বড় বিষম লাগে—
হতে মহর্ষি চোর হওয়া চাই সবার আগে!

যে হেতু সর্প শিবের অঙ্গ বেড়িয়া আছে—
সর্প হলেই যাবে শিবলোকে—শিবের কাছে?
সাধনা চাহিনে? হত্যা ডাকাতি করিলে খালি
শুধু কল্মষে কৈবল্য কি দিবেন কালী?

জয় ভগবান

একই জনমে করিয়াছি আমি অনেক জন্মলাভ
নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি আমি তোমার আবির্ভাব।
ভাব হয়ে এসে হে আকাঙ্ক্ষিত,—বস্তু হইয়া আছ,
নব নব রূপে জীবন আমার প্রভাবিত করিয়াছ।
একই মানুষে নূতন করিয়া গড়েছ বারম্বার—
তোমাকে নমস্কার।

২

জীবন ধরিয়া তোমাকে নিত্য নূতন করিয়া পাওয়া,
পদ্মের ভিড় ঠেলিয়া এ যেন মন্দিরপথে যাওয়া।
নূতন সাধনা সিদ্ধ করিয়া নূতন হইয়া এসো,
দুখে আনন্দে অশ্রু হাস্যে বারবার ভালবেসো—
তোমার দরশ তোমার পরশ পেয়েছি যে শতবার
দয়াল—নমস্কার।

ভক্তের ভগবান

ভক্ত তোমার যখন যেরূপ, দেখেছে করেছে ধ্যান,
সেই তব রূপ—ভক্তের ভগবান।
ভক্ত সতত সত্য—দৃষ্টি—অসত্য তাতে নাই,
তিনি যা দেখেন তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার তুমি নিরাকার, অপরূপ রূপবান।
বহু বহু রূপে—তোমার অধিষ্ঠান।

সুন্দর তুমি, কুৎসিতও তুমি, বরাহ কমঠ মীন,
তুমি লাবণ্য পাথার, তুলনাহীন।

দোষ কি তাদের ? অপরূপে তাই—
অরূপ বলে যে অনেক লোকে।

৪

বড়ই কষ্টে বড়ই দুঃখে—
চতুর শৃগাল নয়ন জলে
না পেয়ে দ্রাক্ষা—অমন মধুর
দ্রাক্ষা বড়ই অম্ল বলে।
ভুবন-ভুলানো জানিতে দাও না কোথায় থাকো,
ওই শ্যামতনু ষড়ৈশ্বর্যে ঘেরিয়া রাখো
রাগী যারা ফেরে রাগের পথেতে—
আমিও মিশিব তাদের দলে।

ভয়ের কথা

'পাপের দ্বারাই ভগবানে পাওয়া সহজ অতি।'
বলিছে অনেকে, এলো মানুষের কি দুর্মতি ?
গয়াসুর হরি-চরণ লভেছে জানে তা সবে,
হরিকে পেতে কি কেবল অসুর হলেই হবে ?
যীশুর করুণা রোগী লাজারাস্ যেহেতু পেলে—
কুষ্ঠী হলেই মুক্তি-কৃপা কি মেলেই মেলে ?
যুক্তি যে বড় বিষম লাগে—
হতে মহর্ষি চোর হওয়া চাই সবার আগে !

যে হেতু সর্প শিবের অঙ্গ বেড়িয়া আছে—
সর্প হলেই যাবে শিবলোকে—শিবের কাছে ?
সাধনা চাহিনে ? হত্যা ডাকাতি করিলে খালি
শুধু কল্মষে কৈবল্য কি দিবেন কালী ?

উদ্‌যান বোমা, অণুবোমা সে যে অনেক ভালো
তারা শাশ্বত সত্যকে নারে করিতে কালো।
দেখায় এসব তত্ত্বকথা—
মানবমনের দুষ্ট-ক্ষতের বীভৎসতা।

৩

কি ক্ষতি নরক জনপ্রিয় হয় আজিকে যদি—
চিরদিন ছিল ভয়াবহ হয়ে যে নিরবধি ?
হোক খেয়ালীর প্রমোদ-ভবন রোধিবে কে তা ?
রুগ্‌ণ মনের স্বাস্থ্য-নিবাস উঠুক সেথা।
শ্রদ্ধেয় যে হউক—কিন্তু সঙ্গোপনে—
বসতি সে যেন না পাতায় প্রতি মানবমনে।
রামনামে ভূত পালাতো শুনি—
ভূত-নামে রাম পলাবেন, চান দেখিতে গুণী।

৪

বিষলতাকেই বলা যায় যদি কল্পলতা,
অবদান তার অভয়ের নয়—ভয়ের কথা।
কি সংক্রামক মনের মড়ক বিষয় ধরা ?
বিড়ম্বনার কি ভয়াল বোমা হতেছে গড়া।
ভয়ঙ্কর এই ভাবের ভস্ম তেজস্ক্রিয়,—
হয়তো হরিবে মানবমনের বিমলশ্রীও।
হেন অভিশাপ কে চায় পেতে ?
পাপই এবার পাসপোর্ট দেবে স্বর্গে যেতে।

৫

শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করা নূতন নহে—
'মানুষ তাঁহাকে গড়েছে' একথা অনেকে কহে।
বলে 'ভগবান যদি নাহি দেন তাঁহার দেয়—
ধন্যবাদ না দিয়ে—তাঁরে বাদ দেওয়াই শ্রেয়।'

ভক্তের লাগি তিনিও পড়েন সঙ্কটে,
দেখি যবে—হয় পুলকিত মোর মন বটে
বিস্ফারি আঁখি বিস্ময়ে করি বন্দনাই।

২

গাহে রাম নাম হনুমান বসি সৈকতে।
দিক্-বিজয়েতে অর্জুন যান সেই পথে।
কহেন ছদ্মবেশী সে পবন-নন্দনে
নাই কৃতিত্ব রামের সাগর বন্ধনে
জয় পরাজয় হল যা—হল সে দৈবাতে।

৩

ওই তো লঙ্কা, মধ্যেতে এই সমুদ্র—
সাগর বাঁধিতে লাগে বা কয়টা মুহূর্ত?
কাঁদিতে হত না বানরকে শিলা আনতে
কাঠবিড়ালেরা খবর পেতো না জানতে,
সাগর-শাসন ব্যাপারই যে অতি ক্ষুদ্র।

৪

শুনি হনুমান ভাবে এটা বড দর্পী তো—
শ্রীরামের প্রতি করে কটাক্ষ গর্বিত!
কয় অর্জুনে, 'বট তুমি কোন ব্যক্তি হে?
শরের সেতুর বিহগ-বহার শক্তি যে,
ভাঙ্গিবে একটু গুরুভার হলে অর্পিত।

কন অর্জুন চিন্তায় কেন মুখটি ভার?
সে সেতুতে গোটা কিষ্কিন্ধ্যাই হইবে পার।
রোষে হনুমান বলে গড় সেতু হে মহাবীর,

উদ্‌যান বোমা, অণুবোমা সে যে অনেক ভালো
তারা শাশ্বত সত্যকে নারে করিতে কালো।
দেখায় এসব তত্ত্বকথা—
মানবমনের দুষ্ট-ক্ষতের বীভৎসতা।

৩

কি ক্ষতি নরক জনপ্রিয় হয় আজিকে যদি—
চিরদিন ছিল ভয়াবহ হয়ে যে নিরবধি ?
হোক খেয়ালীর প্রমোদ-ভবন রোধিবে কে তা ?
রুগ্‌ণ মনের স্বাস্থ্য-নিবাস উঠুক সেথা।
শ্রদ্ধেয় যে হউক—কিন্তু সঙ্গোপনে—
বসতি সে যেন না পাতায় প্রতি মানবমনে।
রামনামে ভূত পালাতো শুনি—
ভূত-নামে রাম পলাবেন, চান দেখিতে গুণী।

৪

বিষলতাকেই বলা যায় যদি কল্পলতা,
অবদান তার অভয়ের নয়—ভয়ের কথা।
কি সংক্রামক মনের মড়ক বিষয় ধরা ?
বিড়ম্বনার কি ভয়াল বোমা হতেছে গড়া।
ভয়ঙ্কর এই ভাবের ভস্ম তেজস্ক্রিয়,—
হয়তো হরিবে মানবমনের বিমলশ্রীও।
হেন অভিশাপ কে চায় পেতে ?
পাপই এবার পাসপোর্ট দেবে স্বর্গে যেতে।

৫

শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করা নূতন নহে—
'মানুষ তাঁহাকে গড়েছে' একথা অনেকে কহে।
বলে 'ভগবান যদি নাহি দেন তাঁহার দেয়—
ধন্যবাদ না দিয়ে—তাঁরে বাদ দেওয়াই শ্রেয়।'

ভক্তের লাগি তিনিও পড়েন সঙ্কটে,
দেখি যবে—হয় পুলকিত মোর মন বটে
বিস্ফারি আঁখি বিস্ময়ে করি বন্দনাই।

২

গাহে রাম নাম হনুমান বসি সৈকতে।
দিক্-বিজয়েতে অর্জুন যান সেই পথে।
কহেন ছদ্মবেশী সে পবন-নন্দনে
নাই কৃতিত্ব রামের সাগর বন্ধনে
জয় পরাজয় হল যা—হল সে দৈবাতে।

৩

ওই তো লঙ্কা, মধ্যেতে এই সমুদ্র—
সাগর বাঁধিতে লাগে বা কয়টা মুহূর্ত ?
কাঁদিতে হত না বানরকে শিলা আনতে
কাঠবিড়ালেরা খবর পেতো না জানতে,
সাগর-শাসন ব্যাপারই যে অতি ক্ষুদ্র।

৪

শুনি হনুমান ভাবে এটা বড দর্পী তো—
শ্রীরামের প্রতি করে কটাক্ষ গর্বিত !
কয় অর্জুনে, 'বট তুমি কোন ব্যক্তি হে ?
শরের সেতুর বিহগ-বহার শক্তি যে,
ভাঙ্গিবে একটু গুরুভার হলে অর্পিত।

৫

কন অর্জুন চিন্তায় কেন মুখটি ভার ?
সে সেতুতে গোটা কিষ্কিন্ধ্যাই হইবে পার।
রোষে হনুমান বলে গড় সেতু হে মহাবীর,

হবে না তো মোর দুর্বল ভারে সে অস্থির
সহজে তরাও দেখি তো সাগর দুর্নিবার।

৬

শরে শরে রচি সুদীর্ঘ সেতু বীর কহে—
যাও দ্রুত পদে যাও লঙ্কায় নির্ভয়ে।
হনু ক্ষীণ তনু করি পরিণত পর্বতে।
ভীম ভারে ধরা টলমল—চলে গর্বেতে।
পার্থ ভাবেন—কেমনে এ সেতু ভার সহে!

৭

হনুমান ফেলি প্রথম চরণ চিন্তিত,
কই তো শরের এ সেতু কাঁপে না কিঞ্চিৎও!
নয় সামান্য—এ বীর অসীম শক্তিধর—
পোড়ামুখ মোর পোড়াতে দেখিনু অগ্রসর।
মর্মের ব্যথা, ঘর্মেতে তনু সিঞ্চিত।

৮

দ্বিধা-চঞ্চল বিষণ্ণ মন দুই জনার,
মুখের স্ফূর্তি বুকের স্ফূর্তি নাইকো আর।
একই ভগবানে দুই নামে ডাকে দুইজনে,
কাতরে দর্পহারী ও বিপদভঞ্জনে,
চূর্ণ দম্ভ চূর্ণ সকল অহঙ্কার।

৯

কচ্ছপ রূপ ধরিয়া কেশব সর্বময়,
পার্থ-রচিত শরের সেতুটি ধরিয়া রয়।
অতি দুর্বহ হনুমন্তের ভার বিশাল,
কচ্ছপের যে রক্তে সাগর হইল লাল,
বিশ্বম্ভরে কচিত এ ভার সইতে হয়।

গাছপালা সব কি হিল্লোলে
বিরাম বিহীন সদাই দোলে ?
উন্মাদনা ছাপিয়ে পড়ে বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রেও।

৫

শিখীর হঠাৎ নৃত্য কেন ? কিসের আমোদ টুনটুনির ?
চোখ বুজে রয় বাদুড় কেন সহি বেদন গুমটুনির ?
একঘেয়ে হায় নিত্য শুনি
এই যে বুকের ধুকধুকুনি,
পাগলামিরই পাই পরিচয় উহার গতি ছন্দেও।

৬

জোয়ার ভাটায় ও ঝোঁক কিসের অমায় এবং পূর্ণিমায় ?
মেঘমালা সব ছুট্‌ছে কেন চক্রবালের দূর সীমায় ?
'কল্যাণ' এবং 'দেশের' মাঝে
হঠাৎ কেন 'দীপক' বাজে ?
বীণার তারে অঙ্গুলি তাঁর দেখতে যে পায় অন্ধেও।

মানুষীতনু

ভগবান নিজে যে তনু ধরেন হায়—
কল্পিত তাহা, লভ্য তপস্যায়।
চারি হস্তও নহে যার মাপ—ভাবি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে করে সে দাবী ?
বিমুগ্ধ ভীত বিব্রত ধরা—
বিস্ময়ে হেরে তায়।

হবে না তো মোর দুর্বল ভারে সে অস্থির
সহজে তরাও দেখি তো সাগর দুর্নিবার।

৬

শরে শরে রচি সুদীর্ঘ সেতু বীর কহে—
যাও দ্রুত পদে যাও লঙ্কায় নির্ভয়ে।
হনু ক্ষীণ তনু করি পরিণত পর্বতে।
ভীম ভারে ধরা টলমল—চলে গর্বেতে।
পার্থ ভাবেন—কেমনে এ সেতু ভার সহে!

৭

হনুমান ফেলি প্রথম চরণ চিন্তিত,
কই তো শরের এ সেতু কাঁপে না কিঞ্চিৎও!
নয় সামান্য—এ বীর অসীম শক্তিধর—
পোড়ামুখ মোর পোড়াতে দেখিনু অগ্রসর।
মর্মের ব্যথা, ঘর্মেতে তনু সিঞ্চিত।

৮

দ্বিধা-চঞ্চল বিষণ্ন মন দুই জনার,
মুখের স্ফূর্তি বুকের স্ফূর্তি নাইকো আর।
একই ভগবানে দুই নামে ডাকে দুইজনে,
কাতরে দর্পহারী ও বিপদভঞ্জনে,
চূর্ণ দম্ভ চূর্ণ সকল অহঙ্কার।

৯

কচ্ছপ রূপ ধরিয়া কেশব সর্বময়,
পার্থ-রচিত শরের সেতুটি ধরিয়া রয়।
অতি দুর্বহ হনুমন্তের ভার বিশাল,
কচ্ছপের যে রক্তে সাগর হইল লাল,
বিশ্বম্ভরে কচিত এ ভার সইতে হয়।

গাছপালা সব কি হিল্লোলে
বিরাম বিহীন সদাই দোলে ?
উন্মাদনা ছাপিয়ে পড়ে বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রেও।

৫

শিখীর হঠাৎ নৃত্য কেন ? কিসের আমোদ টুনটুনির ?
চোখ বুজে রয় বাদুড কেন সহি বেদন গুমটুনির ?
একঘেয়ে হায় নিত্য শুনি
এই যে বুকের ধুকধুকুনি,
পাগলামিরই পাই পরিচয় উহার গতি ছন্দেও।

৬

জোয়ার ভাটায় ও ঝোঁক কিসের অমায় এবং পূর্ণিমায় ?
মেঘমালা সব ছুট্‌ছে কেন চক্রবালের দূর সীমায় ?
'কল্যাণ' এবং 'দেশের' মাঝে
হঠাৎ কেন 'দীপক' বাজে ?
বীণার তারে অঙ্গুলি তাঁর দেখতে যে পায় অন্ধেও।

মানুষীতনু

ভগবান নিজে যে তনু ধরেন হায়—
কল্পিত তাহা, লভ্য তপস্যায়।
চারি হস্তও নহে যার মাপ—ভাবি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে করে সে দাবী ?
বিমুগ্ধ ভীত বিব্রত ধরা—
বিস্ময়ে হেরে তায়।

২

কেহ পূজা করে, দেহকেই ভাবে সব,
কেহ বলে উহা সব নহে বটে শব—
মূল্যবিহীন তুল্য ও ভস্মের,
অমূল্য-নিধি দেহসর্বস্বের।
মেটে গর্বেতে ফেটে মরে যারা
যৌবন গরিমায়।

৩

দেহের ভস্ম তাই এক অপরূপ
তাহারি উপর গড়ে মন্দির স্তূপ।
দেহই সৃষ্টি করিয়াছে পীঠ পাট,
দেহেই মহল তুলিয়াছে সম্রাট।
‘মমী’ করে রাখে এই দেহকেই
অহেতুকী মমতায়।

প্রাণহীন দেহ তারি কত গৌরব,
দেহহীন প্রাণে সকলি যে সম্ভব।
মুক্ত আত্মা জ্যোতির্বর্ত্মে ভ্রমে,
জ্যোতির্ময়ের অমৃতের সঙ্গমে।
জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া
পূর্ণতা পেতে চায়।

শ্রীহরির পদে তিল ও তুলসী দিয়া।
যদি দেওয়া হয় এ তনু সমর্পিয়া,
তবেই ইহার চরম সার্থকতা,
রূপ লব্যাণ নতুবা কথার কথা।

পার্থ যখন দেখেন বিশ্বরূপ—
শ্রীভগবানের তনুতে ভুবন মেশে।

ওগো বিস্ময়, হে অনির্বচনীয়,
মাঝে মাঝে তব শুভ দর্শন দিয়ো।
সাগরে তোমাকে দেখেছি চন্দ্রোদয়ে,
উষায় তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ে,
মানস-সরের কমল-কাননে প্রিয়।

৩

যেথা জ্বলিতেছে 'অরোরা' আলোর শিখা,
মরুতে যেখানে ছলিতেছে মরীচিকা,
প্রপাত সলিলে প্রলয় নৃত্য করি,
যেখানে লক্ষ রামধনু দেয় গড়ি,—
তোমারে বন্দে আনন্দে বিভীষিকা।

চুম্বক যেথা লৌহ-কণিকা টানে—
মৌমাছি রচে মৌচাক, মধু আনে,
ডিম্ব ভাঙিয়া বাহিরায় প্রজাপতি,
মুকুলের হয় ধীরে ফলে পরিণতি,
সেখানেও তুমি হাসি চাহ মোর পানে

তোমারে দেখেছি দর্পী মৃত্তিকায়,
অধিবাসী যার ধরণী গ্রাসিতে চায়।
সেখানেও তুমি থমকি দাঁড়াও আসি,
কাপুরুষ দেয় বীরগণে যেথা ফাঁসি।
ন্যায় যেথা ডোবে হিংসার মোহানায়

কেহ পূজা করে, দেহকেই ভাবে সব,
কেহ বলে উহা সব নহে বটে শব—
মূল্যবিহীন তুল্য ও ভস্মের,
অমূল্য-নিধি দেহসবস্বের।
মেটে গর্বেতে ফেটে মরে যারা
যৌবন গরিমায়।

৬

দেহের ভস্ম তাই এক অপরূপ
তাহারি উপর গড়ে মন্দির স্তূপ।
দেহই সৃষ্টি করিয়াছে পীঠ পাট,
দেহেই মহল তুলিয়াছে সম্রাট।
'মমী' করে রাখে এই দেহকেই
অহেতুকী মমতায়।

প্রাণহীন দেহ তারি কত গৌরব,
দেহহীন প্রাণে সকলি যে সম্ভব।
মুক্ত আত্মা জ্যোতির্বর্ত্মে ভ্রমে,
জ্যোতির্ময়ের অমৃতের সঙ্গমে।
জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া
পূর্ণতা পেতে চায়।

শ্রীহরির পদে তিল ও তুলসী দিয়া।
যদি দেওয়া হয় এ তনু সমর্পিয়া,
তবেই ইহার চরম সার্থকতা,
রূপ লব্যাণ নতুবা কথার কথা।

পার্থ যখন দেখেন বিশ্বরূপ—
শ্রীভগবানের তনুতে ভুবন মেশে।

ওগো বিস্ময়, হে অনির্বচনীয়,
মাঝে মাঝে তব শুভ দর্শন দিয়ো।
সাগরে তোমাকে দেখেছি চন্দ্রোদয়ে,
ঊষায় তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ে,
মানস-সরের কমল-কাননে প্রিয়।

৩

যেথা জ্বলিতেছে 'অরোরা' আলোর শিখা,
মরুতে যেখানে ছলিতেছে মরীচিকা,
প্রপাত সলিলে প্রলয় নৃত্য করি,
যেখানে লক্ষ রামধনু দেয় গড়ি,—
তোমারে বন্দে আনন্দে বিভীষিকা।

চুম্বক যেথা লৌহ-কণিকা টানে—
মৌমাছি রচে মৌচাক, মধু আনে,
ডিম্ব ভাঙিয়া বাহিরায় প্রজাপতি,
মুকুলের হয় ধীরে ফলে পরিণতি,
সেখানেও তুমি হাসি চাহ মোর পানে

তোমারে দেখেছি দর্পী মৃত্তিকায়,
অধিবাসী যার ধরণী গ্রাসিতে চায়।
সেখানেও তুমি থমকি দাঁড়াও আসি,
কাপুরুষ দেয় বীরগণে যেথা ফাঁসি।
ন্যায় যেথা ডোবে হিংসার মোহানায়

৬

তোমাকে দেখেছি গান্ধী মহাত্মাতে,
তোমাকে দেখেছি মোরা রবীন্দ্রনাথে,
চমকি দেখেছি নেতাজীর পলায়নে
পুনঃ কোহিমার পুণ্য রণাঙ্গনে,
স্বাধীন ভারতে অমৃত ভাণ্ড হাতে।

৭

বাহিরিয়া এসো তুমি যেন বনটিয়া
কাঁচা স্বর্ণের টোপর মাথায় দিয়া।
পলকে মধুর কর যে জল স্থল,
রাঙাও পুলক আবীরে ভূমণ্ডল
দৈন্যকে লও ঋদ্ধিতে আবরিয়া।

৮

ভঞ্জন কর মানবের অপরাধ—
দেবের মহিমা দেখিতে যে হয় সাধ—
যম ফিরে দেন আবার সত্যবানে
পতিব্রতার সকরুণ আহ্বানে,
গরলেতে পা'ক অমৃত প্রহ্লাদ।

৯

অতি-যান্ত্রিক প্রাণহীন চারুকলা।
তুঙ্গ মিনার, সৌধ শতেক তলা।
লাগেনাকো ভাল, প্রসন্ন হও মিতা
শুনাও ধরাকে, শুনাও নূতন গীতা
নব মেঘদূত—নূতন শকুন্তলা।

১০

হে সখা শ্যামের সমাগম উৎসবে,
মোর নাম মোর মনে পড়িবে না কবে?

আনি সুধাসম সে দিন আকাঙ্ক্ষিত,
করি পুলকিত, মোহিত রোমাঞ্চিত—
তুমি কি আমাকে আপন করিয়া লবে ?

সর্বসম্ভবায়

তোমাতে নাহিকো কিছুই অসম্ভব
হে সর্বময়, হে সর্বসম্ভব।
তুমি সব, তুমি সকল সম্ভাবনা,
ভাবি আর হই বিস্ময়ে তন্মনা।
তোমার বিরাট রূপ জাগে মোর প্রাণে—
অভিভূত করে—চক্ষেতে জল আনে।
সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে মম—
পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দায় নমঃ

যা কিছু হইবে তাহাও তুমিই হরি।
সব অনাগতে রেখেছ বক্ষে ধরি।
কতই সৌরজগৎ অন্তহীন—
কত রবি শশী তোমাতে রয়েছে লীন
কত মহাজাতি, সাম্রাজ্যই কত—
তোমাতে রয়েছে ক্ষুদ্র ভ্রূণের মত।
কত রূপরস লভিয়াছে আশ্রয়,
হে বিশ্বরূপ, জয় জয় তব জয়।

৩

বন্দর যাহা—বহু বহিত্রে ঘেরা—
হইবে ক্ষুদ্র খেয়ার তরীর ডেরা

রঙ্-মহলের মহার্ঘ মর্মর,
ভেঙে লয়ে গিয়া ভীলেরা রচিবে ঘর।
রাষ্ট্রের জনগণ মুখরিত গৃহ,
হয়ত বাদুর পেচকের হবে প্রিয়।
ধরা বিপ্লবী সন্ধিপত্ররাশি—
মুদীর দোকানে ঠোঙা ঠুঙি হবে আসি।

৪

যে ক্ষুদ্র জীব চোখেতে পড়ে না ধরা,
হয়তো তারাই শাসিবে বসুন্ধরা।
মূক জড় যারা তারাই পাইবে ভাষা,
পাষাণে জাগিবে নব জীবনের আশা।
ঘৃণা করে যারা—ঘৃণিত হইবে তারা,
শক্তি শৌর্য সম্মান হয়ে হারা।
ভালবাসা যারা জীবনে পায়নি কভু
হয়তো তোমার প্রিয় হবে তারা প্রভু।

৫

মাটির পৃথিবী এখনো খেতেছে পাক
মুক্ত হয়নি কুম্ভকারের চাক।
সুন্দর শুচি আরও হবে উন্নত,
রয়েছে ইহার সম্ভাবনাই কত।
ধূলিতে তাহার দেবতার যাওয়া-আসা
তরুতে তাহার গরুড় পাখীর বাসা।
কে জানে এ ধরা স্বরগ হইবে কিনা?
শুষ্ক অলাবু—ঋষির হাতের বীণা।

৬

অবসর আর নাহিকো সন্দেহের
আমরা অংশ সর্বসম্ভবের।

মোরা যুবরাজ রয়েছি কিরাত হয়ে,
মুক্তার তরী বেড়াই বালুকা বয়ে।
ক্ষুদ্র শিশির তৃণেতে শয্যা পাতি—
সুধাম্বুধির তবুও আমরা জ্ঞাতি।
অসাড় পরাণ উল্লাসে তোরা জাগ—
ছিলি কঙ্কর—হবি রে পদ্মরাগ।

কর্মারতি

১

জপের সময় ঠিক থাকে না—হরিনামও ক্বচিৎ করি।
কিন্তু এখন সারা দিবস ভগবানের দেউল গড়ি।
ক্ষুদ্র দেউল, ক্ষুদ্র অতি, বলত সবে আসতে যেতে
বলে বলুক, করছি তো কাজ জগন্নাথের মন্দিরেতে
সাধ্য নাহি প্রেমের বলে ভগবানকে নামিয়ে আনি,
প্রাণ ভরিয়া চাই গড়িতে তাঁহার বসার আসনখানি।
ভাব যে আমার রূপ লভিছে, ইষ্টকে আর বালি চূণে—
এ নয় আমার জড়ত্ব ভাই—হেসো না কেউ কথা শুনে।

ইট বহে দিই, জল এনে দিই, আনন্দেতে সরাই মাটি,
আমি হরির ঘরের লাগি শিল্পী সাথে নিজেই খাটি।
ওই কাজই মোর ভজন সাধন, তপস্যা আর উপাসনা,
কাজ করি, তাঁর কাজই করি, কথায় তাঁহার আর থাকি না
স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করিনাকো এখন আমি—
দেখি পুণ্য-চিন্তা চেয়ে পুণ্য-কর্ম অধিক দামী।
ছায়াপথে ধাওয়া ছেড়ে-আঁধার ঘরে জ্বালি আলো
গুঞ্জরণের চেয়ে ছোট মধুক্রমও গড়াই ভালো।

৩

মন্দিরময় করলে যারা সুবিশাল এই ভারতভূমি,
আকাঙ্ক্ষাকে কী রূপ দিলে! ভাবি এবং দিন প্রণমি।
অমৃতের ও সত্রগুলি কে বসালে—বলিহারি,
মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ভজন-গানের সারি।
যারা গড়ায়, যারা সাজায়, ভক্ত তারা কম নহে তো
সাধক তারা কর্মযোগী সম্ভ্রমে হয় মাথা নত।
অলস জীবন কাটলো আমার, বিস্ময়ে ও প্রশংসাতে—
কিছুই আমি করি নি তো, গড়িনি তো নিজের হাতে।

সকল ভাঙা মন্দির হায়—ভাঙা দেউল সোমনাথেরি
অরুন্তুদ দেয় যাতনা—যখন তাহা যেথায় হেরি।
সব দেউলে সন্ধ্যা দেখাই, বেড়াই সারা ভারত ঘুরি,
শঙ্খ হয়ে আমিই বাজি, ধূপ হয়ে যে আমিই পুড়ি।
গড়েছিলাম ভাবের ভুবন, অতীত সাথে মিশে ছিলাম-
অস্তমিত সে মহিমা ফিরাইতে আর কই পারিলাম?
ভাঙার লাগি কান্না ভালো চিন্তা এবং দুঃখ করা,—
তাহার চেয়ে অধিক ভালো একটি নূতন দেউল গড়া।

ভাবেব বহু মূল্য আছে—সত্য তাহা অপার্থিব
তবু আমি তাহার চেয়ে কাজকে অধিক মূল্য দিব।
ভাবই এখন কর্মেতে রূপ করছে দেখি পরিগ্রহ
আনন্দ যে অসীম এতে—সেবার লাগি কী আগ্রহ।
পূজার ফুলের বাগান রচি—অঙ্গনও বেশ বড়ই আছে-
কবিতা মোর পুষ্প হয়ে ফুটছে এখন গাছে গাছে।
আপনাকে আজ ঘসেই আমি মিলিয়ে দিই চন্দনেতে-
বজায় রাখি এই চাকুরি জীর্ণজরা এই দেহেতে।

৬

কর্ম যতই হোক না ছোট—নয় তা ছোট কর্ম নহে—
সম্ভাবনার পদ্মবীজে পদ্মনাভ লুকিয়ে রহে।
অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়—
সকল কাজই তাঁহারি কাজ, নয় কোন কাজ অশ্রদ্ধেয়।
ছোট আমি, কাজও ছোট, কিন্তু তাতে নাইকো ক্ষতি,
তাঁহার কর্ম-যজ্ঞ-কুণ্ডে আমিও তো দিই আহুতি।
প্রভুকে কই—ভৃত্য তোমার দেখ কি কাজ করছে নিতি;
যা করি, হোক তোমার প্রিয়, শ্রীচরণে এই মিনতি।

রসিক মুরারি

এই দুনিয়ার মালিক যিনি
রসিক তিনি রসময়।
যেথায় সেথায় পাই যে মোরা
পাই যে তাঁহার পরিচয়।
কেমন চন্দ্রবদন পেঁচার।
কি সুকণ্ঠ হাঁড়িচাঁচার।
কে দেখালে বকের গলা
দেখলে কেমন মনে হয়?

বিড়াল পেলে গোঁফের জোড়া—
দাড়ি দিলেন ছাগলকে
লক্‌লকে দুই জিহ্বা পেলে
চতুর ক্রূর ওই নাগলোকে।
ভেঁপু পেলে গুবরে পোকা
বুলবুলি তার রঙিন খোঁপা,

বহুরূপীর রঙে ঢঙে
কত রঙের অভিনয় !

৩

করে দিলেন আলতা গুলে
ঠোঁটটি টিয়ার টুকটুকে,
ভুষো ঘষে লেপে দিলেন
সাদা হনুর মুখটিকে।
শশকের হায় কর্ণ ধরে
দিলেন টেনে লম্বা করে
শুঁয়াপোকার চরণ দিলেন
একেবারে গণ্ডা নয় !

৪

বারো মাসই ঝুলছে বাদুড়,
একেবারে নাই ছাড়ান,
রাত্রে রাখেন জাগিয়ে তাকে
দিনের বেলা ঘুম পাড়ান।
রাখেন নেউল সাপের কাছে,
'ঘোগ'-কে ভয়াল বাঘের পাছে,
এক সাথেতে যষ্টিমধু
অশ্রু হাসি ভয় অভয়।

আছে জানি নানান নিধি
বিপুল তাঁহার ভাণ্ডারে
একদিকে তাঁর ডাণ্ডা শুধু
এক দিকেতে 'মণ্ডা'রে।
শঙ্খ ডাকে চক্র ছোটে
গদা ঘোরে পদ্ম ফোটে,

অম্ল মিঠা পৃথিবীটা
রসপাথারে ভেসে রয়।

সাধনপথে

প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে
ধর্মশালায় সাক্ষাৎ এক সাধুর সাথে।
সাদা ছাই ঢাকা গনগনে তার ধুনির আঁচে,,
ঝুলি কাঁথা সাথে, খাতা হাতে সাধু বসিয়া আছে।
বাঙালী বটেন—হাসিয়া বলিনু, 'খাতায় ও কী'?
সাধু বলিলেন, 'ছবি আঁকি, আমি কবিতা লিখি।'
বৃষ্টি পড়িছে, বাহিরে যাওয়া তো কঠিন জানি—
শুনিতে লাগিনু অগত্যা সেই সাধুর বাণী।

বলিলেন তিনি গীত রচি গাহি কণ্ঠ সাধি'
ভাষা ভাব সুর একেবারে সব রামপ্রসাদী।
'বেছে বেছে কথা বসায়েছি বহু ভাবিয়া নিজে,
তবু জমিল না, রয়ে গেছে খুঁত কোথায় কী যে।
রামধনু আমি এঁকেছি নাহিকো প্রভেদ অণু—
অসীমের সেই লাবণ্য কই পেলে না ধনু?
অনিন্দ্য এক গোপাল গড়েছি তাহাও বৃথা—
লাড়ু খায়নাকো, নাক টিপিলেও কহে না কথা।'

৩

'সব সাধনার গতিপথ এক—রসিক বোঝে
সবাই সুধার সন্ধানী, সবে সিদ্ধি খোঁজে।
বহু রামনাম করেছি বড়াই কত বা কব
বাল্মীকি হওয়া ছিল না আমার অসম্ভবও।

ছিনু ধ্যানরত, এত অহিংস, উদারমনা
হয় তো বা ছিল বুদ্ধ হবারও সম্ভাবনা।
কিছুই হল না, কোথা খুঁত? ভাবি দিবস-যামী
পরশ-পাথর না হয়ে, পাথর হলাম আমি।'

৪

'চণ্ডীদাসের মত পদাবলী লিখেছি দেখ—
ধ্বনি মিলিয়াছে, চিন্তামণি তো মিলিলনাকো।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা শিখিনি করেছি গর্ব জমা—
গড়া গেল নাকো তিল তিল রূপে তিলোত্তমা।
সাধনায় মোর সিদ্ধি এলো না, স্পর্ধা ভাবো,
রামপ্রসাদের প্রসাদ পাইনে, দেবীকে পাবো?
শ্মশানে মা বলে রজনী গোঁঙানু কাদিনু এত—
ক্ষেপাই হলাম, বামাক্ষেপা কই হলাম না তো?'

৫

'তাতল সাগর-সৈকতে পুড়ে ঝিনুক মলো,
স্বাতীর বিন্দুবারি বিনা সব বিফল হল।
রূপ ও রসের দধি পাতি,—নিতি, বুঝলে কিনা?
কিছুতেই দধি জমে না প্রেমের সাজ্‌না বিনা।
জড় জড়ই থাকে, ভাব আসে নাকো বস্তু হয়ে—
রূপে অপরূপ প্রকাশ পান না—কী হবে লয়ে?
সর্বদর্শী সে শিব আসিল না তুষারে শীতে
সুদূর সুরভি এলো না আমার কস্তুরীতে।'

৬

'তবু তপ করি, কেন আঁকি লিখি শুনিবে গুণী?
গঙ্গা আসেনি—তবু শুনি তার কলধ্বনি।
শ্যামা না আসুন—চন্দ্রভালীর চাঁদের আলো
চঞ্চল এই তাপিত সুতের চোখ জুড়ালো।

তরণী ডাঙ্গায়, আছি জোয়ারের প্রতীক্ষাতে—
হাল ঠিক রাখি, দাঁড় বাঁধি, পাই শান্তি তাতে।
পরিপূর্ণতা আসিছে—চলুক এ টানা বোনা—
মন বলে তোর কাঠের সেঁউতি হবেই সোনা।'

সাধু-সন্ত

সাধুদিকে কাজে লাগাইতে হবে, সাধু কি অসাধু এ মতিগতি,
দেশ জাতি নয়—এতে হতে পারে জগৎ এবং জীবের ক্ষতি।
কয়লাখনিতে জন্মেছে বলে হীরাকে পুড়িতে পোড়াতে হবে?
সপ্ত রঙের রঙ্গমঞ্চে গেরুয়া কেন বা সরিয়া রবে?
চন্দনে হবে ইন্ধন হতে—বসতি করিছে সে জঙ্গলে—
পদ্মকে হতে হবে ফুলকপি রাঙাপদে থাকা আর কি চলে?
অক্ষয়বট, বোধিদ্রুমের, তরু দেবতার মূল্য নাহি—
ভাবরাজ্যে কি ছায়ালোক নয়—কাঠ-কুঠরায় মিশানো চাহি।
হোমের হবির নাহি প্রয়োজন, হবেনাকো হোম ভবিষ্যতে—
ঘৃত এইবার মলম হইয়া প্রলেপ লাগাক দেহের ক্ষতে।

২

যারা নিষ্কাম, অফলাকাঙ্ক্ষী, যাহারা চাহে না মোক্ষফলও,
শুধু শ্রীহরির প্রীতিকামীদের বাজে কোন কাজে লাগাবে বলো?
সর্বারম্ভ পরিত্যাগীরে কাজ দিতে করে শাস্ত্রে মানা—
এ হবে গোরুর গাড়ি চালাইতে গরুড় পক্ষী টানিয়া আনা।
দধীচি গড়িবে ইস্পাত নাকি? কপিল তৈয়ারী করিবে বোমা?
ভরতকে দিয়া ভার বহাইলে করিবেন নাকো হরি যে ক্ষমা।
ওরা অগস্ত্য জহ্নু শৃঙ্গী দুর্বাসা যার অশেষ খ্যাতি,
ওরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র ভৃগুর জ্ঞাতি।
ও সব বামন ভিখারী হউক, সহসা চাহে যে ত্রিপাদ ভূমি,
গর্ব খর্ব করাই কর্ম, ওদিকে তুচ্ছ করো না তুমি।

৩

উহারা অকেজো ? কেজো তবে কারা ? জাতিকে উর্ধ্বে তুলে কে রাখে ?
জীবের জন্য অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত করি কে সবে ডাকে ?
কাজ যাহা তাহা তারাই তো করে, যোগ রাখে ভগবানের সাথে,
তারাই তো শুধু এক করে দেখে জগৎ এবং জগন্নাথে।
করা ধপ তপ হোম আরাধনা, পরমানন্দময়ীরে ডাকা,
এ সব কর্ম, কর্ম কি নয় ? যা বিনা জীবনে জগৎ ফাঁকা।
দিবসে রাত্রে হরিনাম করে—নামের লাগিয়া করে না কিছু,
তাদের প্রভাব বুঝিয়া বুঝিনে, হয়ে আছি সবে এতই নীচু।
অকর্মণ্য ধন্য তাহারা—পুণ্যের পরিবেশন করে—
চুম্বক গিরি লৌহ কণিকা পতিতে উঠায়ে বক্ষে ধরে।

৪

চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা চেয়ে তারা আলো দেয় অতন্দ্রিত।
করে অলক্ষ্যে পতনোত্থান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত।
চিদাকাশে তারা রচে ছায়াপথ, যত অমৃত-যাত্রী লাগি
ভুবন যখন ঘুমাইয়া থাকে, তারাই তখন রহে যে জাগি।
ভাব গড়িয়াছে, ভাব গড়িতেছে, বিপুল প্রেরণা শক্তিভরা
অনাগত এক দিব্য ভুবন কর্ম তাদের তাহাই গড়া।
মানুষের মাঝে অক্ষয় যাহা, সৃষ্টি করিছে তারা যে সবই
ধর্মরাজ্যে কর্মী তাহারা শিল্পী ভাবুক ভক্ত কবি।
তারা জীবন্ত তীর্থক্ষেত্রে প্রেমে বিরাজিছে সর্ব ঘটে,
যন্ত্র-স্রষ্টা না হোক তাহারা, সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টা বটে।

অপার্থিবের তারা কারবারী অকথিত বাণী তারাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে পঞ্চভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
কী করিতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ববিজয়ী, শিল্পপতি
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি।

'অ্যাটম' বোমার চেয়ে বহুগুণে পদরেণু তার শক্তিশালী
সে কোটি প্রাণীকে প্রেতত্ব নয়—দেবত্ব দিতে পারে যে খালি।
সাধুরাই শুধু এ ভুবন নয় পারে ত্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে—
ভূমি জলবায়ু অন্তরীক্ষ পুণ্য করিছে অলক্ষিতে।
তাদের ওজন তাদের সাধন সব আচরণ সৃষ্টি ছাড়া
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে—ডঙ্কামারা ও শঙ্কাহারা।

৬

সাধুর মধ্যে অসাধুও আছে, অগাছাও আছে শালের কাছে,
কুসুমের সাথে কাঁটা রয়ে যায়, ভস্ম বৈশ্বানরের আঁচে।
মন না রাঙায়ে বসন রঙায়ে অনুরাগে যারা ভবন ছাড়ে
তাহারাও দেখি হরি-করুণায় আলোকের ফাগ পেতে যে পারে।
ওরা কস্তুরী মৃগের বংশ বুঝিতে পারিনে কেন যে আসে,
সুবাসিত করে দেবমন্দির প্রসাদী সে মৃগনাভির বাসে।
সাধুর সঙ্ঘে সকলেই দাদু, কবীর, কি উপগুপ্ত নহে—
কিন্তু জানো কি ? কত বামাক্ষেপা তাদের মধ্যে লুকায়ে রহে।
যাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকা বহাও রাজপদ চেয়ে শ্লাঘ্যতর
কি বিরাটত্ব লুকাইয়া থাকে—বোঝ না, বোঝার চেষ্টা কর।

ভক্তের ভয়

প্রভাতের কমলের মাঝে
হেরি ক্ষুদ্র কীটাণুর দল।
শিশুর কোমল মনে রাজে
যেন ছোট দুশ্চিন্তা সকল।
উদাসীন সাধকের চোখে
যেন ক্ষীণ সংসারের মায়া,
আরতির দীপের আলোকে,
শ্যামা পোকা ফেলে যেন ছায়া

এ যেন সাত্ত্বিক মহাদানে
অসতর্ক গরবের ছিটা,
অনবদ্য ভজনের গানে
ভুল শব্দ লাগে বটে মিঠা।
এ যেন রে নৈবেদ্যের থালে
কামনার ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
কমলার কমনীয় ভালে
উল্‌কির হিজিবিজি টিকা।
এ যে শুদ্ধ শুভ্র শতদল,
রত্নাকর ঋষি মহাকবি,
ভাসে চিত্তে যেন রে চঞ্চল,
দুষ্ট সঙ্গী দস্যুদের ছবি।
যতই পবিত্র হও তুমি—
তবু মন ভুলোনাকো তাকে,
ভকতির গৌরবের সনে
পতনের বীজ মিশে থাকে।

বরাহ

একদা সিনান করিয়া যেতেছি বাড়ি।
পাশ ঘেঁষে গেল বরাহের এক সারি।
কর্দমাক্ত দেহ সেকি কদাকার!
অপবিত্র যে গায়ের বাতাস তার।
হল যেন মোর অশুচি দেহ ও প্রাণ,
ফিরিলাম ফের করিয়া গঙ্গাস্নান।

২

আমি আহ্নিকে বসেছি ভক্তিভরে,
নাম জপ করি—ওই নামই মনে পড়ে।

কি বিড়ম্বনা—চিত চঞ্চল একি !
ধ্যানেতে কেবল বরাহ-মূর্তি দেখি।
সারি আহ্নিক—ভাবি বিপদের কথা,
সহসা আসিল হৃদয়ে প্রসন্নতা।

৩

কে যেন বলিল—'কেন ভীত অজ্ঞান ?
অজ্ঞাতে তুমি করেছ তাঁহারি ধ্যান।
যে রূপ দেখিয়া কুঞ্চিত কর ভুরু,
ধরিলেন সেই রূপ যে গুরুর গুরু।
হোক কুৎসিত যতই হতশ্রীও.
তবু জেনো ওরে তোমার বন্দনীয়।

পল্লী ও প্রকৃতি

থাকবো গ্রামের সবার মাঝে।
লাগবো গ্রামের সকল কাজে।
উঠবো রাঙা রবির সনে
রঙীন করে অজয়-বারি।

গ্রামের টান

গ্রাম ছেড়ে কি থাকতে পারি ?
আমি যে গ্রাম ভুলতে নারি।
আমার মুখে স্তন্য দিল—
এ গ্রাম তাহার বুক নিঙাড়ি।
থাকবো গ্রামের সবার মাঝে।
লাগবো গ্রামের সকল কাজে।
উঠবো রাঙা রবির সনে
রঙীন করে অজয়-বারি।

২

আসবো ফুলে, আসবো ফলে,
আমের নূতন মঞ্জরীতে।
ভ্রমর হয়ে আসবো আমি
গ্রামের গীতি গুঞ্জরিতে।
কোকিল হয়ে কুহুস্বরে—
ঝঙ্কারিব সোহাগ ভরে,
আমার ডাকে উঠবে জেগে—
পরাণ সবার নিব কাড়ি।

৩

শুনবো আমি মেলার ঢেঁড়ি—
শুনবো ভোরে কানটি পেতে,
'বাজার ঘাটে' খেয়ার শেষে
ডাকটি মাঝির শুনবো রেতে।
শুনবো শীতে পেচক ডাকা
নইলে যে রাত লাগবে ফাঁকা।
দেখবো প্রাতে আসবে ডেকে
আকাশ-পথে কাকের সারি।

৪

স্নানার্থীদের ভিড় দেখিব—
গ্রামের মেলা বসবে যবে।
'ভোগ আরতির' গান শুনিব
'লোচন পাটের' মহোৎসবে
পূজার মহা-অষ্টমীতে—
প্রথম প্রণাম আসবো দিতে,
লব প্রসাদ বিল্বপত্র—
দেউল-দ্বারে হাঁটু গাড়ি।

৫

আমি গ্রামের চির-দিনের
সুখে দুখে থাকবো সাথে।
মায়ের কাছে বর লভিব—
রইবে সবাই 'দুধে ভাতে'।
আসুক আপদ বিপদ যত
হবে না শির করতে নত,
বলবো জোরে—'ভয় করো না—
মোদের মা রাজ-রাজেশ্বরী।'

গ্রামবাসীর কথা

নহি জ্ঞানী গুণী ভক্ত ভাগ্যবান।
বিশ্বাসী মোরা এইটুকু অভিমান।
'বনের বুড়ার' অর্চনা করি,
'জল কুমারী'রে পুজি,
'ষষ্ঠী' 'শীতলা' 'মনসা' 'লক্ষ্মী'
সবার মহিমা বুঝি।

কখন কী রূপে দেখা দেন হরি,
পথ চাই বারবার—
তাঁহার লাগিয়া সাজাইয়া রাখি
এই ঘর-সংসার।
দেবতারে ডাকি, দেবতার কথা কহি,
দেবে ও মানুষে প্রতিবেশী হয়ে রহি।

২

বিপদে আপদে অকরুণ নন বিধি—
ঘন ঘন পাই দেবতার সন্নিধি।
অতিথিবিমুখ করিলে—গোঁয়াই
বহু আত্মীয় লয়ে—
শ্রদ্ধায় করি ধর্ম কর্ম
শুচি দারিদ্র্য সয়ে।
সেবা, হোম, যাগ, নিত্য পূজার
ধারা বহে অনিবার—
সব বিপ্লবে অক্ষয় আছে
বৈদিক সদাচার।
ত্যাগে ও গ্রহণে হেথা বিলম্ব ঘটে,
সুদূর অতীত রয়েছে সন্নিকটে।

৩

অর্থই আনে অনর্থ অবনীর—
কুবেরের কাছে নোয়াই না মোরা শির।
চাহি না আমরা সোনার পাহাড়,
তার চেয়ে মানি দামী,
স্বপ্নেও যদি পদধূলি দেন
সনাতন গোস্বামী।
ধ্বংস করার বিরাট বস্তু
অণুবোমা নাম তার—

জগৎশ্রেষ্ঠী আমেরিকা নাকি
করেছে আবিষ্কার ?
আমরা অণুর বেশি জানি গুণপনা—
তাই মাগি সদা সাধুপদ-রজকণা।

৪

প্রকৃতির প্রিয় গুপ্ত এই ভবন—
শুচিতা এবং সংযমে গড়া মন।
কত অভাগিনী সাবিত্রী হায়
বাঁচাতে না পারি' স্বামী
হেথায় কঠোর পঞ্চতপেতে
কাটায় দিবস-যামী।
কত অর্জুন রহে অজ্ঞাত
বৃহন্নলার বেশে
কত নলরাজ আশ্রয় লন
ঘোর দুর্দিনে এসে।
সমগ্র ধরা একদা পূজিবে যাঁকে—
গ্রাম্য-দেবতা হইয়া এখানে থাকে।

গ্রাম্য-পূজারী

গ্রাম-দেবতার সেবক সে ছিল
রাধামাধবের পূজারী,
ভকতি নিষ্ঠা আশা আকাঙ্ক্ষা
তাঁরি পদে দিল উজারি'।
প্রাণভরি' শুধু তাঁহাকে সাজায়,
বদন ভরিয়া তাঁরি গুণ গায়,
নয়ন ভরিয়া নেহারি যে রূপ
জীবন দিল সে গুজারি'।

ক্ষুদ্র তাহার গ্রামের গণ্ডী—
তাহার নিকটে ত্রিভুবন,
তিল ও তুলসী দিয়া সে সঁপেছে
হরিপদে তার দেহমন।
ধন মান জয় যশে বীতরাগ,
শুধু দেবতার মাগে সে সোহাগ
পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হৃদয়-
গণে না অভাব-অনটন।

৩

দেশের শ্রেষ্ঠ পূজারীবৃন্দে
ডাক দিয়েছেন মহারাজ,
পাবে শত ভরি স্বর্ণের হার
গুণী পূজারীরা সবে আজ।
রাজসভা গেছে ভক্তেতে ভরি,'
এসেছে সকলে কত আশা করি'
গ্রাম্য-পূজারী দেখিতে এসেছে—
অনাহূত, তবু নাহি লাজ।

৪

দেখে রাজসূয় সম সমারোহ
পূজ্য পূজার সে আসর,
যুধিষ্ঠিরের কি বিনীত বেশ
দীনতা এত কি মনোহর।
অবর্ণনীয় সে সভার শোভা।
সমাগত জনগণ-মনোলোভা।
ভ্রমিছেন হাসি' পাণ্ডব-সখা
নবঘনশ্যাম কলেবর।

৫

রত্নের হার গলে—ফিরিতেছে
পূজারীর দল গৃহে সব,
করিছে তাঁদের জয়ধ্বনি যে—
লক্ষ লোকের কলরব।
অনিমন্ত্রিত পূজারীকে হায়,
দেখেনাকো কেহ, কিছু না শুধায়,
পরের সুযশে পরমানন্দ
নিজে সে করিছে অনুভব।

৬

শ্রীকৃষ্ণ তারে সহসা দেখিয়া
ভুজবন্ধনে বাঁধি হায়,
কহেন, 'বন্ধু কখন এসেছ?
কোথায় চলেছ অবেলায়?'
পূজারী ফাঁপর—সরে না বচন,
চাহে মুখপানে ঝরে দু'নয়ন;
বলে, 'হেন দীনে হে মহামহিম
বন্ধু বলা কি শোভা পায়?'

গোপনে শুধান হৃষীকেশ তাঁরে—
'কই শত ভরি হেমহার?
ইন্দ্রপ্রস্থ জানেনাকো বুঝি
সখা পরিচয় হে তোমার?
এসো লয়ে যাই মহারাজ কাছে।'
দ্বিজ কয়, 'তাতে কিবা ফল আছে?
পরশমণির হার পরিয়াছি
বাকি কী রহিল পেতে আর?

৮

যাঁহারে পাইলে সব পাওয়া হয়
পেয়ছি তাঁহার পরশন,
যাঁহারে দেখিলে সব দেখা হয়
পেয়েছি তাঁহার দরশন।
আলিঙ্গনের বুকজোড়া হার—
সকল দৈন্য ঘুচালো আমার
অমৃতময় করেছ আমারে
আর কিছু নাই প্রয়োজন।

গ্রামের মেলা

ছোট্ট একটি গ্রাম, ছোট্ট নদীর তীর,
সেথায় বসে মেলা, লক্ষ লোকের ভিড়।
কিসের লাগি মেলা? কার লাগি উৎসব?
কোন্ সে মহাত্মার প্রাপ্য এ গৌরব?
বৃদ্ধ জনেক কয়, 'শুনুন মহাশয়,
সামান্য এক লোক, রাজা উজীর নয়।
লোকটি ছিল ভাল, লোকটি ছিল খাঁটি;
একাই ছিলেন তিনি উজ্জ্বল করে গাঁটি।
শিক্ষা দিলেন সবে—হিংসা করা পাপ,
বধ্‌বে যারা প্রাণী আনবে অভিশাপ।
গ্রামে যে সব পাখি—আছে এবং আসে,
কুলায় যারা বাঁধে, বাড়ির চারি পাশে,
রক্ষা সবাই কর, রক্ষা করা চাই
তীর্থ করার অধিক পুণ্য তাতে ভাই।

গ্রামের সকল লোকে, তখন থেকে আর
মারতো নাকো পাখি, ভাবতো আপনার।

গ্রামের প্রতি ঘরে গ্রামের প্রতি গাছে,
আনন্দেতে সবাই কুলায় বেঁধে আছে।
দুষ্ট বালকেরা মারবে নাকো ঢিল—
জানে পাখির দল ভয় করে না তিল।
হেথায় তারা আছে, যেন মায়ের কোলে,
ওই যে তেঁতুল গাছে হাজার বাদুর দোলে।
ঢাকলে দীঘির জল বুনো হাঁসের ঝাঁক,
পাড়ায় পাড়ায় শুনুন শত পাখির ডাক।
অযুত কাকের ডেরা, গ্রামের বেণুবনে,
নোয়ায় বাঁশের ডগা পুকুর জলের সনে।
বকুলগাছে দেখুন উপনিবেশ বকের—
বটে হরিয়ালের, শিবির দেখুন সখের।
তালের প্রতি মাথায় বাবুই বোনে বাসা,
থাকে কুলের গাছে টুনটুনিরা খাসা।
দাঁড়ান বাবু খানিক—দেখতে পাবেন গ্রামে,
জোড়মাণিকের দল জোড়ায় জোড়ায় নামে।
সুখে গ্রামেই থাকি, হয় না কোথাও যেতে,
বছর বছর ফসল প্রচুর ফলে ক্ষেতে।
এই যে গ্রামের শোভা শান্তি প্রীতি মধু
আমরা জানি দেওয়া একটি লোকের শুধু।
ছিলেন নাকো ধনী, ছিলেন নাকো বীর,
পরাক্রমে তাঁর হয়নি কেউ অস্থির।
নন্ তো মুনি ঋষি, কিন্তু তিনি সব—
মমতাময় প্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব।
উপেক্ষাতে লোকে লক্ষ্য করে নাই
পূজছে আজি স্মৃতি লক্ষ লোকে তাই।

রূপকথার রাজ্য

মাঠেতে ফুটিছে ঝিঙা-ফুলগুলি
শিউলি ফুটিছে আঙিনায়,
আঁধারে জাগিছে রূপের রাজ্য
আয় রে দেখিতে যাবি আয়।
তেপান্তরের মাঠ দিয়ে হায়
পক্ষীরাজ যে ছারতকে যায়,—
তালপত্রের খোলা তলোয়ার
ঝকমক করে আলোছায়।

২

বিহঙ্গমা ও বিহঙ্গমীরা
বাস করে গাছে পাকুড়ের,
রাক্ষস নয় পরীর সঙ্গে
দেখা পাওয়া যায় ঠাকুরের।
সেখানেতে রয় চলুন্তি গাছ,
মণির কৌটা গিলে ফেলে মাছ,
সত্যই হয় তেরো হাত বীজ
সেথা বারোহাত কাঁকুরের।

৩

কথা যাহা বলে কল্পনা তারে
ঢাকে অপরূপ সুষমায়—
শিল্পী পারে না ধরিতে রঙেতে
কবিরা ছন্দে উপমায়।
সে মাধুরী থর আলোকে শুকায়,
মোহিনী সে মায়া বুকেতে লুকায়,
সে আকাশ ঘেরা কল্পলতিকা
ভুবন-ভুলানো শোভা তায়।

ডোবা

বাড়ীর কাছেই ডোবা ছিল, বাড়ীর কাছেই ছিল ডোবা।
নয়কো মোটেই মনোলোভা।
ছিপ ফেলিতে টোপ গিলিত
ট্যাংরা পুঁটি মাছ মিলিত,
তেঁতুলগাছে বক বসিত—তারাই তাহার ছিল শোভা।

সবাই সেথা মাজতো বাসন, সখ করে ডুব দিত আসি,
জল থাকিত বারোমাসই।
পচাডোবা বৃথায় থোবো
ভেবেছিলাম বুজিয়ে দোবো,
বলতো, মশার আড্ডা ওটা—শিক্ষিত সব পল্লীবাসী।

৩

উপেক্ষা ও অনাদরে অবজ্ঞাতই ছিল ওটা—
অবাক দেখে পদ্ম ফোটা।
পদ্মফুলের সে কী বাহার!
ডোবায় যে ফুল ধরে না আর,
শোভায় যেন একেবারে মা কমলার মণিকোঠা।

৪

বাঃ রে ডোবা, বাঃ রে ডোবা—বারংবারই বলছি আমি
আজ আমি তোর প্রসাদকামী।
কী তপস্যা করলি চুপে,
উঠলি ভরে রসে রূপে—
গৌরবে তুই রঙিয়ে দিলি অগৌরবের সে দিন যামি।

কাঁটাবন

তীক্ষ্ণ মোরা, বিঘ্নমোড়া কণ্টকের এই পল্লীতে—
আলাপ করে কাঁটার ফুল আর নির্ভয়ে বন্‌মল্লীতে।
ময়না থাকে তরুর শিরে,
আমরা থাকি তাকেই ঘিরে,
কল্‌সী কাঁখে সাঁওতালীরা ক্বচিৎ আসে জল নিতে।

২

জলে পানিফলের কাঁটা ডাঙায় মোদের ছাউনিটা
কণ্টকিত করতে পারি আমরা চাঁদের চাউনিটা।
আরাম ক'রে কেউটে থাকে
কেউ করে না ত্যক্ত তাকে,
শশক-শিশু—ধরবে তাকে? এত সহজ পাওনি তা।

৩

রসিক পথিক হেসেই বলে—থাক বাঁধিয়া থাক্ গ্রহ,
শজারুর এই উপনিবেশ, ঢুকতে নাহি আগ্রহ।
এখানেতে কাঁটার ভিড়ে
যায় ভ্রমরের পাখ্‌না ছিঁড়ে,
বনবরাহ দূরেই থাকে—ঘেঁষে নাকো ব্যাঘ্র ও।

পাখিও গায়, ফুলও ফোটে, জীবন মোদের মন্দ না।
ভীমরুল এবং ফড়িং থাকে টুনটুনি ও চন্দনা।
তীরন্দাজের এই যে মাটি,
ভয় করে লোক ফেলতে পাটি,
মোদের কেবল শরই আছে করতে গুরুর বন্দনা।

মেঘান্তর

এখন তাহার সময় হ'ল যাবার,
দেবার যাহা দিয়েছে ও পেয়েছে যা পাবার
(শুষ্ক নদী পূর্ণ কূলে কূলে,
অরণ্যানী পূর্ণ ফলে ফুলে,
রৌদ্রতপ্ত পাণ্ডু ভুবন শ্যামায়মান আবার।

২

সার্থক হায় তাহার আগমন,
নিঃস্ব ধরা শস্যভরা, আর কী প্রয়োজন?
লাবণ্যময় আজকে চরাচর,
দীর্ঘিকাতে কমল বাঁধে ঘর;
নীলাম্বর ও ইন্দ্রধনুর চলছে আলিঙ্গন।)

৩

গঙ্গা যখন ধরলো সাগরপথ—
ব্রত তাহার পূর্ণ—কী আর করবে ভগীরথ?
আরম্ভ যে শান্তি পর্ব শ্লোক,
গাণ্ডীবের আর কিসের আবশ্যক?
কঠিন মহাপ্রস্থানের এ পথে কী করিবে কপিধ্বজ রথ?

৪

দীপক যারে করলে রে আহ্বান,
প্রস্থানে তার চৌদিকে মেঘ-মল্লারেরি গান।
ঝরণাধারা ঝরছে অবিরল,
সমীর কাতর বইতে পরিমল।
তৃপ্ত জগৎ শোভায় ঢলঢল, সফল তাহার সকল অবদান।

যায় যে কবে এমনি যুগ বিশেষ—
কর্মধারার বিশিষ্টতায় শেষ।
সুলভ কাছে আসে সুদুর্লভ,
মহিমাতে উজল করে সব,
বাড়ায় ধরার অনন্ত গৌরব দিয়া অপার্থিবের পরিবেশ

ঝড়

অতি দুর্বার হে ধুন্ধুমার, হে দুরাকাঙ্ক্ষ ঝড়।
তব গতি চেয়ে কাল গতি মন্থর।
হে অবাঞ্ছিত, ভয়াল আগন্তুক,
সজ্জিত ধরা লয়ে কর কৌতুক,
উলটি পালটি প্রচণ্ড বেগে হও হে অগ্রসর।

বাস্তবে তব স্বপ্নরাজ্যে লয়ে যেতে যেন আশ,
আছে যাহা তাতে নাহি তব বিশ্বাস।
কী গড়িবে তুমি? পরিকল্পনা নাই,
আছে ভাঙিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই,
তাই পূর্ণতা লভে না তোমার বায়বীয় অভিলাষ

যেন হে খেয়ালী বাদশাহ, সবে লয়ে যেতে চাও টানি-
স্থাপিতে নূতন রাজ্য ও রাজধানী।
তুমি মনে কর বীরাচারী কাপালিক,
এক রাত্রেই সিদ্ধি লভিবে ঠিক,
লম্ফ দিয়াই স্বর্গে উঠিবে কোনো বাধা নাহি মানি'।

৪

অদূরদর্শী সংস্কারক সম তুমি মনে ভাবো,
আগাবো, সবারে আগাইয়া লয়ে যাবো
ঘুচাইতে যাও যত ব্যবধান আছে,
পহুঁছায়ে দেবে চকোরে চাঁদের কাছে
ভীমের মতন গদা-যুদ্ধেই মনে কর জয় পাবো

৫

ঝরায়েছ বহু, একটি কুঁড়ি কি ধরাতে পেরেছ গাছে ?
আঘাত ভিন্ন দিবার কী তব আছে ?
আবর্জনার কতটুকু তুমি হর ?
নূতন আবর্জনার সৃষ্টি কর,
ভৈরব তব নাহিকো বিভূতি বিভীষিকা ঘোরে কাছে

৬

কত ধন জন কত শত তরী ডুবিছে ডুবেছে ঝড়ে
হারা তরী কোনো এনেছ কি বন্দরে ?
ফুৎকারে তব নিভেছে অনেক আলো,
দেখি তো একটি মাটির প্রদীপ জ্বালো ?
এত শক্তির হেন অপচয়ে প্রাণ মোর কেঁদে মরে।

প্রাবৃট

মেঘে মেঘে তব দুন্দুভি বাজে, ঝঞ্ঝায় জয়রব,
নদ নদী পেলে উচ্ছল স্রোত পূর্ণতা-গৌরব।
এলো বিদ্যুতে বৃষ্টিতে নবঘনে,
নিত্যোৎসব নেত্রে শ্রবণে মনে,
ছুটে দিগন্তে বনকুসুমের দুরন্ত সৌরভ।

শীর্ণা শোচ্যা দীনা ধরণীর একি পরিবর্তন—
কে এঁকেছে হেন আলোছায়া দিয়ে রঞ্জত আলিম্পন ?
সব চঞ্চল উৎসুক উদ্দাম,
শোভন ভুবন নিবিড় সরস শ্যাম,
যত ঝঙ্কার, তব গুঞ্জন গর্জন নর্তন।

৩

যুগে যুগে যারা নাচিল লইয়া হেমকুম্ভের ভার,
'জল সইবারে' ঝঙ্কৃত হ'ল যাদের অলঙ্কার।
ঝুলনে যাহারা যুগে যুগে খেলে দোল,
হ'ল হিন্দোলে বনভূমি উতরোল ;
এক সাথে আজ সমাগত যত তারুণ্য দুর্বার।

৪

অতীতে যাহারা নেচে গেয়ে গেল মহাকাল-অঙ্গনে
কেহ বেণু-বীণা কেহ মৃদঙ্গ পটহ ডমরু সনে।
নাচিল প্রভাসে গুজরাটে গঞ্জামে,
বঙ্কুবিহারী-প্রাঙ্গণে ব্রজধামে,
তারা যেন আজ করিছে নৃত্য স্থলে জলে সমীরণে।

মদির মধুর একি সজ্যাত চলিয়াছে অবিরত ?
ভূতল গগন এক সাথে যেন মধু ভুঞ্জনে রত।
জীবন মরণ হইতেছে বিনিময়
আঘাতের কথা স্মরণযোগ্য নয়,
নব জীবনের সংবাদ দেয় রসোল্লাসের ক্ষত।

৬

একি আগ্রহ, একি উচ্ছ্বাস একি গো উন্মাদনা!
লাভ ক্ষতি কেহ খতায় না আজ, সংখ্যা যায় না গোনা
উলট পালট মন্থন আলোড়ন
অমৃতময় করিতেছে এ ভুবন,
এত তপস্যা ভয়াল সাধনা—এও এক উপাসনা।

স্বাধীন বাংলার বাদল

স্বাধীন দেশের বাদল দেখা
ছিল আমার ভাগ্যে লেখা,
মনে মনে আজকে বড় হচ্ছে অহঙ্কার।
বৃষ্টি আরও মিষ্টি লাগে,
পতনে তার ছন্দ জাগে,
চৌদিকে এই জলের ঝালর লাগছে চমৎকার।

ফেঁপে ফুলে বন্যা আসে
কী উচ্ছ্বাসে! কী উল্লাসে!
রাঙা জলের পাক্‌চুণাতে করছে একাকার।
সেই তো বাতাস এলোমেলো
কী মাধুরী নূতন এলো?
সবুজ পাতায় ভাঁজ রেখে যায় তার যে সুষমার

সূর্য ছিল এমনি কি গোল?
আজকে যেন লাগছে নিটোল!
সপ্ত অশ্ব সাত রঙা তার রাশ মানে না আর।
করছে খেলা রৌদ্র মেঘে
আকাশেতে কী সব লেখে—
স্বাধীনতার হরফগুলায় দিচ্ছে কী আকার?

আয়রে ওরে রামধনুভাই
আনন্দেতে সাঙাৎ পাতাই,
সাতটা কোহিনূরের টোপর আনলি উপহার।
কী অমিয় পাখির সুরে,
বাজায় বাঁশী ভুবন জুড়ে
কবিরা সব সাত শতাব্দী বছর আগেকার।

আজ ভাল সব লাগছে ওকি ?
পান করেছি অমৃত কি ?
ইন্দ্র কি আজ পরিয়ে দিলে পারিজাতের হার ?
মার্কণ্ডেয় বল্ রে কবি—
করলে পুনর্জন্ম লভি'
বিশ্বনাথে আমার মত এমনি নমস্কার ?

দী

গুটি ছয় পায়রা ও গুটি কত হাঁস রে,
আমাদের ঘরে করে এক সাথে বাস রে।
আসে কাক এক ঝাঁক,
করে খুব হাঁক ডাক,
কোকিলের কনসার্ট শুনবি তো যাস্ রে।

২

চলে দোয়েলের শিস্, শালিকের গীত্-ও,
খঞ্জন মাঝে মাঝে করে যায় নৃত্য।
মাছরাঙা আসে যায়,
লয়ে কাঠঠোকরায়,
-চিলেরা ডাকে হরষিত চিত্ত।

৩

দল বেঁধে টুনটুনি আসে হেথা চরতে,
বাবুইরা তালগাছে লাগে বাসা গড়তে।
'বেনেবুড়া' মারে ডুব
পুণ্যটা করে খুব,
ফিঙে আসে বেছে বেছে শুঁয়োপোকা ধরতে

৪

সুদূরের বটগাছে সারা রাত ব্যাপিয়া
একটানা গান গায় গোটা দুই পাপিয়া।
পেচকের চিৎকারে
কর্কশ শীৎকারে
নির্জন বনানীর উঠে বুক কাঁপিয়া।

ঝাঁক বেঁধে, বনটিয়া কভু আসে মুনিয়া,
বলাকার সারি শেষ হয়নাকো গুনিয়া।
উড়ে বাজপক্ষী
কত যেন লক্ষ্মী!
চঞ্চুর জোরে ভাবে জিনবে সে দুনিয়া

৬

মাধবীর শাখে বাঁধে মৌমাছি চাক রে
করে মধুগুঞ্জন গুন্‌গুন্ ডাক রে।
কভু আসে চন্দনা
গেয়ে যায় বন্দনা,
টাকসোনা ডাক শুনে লেগে যায় তাক্ রে

অজয়ের ভাঙনেতে করে বাড়ী ভঙ্গ
তবু নিতি নিতি হেরি নব নব রঙ্গ।
চায় না এ কুঞ্জে
ছেড়ে যেতে মন যে,
এক সাথে কোথা পাব এত সাধুসঙ্গ ?

৮

এত পাখি আসে যায় সহি এত ঝক্কি,
যদি পথ ভুলে আসে সে গরুড় পক্ষী ?
সে পাখার হাওয়া রে
যায় যদি পাওয়া রে—
আমি থাকি অমৃতের আশাপথ লক্ষি'।

রাঙামাটির দেশ

মন যে আমার ঘুরে বেড়ায় রাঙামাটির দেশে,
চক্রবালের অন্তরালে সূর্য ওঠে হেসে।
গৈরিকে রঙ্ ছোপায় রে মন,
যেমন পুলক তেমনি বেদন,
সামনে নাচে যুগের যুগের যত বাউল এসে।

সতীর সিঁথার সিঁদুর দিয়ে গড়া যে এই পথ,
ধায় সেখানে কত প্রেমিক কবির জয়রথ।
আলতা-দুধে সে পথ রাঙা,
কুম্ কুম আবীর রঙন ভাঙা,
প্রণাম করে বর্তমান ও অতীত ভবিষ্যৎ।

বীরের ভূমি, সাধক, সাধু প্রেমের ভূমি ভাই
পাটের এবং পীঠের ভূমির বলিহারি যাই।
যেমন শক্ত, তেমনি নরম,
যেমন শীতল তেমনি গরম,
পরম প্রীতির, মরম গীতির বরণ-করা ঠাঁই।

এই দেশেতে গঙ্গা এসে অজয় সাথে মেশে,
নারায়ণ যে সেই পথেতে ভ্রমেণ নরের বেশে।
চণ্ডীদাস ও বামা ক্ষেপায়,
আগে পাছে এই পথে ধায়,
রাঙামাটির পথকে সাজায় সুধার পরিবেশে।

অজয়ের প্রতি

কান্ত কোমল গীত গোবিন্দ দেশের আমরা লোক,
তোমার কণ্ঠে সাজে কি অজয় 'মোহমুদগর' শ্লোক?
সহসা হইলে প্রলয় পয়োধি ক্ষণ করা ভিন্ জলে,
দুকূল ভাসায়ে ছুটিতে লাগিলে ভীম কল-কল্লোলে।
তোমার এ বারি নয় তো অজয়—এ বারি গরল ভরা,
তোমার স্নেহের কণা নাই এতে, এ শুধু বিষের ছড়া।

ভালবাসি আমি মাটির কুটীর তোমার শ্যামল তীর—
প্রতিমার মত সজ্জিত গৃহ, তরু ও লতার ভিড়।
মথুরেশে মোরা মানি না, আমরা রাখাল-রাজারে ডাকি
'ধীর-সমীরের কুঞ্জের' লাগি উৎসুক হয়ে থাকি।

মালতী মাধবী ঘেরা কুটীরেতে নিবিড় আকর্ষণ—
পাকা ঘরে বাস চাহে না অজয় সুদামা এ ব্রাহ্মণ

৩

কতবার বাড়ী ভাঙিলে তুমি হে—গড়ি বা আমি কত ?
বিপদ যে তোমার দুর্দমনীয়—বড়ই অসঙ্গত।
কাটালাম দিন শ্রীবৎস রাজ চিন্তাদেবীর সাথে—
আনন্দ আর অভাব আমার বন্ধু দিবস রাতে।
মাটিতে যে পাই স্নেহের পরশ—পদ্ম হস্ত মার
এইবার বুঝি মানিতে হইল তোমার নিকটে হার।

৪

শ্রীমন্ত গেল যেখান হইতে সাত ডিঙা সাজাইয়া
আমি যে সেখানে রচেছিনু বাস মাটি খড় কাঠ দিয়া।
গলে গেল আহা সুন্দর বাড়ী লাগালো বড়ই ত্রাস
এবার দেখছি পাকা ঘরে তুমি করাবে আমারে বাস!
এ মাটির সাথে সংযোগ মোর অল্প দিনের নয়,
বন্য হরিণ রাজ-পিঞ্জরে থাকিতে করে যে ভয়।

শ্রীমন্তের যে মধুকর ডিঙা লয়ে গেলে সিংহলে
রাজৈশ্বর্য দিলে তুমি তারে নানাবিধ কৌশলে।
দেখাইলে তারে 'কমলে কামিনী' সাগরে কমলবন,
সে রূপ দেখিতে হয় মোর মন সতত যে উচাটন।
উজানীর দীন সন্তান আমি—নই বটে সদাগর
সুদূরের সেই রূপের পিয়াসী, চাহিনাকো পাকাঘর।

৬

ইট ও কাঠের ঘরে যদি মোরে করাতেই চাহ বাস,
ভাঙন বন্ধ কর, আনো নিতি আনন্দ উচ্ছ্বাস।

সুখের এবং শান্তির নীড় কর তুমি প্রতি গৃহ—
শক্তি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম সঙ্গী আমার দিয়ো।
অটুট রাখিয়ো দেব ও দেবীর করুণার নির্ঝর
হোক অক্ষয় বটের বেদিকা তব দেওয়া পাকাঘর।

রূপ নারায়ণ

রূপ নারায়ণ রূপ নারায়ণ
ভুলালে আমার মন।
এ পথে আমারে টেনেছে তোমার
নামের আকর্ষণ।
সুন্দর গ্রামগুলি
আঁকা যেন দিয়ে তুলি,
সারা দিন চলে আলোছায়া আর
স্থলে জলে আলাপন।

দৃষ্টি পরিধি যত দূর যায়
সকলি শ্যামায়মান,
ঘাটে ঘাটে করে জনগণ ভিড়
মাঠে মাঠে রোপে ধান।
রূপের নাহিকো ওর,
জুড়ালো নয়ন মোর,
শ্রবণে আমার পশিছে কেবল
তব জল-কলতান।

৩

রূপ নারায়ণ রূপায়িত হ'ল
তোমাতে বাঙালী হিয়া।

চঞ্চল তবু স্নেহমায়া তব
চলিয়াছ বিলাইয়া।
বহিতেছ কত ভার,
শান্ত ও দুর্বার,
ভোলো নাই পথ, চলিয়াছ তুমি
ভালবাসা নিয়া দিয়া।

রেখে গেনু তব মেঘ ও রৌদ্রে
কবিতা আমার প্রিয়—
নারায়ণ তুমি ভাবগ্রাহী যে
প্রণাম আমার নিয়ো।
মাগি আমি তব পাশ,
ওই তব উচ্ছ্বাস,
তোমার বিশাল কমনীয়তার
একটু আমাকে দিয়ো।

মরুভূমি

চূর্ণ ভগ্ন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গঠিত হয়েছ তুমি,
আকাশস্পর্শী চিত্তের চিতাভূমি।
রূপ লভে তব দুঃস্বপ্নও নাকি?
দেখা দেয় হয়ে উষ্ট্র ও উটপাখি,
অগ্নি মন্ত্রে মরীচিকা হয়
জলবায়ু মৌসুমী।

২

যাহা উদ্ভট, যাহা উৎকট, তব বুকে তারি চাষ
অনল ফসল জন্মে ক্যাকটাকাস্।

তোমাতে প্রখর আলোর নির্জনতা,
আরব নিশির চলে সেথা উপকথা,
'জিন' দৈত্য ও বক পাখিদের
শোনা যায় নিঃশ্বাস।

৩

পাড়ি দেয় তব মরীচিকা মাঝে নাবিক সিন্ধুবাদ।
আলাদীন পায় প্রদীপের সংবাদ।
দস্যুদলের রত্নাগারের খোঁজ,
পেতে 'আলিবাবা' ভ্রমিছে যেখানে রোজ
রৌদ্রময়ী সে সহস্র এক
নিশি-ঘোরে দিবা সাথ।

৪

পড়ে আছ তুমি অতি প্রকাণ্ড ভূর্জপত্র প্রায়,
কিছু আঁকা নাই, কিছু লেখা নাই তায়।
এখনো জানিতে পারে নি কেহই ভবে
বিশ্বকবির কী পাণ্ডুলিপি হবে?
ভবিষ্যতের কী মানচিত্র
চিত্রিত হবে তায়।

৫

তোমাতে মানব-মনের ঝঞ্ঝা হইয়াছে রূপায়িত,
করে চরাচরে উৎকণ্ঠিত ভীত।
সুদূর বিরল খর্জুর বীথিকায়
জন্মান্তর স্নেহ তব জাগে হায়।
আতিশয্যের শয্যা যে তুমি
যত তাপ তত শীত।

৬

তোমার আধেক সৃষ্টির দেওয়া আধা প্রণয়ের দান,
কায়া চেয়ে তব ছায়ার উপরে টান।
সন্দেহ কর তুমি কি সভ্যতাকে,
বালুকায় যেন ঢেকে দিতে চাও তাকে—
চাও আলো আরও আলো ও মুক্তি
সুদূরের সন্ধান।

ফুল

ফুলে বাড়ী উঠুক ভরি, সুদিন গণিয়ো,
দেহে মনে ফুলের ধনে ধনী বনিয়ো।
ফুটাও পূজার ফুল,
ভুবনে অতুল,
ভাবিনি তো ফুল যে এত প্রয়োজনীয়।

দেবার জিনিস দেবতাকে এমন আছে কি?
অনায়াসে স্বর্গ আসে এমন কাছে কি?
ফুলকে সদা দেখো,
ফুলের কাছে থেকো।
ফুল বিনে যে বিফল সোনা রূপার রাজগি।

ফুল শুধু নয় রূপের খনি ভাবের খনি ও
কাছে আসে ভালবাসে ফুলকে ফণী ও।
ফুল যে আনে জয়,
বর সাথে অভয়,
জীবনেতে ফুল যে পরম প্রয়োজনীয়।

বিকিকিনি যতই কর, কর হাটবাজার,
ফুল কিনিতে ভুল ক'রো না, সাধি বারম্বার।

ফুল যে আনে সুধা,
ঘুচায় মনের ক্ষুধা
সমৃদ্ধ মন গড়তে কেহ তুল্য নাহি তার

ভক্ত ভাবুক শ্রমিক কবি নীরব কথা কয়,
অপার্থিবের সঙ্গে করায় নিবিড় পরিচয়।
আরাধনার দেশ,
সেই তো চেনে বেশ,
অমন সাধু-সঙ্গ নিজেই সম্পদ অক্ষয়।

ফুলের আবাদ করতে বলি আদেশ শুনিয়ো,
পুণ্যঘন, শুধু ও তো নয় কমনীয়।
হরির কাছে হায়,
সেই যে নিয়ে যায়,
সকল প্রয়োজনের আগে প্রয়োজনীয়।

ফুলের ভাষা

তোমাদের ওই মিষ্ট ভাষা
তোমাদের ওই গন্ধ,
ভ্রমর কেন? আমাকে ও
নিতুই করে অন্ধ।
বুঝতে নারি কী তার মানে,
কতই আভাস দেয় সে প্রাণে,
নাট্যশালার বাইরে শুনি
গীতের মধুর ছন্দ।

পরিমলের রঙ্ মহলে
পরীরা সব উড়ছে,

কালিদাসের কল্পনাতে
শকুন্তলা ঘুরছে।
ফুলের লেখা হাইরোগ্লিফিক্
বল্‌তে কী চায় বুঝিনে ঠিক,
চাঁদের পানে চেয়েই চকোর
পায় ঘন আনন্দ।

নাগেশ্বর

করে না বিচার দেখি বিধাতার দান
ভরেছে নাগেশ্বরে ভাঙা এ বাগান।
সমীরে সুদূরে ভাসি যেতেছে পরাগ,
লভে ভাগ, পশু পাখি বিপিন তড়াগ,
অনাদরে আছে হেথা নাহি অভিমান।

২

বিজনে তাহার পূজা চলেছে নীরব
পরিমেয় প্রান্তর—এই তার সব।
পবন পদবী দিয়া সিদ্ধেরা যায়,
তার মধু সৌরভে চমকি দাঁড়ায়।
ক্ষণ তরে পায় বুকে মর্ত্যের টান।

৩

পড়েনিকো রাজছাপ মোটে তার গায়
মনীষী সে—নহে মহামহোপাধ্যায়।
খাঁটি সোনা জহুরীরা চেনে তার দর,
ছাপ-মারা আকবরী নহে সে মোহর।
নাম তার টাইটেলে হয় নাই ম্লান।

৪

জনগণ-মনোহারী গোলাপ সে নয়,
ইতিহাসে বড় কোনো নাহি পরিচয়।
অজয়েতে ঝরে পড়ে, ভেসে যায় দল,
নিতি করে দূরাগত ভকতে পাগল
স্বরগে মরতে তার আদান প্রদান।

বিল্বপত্র

আজিকে কোথাও মিলিল না ফুল
যাত্রা করেছি রিক্তাতে,
হে বিল্বতরু তোমার ঘরেই
আসিয়াছি তাই ভিক্ষাতে।

২

তোমার পত্র সবার অধিক
প্রিয় জানি হর-পার্বতীর,
তোমার মাল্য কণ্ঠে পরেন
তুচ্ছ করিয়া হার মোতির।

৩

তোমার পত্র তোষে আশুতোষে
মহাকাল সাথে ভাব করে,
চরণেতে ঝরা শুষ্কপত্রে
ব্যাধ যে মুক্তি লাভ করে।

৪

তব পত্রের সদা সমাদর
ফুল সে আদর পায় নাকো,

বিল্বপত্র প্রসাদী যে পেলে
জয়পত্র যে চায় নাকো।

৫

হে তরু দেবতা অতি দীন আমি
কোনো প্রশংসাপত্র নাই।
আমি যে তাঁদের, লিখে দাও তুমি
এই পরিচয়-পত্র চাই।

অপেক্ষমান

ফুল ফল শেষ—ভাঙনের অতি কাছে,
প্রাচীন তরুটি একাকী দাঁড়ায়ে আছে।
ভরা শ্রাবণের ঘন রাঙা জল,
কবে ভাসাইবে ভাবিছে কেবল,
শিকড়ের মাটি লভিতেছে শিহরণ।

২

যেন সে থাকার সময় অতীত করি,
পান্থশালায় আছে বহুদিন ধরি।
আসে যায় যারা উদাসীনতায়,
দেখে না, কেহ বা দেখে ভাবে হায়,
পথের কথা কি হয়েছে বিস্মরণ!

৩

গত উৎসব তিথির তালিকা লিখা—
ও যেন ধরার পুরাতন পঞ্জিকা।
দিবসের শেষে ইতুর ও ঘট,
পূজা শেষে ম্লান প্রতিমার পট,
বিসর্জনের শুনিতেছে গুঞ্জন।

পথতরু

প্রখর রৌদ্র, বহু বহু দূরে একটি খেজুর গাছ
আতিথেয়তার ছিন্ন ছায়াটি মনে পড়িতেছে আজ।
ওর হীন ওর গাঁয়ের ডাঙায় তালহীন তালশাখে
দুইটি শকুনি তারাই ডাঙাকে সজীব করিয়া রাখে।
সুদূরে শীর্ণ বিল্ববৃক্ষ, চারিদিকে কাঁটাবন—
কমলাকান্তে ঘেরিয়া রয়েছে যেন সে দস্যুগণ।
স্থিরতা কিছুরি নাই—
কোথায় কাহারে কখন শ্যামা মা কেমনে যে দেন ঠাঁই

গুস্‌করা যেতে বিরাট অশথ দেখেছিনু একদিন,
এবার দেখিনু আহা দেউলিয়া, সুবিশাল শাখাহীন।
ছায়াতে আর সে নাহি নিবিড়তা গায়ে লাগে রবিকর,
'মুষ্টি ভিক্ষা' দিতেছে কাতরে দান-সাগরের ঘর।
'কর্জনা' পথে মেহগ্নি গাছ গৌরব তার কত
এখন দেখিনু রহিয়াছে দীন উদ্বাস্তুর মত।
আকাঙ্ক্ষা নাই চিতে—
যেন এ নীরস মৃত্তিকা হতে রস আর টেনে নিতে!

৩

ঝাউ গাছ আছে উঁচু করি শির, উঠিছে শব্দ নানা—
উনপঞ্চাশ বায়ুর সে যেন সখের সরাইখানা।
ডোবার ধারেই চালতার গাছ, ছায়া কী গভীর কালো,
পেত্নী সেখানে বসত করিছে পছন্দ তার ভালো!
দেবদারু গাছে কোটর হয়েছে তারা যেন সদা কহে—
সাধুর লাগিয়া গুহা রচিয়াছি বসতি যে হিমালয়ে,
সুদীর্ঘ পথ ধরি'
অধিবাসী সব বৃক্ষের সাথে চলি যে আলাপ করি।

৪

কালো-জামে ভরা জম্বুবৃক্ষ, কোথাও নিকটে ডাকে,
জমাট করিয়া রেখেছে সে যেন বর্ষার সুষমাকে।
দীন বৈষ্ণব থাকে আখড়ায়, মাধবীর মণ্ডপ—
মনে হয় সেথা দীনবন্ধুর দেখা পাওয়া সম্ভব।
কাঁদি কাঁদি ফল ধরিয়া শীর্ষে নারিকেল গাছ রাজে,
সে যে তপস্বী মর্ত্যের চেয়ে স্বর্গ তাহার কাছে।
তরু বুঝি প্রিয় তার—
কর্মেতে নাই, কিন্তু রয়েছে ফলে বেশ অধিকার।

শিশু অশথ

যতই আমি হই না ছোট হই না যতই কাঁচা,
ঠেক্‌নো আমি নেবই নাকো চাইনে আমি মাচা।
আমি রবির রশ্মি পিয়ে
হেরবো তাঁরে ঊর্ধ্বে গিয়ে,
আমি যে চাই উচ্চ শিরে বাঁচার মত বাঁচা।

২

এই ধরণীর স্তন্য টানি, সুস্থ সবল কায়
ছায়া আমি ফেলবো তাহার বিপুল আঙিনায়।
আমার চন্দ্রাতপের তলে,
বাঁধবে বাসা বিহগদলে,
পাড়ি দেবে কেউবা ভোরে সাগর-মোহানায়।

৩

হতে হবে আমায় বৃহৎ মহৎ বনস্পতি
হাজার বাহু বিস্তারিয়া অনন্ত শকতি।

উষর ধূসর এই ভূমি হায়,
ঢাকবো আমি শ্যাম সুষমায়,
রয়েছে দূর ভবিষ্যতের দৃষ্টি আমার প্রতি।

ঝঞ্ঝা জোরে বলবে—আমি নইকো নমনীয়
ইন্দ্রধনু উঠবে শিরে পরম রমণীয়,
পুষ্প ফলে নাইকো দাবী
নিজেকে খুব দীনই ভাবি ;
তবু আমি তুচ্ছ নহি—নারায়ণের প্রিয়।

আমাকে ভাই বন্ধুরা সব ভাল করে চিনিস,
বুকে আমার বাসা—আমি ভালবাসার জিনিস
পর্যটক সব অনাগত,
সুখ্যাতি মোর করবে কত,
আমার ঘরে অতিথ হবে ভাবী মেগাস্থিনিস্।

লভিয়াছে বটতরু-জন্মটি মানব-জন্ম পর
হইয়াছে আহা আধেক জাতিস্মর।
গায়ে তার যত গণ্ড পিণ্ড দেখিছে বনস্থলী
গত জন্মের আঘাতের নামাবলী।
যারা দিয়াছিল বৃথা অপবাদ অকারণ লাঞ্ছন
উই হয়ে আজ করিতেছে দংশন।
কৃতঘ্নতার দেওয়া ব্যথাগুলি উঁচু উঁচু হয়ে আছে
মনে যাহা ছিল এমন জেগেছে গাছে।

জন্মান্তর স্নেহ মমতার তখনো ছিল না সীমা
তারাই হয়েছে কান্তি ও শ্যামলিমা।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ যাহা লভেছে জীবন মাঝে—
তাহারাই রাঙা বর্তুল হয়ে রাজে।
ছিল অভিমানী আঘাত-কাতর, মুখে ছিল বহু কথা,
এবার শিখেছে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা।
আজও আধভোলা সেই উদ্বেগ কখনো কখনো জাগে
উড়ো হাওয়া হয়ে পাতায় পাতায় লাগে।

শ্বাপদেরা আসে ঘোরে তরুতলে গর্জন করে অহি
দংশন করে কখনো বা রহি' রহি',
সে দংশনেতে তীব্রতা নাই, নাই কোনো আক্রোশ,
সে দংশন যে সস্নেহ নির্দোষ।
ছুরি দিয়ে গায়ে নাম লিখে কভু পথিক যাহারা আসে
দেখে আর তরু মনে মনে খুব হাসে।
হানি' ছুরিকার তীক্ষ্ণ আঘাত স্মরণীয় হতে চায়
মানবমনের গতি বোঝা বড় দায়।
পাখি গান করে, আসে ফুলবাস, ঝির ঝির বায়ু বহে—
জন্মান্তর সুহৃদের কথা কহে।
তরু ভাবে থাক শত বন্ধন, থাক 'নামালে'র শ্রী
হিংসা হইতে পাইয়াছি নিষ্কৃতি।

খেজুর গাছ

ওরা ক'জন বসত করে ছন্নছাড়া গাঁয়ে
শক্ত এবং ত্যক্ত ভিটেয় কেউটে সাপের হাঁই-এ
বঁইচি যেথায় পাকে।
ভীমরুলেরা ডাকে,
উই যেখানে বাঁধছে ঢিপি ডাইনে এবং বাঁয়ে।

নিত্য যেথা তরুর মড়ক ওই সড়কের ধারে,
উদাস মনে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবে তারে।
রবির খর তাপে
শীর্ণ শাখা কাঁপে
ছিন্ন ছায়ায় শ্রান্ত শশক ধুঁকছে বারে বারে।

৩

অনেক দিনের সঙ্গী ঘুঘু বক্ষে বসে ডাকে,
ভ্রমর আসে গুঞ্জরিয়া খেজুর যখন পাকে।
গলায় ছুরি দিয়ে
রস কেহ যায় লয়ে,
আপন মনে গুমরে মরে চুপটি ক'রে থাকে।

৪

দমকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে ধূ ধূ রোদের ঝাঁঝে,
অতিথ এসে ঠাঁই পাবে না আপনি মরে লাজে।
সবাই গেছে ছেড়ে
ঠাঁইটি আঁধার ক'রে
নীরস মাটি আঁকড়ে ধ'রে আছে মাঠের মাঝে।

ভুলে গেছে সুদূর গৃহে, আজও জাগে ব্যথা
বৈশাখেরি ঝড়ে বাড়ায় বুকের ব্যাকুলতা।
জাগায় স্মৃতি ওর
মিশর মরক্কোর
গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে আরব নিশির কথা।

আম গাছ

দুখিনীর ছিল শুধু একটি আমের গাছ
নিজ দুয়ারের কাছে তার।
বছর বছর তাতে গাছ ভরা আম হ'ত
ছেলেরা কুড়াত অনিবার।
একদিন কুপ্রভাতে ছেলেরা দেখিল তার
দুজন কুঠারে লয়ে করে
চারিদিক ঘুরি ঘুরি দেখিছে গাছের মূল
বালকেরা শিহরিল ডরে।
ছুটিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল গিয়া
দেখ মাগো কাহারা আসিয়া,
দুখান কুঠার লয়ে দেখিছে গাছের গোড়া
লয়ে যাবে বুঝি বা কাটিয়া।
আমাদের চারাগাছ মুকুলেতে ভরে আছে
এ বছর কত আম হবে—
আমরা খাব না আম, তারা সব নিয়ে যেয়ে
গাছটি কাটিবে কেন তবে ?
মলিন বদনে মাতা বলিল, তা শুনিবে না
তোমরা বাড়িতে এসো ধন,
ধারের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়
মহাজন শোনে না বারণ !

গরিবের ছেলে মেয়ে বাহিরে গেল না আর
খেলাঘরে বসিল উঠানে,
কুঠারের ঘা যেমন গাছের গোড়ায় পড়ে
চাহে এ উহার মুখ পানে।
খেলাতে বসে না মন কানে যে পশিছে সাড়া
বাজিছে কোমল বুকে কত,

নিষেধ করেছে মাতা বাহিরে যাবে না আর
বসে আছে পুতুলের মতো।
আর কতখন হায় গাছ নোয়াইল শির
শিশুদল চাহিয়া রহিল।
ভূতলে পড়িল তরু তারি সাথে আঁখি ক'টি
জলভারে নামিয়া পড়িল।

গাছের তলাতে শুধু ভাঙা খেলাঘর আছে
একটিও প্রাণী নাই সেথা,
প'ড়ে আছে ভ্রষ্ট নীড়, গেছে উড়ি পাখিগুলি,
পথিকের হৃদে দিয়ে ব্যথা।
একি আশা একি ভ্রম মায়ার ছলনা একি !
আজও দুটি ছোট ছোট ছেলে,
প্রভাতে উঠিয়া ওগো ঘটি ভরে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরুমূলে।

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে—
জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়।
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে,
আবীরের গুঁড়ি উৎসব আঙিনায়।

প্রিয় পুরাতন

যায় পুরাতন সেই প্রিয় মুখ কোথায় রে ?
ব্যাকুল নয়ন খুঁজি তাদের বৃথায় রে।
তাঁরাই ঘিরে থাকতো যে সব উৎসবে—
আজ কি তা'রা তারা হল নীল নভে ?—
বিদায় নিল না বলে এই মিতায় রে !

এমনি ধারা এই ধরণীর গতিক কি ?
এলো তা'রা ক্ষণের অতিথ পথিক কি ?
তিলেক নাহি দেখলে আহা তা'দিকে
লাগতো আমার সবই ফাঁকা, সব ফিকে,
নয় এ জীবন অভিনয়ের অধিক কি ?

৩

অস্ত উদয় কিন্তু বেদন কী নিবিড় !
কোথায় থেকে হঠাৎ ঘনায় ঘোর তিমির ?
এত আশা ভালবাসা এই প্রণয়—
সত্য আহা এইখানেতেই শেষ কি হয় ?
কোথায় পাতে আনন্দময় এই শিবির ?

৪

ভাল যে আর লাগছেনাকো, কী কব ?
জ্যোতিহারা ঘষা তারার এই নভ।
মোছা-ছবির চিত্রশালায় কী আছে !
মন যে কাঁদে চাপা গলার আওয়াজে,
কোথায় সে সব বন্ধু এবং বান্ধব-ও ?

কাল যে তাহার কালো তূলি বুলায় রে,
সোনার দেউল পড়ছে ভেঙে ধূলায় রে।
প্রোজ্জ্বল ও যে হঠাৎ হ'ল নিষ্প্রভ।
সুলভ যাহা ছিল হ'ল দুর্লভ,
শেষ-আরতির শিথিল চামর ঢুলায় রে।

পুরাতন পাঠশালা

পড়েছিলাম যে পাঠশালে নাই তাহা এখন,
তবুও আজ তাহার তরে মন করে কেমন।
ছাত্র নাই গুরুমশাই নাই
ভিটার পানে সম্ভ্রমে তাকাই,
ব্যাকুল করে অতীতের সে স্মৃতির আকর্ষণ।

ভীত কপোত দেখলে হেথায় প্রথম নীলাকাশ,
হরিণশিশু প্রথম পেলে মৃগনাভির বাস।
মরাল-শাবক শঙ্কা-আকুল প্রাণ,
প্রথম পেলে মানস-সরের টান,
প্রথম পেলে কমল কোরক রবির পরশন।

৩

সে পাঠশালা নাইকো, আছে তেমনি চারিধার,
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে আছে পল্লী নালন্দার।
বলতে আমার নাইকো মোটেই লাজ
মাটিই আমার দেবতা হ'ল আজ
পুণ্য হয়ে গ্রামটি রাজে—তারই নিদর্শন।

সইমা

সইমা আমার—আমার মায়ের সই,
নামই শুনেছি দেখি নাই তাঁরে কই ?
শুনিবে এ চিঠি লিখেছেন কবে ?
দশ বছরের শিশু আমি যবে,
আজিকে পড়িয়া উন্মনা হয়ে রই।

গিল্‌গিট্ থেকে লিখেছেন চিঠি মোরে—
অসুখ শুনিয়া অশেষ আশিস ক'রে।
গেছে শৈশব, গেছে যৌবন—
গভীর স্নেহের উপঢৌকন,
ডাকনামে যেন ডাক দেয় আসি' জোরে।

৩

এতই মমতা চিঠি কি ধরিয়া রাখে ?
প্রসাদী পুষ্প পাঠায়ে দিলেন ডাকে।
ভাল হবে বাছা নাই কোন ভয়,
হবে চিরজীবী হবে অক্ষয়।
নিজ হাতে তুমি চিঠি দিও সইমা-কে।

কোথা গিল্‌গিট্ তুষারনগরী খ্যাত,
কাঁহা সে যশোদা মায়ি মোর অজ্ঞাত ?
তাঁর স্তন্যের স্নেহের ধারায়—
মন আঁখি-জলে পথ যে হারায়,
এ সুধার স্বাদ দেবতাও জানেন নাতো।

৫

চিঠি ছোট চিঠি, ছত্র তিন কি চার,
আঁখর যা বলে ঢের বেশী মানে তার।
বিচিত্র এই মাতৃহৃদয়
নারায়ণ তার লোভে নর হয়,
দেবদেবী করে জয়গান বসুধার।

প্রতীক্ষা

দিদিমা মোদের যেতেন গঙ্গা নাইতে,
গোরুর গাড়ীর পথ চেয়ে থাকি মোরা,
সে চাওয়া মিষ্ট সব প্রতীক্ষা চাইতে,
প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুকজোড়া।

দূরে বহুদূরে যেত খর শিশু দৃষ্টি,
সকল গাড়ীকে মনে হ'ত সেই গাড়ী,
বলদের রঙ বদলাতো অনাসৃষ্টি,
টপ্পরগুলা ভ্রম লাগাইত ভারি।

৩

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ী দেখে,
গাড়ী নয় মহারানীর সে ভাণ্ডার।
সকল জিনিস আসিত আদর মেখে,
বাঁশী টুমটুমি লাট্টু কত কি আর।

দিদিমার হাসি ঢলঢল স্নেহরসে
সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ মমতা মাখা,-

প্রাণ ঢের শোনে কানে ক'টা কথা পশে,
মোরা মৌমাছি, দিদিমা আঙুর পাকা

সে পথ চাওয়ায় শুধু আনন্দ আশা
ছিলনাকো দ্বিধা শঙ্কা কি সঙ্কোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালবাসা
মেনকার গৃহে যেন অমৃতের ভোজ।

৬

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে—
জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়।
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে—
আবীরের গুঁড়ি উৎসব আঙিনায়।

মানদা

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে—
ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের ধাত্রী পান্না,
আমাদের 'শ্যামা' দাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর
গৃহকাজে রত, নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঙালে
আমাদিকে ভালবাসি'।

তোমার যত্ন, তব শুশ্রূষা
আজ বুকে করে ভিড়,

জননীর পরিচারিকা যে তুমি
অর্ধ শতাব্দীর।
যাতে দিতে হাত তাই পরিপাটী,
তক্‌তকে ঘর, ঝকঝকে বাটী,
সবই নির্মল, স্নিগ্ধ কান্তি—
মোদের গৃহশ্রীর।

৩

উৎসবে সে কি আনন্দ তব।
হাস্তে ভরিতে বাড়ী,
দুঃখে ও রোষে তব সান্ত্বনা
কভু কি ভুলিতে পারি?
তব আঁখিজল, মিনতির সুর।—
সকল বিপদ ক'রে দিত দূর,
আজ সপ্ততি বর্ষের পর
চিরতরে ছাড়াছাড়ি।

৪

তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ
থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগরের
করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের হ'ত প্রতিদান,
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ
শ্রদ্ধাই নিবেদন।

জানিনাকো তুমি জন্মিয়াছিলে
উচ্চ কুলেতে কি না—

তোমার ভক্তি, তোমার নিষ্ঠা
আভিজাত্যের চিনা।
তোমার সেবায় দেবতা তুষ্ট,
তোমার সেবায় হয়েছি পুষ্ট,
মোদের কুলুজী অসম্পূর্ণ
তব উল্লেখ বিনা।

বাল্যবন্ধু

এ পল্লীর সে বাল্যবন্ধু কোথায় রে আমার ?
পড়ছে মনে—কণ্ঠে সবার মাল্য মল্লিকার।
পূজাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা সানাই সুরে
শ্রান্তি-বিহীন সে আনন্দ স্মরছি বারংবার।

নাইকো তারা—হয় যে মনে দখিন বাতাসে—
দুলিয়ে পাতা কৃষ্ণচূড়ার তারাই তো আসে।
নাগেশ্বরের পরাগ সনে তারাই নাচে হয়রে মনে
নোটন পারাবতের ঝাঁকে বেড়ায় আকাশে।

৩

পিক পাপিয়ার কণ্ঠে আমি গাই যে তাদের সুর,
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে গীত সে সুমধুর।
যূথীর পরিমলের সনে জাগে তারা ক্ষণে ক্ষণে
নিকট থেকে নিমেষ মাঝে যায় চলে সুদূর।

বাদলা দিনে তাদের লাগি' মন করে কেমন,
শরৎ বায়ে পেয়েছিনু তাদের আলিঙ্গন।

হেমন্তের হায় কুজ্ঝটিকায় নয়ন আমার পথ যে হারায়
তারাই করে অমৃতময় আমার এই জীবন।

তে হি নো দিবসা গতা

সে দিন বহিয়া গেল হে বন্ধু—সে দিন মোদের গত,
সেই চঞ্চল মুখর নয়ন আজিকে মৌন নত।
ভরা উৎসাহে উৎসুক বুক,
সব পথে পথে চেনা হাসিমুখ,
কোরকে কোরকে অরুণের আলো ফুলে ফুলে মধুব্রত।

পিয়াল বেণুতে গোটা বসন্ত মদিরা পিকের ডাকে,
আসি' বর্ষার হর্ষ জোয়ার লাগে কদম্ব-শাখে।
কণ্টক হতে সাড়া দিত কেয়া,
দীর্ঘ ময়ুরপঙ্খীর খেয়া,
জীবন-নদীর মরকত তটে আঁট দিত প্রতি বাঁকে।

৩

সব বিহগের কণ্ঠে কাকলী রৌদ্রে উঠান ভরা,
নভ ঘন নীল সমীরণে মধু, মধুর বসুন্ধরা—
আজ ঝিঞা ফুল ফুটিয়াছে হায়,
ঢাকে অঙ্গন পাণ্ডু ছায়ায়
বায়স তাদের সান্ধ্য কুলায় ফিরিয়া যেতেছে ত্বরা।

৪

কোথা পুচ্ছের গৌরব তার কলাপী ভুলেছে কেকা,
ঘন বর্ষার সমারোহ হেরে পিঞ্জরে বসি' একা।
যূথী পরিমল মালতীর বাস।

আনে সে সুদূর দিনের আভাস।
কাঁদায় তাহারে রামধনুকের সপ্ত রঙের রেখা

সেই ক্ষীর সর নবনীর দিন আর ফিরিবার নয়,
তমালের ডালে তোলা হিন্দোলা সেও সেই কথা কয়।
গোষ্ঠে যাবার বনপথ মরি,
কাঁটা ও গুল্মে দিয়াছে আবরি',
কালো কালিন্দী কানুর বাঁশীর ভুলে গেছে পরিচয়।

৬

সে দিন বহিয়া গিয়াছে বন্ধু, সে দিন মোদের গত,
হের সুমুখের শ্যাম তালীবন হইয়াছে উন্নত।
স্নিগ্ধ উজল প্রিয় দিনগুলি
পারে নাই ধরা রাখিতে আঙুলি',
পোষা শুক-সারী অকূলেতে পাড়ি দিল এবারের মত।

যাত্রার জের

যাত্রা কী এক শুনেছিলাম, অনেক দিবস আগে,
আজও তাহার নিবিড় স্মৃতি বুকের মাঝে জাগে।
জমাট আসর মৌন নীরব স্তব্ধ অযুত প্রাণ,
আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিলে আবেগ ভরা গান।
পূর্ণশশীর উজল আলো ধূসর বেলা 'পর,
আলোছায়ার কুহেলিকা রচলে মনোহর।
সে রাত যেন সবাই শ্রোতা, চন্দ্র এবং তারা—
থম্‌কে চলে অজয় নদের গীতপিয়াসী ধারা।
শ্রোতা এবং অভিনেতা সকলে তন্ময়—
বুঝতে নারে সত্য সেটা—কিম্বা অভিনয়।

বহুদিনের সুপ্ত যারা—জাগলো তারা আজ—
পুরাতনের বোধন যেন নূতন ধরা মাঝ।
কাব্যগুলো মূর্তি ধরে—পরাণ দিলে সুর—
অতীত যুগের যবনিকা করলে কে আজ দূর।
কোথা হ'তে হঠাৎ এলো অমৃত হিল্লোল—
সরস্বতী দৃশদ্বতীর জাগলে রে কল্লোল।
রচলে নূতন বৃন্দাবন আজ এ কার বাঁশী গান
নূতন ক'রে কালিন্দী হায় উঠলো রে উজান।

৩

জল যে চোখের শুকায়নিকো ভাঙলো রে আসর।
সুরের ধাঁধাঁ রেখেই গেল সাবাস্ জাদুকর।
কেটে গেছে অনেক বরষ তবু ক্ষণেক্ষণ—
অচেনা সে দলের লাগি' মন করে কেমন।
উড়ো পারবতের ঝাঁকের গুঞ্জিত নূপুর—
রয়ে রয়ে স্মরায় মোরে সেই সে সুরপুর।
উড়ন্ত সে ভ্রমরগণের জন্য কাঁদে প্রাণ—
অরূপ মাঝে দিলে যারা রূপেরই সন্ধান।

যাত্রা তাদের এইখানে কি হয়ে গেল শেষ?
ভাবতেও পাই দারুণ ব্যথা, বড় যে হয় ক্লেশ।
সে অভিনয় ফুরায়নিতো ফুরায়নিকো ভাই—
সুধা যারা বিলায় তাদের মৃত্যু জরা নাই।
সত্য তারা নিত্য তারা—অনিত্য আর সব—
নূতন ক'রে জগৎ গড়ে কণ্ঠেরই বৈভব।
অফুরন্ত আসর তাদের তেমনি বসে রোজ,
চক্রবালের অন্তরালে পাইনে মোরা খোঁজ।

কৈশোর স্বপ্ন

ভাল আমি বেসেছিলাম, কৈশোরে এক সঙ্গিনীরে,
নেইকো সে তো, সোনার স্মৃতি ক্ষয়ে গেছে নেত্রনীরে
কাল যমুনা নদীর ধারে
দেখতে পেলাম স্বপ্নে তারে,
দীর্ঘ আধা শতাব্দী পর, পারের ঘাটে, লোকের ভিড়ে

প্রেয়সী মোর সঙ্গে ছিলেন—পারে যাব ভাবছি মনে,
সখী আসি' তেমনি হাসি' দাঁড়াল যে মোদের সনে।
সে বলিল, সঙ্গে যাব
ভাবিনি আর দেখ্‌তে পাব,
সেই লাবণ্যময় সে তনু, কিন্তু বারি নয়নকোণে।

৩

আমরা দোঁহে কইনু, এসো—'ভালই হ'ল সঙ্গী হ'লে'—
কালিন্দী যে কূলে কূলে ভরছে তখন নূতন ঢলে।
মাঝি বলে, 'দুটি জনার
অধিক নিতে পারব না ভার।
দারুণ তুফান দেখুন না এই নৌকা দোলে নৌকা টলে।'

কইনু আমি প্রিয়ায় ডেকে, 'প্রথম খেয়ায় তোমরা চড়ো,
আমি যাব ফের খেয়াতে পারাপার তো নয়কো বড়।'
প্রিয়া বলেন, 'খেপ্‌লে নাকি?
এ পারেতে আমিই থাকি,
তোমরা ওঠো দু'জনাতে বিলম্ব আর বৃথাই কর।'

সঙ্গিনী কন, 'তাই কভু হয় ?—ও জোড় কভু যায় কি ভাঙ্গা ?
আমি হেথায় বেশ থাকিব—যায়নি ডুবে কই তো ডাঙ্গা ?'
প্রিয়া তাতে হয় না রাজী,
ডাকাডাকি করছে মাঝি,
ওদিকে ওই যমুনাজল অনুরাগে হচ্ছে রাঙা।

৬

পাটনীকে জানিয়ে দিলাম—'কেউ যাবে না কাউকে ফেলে,
এদের প্রাণের ব্যাকুলতা নিজেই তুমি দেখ্‌তে পেলে।'
মাঠে তখন বাজছে বেণু
আসছে হাওয়ায় কদমরেণু—
তাকায় মাঝি মোদের পানে বিস্ময়েতে নয়ন মেলে।

শেষে ডেকে বললে মাঝি—'এক সাথেতেই উঠুন সবে,
বুঝছি আমি যা ক'রে হোক—ঠাঁই করিয়া দিতেই হবে।'
একটি ছায়া একটি কায়া,
পৃথক করা যায় না আহা,
ওই লীলা যে যুগে যুগে চলছে এবং চলবে ভবে।'

বললে এসে প্রেম-যমুনা—প্রেমের দরদ কতক বুঝি,
পুরানো তো হয় না প্রণয়—ফুরায় না তার বিরাট পুঁজি।'
রূপ গলিয়া হয় যে এ ভাব,
ভালবাসায় ক্ষতিই যে লাভ,
অতনু যে জনম জনম তনুই শুধু ফিরছে খুঁজি।

কোথায় গেল মায়া নদী ? কোথায় তরী, কোথায় মাঝি,
রামধনু ওই মিলিয়ে গেল, বৃথায় চাহি চক্ষু মাজি'।
শুধু জাগে হৃদয়কোণে
কী এক ব্যথা সঙ্গোপনে,
ছেড়ে আসা সুদূর পথে মঞ্জীর কার উঠলো বাজি'!

দিকপাল

যখন তখন মনে পড়ে মোর দশটি লোকের নাম,
চির-পরিচিত করেছে স্বনামে, যারা নিজ নিজ গ্রাম
গায়ক বাদক কথক শিল্পী মুখে তৃপ্তির হাসি,
আনন্দময় মিলন তাদের যাচিতাম ভালবাসি'।
সব সংবাদ সরস হইত যেন তাহাদের মুখে—
স্নেহ চুম্বকে লৌহ হৃদয় টানিত সকৌতুকে।
না থাক তাদের হস্তী অশ্ব জমিদারী সুবিশাল,—
আমার চক্ষে সত্যই ছিল তারা দশ-দিকপাল।

কভু চাণক্য, বিষ্ণুশর্মা কখনো বা বিদূষক,
সবাই ক্ষুদ্র কর্ণার্জুন পাতিলে দাবার ছক।
করিতে পারিত টিকা টিপ্পনী, জ্যোতিষেও ছিল হাত,
ছিল আমাদের তারা মৌলিক পল্লী-মল্লিনাথ।
বরযাত্রীর তাহারাই ছিল দুর্গ ভরতপুর—
বিদ্যার বড় জাহাজ হইত তাদের 'মাইনে' চূর।
শুনেনি তেমন তুচ্ছ কাহিনী রঙিন করিয়া বলা—
কমলে কমলে ভরিয়া তুলিত গ্রাম-প্রান্তর-বালা।

৩

বাক্যে ও সুরে হাসি ভঙ্গীতে কী ছবি আঁকিত চোখে,
বহু বহু রূপে প্রকাশ করিত সহজ আনন্দকে।
ক্ষমতা তাদের কত যে বিপুল পাইতাম মোরা টের,
পৌষল্লাই আনন্দ দিত দশটা উৎসবের।
ভালবাসিয়াছে চেনা অচেনায় হাসায়েছে হাসিয়াছে।
অপ্রতিভ যে হ'ত দারিদ্র্য আসি' তাহাদের কাছে।
ক্লেশকে তাহারা শ্লেষে বিঁধিয়াছে যশ চ'লে গেছে ডেকে,
লক্ষ্মী তাদের কাছে আসে নাই, হাসিয়াছে দূরে থেকে।

নাই তাহাদের আনন্দজ্যোতি, রসিকতা নব নব,
উৎসব আর জমে না তেমন দেয়ালীও নিষ্প্রভ।
বাণীমন্দিরে করেনাকো কিছু মা মা বলে শুধু নাচে,
নাইকো তাহারা আরতি আধেক গৌরব হারায়েছে।
নহেকো কোকিল নহে খঞ্জন নহে মরালের জাত;
তারা পারাবত শুধু গুঞ্জনে করিত যে সব মাত।
জলে ভ'রে আসে চক্ষু আমার এখনো তাদের নামে
তাদের ছবিই বড হয়ে আছে বক্ষের আলবামে।

পর্যুৎসুকী

জন্মান্তর স্মৃতি আমাদিকে দেন যদি ভগবান,
অধিক বেদনাময়ী কি হইবে কর্কশ ধরাখান?
দুটি মোসাকির তাজমহলের দ্বারে,
দাঁড়ালো আসিয়া, মলিন পুঁটুলি ঘাড়ে,
প্রবেশিতে চায়, রুদ্ধ দুয়ার—কেহই দিলে না কান।

২

পাষাণ পথেতে ফিরিল দু'জনে, কোথা যাবে নাই ঠিক,
সময় কখন অতীত হয়েছে জানালো দৌবারিক।
তাহারা দু'জনে বুঝিবা স্বামী-স্ত্রী,
তাজমহলের হেরি' অনিন্দ্য শ্রী
ক্ষণেক থামিয়া আবার চলিল শ্রান্ত ও ম্রিয়মাণ।

৩

ফকির জনেক ফুকারি' বলিল ক্ষণেক থামায়ে ধ্যান
'তাজমহলেতে' প্রবেশ পেলে না মমতাজ শাজাহান।
তার সেই কথা বেদনা-মাখানো সুর,
করে দুটি হিয়া বেদনায় পরিপূর,
আহা অহেতুকী একি অনুভূতি—ছলছল দুনয়ান।

৪

দীন মোসাফির কোথায় ? কোথায় বেগম শাহানসাহা ?
ভুল বটে, তবু কী তৃপ্তি আনে শুনিতে পারে না তাহা।
মনে জাগে ব্যথা আনন্দ বিস্ময়,
সারা বুক যেন হয় লাবণ্যময়,
জীর্ণ কারার ছিদ্রে বন্দী দেখে যেন আস্‌মান।

সাগর তীর্থে

ক'রে এলাম বিশাল সাগর-তীর্থ পরিক্রমা,
বীরসিংহ গ্রামের রজে দিলাম গড়াগড়ি,
পুণ্যভূমি পাদস্পর্শ কর আমার ক্ষমা—
সাগর-সুধা নিয়ে এলাম প্রাণের কলস ভরি'

দেখে এলাম তরুশ্রেণী হস্তে রোপা তাঁর—
সরোবরে আজও তাহার সাঁতারকাটা বারি
প্রশান্ত সে মূর্তি তাঁহার হেরি' বারংবার
চরণতলে দিলাম মালা—শতদলের সারি।

দেখে এলাম মৃতের তো নয়—অমৃত উৎসব,
বিদ্যাসাগর অমর যে তাই পেলাম এসে টের।
এক সাথেতে কণ্ঠে সবার তাঁহার জয়রব,
পল্লীগ্রামে পুণ্য মিলন পঞ্চ সহস্রের।

নাইকো কোন নৃত্য কি গীত অভিনয়ের মোহ,
করতে দেশের জনগণে হেথায় আকর্ষণ,
হেরি কেবল ভক্তিনম্র যাত্রী সমারোহ—
দুর্গম পথ অতিক্রমি' আসছে ক্ষণে ক্ষণ।

এসেছিলাম স্কন্ধে ঝুলি তীর্থ যাত্রী দীন
কৃতার্থ ও তৃপ্ত হলাম পূর্ণ মনস্কাম,
আশিস লভি' ফিরছি ঘরে অন্তরে নবীন
পূজি তাঁরে ভক্তিভরে স্মরি গুণগ্রাম।

এলাম আমি সাগর-বেলায় প্রণাম আমার রেখে
সাগর-সীকর সিক্ত হ'ল দেহ মনঃ প্রাণ—
জাতির ভবিষ্যতের ছবি সাগর-সুধায় এঁকে
নিলাম বুকে—কল্পলোকে করছি অবস্থান।
মহামানব, আবার এসো—উর্ধ্বে তোলো দেশ,
তোমার মত মানুষ যে আজ সারা ভারত চায়,
বিশুদ্ধ ও উজল কর—মলিন পরিবেশ—
তোমার দয়া তেজস্বিতায় মহাপ্রাণতায়।

ফিরছি লয়ে রৌদ্র এবং মেঘের আলিঙ্গন,
বক্ষে আমার ইন্দ্রধনু চক্ষে আমার জল,
অনাগতের আবির্ভাব যে হেরছে আমার মন,
হয়ে এলাম জাতিস্মর আর বলিষ্ঠ নির্মল।

শরাহত কপোত

নদীতীরে আমি ভ্রমিতেছিলাম একদা ফাগুন প্রাতে,
দেখিনু সুমুখে পতিত কপোত নিষাদের শরাঘাতে।
কাতরতা-মাখা রাঙা আঁখি দুটি ম্লান চাহনিটি তার,
যাতনা-মথিত ধূলি-লুণ্ঠিত সে কোমল দেহভার।

দিনু গায়ে হাত, বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি',
পিয়ে মরণের কাল হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'।
তার সে চাহনি যে-কথাটি হায় কয়ে গেল মোর কানে—
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।

নির্বাসিত

হয়েছিল আমাদের বাছুরের গোয়ালেতে—
গোটা দুই কুকুরের ছানা,
কেঁউ কেঁউ ভেক্ ভেকে ছেক ক'রে তুলেছিল
ঝালাপালা সারা বাড়ীখানা।
রাখাল নিমাইচাঁদ আল্‌সের শিরোমণি
'তাড়াইয়া দাও' বলা হ'লে—
তাড়ানো দূরের কথা, দু'ছড়া ঘুঙুর আনি'
বেঁধে দিল তাহাদের গলে।
কুকুর বেড়াল দেখে তেড়ে যায় ছানা দুটা—
পুলকের সীমা নাই তার—

নিমাই নিয়ত বলে, 'এ রকম তেজী ছানা
দুনিয়াতে খুঁজে মেলা ভার।
একদিন ছানা দুটা গৃহ-দ্বার খোলা পেয়ে,
ঘরে ঢুকে খাইতেছে মুড়ি,
হতভাগা নিমায়েরে দেওয়া গেল ঘা কতক
ফেলা গেল সব হাঁড়ি কুড়ি।
দিনু রেগে তাড়াইয়া পরদিন ছানা দুটা
ব'সে আছে উঠানেতে আসি',
'পৌষে তো নাই বাবু তাডাইতে কোনো জীব—
নিমাই বলিল মৃদু হাসি'।
আবার মাসেক পরে ঢুকিয়া হেঁসেল ঘরে,
আজিকে দিয়াছে ছুঁয়ে হাঁড়ি।
এইরূপ উৎপাত অবিরত দিন দিন
কেমনে সহিতে বল পারি ?
ডাকিয়া অপর লোক বলিলাম ছানা দুটা—
'দিয়ে এসো নদী পার ক'রে--
ভিন গাঁয়ে চ'লে যাক দেখো যেন কদাচ না
পুনরায় এ বাড়ীতে ফেরে।'
তিনদিন বাদে দেখি একটা কুকুর কৃশ,
নদী পারে দাঁড়াইয়া হায়,
চাহিয়া আমার পানে ডাকিছে কাতর স্বরে
লেজ নাড়ে ফ্যাল ফ্যাল চায়।
সে যেন বলিছে আহা— 'করেছি বড়ই দোষ
মাফ কর, দাও মোরে যেতে,
দেখ মোর ভাইটিকে শিয়ালেতে লয়ে গেছে
তিন দিন পাই নাই খেতে।'
তার সেই চাহনিতে কী যে কাতরতা মাখা—
কী যে দীন ভাব তার মুখে,
আপনার ব্যবহারে আপনি পাইনু লাজ
বেদনা পেলাম বড় বুকে।

ও পারেতে গিয়া আমি বুলাইনু গায়ে হাত
পুলকেতে লেজমুখ নাড়ে,
বাসনার ভাষা হায় কতটুকু বলে আর
আধা তার প্রকাশিতে নারে।
সোহাগেতে কোলে করি' এ পারেতে আনিলাম,
বাঁচিল সে ঘরে ফিরে আসি'।
ক'দিন ছিল না কাছে মনে বড বাজিয়াছে
তাই তারে বড ভালবাসি।
নিমাই তাহার দেখি' বলিল ধমক দিয়া
'কোথা গিয়েছিলি বোকা ছেলে,
কেন তার পরদিন ঘরে ফিরে এলি নাকো
কাঁদে বাবু—দেখ চোখ মেলে।'
করিলাম বহু খোঁজ সে ছানাটি মিলিল না—
কী করেছি ক্ষণিকের ঝোঁকে।
নিমাই ভরসা দেয়— 'দেখুন তো নিয়ে আসি,'
তবু মোর জল আসে চোখে।

পুনরাগমন

খাড়া ছিল এক ভাঙাবাড়ী এইখানে
দেখিয়া বড়ই বেদনা বাজিত প্রাণে।
নয়ন জুড়ালো এবার দেখিয়া তাকে,
পুরাতন 'মেড়ে' হেরি নব প্রতিমাকে।
শিল্পীরা ঘরে রঙের তূলিকা টানে।

ভাঙ্গা কাঠামোয় কতই মমতা দিয়া,
গড়েছে এ নব রাজকীয় ভাউলিয়া।

অনাদৃত সেই পাখোয়াজ এস্‌রাজে
আজিকে আবার ধ্রুপদ ধামার বাজে।
ফিরিয়া এসেছে এ বাড়ীর ধ্রুপদিয়া।

কর্ণাট থেকে ফিরেছেন কালিদাস
। সপ্রার তীরে ঐ যে তাঁহার বাস।
লিখেছেন কবি বহুদিন পরে, ওই
রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গই
ভরা রাজধানী উৎসব উল্লাসে।

৪

রূপ লভিয়াছে যেন আগমনী গান—
ফিরিয়া পেয়েছে প্রাণ যে সত্যবান।
নিকেতন আজ ভরা নব যৌবনে
আনন্দে যেন পড়িতেছে মোর মনে
কাঠ পাথরের যথাতি উপাখ্যান।

ত্যাগের জয়

হারাইয়া গেছে একশত বিঘা দেবোত্তরের 'ছাড়',
জমি লয়ে তাই করে কাড়াকাড়ি দুর্জয় জমিদার।
বহু বহু দূরে মহারাজ কাছে বহু দরবার করি'
নব-ছাড় পুনঃ পেলে ব্রাহ্মণ রহি' বহুদিন ধরি'।
কোথায় তাহার পল্লীভবন? কোথা সেই রাজধানী—
বাহিরিল দ্বিজ নামাবলী খুঁটে বাঁধিয়া কাগজখানি।
সব পথিকের মাঝে মাঝে চলে, চলে অতি সাবধানে—
কোন পথ দিয়ে আসে যে বিপদ বল কে গনিতে জানে?

একদিন এক দস্যুর দল পথিকে করিল তাড়া,
প্রাণভয়ে ছুটে এলো ব্রাহ্মণ নামাবলী হয়ে হারা।
মূর্ছিত হয়ে পথপাশে এক তরুতলে রহে পড়ি'—
লভিয়া চেতন, 'সব গেল' বলি' কাঁদে হাহাকার করি'।
দেখি' তার দশা পথিক জনেক বলে, 'শুন ব্রাহ্মণ—
অদূরেতে হের সাধুর কুটীর—হের ঐ তপোবন।
তাঁহার কৃপায় হারাইলে পায়, যাও তুমি তাঁর কাছে—
তোমার দুঃখ নিবারিতে শুধু তাঁহারি শক্তি আছে।

ব্যাকুল হইয়া গেল ব্রাহ্মণ, নিবেদিল মনোব্যথা,
সাধু শুধু হাসি' বলিলেন—'বেটা, ছাড পাবি তুই কোথা?
ব্রাহ্মণ তুমি শেখ নাই ত্যাগ হয়ে এত মায়াহত
ছার 'ছাডখানা' হারাইয়া ফেলি' কাঁদিছ ছেলের মত?
ঠাকুরের নামে চাহ ভোগসুখ, ধন্য দুনিয়াদারি!
রাজার দণ্ড 'ছাড' রাজরাজ নিজে লয়েছেন কাড়ি'।'
শুনি' ব্রাহ্মণ সহজ নয়নে কাতর বচনে কয়—
'ধন্য হইনু, নূতন দীক্ষা দিলে আজি মহাশয়।'

একমাস পর রিক্ত হস্তে দ্বিজ নিজ গ্রামে ফিরে,
রজনী প্রভাতে পত্নীরে সব নিবেদিল ধীরে ধীরে।
পত্নী তাহার বলিল 'হে প্রভু, করিয়ো না কোনো ভয়
ভকতিতে বাঁধা মদনমোহন, সেবা উঠিবার নয়।
ভোগ আমাদের নহে তো ধর্ম চিরদিন জানি মনে—
কালিকার মত একমুঠা চাল রাখিব না গৃহকোণে।
দুইটি পয়সা গৃহেতে রয়েছে, তাহাতেই কিবা কাজ—
তুলসীর তলে হরির লুটেতে বিলাইয়া দাও আজ।'

মহা উল্লাসে বাতাসা আনিতে বলি' পুত্রেরে ডাকি',
স্নান করিবারে গেল ব্রাহ্মণ—তৃপ্তির নাহি বাকি।

ফিরিয়া আসিয়া আহ্নিকশেষে তুলসীতলায় গিয়া
দেখেন মোদক বাতাসা দিয়াছে কাগজেতে জড়াইয়া।
কহে ব্রাহ্মণ, 'হায় রে অবোধ, এনেছ কাগজ ভ'রে,
এ বাতাসা আমি মদনমোহনে নিবেদি কেমন ক'রে ?'
কাগজ হইতে উঠায়ে বাতাসা না করিয়া নিবেদন—
হরি হরি বলি' তুলসীর তলে ছড়াইল ব্রাহ্মণ।
পূজাশেষে হায় কাগজের 'পরে দৃষ্টি পড়িল তার—
দেখেন চাহিয়া, একি এ যে সেই তাঁহারি হারানো 'ছাড'
'যাহার লাগিয়া পথে পথে কাঁদি' সারা হইয়াছি খুঁজি'
সেই 'ছাড়' প্রভু ফিরাইয়া দিয়া ভুলাইবে মোরে বুঝি ?'
পত্নীরে ডাকি' চাহে দুইজনে মদনমোহন পানে—
দরদর ধারে ঝরে আঁখিধারা কোনো বাধ নাহি জানে।

অপয়া বন্দুক

গুলিখুরি নয় কিন্তু এটাও গুলির কাহিনী বটে,
বুঝিতে পারিনে এমন ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটে।
কালেক্টরের মালখানা হ'তে—জিনিস কি ছাই চিনি,
লাইসেন্ পেয়ে নীলামে আনিনু বন্দুক এক কিনি'।
সবাই বলিল, তোফা রাইফেল, খাস্ জারমেনী মাল,
মৃত কর্নেল জমা দিয়ে গেছে, প'ড়ে আছে কতকাল।
গুণ অনুপাতে দুইশত টাকা মূল্য তো কম বটে,
এমন দ্রব্য মেলে না—ক্বচিৎ, কাহারও ভাগ্যে ঘটে।
বিপুল হর্ষে বন্দুক লয়ে ফিরে তো এলাম বাড়ী—
পথেই দুইটা আওয়াজ করিনু হেরিয়া বকের সারি।
বাড়ী গিয়া মোর শয়নকক্ষে রাখিনু যতন ক'রে,
দেবতাও বুঝি হেন সমাদর পান না মোদের ঘরে।
চোর-ডাকাতের ভয় রহিল না, ঘুমাব মনের সুখে—
কোথা থেকে পাপ স্বপ্ন আসিয়া গোল বাধাইল বুকে।

গভীর নিশায় তন্দ্রার ঘোরে চমকিয়া দেখি ফিরে—
রমণী মূরতি বন্দুক হ'তে বাহিরিয়া আসে ধীরে।
দুলিতে দুলিতে সুমুখে আসিয়া বলে, 'বড় মোর ক্ষুধা—
রক্ত যে চাই, ছিন্নমস্তা—রক্ত আমার সুধা।
তুমি কি বুঝিবে বন্দুক সাথে কত যে আমার প্রীতি ?
শোন বলি তবে অতি বিচিত্র ইহার জীবনস্মৃতি।
প্রথমে জনেক সেনানীর কাছে ছিল বন্দুকখানি—
যুদ্ধে মরেছে কতই মানুষ আমি ঠিক নাহি জানি।
যুদ্ধের পর পশুপাখী মেরে রক্ত বেশি না মেলে—
হাত ক'রে তারে গোপনে খেলিত সেনানীর এক ছেলে।
হঠাৎ টোটার ঘোড়া ছুটে যায়, বালক পলায় ফেলি'—
গুলির আঘাতে পরাণ হারালো ভগিনী তাহার 'নেলী'।
সোনার প্রতিমা লুটায়ে পড়িল গুমরিয়া মরে মাতা,
ফুঁপাইতে নারে পেনসন্ লয়ে দেশে চ'লে গেল পিতা।
বন্দুক দিল বিক্রয় ক'রে, জিনিসটা খুব দামী—
সখ ক'রে হায় কিনিয়া আনিল সদাগর মোর স্বামী।
আমি যে স্বামীর পরাণ-পুতলী—হারায় বুকেতে রাখি'—
স্বরগ সেথায় নেমে আসে যেন আমরা যেথায় থাকি।
একদিন স্বামী বিকালবেলায় যাবেন শিকার তরে—
যাইতে দিব না বলিয়া সোহাগে ধরিনু যুগল করে।
বারবার তিনি কন 'যেতে হবে'—আমি যে শুনিনে মানা—
রোষে হাত হ'তে ছিনাইতে গেনু সেই বন্দুকখানা।
সহসা একি ও ভীষণ আওয়াজ—মূর্ছিত প'ড়ে আমি,
রক্তনদীতে লুটাইছে কাছে প্রাণ-প্রিয়তম স্বামী।
পাগলিনী হয়ে ঘুরিনু ছ মাস তারপর, গেনু মরি'—
প্রেতাত্মা মোর বন্দুক মাঝে রহে দিনরাতি ধরি'।
স্মৃতির আগুন হৃদয়ে আমার জ্বলিছে দিবস রাতি—
যত গুলি ছোটে বন্দুক হ'তে আমি লই বুক পাতি'।'
ভাঙিল স্বপন। পরদিন উঠি' শুধু অর্ধেক দরে
রেলের গার্ডকে বন্দুক আনি' দিনু বিক্রয় ক'রে।

শুনিলাম হয়ে না যেতে দু' মাস অতি সুরাপানে মাতি'
নিশীথে যুবক আপন কুটীরে হয়েছে আত্মঘাতী।
ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন—বলিনে কাহারও কাছে—
জানিনে অপয়া পাপ বন্দুক এখন কোথায় আছে?

প্রতিহিংসা

প্রতিহিংসার ক্ষুধিত স্পর্শ মরেও মরে না বুঝি,
নিজের মুক্তি বোধ করি' সে যে শত্রুকে ফেরে খুঁজি'।
অমৃতের সাধ পায় না সে কভু করিতে জানে না ক্ষমা,
অতি জ্বালাময় তীব্র গরল ক'রে রাখে শুধু জমা।

'কোয়েটায়' এক ইংরাজ সেনা পান্খাকুলির পেটে—
মেরেছিল লাথি মরিল অভাগা অকারণে প্লীহা ফেটে।
কেহই জানে না কেহই শোনেনি তুচ্ছ বারতা তার,—
'টমি'ও সে কথা কখন ভুলেছে, বিবেকে বাধে না আর

সে আজ 'মেজর', বড় ডাক্তার, নিপুণ অধ্যাপক,
ভাবুক সে বটে, পড়ে 'থিয়োসফি'—নিত্য নূতন সখ।
কক্ষে-টাঙানো নর-কঙ্কাল ছাত্রেরা রয় ঘিরে,
প্রতি অস্থির সনে পরিচয় করায় সে ধীরে ধীরে।

একদিন দুটি ছাত্রকে লয়ে কঙ্কাল কাছে যায়,
সুমুখে দাঁড়ায়ে 'হ্যামলেট' হ'তে কবিতা সে আওড়ায়।
বলে, 'এই নর ছিল জীবনেতে হয়তো বাগ্মী বড়,
এখন রসনা-বিহীন মুণ্ড, তালুও হয়েছে জড়।

এই যে দন্ত পড়িয়াছে দুটি, উহারি মধ্য দিয়া
রাজদ্রোহের ঝঞ্ঝা বহিত মাতায়ে লক্ষ হিয়া।'

বলি' রঙ্গেতে কঙ্কালমুখে দেয় তর্জনী তার
হঠাৎ বদ্ধ হ'ল অঙ্গুলি—বাহির হয় না আর।

মেজর বলিল, 'মৃত তবু দেখ ভোলেনিকো কামড়ানো—
প্রকৃতি তাহার কার্য করিবে—তোমরা তো ভাল জানো।
সাঁড়াশি লইয়া আসিল ভৃত্য, একি, নিদারুণ পাপ!
বাহির হইল কঙ্কালমুখ হ'তে করাইত সাপ।

দেখিয়া সাহেব ভীত বিস্মিত, শিহরি' উঠিল বুক,—
ঝলকিয়া গেল চক্ষে তাহার পরিচিত ম্লান মুখ।
দণ্ডপাণি যে সঙ্গে তাহার—দর্পহারীই ঠিক—
ভয়াল করাল ভ্রমরোজ্জ্বল নয়ন নির্নিমিখ।

কহে ডাক্তার, 'বড় যন্ত্রণা সময় অধিক নাই,
যাবার সময় পাপের পঙ্ক ধৌত করিয়া যাই।
করেছি যে হীন হত্যাকাণ্ড হারায়ে মমতাবোধ—
ত্রিশ বরষের পরে হেথা আজ লাভ তার প্রতিশোধ।

হানে যে সায়ক দর্পী নরের দম্ভধনুর ছিলা—
জানায় হিংসা প্রতিহিংসার অফুরন্ত সে লীলা।
মূঢ় গর্বেতে যে কুলির আমি হেলায় হরেছি প্রাণ—
এই কঙ্কাল বটে ঠিক তার—ভুল নহে অনুমান।

মনে করি মোরা শেষ হয়ে গেল যাহা জীবনের সনে
নব নাটকের সূত্রপাত যে হয় সেই কুক্ষণে।
ফাঁসি দিয়া ভাবো, বধেছ শত্রু—নিঠুর বিধাতা হাসে,
প্রাণ দিয়ে তারা মহাবলী হয়ে প্রাণ নিতে ফিরে আসে।'

কাক-জ্যোৎস্না

পিতা যে তাহার পাদরী ছিলেন, ছিলেন বাঙালী খ্রীষ্টান,
দেশীয়গণের গির্জার গুরু, গির্জাতেই অধিষ্ঠান।
একটি আদুরী কন্যা তাহার, 'সিল্‌ভিয়া' তার ডাকনাম,
বাড়ী আমাদের একই পাড়ায়, 'সিল্‌ভি' বলেই ডাকতাম।
আঙিনার পাশে ফুলবাগানেতে আনমনে যবে ঘুরতো—
গোলাপ ফেলিয়া মৌমাছিদল চৌদিকে তার উড়তো।

ফাগুন প্রাতের পাপিয়ার মত মাতোয়ারা তার প্রাণটি,
আমোদিত ক'রে রাখিত নিয়ত মায় সমাধির স্থানটি।
তাহাদের সাথে কত মেলামেশা করি' ব্যথা আজ পাই' রে,
মোরগ-ফুলের-বনের বেলী সে বড প্রিয় ছিল ভাই রে।
সিল্‌ভিয়া ছিল সোনার খাঁচায় যেন পোষা পানকৌড়ি,
মুক্তিসেনার উদ্ভট গানে সুমধুর সুর 'গৌরী'—।

৩

'সুসমাচারের' কেতাবের মাঝে গঙ্গার স্তব হিন্দুর,
গির্জার ঘন ধবলিমা মাঝে সেই যেন শুভ সিন্দূর।
ভরা গোলাপের বন দিয়া দোঁহে ভ্রমিতাম কত সন্ধ্যায়।
হেরিতাম হায় সমাধির গায় দীপ দিত নিশিগন্ধায়।

সিল্‌ভিয়া আজ হয়েছে কিশোরী ডেকেছে রূপের বন্যা,
পাদরী খোঁজেন যোগ্যপাত্র অর্পিতে নিজ কন্যা।
বিলাত হইতে 'টেলর' আসিল, সরল যুবক সুন্দর।
সিল্‌ভিয়া ধীরে রূপে গুণে তার মোহিত করিল অন্তর।
'ওক্'-গাছে হায় জড়ালো মাধবী সুখে যাপে দিন নিত্য,
পরীর দেশের প্রবাসী তাহারা ভাবনাবিহীন চিত্ত।

৫

তিনটি বরষ সুখেতে কেটেছে, আর সুখ নাই মনটায়।
বিলাত হইতে ফেরে না 'টেলার' দিন যায় উৎকণ্ঠায়।
পত্নী তনয়া লয়ে যাবে তার ধর্মে ও ন্যায়ে বাধ্য,
অত ভালবাসা, প্রাণের পিয়াসা, ভুলিবে কাহার সাধ্য ?
যত দিন যায় তত শঙ্কায় ভরে উঠে তার বুকটি,
শীতের গোলাপ ম্লান হয়ে যায় না হেরি' কাহার মুখটি ?

৬

পিতা গেল মারা, ঘর যে পরের, থাকা চলিবে না আর তো,
বিপুল ধরণী অচেনা সকল আর কেহ নাই তার তো।
সিল্‌ভিয়া হায় শুকাইয়া যায় সব আশা তার চূর্ণ,
দুখের পেয়ালা ধীরে ধীরে তার ছাপাইয়া হল পূর্ণ।
শৈশব-সখী অনাথিনী আজ সুমুখে সাগর দুস্তর,
মোর প্রিয়া তার সংবাদ লয়—আমি যে কঠিন প্রস্তর।

৭

অনটন তার গোপনে ঘুচায়, মুছায় নয়ন তার গো।
সেই তুলে নিল মোর বাল্যের খেলার 'গলার হার' গো।
হঠাৎ কে মোরে ডাকাডাকি করে আজিকে গভীর রাত্রে,
প্রিয়তমা মোরে জাগাইয়া দিল মৃদু ঠেলা দিয়া গাত্রে।
চলিনু দুজনে ভৃত্যের সনে সিল্‌ভি চেয়েছে দেখতে—
হিম হয়ে গেছে হাত-পা তাহার লেগেছে এখনি সেঁকতে।

৮

ঝরা গোলাপের বন দিয়ে মোরা উঠিলাম তার কক্ষে,—
দশ বরষের আগেকার স্মৃতি, ভাসিতে লাগিল চক্ষে।
সিল্‌ভি আমার প্রিয়ার কোলেতে সঁপি' দিল শিশুকন্যায়,
দুইটি নয়ন ভাসি' গেল তার অবাধ অশ্রুবন্যায়।

কষ্টে বলিল 'জীবনে বড়ই বেদনা পেলাম মর্মে,
পেলে নাকো প্রেম চাতকিনী হায় অথই প্রেমের ধর্মে

৯

জীবনের পথে করেছিনু বুঝি কাক-জোছ্‌নায় যাত্রা,
প্রভাতের আলো কোথায় রহিল মিলিল না তার বার্তা।
দিশেহারা হয়ে কণ্টক-বনে ভ্রমিয়া হয়েছি শ্রান্ত—
তুষার আমার হবে যে অনল হৃদয় কি তাহা জানতো।
কন্যারে আমি তোমাদের করে সঁপে দিয়ে আজ যাই গো,
ধরমে করমে নামে ফিরে নিয়ো শ্যামছায়ে দিয়ো ঠাঁই গো।'

১০

প্রভাতকল্পা রজনী আজিকে চারিদিক নিস্তব্ধ,
সমীরে আসিছে হেনার গন্ধ, দূর বাঁশরীর শব্দ।
ঢুলে পড়ে চাঁদ নিয়ে আসে আলো, জোছ্‌নায় কাঁপে 'উইলো'।
নিমীলিতপ্রায় নয়নে কেবল ক্রুশটি উজল রইলো।

চুরির হীরা

পেয়েছিল দুটি হীরক কুড়ায়ে কিরাত যুবক বনে—
সে চেনে না হীরা, থাকিত সে মণি দুটি
আঁধার কুটীরে তারকার মত ফুটি।
দেখিয়া দেখিয়া মিটিত না তার ক্ষুধা
প্রস্তর—নাকি জোগাইতে পারে সুধা?
অজানা কী এক আনন্দ তার জাগিত সঙ্গোপনে।

শিকারেতে যায়—সেই হীরা দুটি জাগে সদা সব
হেরে হরিণীর আঁখিতে তাহারি আলো,
দেখে সে নিরখি' লাগে তার বড় ভালো।

বাঘিনীর চোখে প্রখর দীপ্তি তারি—
ওকি ভীষণতা—তবু দেয় বলিহারি,
সকল আলোই সে হীরার আলো নয়নে ও মনে রাজে

৩

একদিন যুবা দেখিল তাহার হীরাজোড়া গেছে চুরি—
উলটি পালটি দেখে চার পাশ খুঁজি',
নাহি সন্ধান—হারায়েছে তার পুঁজি,
দেখে নদীতীরে, খোঁজে গিরি দরী বন,
শেষ আর যেন হয় না অন্বেষণ
মাদল, বাঁশরী, ধনু, ফুলহার দূরে ফেলে দেয় ছুড়ি।

৪

মূল্য জানে না—শুধু হীরা লাগি' কেঁদে মরে বনবাসী।
চোখে ঘুম নাই, অনশনে কাটে দিন,
সবল শরীর শুকায়ে হয়েছে ক্ষীণ।
পাথর যেতেছে পাথরের লাগি গলি'
দুঃখে তাহার কাতর বনস্থলী—
সান্ত্বনা দেয় সুদূর হইতে আরণ্যকেরা আসি'।

বনদেবী ডাকি' স্বপ্নেতে কন—'হীরা তোর ফিরে পাবি
নিরাশ হৃদয়ে জাগিল আশার রেখা
প্রিয় হারানিধি সাথে হ'তে পারে দেখা,
দেবীর বাক্য মিথ্যা হবার নয়
আসে বিশ্বাস—থাকে নাকো সংশয়,
শিথিল শরীর নব বল পায় সেই কথা ভাবি' ভাবি'।

৬

কিশোরী কন্যা সঙ্গে পাহাড়ী আসিয়া যুবাকে কয়—
'স্বপন দিয়াছে বনদেবী কাল রাতে,
বিয়া দিতে হবে কন্যায়—তব সাথে।

এ মেয়ে আমার কাননে কুড়ায়ে পাওয়া,
ইহার উপর 'বনদেবতা'র দাওয়া
জীবন্ত এই পরশমণির পাবে তুমি পরিচয়।'

৭

বিয়া হয়ে গেল, কিরাত যুবক হেরিল সবিস্ময়ে—
হারানো হীরায় গড়া আঁখি কন্যার,
সহজে চেনার উপায় নাহিকো আর।
কালো তারা দিয়ে দেগে দেছে অপরাধ
চুরির শাস্তি কেমনে পড়িবে বাদ ?
বারবার চায়, চিনিতেও পারে, তবু সন্দেহ রহে।

৮

স্বপনে আবার কন বনদেবী—'চোর পড়িয়াছে ধরা।
হীরা দুটি লয়ে সুখে ছিল দিবাযামি,
চঞ্চলতা যা উহাতে দিয়াছি আমি।
দিনু লাবণ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি',
মধু ছিল যাহা হইয়াছে মধুকরী
ইচ্ছা উহার এই ধরণীর সব মধুময় করা।'

৯

দেখে যুবা আর মনে মনে বলে, এ হীরা দুটিও খাসা।
চাহনীতে ওর এই বনভূমি হায়—
সোনা ও স্বপনে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়,
বেজে উঠে বাঁশী গাছে গাছে পাখী নাচে,
সবার সঙ্গে ও চোখের যোগ আছে,
আলোতে উহার বাসা বাঁধে এসে জগতের ভালবাসা

চণ্ডালী

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক শ্রীমুখ দেখিতে রথে—
একাকিনী হায় চলে ধীরি ধীরি মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ—তাহার একি গো দায়,
গৃহ হ'তে দূর একশত ক্রোশ পুরীধাম যেতে চায়।
দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী, খোঁজ করে কেবা কার—
সেই সবাকার পিছু প'ড়ে থাকে, চলিতে পারে না আর।
রথযাত্রার যবে শুধু আর দুই দিন বাকি আছে,
বহু কষ্টে সে পঁহুছিল সাঁঝে আসি' কটকের কাছে।

'কোথা যাবি বুড়ী ?' পথিক জনেক শুধাল যখন তারে,
বৃদ্ধা বলিল, চলিয়াছি বাবা চাঁদমুখ দেখিবারে।'
ঈষৎ হাসিয়া পথিক বলিল, 'কেমনে পারিবি বুড়ী ?
রাত পোহালে যে কাল রথ, খেপি—দেখিবি কেমন করি' ?'
শুনি' চণ্ডালী রুষিয়া বলিল, 'বাকি যে এখনো পথ—
কী বলিছ তুমি—রাতি পোহাইলে—কেমনে হইবে রথ ?'
হাসিয়া পথিক বলিল, 'তাইতো, চল তাড়াতাড়ি চল—
তুই খেপী নাহি পঁহুছিলে সেথা রথ কে টানিবে বল ?'
ঘুমাইল বুড়ী। রজনীর শেষে উঠে বলে, 'চল যাই'—
দুটি পা তাহার বেদনাজড়িত উঠিতে শকতি নাই।
বিষম বেদনা পারে না নড়িতে—তবু দিয়া হামাগুড়ি
রথের মাঝারে দেখিতে শ্রীমুখ চলিতে লাগিল বুড়ী।

ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে রথযাত্রা যে আজি—
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে অভিনব বেশে সাজি'।
একি অঘটন একি হল আজ চলে না দেবের রথ,
অযুত ভক্ত টানিতেছে রশি কর্দমহীন পথ !

জুড়িল হস্তী, তবুও সে রথ তেমনি রহিল থির,
ভাবনা-আকুল প্রধান পাণ্ডা—ঝরে নয়নের নীর।

ধূলার মাঝরে লুটায়ে পাণ্ডা জানিতে পারিল ধ্যানে,
প্রবল ভক্ত কে এক রথের পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয় সুমুখের রশি পূত করতল তার—
হাজার হস্তী রথের চক্র নড়াতে নারিবে আর!

বাহির হইল পাণ্ডার দল ভক্ত অন্বেষণে—
কৌপীন-পরা সন্ন্যাসী আনে, বৈষ্ণব সাধুজনে,
তিলকভূষিত নামাবলীধারী ব্রাহ্মণ আনে ধ'রে
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ একতিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে কত দূরে আসি' প্রধান পাণ্ডা হায়—
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক পুরী অভিমুখে যায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী পাণ্ডা শুধাল তারে—
'প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি' যাইবি কাহার দ্বারে?
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ, আঁখি ভ'রে গেছে জলে—
দিনু এই সিকি, ফিরে গিয়ে বস্ ওই অশথের তলে।'
বুড়ী বলে, 'বাবা, বল কবে রথ—পয়সাতে কাজ নাই,
রথের মাঝারে দেখিব শ্রীমুখ, রোদে চলিয়াছি তাই।'
শুনি ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধারে বুকে করি'—
'পেয়েছি পেয়েছি' বলিয়া ছুটিল পুরীর সড়ক ধরি'।
ফাঁপর বৃদ্ধা বলে, 'দাও ছাড়ি' বাবাগো চাঁড়ালী মুঁই',
ব্রাহ্মণ বলে, 'দে মা, পদধূলি' গুরুর গুরু যে তুই।

চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে জয় জয় জয় ব'লে
প্রধান-পাণ্ডা আনিলেন সেই খোঁড়া বুড়ী ল'য়ে কোলে!
অচল সে রথ চলিতে লাগিল বুড়ী দিল যবে হাত—
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল—'ধন্য জগন্নাথ'।
সাশ্রু নয়নে অযুত কণ্ঠে, গাহিল অযুত প্রাণ—
'সত্যই তুমি কাঙালের হরি ভক্তের ভগবান।'

চটিজুতা

গ্রামের মাঝে মহেশ কোটাল সত্যি ছিল বড়ই পাজি,
জমিদারকে বেগার দিতে কোনো মতেই হয় না রাজী।
অতি দরাজ বুকখানা তার—লোহার মত শরীরখানা,
চোখ দুটাতে আগুন জ্বলে ভ্রূ দুখানা বেজায় টানা।
জমিদারের পাইক দুজন রাজার তলব জানায় তারে,
মহেশ গিয়া হাজির হল—প্রণাম করে তাহার দ্বারে।
বাবু বলেন, "মহেশ তোমার বাড় হয়েছে দেখছি বড়—
রাজায় তুমি বেগার দিতে নিত্য নূতন ওজর কর।
বেরোও তুমি গাঁ থেকে মোর—সবার চেয়ে তুমিই পাজি,
জমিদারকে বেগার দিতে কোনোক্রমেই হও না রাজী!"

২

মহেশ বলে, "হুজুর তোমার এত চাকর বাকর তবু,
হালখানা মোর কামাই করে বেগার কেন চাইছ প্রভু?
ছেলে মেয়ে নাইকো আমার, গাঁ-টা ছেড়ে না হয় যাব,
অনেক দেশে অনেক গাঁয়ে অমন মনিব অনেক পাব।"
শুনে বাবু অধিক রেগে জুতাটা পা হতেই খুলে
ফেলেন ছুড়ে—লাগলো গিয়ে বাবরি-বাঁধা তাহার চুলে।
মহেশ রেগে বললে শুধু, "মনিব ব'লে রক্ষে পেলে—
এর প্রতিকার করব আমি যাবে না এ দুঃখ ম'লে।"
বাবরি চুলে জড়িয়ে যাওয়া চটি জুতা মাথায় ক'রে,
মহেশ তো হায় পালিয়ে গেল—নাকের সোজা পথটি ধ'রে।

৩

কেটে গেছে বিশটা বছর বাবু যাবেন বৃন্দাবনে—
পত্নী এবং নাতনী তাঁহার ছাড়বে নাকো যাবেই সনে।
রেল তো তখন হয়নি দেশে—যেতে হবে নৌকা যোগে,
ভরসা নাইতো ফিরবে কিনা—দস্যু না হয় মারবে রোগে।

কাটোয়াতে শাঁখাইঘাটে প্রণাম ক'রে গঙ্গামায়ি—
হর্ষে লয়ে যাত্রী কত চলল মাঝি নৌকা বাহি'।
দশ বার দিন কাটল সুখে—ঝড়টা বড উঠল আজি।
ফেলছে নোঙর, পুঁতছে খুঁটা, সামাল সামাল হাঁকছে মাঝি।
বিপদ আসে বিপদ সাথে বোম্বেটে ছিপ্ আসছে ছুটে—
যাত্রীদিগে মারবে প্রাণে নেবে সকল দ্রব্য লুটে।
নাবিকরা সব ভাগের ভাগী পলায় দূরে নৌকা ছেড়ে;
বোম্বেটেরা নৌকা লোটে কতক মেরে কতক কেড়ে।
জমিদারকে হস্তে পদে বেঁধে টাকার বাক্স সনে
তুললে নিয়ে ছিপের 'পরে—জানিনে কী ভাবলে মনে!

৪

দস্যুদলের কর্তা যিনি কণ্ঠে তাঁহার অক্ষমালা,
পরিধানে পট্টবসন—দুই বাহুতে স্বর্ণবালা।
তারার মতো চক্ষু উজল—অধরেতে মিষ্ট হাসি
সম্মুখে সব দস্যুসেনা—পাশেই প্রচুর অর্থরাশি।
ইঙ্গিতে তাঁর জমিদারের খুলে দিলে বাঁধনগুলো;
আসন ছেড়ে দস্যুপতি নিলেন আসি' পায়ের ধুলো।
জমিদার তো কাঁদেন ভয়ে—কখন পড়ে গলায় ফাঁসি-
থেকে থেকে দস্যুদলের উঠছে বিকট অট্টহাসি।
হুকুম দিলেন দস্যুপতি, "নৌকা উঁহার দাওগে ছেড়ে-
এখনি সব দাও ফিরিয়ে এনেছ ওঁর যে সব কেড়ে।

ব্রাহ্মণ উনি ধনী মানী—সম্মানেতে না হয় ত্রুটি—
ভব্যতা তো আমরা জানি—অভদ্র নই দস্যু বটি!"
বাবু ভাবেন পড়েছি আজ কোন্ মায়াবীর ইন্দ্রজালে,
দস্যু এমন ভদ্র ছিল শুনেছি সেই সত্যকালে।
বলেন ধীরে, "হে মহারাজ, নও তো তুমি দস্যুপতি—
এই মহত্ত্ব সেই দেখাবে সদয় যাঁরে বিশ্বপতি।

কোন জনমের বন্ধু ছিলে—আপন ছিলে আপন চেয়ে,
বলতে কথা আটকে এলো—অশ্রু এলো চক্ষু ছেয়ে।
দস্যুপতি বলেন, "প্রভু, কেবল চরণ পরশ পেতে
পথের মাঝে এমন ক'রে হল খানিক কষ্ট দিতে।"

৬

খুলে মাথার পাগড়ি তাঁহার ছিন্ন চটি বাহির ক'রে,
বলেন "দেখ, আশিস্ তোমার রেখেছি এই মাথায় ধ'রে।
প্রভুর চরণ-পরশ-পূত এ জুতা মোর মাথার মণি,
প্রজা আমি জমিদারের যা পেয়েছি তাতেই ধনী।"
মূর্ছা ঘোরে পড়েন বাবু—জ্ঞান ফিরিলে দেখেন চেয়ে,
পত্নী এবং নাতনী পাশে—তৃপ্তি সকল ফিরে পেয়ে।
দুঃস্বপনটা কাটল যেন—নাচছে তরী জলের তালে
দ্বিপের রেখা যাচ্ছে দেখা চক্রবালের অন্তরালে।

দেয়ালি

মঙ্গলকোটে বিজয় শেঠের সমান ছিল না ধনী,
কাজী খোন্দকার, মোল্লাসাহেব সবে তার কাছে ঋণী।
কত জমিদারি আএমা মহল সুদের দেনায় তার—
ভিখারী করিয়া বড বড় বাড়ী হয়ে গেছে ছারখার।
গ্রামের ভিতর আলি নওয়াজ দয়াশীল জমিদার,
কতই হিন্দু কত মুসলিম কৃপায় পালিত তাঁর।
তাঁহার নিমক খায়নি যাহারা অল্পই ছিল সেথা,
বিজয়ের কাছে তিনিও যে ঋণী অন্যের কিবা কথা!

গ্রামে কানাকানি, শীঘ্রই শেঠ নিলামে লইবে কিনে,
তাঁর জমিদারি আএমা যে-সব বন্ধক আছে ঋণে।
শুনিয়া একথা বিষম ব্যথিত গ্রামের গরিব দুখী,
কেবল কজন আত্মীয় তাঁর হয়েছিল কিছু সুখী।

আলি নওয়াজ নীরবে সহেন মরমের ব্যথা মনে,
অস্ফুট তার গভীর বেদনা জানে শুধু একজনে।
চাহিয়া পাঠালে কত আত্মীয় শুধে দেয় ঋণভার,
আলি নওয়াজ করিবে কি নত উন্নত শির তার?

আলি নওয়াজ করিলেন স্থির আল্লা করেন যাহা,
ঋণ শোধ দিয়া মদিনা যাবেন কাটায়ে দেশের মায়া।
হল যদি হায় ফল-ছায়া-হীন বিশাল বিটপী হেন,
পথিকের দয়া লইতে এখানে দাঁড়ায়ে রহিবে কেন?

পুড়িছে পটকা উড়িছে হাউই ছুটিছে আতশবাজি,
ঘরে ঘরে শত জ্বলিতেছে দীপ হিঁদুর দেয়ালি আজি।
অশ্বে আরোহি' নওয়াজ সাহেব দেখিতে গেলেন ঘটা,
আঁধার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল খর আলোকের ছটা।
ফিরালেন ঘোড়া, দেখিলেন দূরে বিজয় দাঁড়ায়ে আছে,
চমকি' উঠিল হৃদয় তাঁহার—কোনো কথা বলে পাছে।
আভূমি আনত সেলাম করিল আসি' শেঠ তাড়াতাড়ি,
বলিলেন আলি, "সেলাম শেঠজী, এই আপনার বাড়ী?"
বিজয় বলিল, "হুজুর আজিকে এসেছেন এই পথে,
পদধূলি দিতে হবে মোর বাড়ী—ছাড়িব না কোনো মতে।

বুঝিলেন আলি ঋণের কথাই গোপনে বলিতে একা,
চতুর বিজয় গৃহে লয়ে যাবে, করিতে এসেছে দেখা।
যা হোক নামিয়া বিজয়ের সাথে গেলেন ভবনে তার,
কি জানি কী বলে এই ভাবি' হৃদি কাঁপিল যে কতবার।
সজ্জিত গৃহে চারু কেদারায় বসায়ে তাঁহাকে হেসে,
বিনয়ের সাথে বিজয় বসিল জানু পাতি' ভূমে এসে।
মুগ্ধ নওয়াজ হেরিয়া বিনয়—দেখেন আলোকরাজি।
মাগেন বিদায়, শেষ হল যবে পোড়ানো আতশবাজি।
বিজয় বলিল, "হেরিলেন যাহা সে সব তবু তো ফাঁকি
মোর হাতে গড়া রঙবাতি আলো দেখাতে রয়েছে বাকি।"

এত বলি' ধীরে বাক্স হইতে গুটানো কাগজখানি
প্রদীপে ধরিয়া পোড়াতে পোড়াতে সুমুখে ধরিল আনি'।
"কী কর, কী কর, বাতি নয় ও যে আমারি সে তমসুক্!"
"জানি আমি তাহা," বলিল বিজয় পুলক মাখানো মুখ।
"আপনার স্নেহে জনক পালিত শুনিয়াছি বহুদিন,
শুভ আগমনে করিলাম তাই এই রোশনাই ক্ষীণ।
আজিকে আমার সুখের দেয়ালি,' বিজয় বলিল হাসি—
আলি নওয়াজের বিশাল নয়ন শুধু জলে গেল ভাসি'

শ্রীধর

সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর চলেছে বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোনো মতে।
পাঠশালে তার ছিল হাতটান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফলমূল গোপনে করিত জড়ো।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুকপাখী,
দুদিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি'।
পালিত যতনে বিড়াল কুকুর পশুপাখী নানা জাতি,
জানিনে তো মোরা কবে হ'তে হল সাধু ফকিরের সাথী

ছাড়ি' যোশীমঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ পাথরে' গঠিত ঠাকুর বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া মন্দিরে যবে প্রবেশে হৃষ্টমতি—
দৃষ্টি পড়িল দেবতা-গলের মুক্তামালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব আসিল মনে,
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁদিল হৃদয়, কাঁপিল সরম কোণে।
দুদিনের পর বিদায়ের দিনে হস্তে ধরিয়া থালা—
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের দুটি পাণি,
বদরীনাথের পরমভক্ত আপনি তাহা কি জানি।

দেবের আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে,
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে—
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধু-সন্ন্যাসী সবে।

ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতি পদে পদ টুটে
যতনে তাহারে ধরে লয়ে যায় গাড়োয়ালী এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারী।
এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি জাদু
কয়লা হৃদয় গলি' হীরা হয় তস্করও হয় সাধু।
শ্রীধর তখন মুদি' আঁখিনীর বলিল, রে মন তবে—
এখন হইতে যার মালা তার সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি' এ মণির মালা কী করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হ'লে পর তাহারে চাহিবি তার ধন ফিরে দিয়ে।

বরষের পর শ্রীধর চলেছে বন পথ দিয়া ধীরে
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক পতিত নকুলে তুলি',
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত যতনে ঝাড়িছে ধূলি।
তৃষিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে পড়ে আছে ডানা-ভাঙা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে নিল নকুলে ঝোলায় রাখি'।
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে মুখ পানে চেয়ে কাঁদে,
ভাঙা পাখা তার উত্তরী ছিঁড়ি' সরু সুতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস, শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে সুদূরের কোনো ব্যথা।
দেখিল সেখানে পদহারা গাভী ষণ্ড মহিষ জরা—
পিঁজরাপোল কি আশ্রম তাহা যায় না সহজে ধরা।

সজল নয়নে শ্রীধর বলিল, ওহে সন্ন্যাসীভায়া।
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে এমনি দারুণ মায়া?
সন্ন্যাসী বলে, কী করি ঠাকুর, বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে জীবালয়ে দেবালয়ে।
শুনিয়া শ্রীধর তাহারে বলিল, হাসি' করুণার হাসি—
কাহার লাগিয়া কোথা পড়ে রবে, কাহার লাগিয়া আসি?
সন্ন্যাসী বলে, মায়াজালে আমি জড়ায়ে পড়েছি অতি
ভাল মনে হল, এক কাজ কর দয়া করে মোর প্রতি।
হৃষীকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম একটি মুকুতা আমি,
জানি না কাহার মরি খুঁজে খুঁজে জানে অন্তর্যামী।
শুনেছি সাধুর মালা হ'তে তাহা অজ্ঞাতে গেছে খসি',
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু, তারি লাগি' আছি বসি'।
এত বলি' হাসি' মুকুতাটি দিল আনি' শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে, ফিরে দিও তুমি যদি দেখা হয় সাথে।

শ্রীধর আপন মুকুতার মালা যতনে বাহির করি'
দেখিল তাহার একটি মুকুতা কেমনে গিয়াছে পড়ি'।
পুলকে সাধুর হাত দুটি ধরি' কাঁদিয়া বলিল, ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা-হারও পরের জিনিস, নাম তার আছে লেখা,
ধর মালা ধর, দিয়ো মালিকেরে, যদি পাও তার দেখা।
রাখি' মালাগাছি, হরষে শ্রীধর চলে গেল নিজ কাজে,
সন্ন্যাসী হাতে সঁপিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া মাঝে।

জানিনে তো আমি কী করিল সাধু লয়ে সে মুকুতা-মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম জুড়ি' এক পশু-চিকিৎসা-শালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে রোগে ঔষধ দিতে—
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায় সদা আনন্দ চিতে।

দেববনে বলে আছে ছুটি সাধু শুনেছি তাদের কথা,
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁঝে দুইজনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি দ্রব মুকুতার মালা।

গোলাম

বুড়া তাহার ছিলই নাকো আশা,
ছিল তাহার একটি ছোট মেয়ে,
ভরসা নাই তো বাঁচবে সেটি কিনা?
এখন বটে বেড়ায় নেচে গেয়ে।

মেয়ে যখন উঠল বড় হয়ে
বিয়ে দেবার উঠছে কথা কত,
আশার রেখা জাগল বুড়ার বুকে,
বেলা-শেষের রৌদ্রটুকুর মতো।

৩

ভাবল বুড়া বিয়ে দিয়ে এনে
রাখবে জামাই—অন্য কোথায় যাবে?
বহুদিনের পুরাতন এই ভিটা
যা হোক তবু সন্ধ্যাটি তো পাবে।

বিয়ে হল, জামাই এলো ঘরে,
ফুটল হাসি বুড়ার পাণ্ডু মুখে,
রৌদ্রে জলে ইন্দ্রধনুর শোভা
জাগে যেমন সন্ধ্যা আকাশ-বুকে।

৫

বুড়া আপন তালের গাছটি বেচে
জামাই তরে কিনলে গোরু দুটি,
জামাই তাহার মাঠেই নিতি খাটে,
গৃহের কাজে ব্যস্ত থাকে বেটী।

৬

গোরুর ছানি আপনি কাটে বুড়া,
ছাগলগুলায় পাতা খাওয়ায় হেসে
শীর্ণ দেহে, শক্তি আশার সনে
একটি দিনে জুটল যেন এসে।

৭

ছিল নাকো গোরুর গোহাল কোনো,
নিজে বুড়া কোদালখানি ধ'রে,
পুকুর হ'তে জল বহিয়া এনে
ঘরখানি সে তুলতে লাগে গ'ড়ে।

৮

ক্ষুদ্র সুখে হায় রে বিধি বাদী!
মেয়েটি তার হঠাৎ গেল মরে,
চোখের জল তো ফেললে নাকো বুড়া,
জামাইটি তার রইল বটে ঘরে।

৯

তুলতে নারে আর যে কোদালখান,
থাকে বুড়া মুখটি ক'রে ভার।
উঠল না আর, রইল তেমনি পড়ে
আধেক গড়া গোহালখানি তার।

অমর

রসিক বড়ই ছিল, মিঠে ছিল স্বর,
সার্থক ছিল তার নামটি অমর।
কড়ি পাশা দাবা তাস,
খেলিত সে বারমাস,
বেহালা সাধিত ধ'রে নিশি দু'পহর।

সেতারে ও এসরাজে খাসা ছিল হাত,
বাহবা দিয়াছে তারে গুণী কালোয়াৎ।
সেবা পূজা হোম যাগে,
কোথায় কিসে না লাগে ?
সবাকার কাছে পেত সমান আদর।

৩

সহজ সরল ছিল, স্বভাব উহার,
সঙ্গী সে ছিল শিশু বৃদ্ধ যুবার।
ভোজ কি চড়ুইভাতি
হ'লেই হ'ত যে সাথী,
ভোজনে ও রন্ধনে সমান তুখড়।

শিল্পী সে ছিল ভাল চিত্রে নিপুণ,
সত্যই একাধারে ছিল বহুগুণ।
তারি বলে পেতো বল
বরযাত্রীর দল।
একাই করিত মাৎ বৃহৎ আসর।

তর্ক বিতর্কেতে সম ওয়াকিফ্
সে ছিল মোদের আলাদীনের প্রদীপ।
না পাইয়া তারে একা
উৎসব লাগে ফাঁকা।
হারায়েছে যেন দেশ আধেক গুমর।

৬

তার কথা, তার গান হাসি বিদ্রূপ
কানে জাগে, হয় নাই, হবে নাকো চুপ।
সাথে নিশিগন্ধার,
গুঞ্জন জাগে তার,
নীরব সেতার তার অধিক মুখর।

সাধু

নিবেদিত জীবন তাহার, কাটতো গ্রামের গণ্ডিমাঝ,
তবু তাকে বাসতো ভাল. কুতূহলী লোকসমাজ।
নিত্য বনের—চূড়ার শিরে দিত সে দুধ গঙ্গাজল,—
অংশ পেতেন সোমনাথ এবং দেশের দেবী-দেব সকল।
পিঞ্জর তার হোক না ছোট, সুধার চকোর অন্তরে—
চক্রবালের অন্তরালে পংক্তি-ভোজন দিন করে।

গ্রামের মধুর বেসাতি তার, পুঁজি তাহার হোক না কম—
সকল দেশের বুকের মধুর জানে সে স্বাদ এক রকম।
পূজা করে একই জনায়—একই কুসুম সাজিতে—
ধরা-ভরা আত্মীয় তার—হয় না তাদের বাছিতে।
দেব-দেউলের কাছেই বসত, ইচ্ছা নাহি কোথাও যাই—
সুন্দর তার না হোক জীবন—অকুৎসিত তা বটে ভাই।

লেখাপড়া কমই জানে—অভিজ্ঞতা অধিক নয়,
কিন্তু হল কিশোর থেকে হরির সাথে পরিচয়।
'দীনবন্ধু দাদার দধি' পান করেছে নিভৃতে—
চায় না সে আর অন্য কিছু দাবী কেবল অমৃতে।
প্রতিদিনই তার জীবনের শেষ কটি দিন ভাবে সে—
লভে নূতন দিব্য জীবন অনুভূতির আবেশে।

জানে ত্রিভুবনেশ্বরীর উর্দিবিহীন সে ভৃত্য—
করে তাঁরি দিনমজুরি জীবনধারণ নিমিত্ত।
বন্ধুরা কয়—জাগাও যুগ ও রাষ্ট্র সমাজ চেতনা—
চেতনা কি নাই তাহাদের, থাকলে সেথা যেত না।
চিন্তামণির ভার বহে যে ধন্য এবং প্রসন্ন—
গরুড় পাখী খাম্‌কা হবে 'কাদাখোঁচা' কী জন্য ?

বিস্ময়ই সে ছিল গ্রামের !—ক্ষুদ্র সে এক টুনটুনি—
চোখে তাহার গোমুখী আর বুকে মরুর গুমটুনি !
সুস্থেও অসুস্থ সদাই—যাপতো দিন অস্বস্তিতে ;
বলতো, 'প্রভু, বজ্র গড়াও আমার বুকের অস্থিতে'
সোমনাথেরে লাভ করিয়া জীবন তাহার ধন্য হায়—
বলতো, 'তাঁরে ক্রয় করেছি—উমার মতো তপস্যায়'।

কুট্‌তো মাথা মহামায়ার রাঙা পায়ে ঘা হেনে—
ভগীরথ সে—ছাড়বে নাকো গঙ্গা তাহার না এনে।
ভাবতো নাকো মূল্য তাহার, শুনবে তারে চিন্‌বে কে ?
ঘৃণায় অভিশাপ দিত সে "সার এলিজা ইম্পেকে।"
উদ্ভট এবং অদ্ভুত হউক, এ বিশ্বাস তার ছিল স্থির—
এ বাঙলারই 'নন্দকুমার', 'হিটলার' হল জার্মানীর।

অনুরাগী ভক্ত ছিল সে যে গান্ধীমহাত্মার—
মাহাত্ম্য তাঁর বুঝতো—গভীর অর্থ ছিল তার কথার।

বলতো, 'নয়কো একটা দুটো—কোন্ যুগেতে কে পারে ?
কৃতিত্ব তাঁর সমগ্র এক পতিত জাতির উদ্ধারে।
গরিমা তাঁর মহিমা তাঁর হয়তো কালে লোপ হবে,
অবতারের তালিকাতে অমর তাঁহার নাম রবে।'

তার খেয়ালের দেয়ালিতে উজল হত চতুর্দিক—
পল্লীমাতা রইতো চেয়ে মুখের পানে নির্নিমিখ।
তেমন মানুষ দরকারী নয়, কিন্তু বিরল এই ধরায়—
ছিটায় সে যে শান্তি-সলিল, পারিজাতের বীজ ছড়ায়।
অভ্র-আবীর অক্ষরেতে খেয়াল-খাতা ভর্তি তার—
আকাঙ্ক্ষী সে আশীর্বাদী প্রসাদী এক বেলপাতার।

প্রথম ভাগ

নামটি তাহার নিধিরাম এই গাঁয়েতে বাড়ী,
বড়ই জবর গাড়োয়ান চালায় গোরুর গাড়ী।
একটি তাহার ছোট্ট ছেলে সবাই ডাকে 'নিতে'
এই বয়সেই বাপকে পারে তামাক সেজে দিতে।
হেসে নিধু একটা দিবস আমার কাছে এলো—
বললে, বাবু বিদ্যারম্ভের দিনটি কবে ভালো ?
দেখুন দেখি—ছেলেকে কি মূর্খ ক'রে থোবো ?
ভাবছি তারে এবার থেকে পাঠশালেতে দোবো।
দেখুন বাবু প্রথম ভাগটি ছিল আমার ঘরে,
হয়নি পড়া ছেড়ে দিলাম আধেকখানা পড়ে।
বাবার আমার হাতের কেনা, ফেলব কেন ছিঁড়ি'—
অমূল্য ধন, নয়কো উহা তুচ্ছ সামগ্রী।
এতেক কহি' বইখানিকে প্রণাম ক'রে কত
দিল নিধু আমার হাতে, ফুল-তুলসীর মতো।
লেগে আছে বুঝি তাতে হাতখড়িরই গুঁড়ি,
ভক্তি এবং বিস্ময়ে তার পাতটি আছে জুড়ি'।

অভ্রভেদী মন্দিরের এই প্রথম সোপান 'পরে—
প্রণাম ক'রে ফিরেছে সে কৃতাঞ্জলি করে।
প্রসাদী এই কমলকলির ভাঁজ খোলেনি তাই,
কী আছে ওই কৌটা মাঝে দেখতে চাহে নাই।
বংশে যদি যোগ্যতর জন্মে তাহার কেহ—
সেই আশাতে রেখেছিল, ধন্য তাহার স্নেহ।
আমরা ভুলি মাহাত্ম্য যে রহি বাণীর কাছে,
অকৈতব ভক্তি যা তা ওদের মাঝেই আছে।
বীণাপাণির ভাণ্ডারেতে পেলাম কী তাই ভাবি,
মানিক আছে, তারাই ভাবে পায়নি যারা চাবি।
এরাই শুধু পায় যে সুধা আমরা তো পাই আলো;
বুঝতে নারি সত্য কাহার, কাহার দেখা ভালো।
দেখছি আমি পুরাতন এক তুচ্ছ প্রথম ভাগ,
ও তার পাতে দেখছে কেবল দেবীর চরণ-দাগ।

ভালুকওয়ালা

গ্রাম-প্রান্তরে বাগানে আমার ছিল একখানা ঘর,
'হাঘরেরা' সেথা আশ্রয় নিত কভু কোনো বৎসর।
ঘন বাঁশবন, শিশু ও শিরীষ ছিল আম জাম সাথে,
চৌদিকে তার কেতকীর ঝাড জমকালো বর্ষাতে।
বেহার হইতে একদিন এক ভালুকওয়ালা আসি'
বলিল, ও ঘর ভাড়া দিন বাবু, নির্জন ভালবাসি।
মাসে পাঁচটাকা ভাড়া ঠিক হল—খুশী সবাকার মন,
বুঝিতে নারিনু গোমস্তা মোর কেন যে মৌন রন।

ঘেরি' বেড়ি' ঘর, করি' সুন্দর, দুইটা ভালুক লয়ে—
থাকে নিরিবিলি পশু সাথে মিলি' অনুগত প্রজা হয়ে

খেলা দেখাইতে দূরে দূরে যায় সন্ধ্যায় ফেরে গ্রামে,
ভারি জাদুকর, শিশু নারী নর মুগ্ধ তাহার নামে।
তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে ভিখারীকে দেয় ভিখ্,
চেড়া নামাইতে শুনি নাকি তার শক্তি অলৌকিক।
ভালুক এবং ভেল্‌কি লয়েই করে নাকো কারবার;
খবর সে রাখে দেশের, দশের, গান্ধী মহাত্মার।

৩

গোমস্তা মোর করি' জোড় কর একদিন আসি' কহে,
ওই বাজিকর বেহারেতে ঘর, লোকটা সহজ নহে।
সে নয় সুজন, শত্রু দু'জন মন্ত্রের চোটে তার—
ভালুক হইয়া রয়েছে হুজুর—নয় তারা জানোয়ার!
আমি বলিলাম, সব বুঝিলাম, তুমি সাবধানে থেকো,
তোমারে আবার চটে মটে যেন গাধা না বানায় দেখো!
গোমস্তা হাসে, কয় মৃদু ভাষে, বসানো হয়নি ভালো—
ভালুকের সাথে কথা কয় রাতে নীল হয় লাল আলো।

৪

মানুষে রেখেছে ভালুক করিয়া দুষ্ট ও বাজিকর—
ওই কথাটাই গ্রামের লোকেও কহে যে পরস্পর।
কাজেই ডাকানু, ভালুকেরি কথা কহিনু তাহার সাথ;
সে বলিল, বাবু জানাবার নয়, বড়ই পুষিদা বাত।
মানুষের বুকে আছে জানোয়ার, পশুতে রয়েছে নর;
যে সব ঘটনা ঘটে দেখিতেছি অতি বিস্ময়কর।
পশুকে মানুষ করাই বাবুজী গুণীদের হল রীতি,
সে যোগ্যতার যাচি অধিকার এখনো হইনি কৃতী!

কথার ভেল্‌কি শুনিয়া তাহার সন্দেহ গেল বেড়ে,
কত রজনীতে ভাবি ওই কথা সকল চিন্তা ছেড়ে।

মানুষের মাঝে বাঘ সাপ আছে, শুনেছি অনেকে কয়,
হয় তো সে গূঢ় সত্যের সাথে আছে এর পরিচয়।
অদ্ভুত এই বিশ্বেতে নাহি কিছুই অসম্ভব—
স্রষ্টা ইহার সবচেয়ে গুণী, জাদু যে তাঁহারি সব!
প্রশস্ত ভাল আনমনা সদা, হেরি সেই লোকটাকে,
মনে হল বুঝি গোপন সত্য-বারতা সে কিছু রাখে।

৬

মাস তিন পরে পুনঃ বাজিকর চিঠি একখান আনি'—
বলিল, হুজুর শুনান উহাতে লিখিত আছে কী বাণী?
আমি বলিলাম, তুমিও দেখ না—তিনটা সিঁদুর ফোঁটা,
উপরে একটা শুভ্র বিন্দু—বিন্দুটা বেশ মোটা।
চৌরীচৌরা হতে আসিয়াছে লেখা কিছু নাই আর;
শুনি' সে সকল রহে নিশ্চল বচন স্ফুরে না তার।
আমি ভেবে মরি হেন কর্কশ পরুষ কঠোর লোক
কী হেতু হইল এমন কোমল অশ্রুসিক্ত চোখ!

ধীরে সে বলিল, 'চৌরীচৌরা' হত্যাকাণ্ডে ঘোর—
পুলিস বাবুজী জড়িত করিল প্রিয় সহোদরে মোর।
ধর-পাকড়ের হিড়িক বহিল, হুলিয়া এড়ানো দায়—
প্রাণাধিক মোর সহোদরে লয়ে পড়িনু সমস্যায়।
আমি নিরুপায় বাড়ী ঘর হায় ফেলি' এই দীন বেশে,
ভালুক নাচায়ে ডমরু বাজায়ে ফিরিতেছি দেশে দেশে।
একটা ভালুক সত্য ভালুক—অপর ভালুক-সাজে,
ভাইকে আমার লুকায়ে রেখেছি ফিরি লয়ে কাছে কাছে

কেহ তার পাছে সন্ধান পায়—নির্জনে করি বাস,
দিবসে ভালুক, রাত্রে সোদর, বুকে পাই নিশ্বাস।

তিলেক ছাড়িয়া রহিতে পারিনে, যেন গো তাহারি ছায়া
কাটাতে পারিনে বাবুজী আমার এই সোদরের মায়া।
মাতাপিতা-হারা স্বচ্ছল গৃহী—গরিব আমরা নই—
ভিখারী সেজেছি তবুও তৃপ্তি এক সাথে দোঁহে রই।
চিঠিতে এসেছে বড সুখবর তিনটা খুনের দায়
মুক্তি পেয়েছে সোদর আমার—পুলিস তারে না চায়।

রক্তবিন্দু তিনটা তিনটা হত্যার অভিযোগ—
শুভ্র বিন্দু জানায় তাহার কাটিয়াছে দুর্ভোগ।
এই ভ্রাতা মোর নির্দোষ, তবু সহিয়াছে শত তাপ,
বাঙলায় আসি' মোর ভালুকের কাটিল যতেক পাপ।
বন্দে বাবুজী, বন্দে বাঙালী, চরণে লুটাই শির—
বন্ধন-ব্যথা সব ঘুচাইলে বিপন্ন বেহারীর।
বাঙলা দিয়াছে মুক্তির স্বাদ, অধিক কব কি আর,
মাটিতে ইহার এঁকে রেখে যাই জাতির নমস্কার।

শ্রীমন

নামটি তাহার মন্মথ কি অন্য কিছু হবে,
শ্রীমন ব'লে কিন্তু তারে ডাকে গ্রামের সবে।
শিশুকালে শেখে নাই সে অধিক লেখাপড়া,
সত্য ছিল তাহার কাছে সবার মত ধরা।
প্রতি মাঠে প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে—
আজও বুঝি তাহার পায়ের ধূলার চিহ্ন আছে।
খেলতে শুধু ঝুল-ঝাপ্পুর ডাণ্ডাগুলি খেলা
পলের মতো চলে যেত দীর্ঘ দিনের বেলা।

কণ্ঠ তাহার মধুর ছিল, গীতেই ছিল টান—
লেখাপড়া শিখতো ভালো ছাড়তো যদি গান।

গাইতো যখন হাত তুলে সে সংকীর্তনের দলে,
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাসতো আঁখিজলে
কেটে গেছে শৈশব তার প্রভাতকালের মতো,
এখন গায়ে পড়েছে হায় খর কিরণ শত।
চলে গেছে বড় ভুভাই ভুবন আঁধার করি'—
সঙ্গীহারা বনের পাখী একলা আছে পড়ি'।

ভুবন-ভরা লক্ষ্য তাহার সেই তো তাদের আশা,
পাপিয়া কি গাইতে পারে রচতে হ'লে বাসা ?
সারা দিবস খেটে খুটে সন্ধ্যাবেলা হায়
এখনো সে খিন্নপদে 'লোচন পাটে' যায়।
ক্ষণেক তরে হাসে নাচে তেমনি গাহে গান,
নিশার হিমে হয় রে তাজা মানস কুসুমখান।

নীলকণ্ঠের যাত্রা যদি দু'ক্রোশ দূরে হয়,
সবার আগে তাহার সেথা না গেলেই তো নয়।
খোলের সাড়া পশলে কানে থাকুক না সে যেথা
ঝেড়ে ফেলি' শতেক ব্যথা আসবে ছুটে সেথা।
বিঁধিয়াছে হৃদয়খানি মরমভেদী বাণে,
মুগ্ধ রে কুরঙ্গ তবু ব্যাধের বাঁশি গানে !

লেখাপড়া জানতো অতি কম,
বিষয়-আশয় ছিলই নাকো মোটে
নাইকো কিছুই, কিন্তু মনোরম,
এমন কুসুম পথের ধারেই ফোটে।

মিথ্যা কথা কইতো সে যে ঢের—
লেগেই ছিল অভাব অনটন,

সাধু সে নয় নিত্য পেতাম টের,
তার তবু কী ছিল আকর্ষণ।

না এলে সে লাগতো ফাঁকা ফাঁকা,
পুকুরধারে শঙ্খচিলের মতো,
না ডাকলেও ইচ্ছা হ'ত ডাকা
গুণ দেখিনি, দোষ দেখেছি শত।

যেমন চতুর, তেমনি সরল সে যে
ভালো আমায় বাসতো অকপটে,
অজয়ের সে যেন বানের জল,
ময়লা ঘোলা তবু মধুর বটে।

ভৃত্য এবং বন্ধু ছিল দুইই,
ব্যথার ব্যথী না বললে হয় ভুল,
সত্য বটে নয় সে টগর জুঁই—
'কেয়া' সে তার কাঁটাই যেন ফুল

তার কত দর? কতই যে দরকার?
বুঝতো নাকো হিসাবী সমাজ।
ধারতো না সে ফুল কি ফলের ধার,
আনন্দের সে পাতাবাহার গাছ।

অগ্রদানীর ছেলে

চুন-বালি-খসা কঙ্কালসার জঞ্জাল-ভরা বাড়ী,
ঘন জঙ্গলে ঘেরা চারিধার, দেখিলে চিনিতে পারি।
সর্বদা তার রুদ্ধ দুয়ার, কেহ নাই মনে হয়—
দেয় ধূম আর ক্ষীণ আলোটুকু বসতির পরিচয়।

বালক পুত্র লয়ে হোথা থাকে কৃপণ অগ্রদানী
পত্নী তাহার দু'বছর আগে ধরা ত্যজিয়াছে জানি।
এমনি পাষাণ যখন তখন চলে যায় কাজ পেলে,
বিজন কুটীরে দশ বছরের ছেলেকে একাকী ফেলে।
স্নিগ্ধকান্তি ছেলেটি তাহার স্নেহ-মমতায় মাখা—
যেন লোহের স্তম্ভের গায় কনক কুসুম আঁকা।
পুত্র এমনি পিতার বাধ্য যাবে না বাহিরে আর—
রহে জীবন্ত মণি-মরকত রুধি' ভাণ্ডার-দ্বার।

পিতা চলে গেলে একাকী বালক দেখে আনমনে বসি',
গাছে থলো থলো আমগুলি যেন পড়িবারে চায় খসি'।
দেখে গাছ ভরে ফলিয়া রয়েছে শ্যাম নারিকেল-কাঁদি,
স্নেহের সলিল তৃষিতের লাগি' রাখিয়াছে যেন বাঁধি'।
অশ্বত্থ গাছে নব কিশলয়—অরুণাভ কচিপাতা,
কবে ছায়া দান করিতে পারিবে তারি লাগি' ব্যাকুলতা
দেখিয়া দেখিয়া ভরে উঠে আহা ছোট বালকের বুক,
ভাবে মনে মনে অজ্ঞাতে যেন—দানের কতই সুখ।
সন্ধ্যায় পিতা ডাকে নাম ধরি' যেমন দুয়ারে আসি'—
ত্বরিতে বালক খুলে দেয় দ্বার মুখেতে ধরে না হাসি।
পরদিন গৃহে রাখি' তনয়েরে পিতা চলে যায় প্রাতে.
বৎসর যেন সুখস্মৃতি রাখে পুরানো পাঁজির পাতে!

৩

বালক বিকালে চেয়ে চেয়ে দেখে সুনীল আকাশখান,
দেখে সে কেমন মুমূর্ষু রবি করে হিরণ্য দান।
সন্ধ্যায় দেখে ধনী সুধাকর রজতে ডুবায় ধরা,
দেখে নীরদের দানসাগরেতে কতই বিনয় ভরা।
দেখিয়া দেখিয়া কী এক ব্যথায়, ভরে উঠে তার বুক,
ভাবে মনে মনে লওয়া চেয়ে হায় দেওয়ায় বৃহৎ সুখ।

বহুদিন পর কৃপণ জনক মরণ আগত স্মরি'—
শিয়রের কাছে ডাকিয়া তনয়ে বলিল সোহাগ করি',
সত্যই বাছা দানে বহুসুখ—তব করে আজি তাই—
যুগসঞ্চিত বিপুল অর্থ আজ আমি দিয়ে যাই।
এত কৃপণতা এত যে কষ্ট সকলি সফল লাগে—
তব চাঁদমুখ হয়নাকো ম্লান যেন দারিদ্র্য-দাগে।

পিতার বিয়োগে অমিত অর্থ আসিল যুবার করে,
নিরজনে তারে প্রকৃতি গড়েছে ঘন অনুরাগ ভরে।
সে বছর হল অন্ন-অভাব—এ সারা বাংলা জুড়ি'—
আহার অভাবে পথে পথে মরে ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ী।
অনশন-ক্ষীণ তনয়ের মুখ চাহিয়া মরিল মাতা
বড় বড় হায় জমিদার-ঘরে দু'বেলা পড়ে না পাতা।
তখন দয়ালু, স্বভাব দুলাল—অগ্রদানীর ছেলে—
দুহাতে তাহার ভাণ্ডার দিল গরিবের তরে ঢেলে।
খুলি' দিল শত অন্নসত্র—প্রচুর পান্থশালা,
আপনি খাইল গরিবের সনে একসাথে পাতি' থালা;
কষ্টার্জিত অর্থ পিতার দীন হীনে দিল বাঁটি'—
চতুর যাহারা বলিল, এ বেটা একেবারে হল মাটি।

শুনি' সংবাদ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়—
চাহিলেন ডাকি' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিতে তায়।
নিষেধ করিল বিনয়ে যুবক জুড়িয়া যুগল পাণি—
পরের দানেতে আমরা পালিত পতিত অগ্রদানী।
আমরা নিলাম সমাজের দান, জানি তা সবার আগে
সার্থক হবে—আজি যদি তাহা ভুখারীর কাজে লাগে।
আসন হইতে নামিয়া তখন কোলাকুলি করি' রাজা,
বলেন, জীবন ধন্য আমার—সার্থক তুমি প্রজা।

চৌদ্দ পুরুষ আগে দান লয়ে পতিত যদিই হ'লে
ব্রাহ্মণ চেয়ে ব্রাহ্মণ তুমি আজি এ দানের ফলে।
আজ হ'তে তুমি দানীর অগ্র, নহ হে অগ্রদানী—
কপিলের শাপ ঘুচাইলে তুমি প্রেমের গঙ্গা আনি'।

ছিরু

[নামটি তাহাব শ্রীশ, গ্রামেব লোকে আদর করিয়া ছিরু বলিয়া ডাকিত। বড়ই আদুরে ও আমুদে ছিল। দুই বৎসর আত্মীয়েব নিকট পড়িতে গিয়া উপেক্ষা অনাদবে তাহার মন খারাপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পীড়াও হয়। শবীব সাবিল, মন আব সারিল না।]

বড ডান্‌পিটে ছেলে,
সদাই বেডাতো খেলে,
চাহিত না কিছু, অজয়ের বুকে
সাঁতারিতে শুধু পেলে।
গাছে খেলি' লুকোচুরি,
মাঠেতে উডাতো ঘুড়ি,
নাচিতে গাহিতে দেশেতে তাহার
জুড়ি আর নাহি মেলে।

অধরেতে সুধাসার,
হাসি ফুরাত না তার,
আলোকে পুলকে ভরা বুক তার
হেরিয়া হাসিত লোক।
দু'দিন দূরেতে গিয়া
এলো কী যে ব্যাধি নিয়া;
লয়ে হাসি-খেলা কে দিল তাহাকে
দুটি জলভরা চোখ।

৩

ফিরে সে এসেছে বাটী,
বছর গিয়াছে কাটি'।
আর তো তেমন খেলে না হাসে না
বসে থাকে আনমনা।
শরীর সেরেছে তার
কোনো ব্যাধি নাহি আর।
তবু সে দারুণ সায়কের ব্যথা
ভুলিতে সে পারিল না।

৪

দেখিতে পায় না আসি'
কেহ তার মুখে হাসি,
সে বিমল মন উদাস হয়েছে
সাড়া পাই নাকো ডাকি';
বনের পাপিয়াটিরে
এমন করিল কে রে?
ভুলাইয়া গান ভাঙি' পাখা দুটি
চলে গেল আহা রাখি'।

গফুর

খিন্ন শ্যেন-শাবক এক পড়িয়া পথ-মাঝারে
অর্ধ মৃত তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি প্রসারে।
তুচ্ছ করি' চলেছে সবে, দেখে না কেহ নিরখি',
দীন কৃষক গফুর সেথা দাঁড়াল আসি থমকি'।
গামছাখানি আর্দ্র করি' সলিল ভরি' আনিয়া
শ্যেন-শাবক চঞ্চুপুটে ঢালিয়া দিল ছানিয়া।

সলিল পিয়ে চাহিয়া পাখী মুদিল দুটি আঁখিরে,
গফুর তরে নীরবে যেন কী ধন যেন রাখি' রে।

বহু বরষ কাটিয়া গেছে গফুর আজি বৃদ্ধ—
এবার হজে মক্কা যাবে ব্যাকুল বড় চিত্ত।
গুছায়ে তুলি' দ্রব্যগুলি চলিল সব যাত্রী,
পুণ্যালাপে দিবস কাটে সুখ-স্বপনে রাত্রি।
জাহাজ হ'তে নামিয়া যবে মক্কা করি' লক্ষ্য,
উষ্ট্রোপরি লাগিল যেতে ভক্তিভরা বক্ষ।
দিবস গতে যামিনী ভোরে দৈব প্রতিদ্বন্দ্বী,
বিসূচিকা যে গফুরে আহা করিল তার বন্দী।
মরুর মাঝে নামায়ে তারে—চলিল সব পান্থ,
রোগের বিষে অবশ তনু জীর্ণ প্রাণ শ্রান্ত।
দারুণ তৃষা বক্ষ ফাটে—কাঁদে গফুর ত্যক্ত,
আল্লা আজি রক্ষা কর—মরে যে তব ভক্ত।
মূর্ছাতুর পড়িয়া আছে বালুকামাখা অঙ্গে,
কে যেন ধীরে ক্লিষ্ট শির তুলিল উৎসঙ্গে।
শিরেতে দিল আশিস্-বাণী, অভয়-বাণী কর্ণে
কর-পরশে কান্তি দিল পাণ্ডু দেহ বর্ণে।
পেয়ালা ভরি' পিয়ায়ে মধু সঞ্জীবনী শরবত
মিলাল পরী হিরণ হুরী আলোকি' মরু পর্বত।
জড়িমা-ভরা শ্রবণে শোনে কে যেন বলে শূন্যে—
আল্লা যেন আহ্লাদিত ভকত তব পুণ্যে।
করেছিলে যে শ্যেন শাবক চঞ্চু দুটি সিক্ত,
দিন-দুনিয়া মালিক কাছে হয়নি তাহা রিক্ত।
কাঁপিয়া উঠে গফুর-হৃদি ভকতি-ভরা হর্ষে
সহসা তার আবেশ ভাঙে শীতল বায়ু স্পর্শে।
চাহিয়া দেখে কোথায় মরু, এ যে মরুর উদ্যান,
'আজান' গান আনিছে বহি' নব দেশের সন্ধান

ডাকাতের পুণ্য

প্রদেশের ভীতি, দুর্দমনীয়, দস্যুর দলপতি—
নাম তার চনা, চেনে সব জনা—অনেক করেছে ক্ষতি।
কঠোর দণ্ড লভি' বহুদিন ছিল সে আন্দামানে
সে দ্বীপের কথা শুনায় লোককে বহু সংবাদ জানে।
অপরাধ সে তো অনেক করেছে—শুনে লাভ নাই কোনো,
কী পুণ্যে সে যে রক্ষা পেয়েছে—সেই কাহিনীই শোনো।

শোনো সে কাহিনী কহি—
রক্তাক্ত সে মৃগনাভি-বাস
বক্ষেতে যাবে রহি'।

একদা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী-ডাকাতের সর্দার—
নিকটে পাইয়া চনারে লক্ষি' পিস্তল ছোড়ে তার।
অমোঘ লক্ষ্য, কিন্তু গুলিটা একচুল বাদ দিয়া,—
চনাকে না বিঁধি' সর্দারের এক সাথীকে বিঁধিল গিয়া
স্তম্ভিত চনা কী দেখিল চোখে—মুখেতে সরে না বাণী,
গুলির গতিটা বাঁকাইল কার পদ্মহস্তখানি।

পদ্মহস্তখানি—
সুদর্শনের মতো—ভক্তের
করিতে দিল না হানি।

৩

মনে পড়ে, অভিশপ্ত জীবনে—প্রথম ডাকাতি-ক্ষণে
মগ্ন সে যবে, সবাকার সাথে পরধন লুণ্ঠনে,
তাহার জনেক সঙ্গী-ডাকাত শাণিত জাঁতিতে রেখে
কাটিতে যেতেছে বালকের হাত মাতা মূর্ছিত দেখে।
বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়া চনা কাড়িয়া লইল জাঁতি,
কোলে তুলে ছেলে দস্যুর মুখে ঘৃণায় মারিল লাথি।

রক্ষা পাইল ছেলে,
ডাকাতেরা সব নিয়ে গেল রেখে
ঘৃতের মশাল জ্বেলে।

৪

কোমল কচি সে সোনার হস্ত রক্ষা পাইল আহা,
চনা ভুলে গেছে, কিন্তু কে যেন ভুলিতে দেয় না তাহা।
সে যেথা যখন অতি দুস্তর সঙ্কটে পড়িয়াছে
সকল আঘাত রোধ করিবারে হাতখানি ঘোরে কাছে।
চনা তাই বলে অতি বড দাতা দয়াল রাজাধিরাজ
এড়ায় না চোখে পাতকীরও করা অতি ছোট সৎকাজ।
দয়াল বটেন তিনি—
ফল চোরে ধরি' হাতে গুঁজে দেন
অমৃত ফল যিনি।

পদ্মাবক্ষে

বালক বৃদ্ধ বধূ ও কন্যা ভীত সব নর নারী,
আসিছে পলায়ে ঢাকার সুদূর পল্লী ভবন ছাড়ি'।
ইস্টিমারের বুকে,
বসে আছে নত মুখে,
বিদায়-বেদনা-ব্যাকুল নয়নে তখনো রয়েছে বারি।

প্রাণের ভয়েতে আসেনি, নয়কো অর্ধাশনেও ম্লান,
এসেছে বাঁচাতে সম্ভ্রম আর ইজ্জত সম্মান।
গ্রামের বনের রেখা
এখনো যেতেছে দেখা
নরের প্রকৃতি বিকৃত কিন্তু আছে প্রকৃতির টান।

৩

সাত পুরুষের বাস্তু ভিটার সে মায়া কি ভোলা যায়
প্রতি ঘরখানি সজীব হইয়া কেঁদে যেন পথ চায়।
আঙিনার তরুরাজি,
আঁখিজলে ভেজে আজি,
মাটির মায়ার শত বন্ধন এড়ানো দারুণ দায়।

ভেঁপু বাজাইয়া ঠেলি' জলরাশি চলিছে ইস্টিমার,
নিদারুণ ব্যথা রঞ্জিত যেন পরিচিত চারিধার।
নদীর জলোচ্ছ্বাস
বলে, ওরে কোথা যাস?
তোরা পদ্মার পদ্ম যে কোথা যাবি কোল ছেড়ে তার?

খানাতল্লাস করিতে আসিল 'গার্ড'-দল হয়ে জড়ো,
যত তৈজসপত্র হাতাড়ে তর্জন করে বড়।
তন্ন তন্ন করি'
দেখে নোট টাকাকড়ি,
স্বর্ণ-গহনা এড়ায় না সেই দৃষ্টি রূঢ় ও খর।

৬

কী কাড়িয়া লবে? ঠিকানা তো নাই, তাই শঙ্কিত সবে,
পুণ্য ও প্রিয় তৈজস হায় অপরে কাড়িয়া লবে?
তাই 'তুমি নাও' বলে'—
ফেলে পদ্মার জলে,
যা হোক তাহারা শীতল অতলে তবু শান্তিতে রবে।

৭

জলে ফেলে দেয় পুষ্পপাত্র ঘট ঘটি সারি সারি,
আইবুড়ো ভাত খাওয়ার থালা ও ভোগ রাঁধিবার হাঁড়ি ;
ডিস্ বাটা ফুলদান
যৌতুক সব টানি',
সেরা খাগড়াই দানের বাসন তৈজস ভারী ভারী।

বধূ হাত হ'তে খুলি' কঙ্কণ ভাবে অতি শঙ্কিত
শুভ কঙ্কণ কার করে গিয়া হইবে কলঙ্কিত।
'পদ্মা তুমিই পরো
শাখা অক্ষয় করো।
তোমার সলিলে স্বর্ণ-কাঁকন থাকুক নিমজ্জিত।'

৯

শূন্য হস্ত শূন্য হৃদয় আকাশের পানে চায়—
তাদের ব্যথায় করে পদ্মার জলো হাওয়া হায় হায়।
বলে, 'ওগো মনে রেখো,
যেথা যাবে সুখে থেকো,
যাও মঙ্গল মঙ্গলময়ী কাহার উপেক্ষায়।'

সার্মাদ

[ইনি ভক্ত ফকির ছিলেন। উলঙ্গ থাকিতেন এবং 'আ ইলাহা' বলিতেন বলিয়া আরঙ্গজীব তাঁহার শিরশ্ছেদের হুকুম দেন। দিল্লীতে জুম্মা মসজিদের পাশেই তাঁহার কবর]

ন্যাংটা ফকির কৃপাণের তলে ওই পেতে দিল শির,
ঘুচাবে নিখিল অশ্লীলতা বাদ্‌শা আলমগীর।
'সার্মাদ' নাম ভক্ত কোবিদ পবিত্র হৃদি তার,
চির শুচি আর চির শিশু সে যে ধারে না রুচির ধার।

প্রেমসিন্ধুর ঠিকানা সে পেলে সিন্ধু দেশেতে এসে,
অজানা প্রেমের আস্বাদ পেলে হিন্দুরে ভালবেসে।
কিশোর যুবার আঁখি দিল তারে স্বরগের বাণী কয়ে,
যীশুর প্রেমের দরদ বুঝিল ক্রুশের বেদনা সয়ে।
পাগল ফকির জীবন ধরিয়া করে গেল পাগলামি,
খেপামি তাহার সারা দুনিয়ার চতুরতা চেয়ে দামী।

সে যে বলিয়াছে 'ভগবান নাই', ও যে অপরাধ মহা·
বাহুবলে তাহা প্রমাণ করিবে প্রবল শাহান্‌শাহা।
সে যে দয়ালের তোরণের পাশে 'নাই তুমি' বলে কাঁদে,
'আজানের' দেশে ফেরে মন তার জান্ পড়ে তার ফাঁদে।
রুষ্ট নবাবে তুষ্ট করিতে মোল্লারা দিল সায়,
কোতল করার হুকুম হইল, ফকিরের প্রাণ যায়।
কাজীর হস্ত বাঁধা রাখিয়াছে রাজ-করুণার রাখী,
বিবেক তাহার ইজারা লয়েছে রাজার নজর নাকি?
রাজ-তলোয়ার যখনি চেয়েছে গুণী শহীদের শির,
কালীর গণ্ডী ফতোয়া দিয়েছে কলম মোলভীর।
উলেমার আঁখি কুশি হইতে কতটুকু দেখে বল—
দরবার আর দপ্তরখানা, নিদেন রঙমহল।
সার্মাদ হায় দাঁড়ায়েছে সেই উচ্চ মিনার চুড়ে,
'মুক্‌তি' উলেমা পায় না নাগাল, চেয়ে মাথা যায় ঘুরে।
সেখান হইতে দেখা যায় কাবা আল্লার প্রিয় ঘর,
মন্দির আর গির্জার সারি এক সমতল 'পর।
আজিকে ধরায় লুটায়ে পড়িবে দীন ফকিরের শির—
গোটা রাজধানী ভাঙিয়া এসেছে সবার নয়নে নীর।
ঝকমক্ আঁখি ঘুরায়ে ঘাতক আসিল যখন কাছে,
সাধু কহিলেন, 'যে রূপেই এসো হিয়া মোর চিনিয়াছে।
দয়াল এসেছ ভয়াল সাজিয়া, এসো সাধনার ধন—
ফেটে যাক বুক দাও দাও তবু নিবিড় আলিঙ্গন।

তোমার প্রেমের সোরগোল হেথা খুনের তামাশা প্রিয়—
পরদা সরায়ে অন্ততঃ তুমি একবার দেখে নিয়ো।
সার্মাদ ছিল বুঁদ হয়ে সুখে, হে বঁধু, তোমার পাশে
জাগিয়া বারেক মেলেছিল আঁখি, আবার তন্দ্রা আসে।
দেখিল এখনো ধর্মের নামে বিকাইছে পাপরাশি,
জপের মালার সূত্রেতে গড়ে সাধুর লাগিয়া ফাঁসি।
সত্যকে হীন মুখোশ পরায়ে দানব সাজায়ে ছলে,
ইদের চাঁদকে জ্যোতিষী দেখায়ে 'নষ্টচন্দ্র' বলে।
প্রেমের মহিমা পান করে যাই রক্ত সাগর পিয়ে—
মাতালের এই তীর্থে আসিবে জগতের ছেলেমেয়ে।
আল্লা না মানি আল্লার লাগি' সার্মাদ দিল প্রাণ,
রক্তে রাঙালো মানবের মনে এ মানচিত্রখান।
ইরানী রক্ত-গোলাপের মাঝে জনম হইল তার,
তরল গুলের গুলজার রাগে দেহ হল একাকার।

নফরচন্দ্র

"পঞ্চাশ পার হয়েছে বয়স বাঁচিব বা কত দিন,
দেখিছ না মোর দেহ একে একে হইয়া আসিছে ক্ষীণ?
যাহা আনিয়াছি, তাহাই দিয়েছি শুধু তোমাদের পাছে,
তীর্থে যাইব কড়িটিও আজ নাহিকো আমার কাছে"—
পিতার বচন শুনিয়া তনয় বলিল ঈষৎ হাসি'—
"যে রূপেই পারি দিব দুশো টাকা করে এসো গয়া কাশী।
রঘুনাথ তব সঙ্গে যাউক, কষ্ট হবে না পথে—
পনেরো দিনের বেশী দেরি যেন হয়নাকো কোনোমতে।"

শুভদিন দেখি' নফরচন্দ্র রঘুনাথে সাথে করি'
তীর্থ ভ্রমণে বাহির হলেন শ্রীমধুসূদনে স্মরি'।

কোথা গয়াধাম, কোথায় মথুরা, বৃন্দাবন বা কাশী ?
শালোগুা গ্রামে রায়েদের বাড়ী উঠিলেন তিনি আসি'।
ডাকি' কর্তারে অশেষ বিনয়ে নফরচন্দ্র কয়—
"আপনার কাছে দুইশত টাকা ঋণী আছি, মহাশয়!
অল্পবিত্ত—এত দিন তাহা পারি নাই শোধ দিতে,
আজিকে এনেছি, টাকাগুলি হবে আপনাকে গুনে নিতে।"
বিস্মিত রায় বলিলেন খুঁজি' খাতাপত্তর দেখি'—
"ঋণের কোনোই উল্লেখ নাই, কী কথা বলেন একি!
লেখাপড়া ছাড়া বলুন কেমনে প্রত্যয় মোর হয় ?
অকারণে লওয়া পরের অর্থ আমার সাধ্য নয়।"

নফরচন্দ্র ছল ছল চোখে বলিলেন তাঁরে পুনঃ,
"লউন এ টাকা, সত্যই তব, নাহি এতে পাপ কোনো।
পিতা যবে মোর তিন বছরের, পিতামহ যান মরি'
'রায়েদের বাড়ী দুইশত টাকা ঋণী আছি আমি' বলি'—।
অল্প বয়সে ইহলোক ছাড়ি' পিতাও গেলেন পরে,
পারি নাই মোরা শুধিবারে ঋণ দুইটি পুরুষ ধরে।
নয় বছরের শিশু আমি যবে বিদায়ের দিনে মাতা
বলিয়াছিলেন প্রপিতা দেবের এই সে ঋণের কথা।
তারপর হায় নানা ঝঞ্ঝাটে চলে গেল কত দিন,
আমারও সময় ঘনায়ে আসিছে, শুধিতে পারিনি ঋণ।
আসল কেবল করেছি জোগাড়—সুদের অবধি নাই,
দুইশত টাকা লয়ে কৃপা করি' উদ্ধার করা চাই।
পিতামহ তব দেছিলেন ঋণ, দলিলে কী আছে কাজ ?
পুরুষে পুরুষে রয়েছে যে লেখা আমাদের হৃদি মাঝ।"

বহু মিনতিতে শ্রীমন্ত রায় টাকা কটি হাতে তুলি'
সজল নয়নে সম্ভ্রমে দোঁহে করিলেন কোলাকুলি।
বিদায় লইয়া নফরচন্দ্র সাত দিবসের পর
তীর্থে না গিয়া তীর্থ করিয়া ফিরিয়া এলেন ঘর।

পথে রঘুনাথ তাঁহার কথায় করিল অঙ্গীকার
একথা কারেও বলিবে না কভু—মরণের আগে তাঁর।
কোথা নামাবলী পাথর বাসন, কোথা কোশাকুশী ভাই-
কাশীর পেয়ারা গয়ার পেড়া তো একটাও আনে নাই?
গৃহেতে তনয় বধূ দুহিতারা সকলে বলিল, "ছিঃ—
দুই শত টাকা লয়ে বাবা সেথা করিয়া এলেন কী?"
নফরচন্দ্র সুস্থ হৃদয়ে এতদিন পর আজ।
শুইলেন আসি' আপনার সেই পৈতৃক গৃহমাঝ।
হেসো না শুনি' এ তীর্থভ্রমণ—হে পাঠক মহাশয়,
গয়ার পিণ্ডে পিতৃপুরুষ এত কি তৃপ্ত হয়?

একটি আলো

কত যে বরষা কত যে ঝঞ্ঝা কত বান বহে গেল,
'কুন্থরের' কূলে তবু রাতে জ্বলে এখনো একটি আলো।
কেহ বলে, উহা নয়নের ভুল, কেহ বা আলেয়া বলে—
জানে শুধু ভালো কারণ ইহার নিশার নাবিক দলে।
শুনি বলে তারা ওইখানে ছিল এক দুখিনীর বাড়ী
ভগ্ন ভিটার অশথতরুটি নিজে হাতে রোপা তারি।
সে ছিল ওখানে বহু অনটন অনেক দুঃখ সয়ে—
আঁধার কুটীরে আশার প্রদীপ একটি তনয়ে লয়ে।
থাকিতে নারিত ছেলেকে বারেক কাছছাড়া করি' কভু,
কষ্টে মরিত, আঁচলের নিধি আঁচলে রাখিত তবু।

বড় হলে ছেলে সারা দিনমান মনিবের কাজ সারি'
অন্ধমুনির, সিন্ধুর মত ফিরে সে আসিত বাড়ী।
যদি কোনোদিন বেশী রাত হত ফিরিতে তাহার ঘরে,
আশাপথ চেয়ে রহিত জননী ধরি' দীপখানি করে।

এক রজনীতে এলো না তনয়। মাতা সারানিশি জাগি'
খনে শতবার ঘরে ছুটে আসে ব্যাকুল সুতের লাগি'।
বাতাসে কপাট যদি নড়ে আহা—আশায় ভরে যে বুক,
দ্বার খুলে দেখে, আঁধার আঁধার নিরাশে শুকায় মুখ।
পোহাইল রাতি—এলো না তনয়, শেষ আশা গেল টুটি'—
নয়নে আসিল অশ্রু জোয়ার, ভূমে সে পড়িল লুটি'।
আত্মীয়জন বুঝাইল তারে মরেনি তনয় তার—
কোলছাড়া করে লয়ে গেছে আহা আড়কাটী দুরাচার।
বেশী দিন নয়, দেখিতে দেখিতে পাঁচ বরষের পরে—
তনয় তাহার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিবে ঘরে।

কোথা মরিসাস ? কোথা অভাগিনী, দেখা হইবার নয়—
তবু ও বলিল, মরে যাওয়া চেয়ে দূরে যাওয়া প্রাণে সয়।
আশায় বাঁধিল ভাঙা বুকখানি, মুছিল নয়নবারি,
জল দিয়া নিজে রাখিল জিয়ায়ে তনয়ের তরুসারি।
ভাঙিলে দেওয়াল কাদা দিত আহা পালিত কুকুরগুলি,
ছেলের হাতের মাছধরা তগী যতনে রাখিত তুলি'।

সন্ধ্যায় একা বিবশা দুখিনী গৃহ-তুলসীর তলে,
পড়িয়া রহিত ভিজাইত মূল দুটি নয়নের জলে।
নিশিতে নিত্য জ্বালি' দীপখানি আপনি আপনা ভুলে,
দাঁড়াত যখন দূরের তরণী আসিয়া লাগিত কূলে।
কতদিন হল অভাগিনী হায় গেছে চলি' ধরা ছাড়ি',
বিশটি বরষ তপ্ত ভবনে ঢেলেছে শান্তিবারি।
মত্ত ঝটিকা বরষ বরষ গেছে সেই দিকে চলি'
নিশিতে কিন্তু দীপটি তাহার তেমনি উঠে যে জ্বলি'।
কোথা ছেলে তার আসিল না ফিরে—আছে কোন দূর দেশে,
অজয়ের বানে ভবনের শেষ চিহ্নও গেছে ভেসে।
তবুও জ্বলিছে, জ্বলিবে এখনো কত নিশি নাহি জানি
ভাবনা-জড়িত জননী-হিয়ার স্নেহের প্রদীপখানি।

স্বত্বাধিকার

আজিকে আমারে ডাক দেয় কে রে ? ডাক দেয় বারবার-
শঙ্খের রবে উদ্বেল হৃদি—বুক করে তোলপাড়।
যে অত্যাচার শেষ হয়ে গেছে আটশো বছর আগে,
সঞ্চিত সেই মর্মবেদনা শিরায় শিরায় জাগে।
বিদ্রোহী হয়ে উঠে সারা প্রাণ ঘৃণা লজ্জায় ক্ষোভে—
রক্তের ধাতু বদলিয়ে দেবে দস্যু উপদ্রবে ?
বুঝিতে পারিনে ইহার অধিক দস্যু কি আছে আর ?
আভিজাত্যের ভিত্তি হইবে ঘৃণ্য বলাৎকার !

রচে দিয়ে গেল অত্যাচারী যে চিরধিক্কৃত কারা—
তারে পৈত্রিক প্রাসাদ ভাবিবে বন্দী আত্মহারা ?
কাটিয়াছে বীর পূর্বপুরুষে যে আরতি তরবারি,
কোন শৌর্যের প্রতীক হইবে বিঘ্ন লাঞ্ছনারি ?
নিহত পিতৃ-অস্থিতে গড়ি' অক্ষক্রীড়ার পাশা,
নাচে যে দম্ভী—নিন্দিতে তারে খুঁজিয়া পাই না ভাষা
বংশ-সংজ্ঞা উপাধির লোপ সহিবে কেমনে কহ ?
অবিনশ্বর আত্মার নাশ সমান দুর্বিষহ।

৩

ব্রাহ্মণ আমি, বলে দেয় তাহা প্রাণ যে আমার কানে,
ইতিহাস দেয় সাক্ষ্য এবং কুলজি সে কথা জানে।
হিন্দু হিন্দু রূপান্তর কি ? যাহা ছিল তাই রবে,
গরুড় কেমনে রবীন পক্ষী মোরগ তিত্তির হবে ?
ডাকিছে আমারে গোত্রের পিতা দেবতা মুনি ও ঋষি।
কোন বংশের সন্তান আছি কাহার সঙ্গে মিশি ?
ডাকেন আমার ভবন-দেবতা কুলপুরোহিতগণ,
দেবতা সপ্তকোটী টানিছেন—পেতেছি আকর্ষণ।

প্রতি আলো, আজ আরতির আলো, প্রতি গন্ধই ধূপ,
প্রতি পাষাণেতে দেবতার চিনে ভুবন-ভরা সে রূপ।
প্রতাপ প্রভাব বিভব বিলাশ ভোলায় না মোর মন—
করিতেছি দাবী গায়ত্রী আর কোশাকুশী কুশাসন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম ডাকিছে, ডাকিছে পুণ্যশ্লোক—
ডাকিছে মন্ত্র—সব অপরাধ ভঞ্জন-করা শ্লোক।
ডাকিছে আমারে তুলসীমঞ্চ মঠ মন্দির সব—
পূজা-অর্চনা বাদ্যভাণ্ড নিতি নব উৎসব।

সুদূর অতীত ডাক দেয় মোরে নির্বাসনের শেষে—
ঘরে ফিরে যেতে নিজের ভিটায় আবার নিজের দেশে।
সাত সমুদ্র তের নদী ঢালে উদক আমার শিরে,
করি' আরোগ্য মুক্তিস্নান গৃহে যাব আমি ফিরে।
ক্ষতি ও লাভের ধারিনাকো ধার, নাই দাবী আর কোনো,
ফিরে পেতে চাই স্বত্বাধিকার—ঐতিহ্যই পুনঃ।
নাহিকো হিংসা নাহি বিদ্বেষ, সবাকার ক্ষমা মাগি—
হের বরেণ্য জীবন-সবিতা আমার উঠিছে জাগি'।*

* যখন বক্তিয়ারের সৈন্যদল গৌড়ে যায় তখন পথিমধ্যে বহু হিন্দুব সর্বনাশ সাধিত হয়। তাঁহারা জাতি ও সমাজচ্যুত হন, কিন্তু হিন্দুধর্মেব দাবী ত্যাগ কবেন না। শুনা যায় শুদ্ধি-অন্তে অনেকে হিন্দু হইয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দুগ্ধ-বিদ্যুৎ

মেঘনায় ডোবে বহুদিন আগে 'লোহিত' ইস্টিমার,
দুই-তিন জন আরোহী মাত্র পেয়েছেন উদ্ধার।
বাড়ী আমাদের গ্রাম,
'মৃত্যুঞ্জয়' নাম—
কেমনে বাঁচিল, শুনেছি কাহিনী নিজ মুখে আমি তার।

২

অকুল পাথার কেমনে পড়িনু পড়েনাকো ঠিক মনে,
ঝঞ্ঝা ছুটিছে প্রবল বেগেতে জলোচ্ছ্বাসের সনে।
হাঙর কুমীর সারি,
লাফায় আপল মারি'
মৃত্যু লইয়া মত্ত মেঘনা তাণ্ডব নর্ত্তনে।

৩

তবু প্রাণপণ সাঁতার কাটিয়া চলেছি কূলের পানে
কত ব্যাকুলতা! সে অকূলে কূল মিলিবে কেহ কি জানে?
কত মড়া লাগে গায়
শরীর যে শিহরায়—
উপরে বৃষ্টি, দৃষ্টি ঝলসি' জলদ চিকুর হানে।

ক্ষুধিত বৃহৎ হাঙর সমুখে আমি প্রায় জ্ঞানহারা।
প্রকাণ্ড এক কুমীর দেখিনু তাহাকে করিল তাড়া।
যেন আগুলিয়া মোরে,
কুম্ভীর জোরে ঘোরে,
দমকে দামিনী হেরি ঘেরি মোরে শুভ্র দুধের ধারা।

সেই সে ভয়াল মেঘনার বুকে ঘন দুর্যোগ রাতে—
দেখেছি শুভ্র দুগ্ধ ঘূর্ণী চলেছে আমার সাথে।
হাঙর কুমীর রেগে
আসি' ফিরে যায় বেগে,
মনে হয় যেন দুধ-তড়িতের তীক্ষ্ণ তীব্রাঘাতে।

৬

সন্ধানকারী নৌকা আসিয়া কখন লইল তুলি'।
কিছু মনে নাই, শুভ্র গণ্ডী কিন্তু যাইনি ভুলি'।
বাঁচি' কত দিন পরে
ফিরিলাম যবে ঘরে,
জননীর কাছে নিবেদিনু সব—লয়ে চরণের ধূলি।

শুনিয়া চমকি' জননী বলেন, চক্ষে তাঁহার জল—
সৎকাজ বাবা যত ছোটো হোক হয় নাকো নিষ্ফল
বালিকা বয়স যবে
গ্রামবাসী জানে সবে,
পিতার সঙ্গে খেয়াঘাটে আমি থাকিতাম অবিরল।

অজয়ের চরে বেড়াতে বেড়াতে দেখি একদিন গিয়া—
মুমূর্ষু এক কুমীর-শাবক ধুক ধুক করে হিয়া।
তাড়ায়ে কুকুরগুলা
মুছাইয়া বালিধূলা
বাঁচানু তাহাকে বাটি ভরে ভরে মুখে দুধ ঢেলে দিয়া।

উপহাস করি' কহিল আমার সঙ্গিনীগণ সবে—
ঘড়িয়াল খল কুমীর-শাবক বাঁচায়ে কী ফল হবে ?
বড় হয়ে যেথা যাবে—
মানুষ ধরিয়া খাবে,
দুধ দিয়ে এ তো সাপ পোষা, এর শাস্তি যে তোলা রবে

১০

সেই সে দুধের গণ্ডীরে বাছা দুধের গণ্ডী ওরে,
জীবন দিয়েছে রক্ষা করেছে আমার বংশধরে।
সেই কুম্ভীরই বুঝি
তোমাকে চিনেছে খুজি'—
ক্ষীণ পুণ্যও অসম্ভবকে দেখি সম্ভব করে।

পৌরাণিকী

কি সৌভাগ্য ! নিত্য করেছে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন—
শ্যামতনু আহা কিবা লাবণ্যময় !
না দেখেও দেখা বুকে আঁকা পরিচয়,
করেছিল মনে ভালোবেসে তাঁরে সর্ব সমর্পণ।

মহাভারতের সৈনিক

গেল হেথা হতে সৈনিক এক কুরুক্ষেত্র-রণে।
বাঙালী সে—তারে ডাক দিল বীর গণি'—
পাণ্ডবদের প্রথম অক্ষৌহিণী,
নমি' অভিজিৎ নক্ষত্রকে—গেল অনুচর সনে।

স্থান হল তার সব্যসাচীর শিবিরের অতি কাছে,
রণসাজে—প্রতি ভোরে শঙ্খের ডাকে
সামরিক অভিবাদন দিয়েছে তাকে,
তাঁর সম বীর কোনো যুগে আর কোনো দেশে নাকি আছে!

৩

কি সৌভাগ্য! নিত্য করেছে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন—
শ্যামতনু আহা কিবা লাবণ্যময়।
না দেখেও দেখা, বুকে আঁকা পরিচয়,
করেছিল মনে ভালোবেসে তাঁরে সর্ব সমর্পণ।

বীতরাগ নিজ প্রশংসা-গানে, বঙ্গের সেই বীর,
দুর্যোধনের উরুতে মেরেছে বাণ,
দুঃশাসনের করিয়াছে হতমান,
করেছে সমরে নিশিত সায়কে শকুনিকে অস্থির।

ভীষ্ম দ্রোণের পদবন্দনা করেছে তাহার শর,
অর্জুন বীরে কবে শ্রীকৃষ্ণ ভুলে—
ফুল ও তুলসী দিল আহা পাদমূলে,
স্মরিত তাঁহার নিষেধ-বাণী ও হাস্য সে মনোহর।

৬

প্রতি সন্ধ্যায় বাঙলার গান শুনাইত সেনাদলে,
আপনার মনে করিত সে গুন্ গুন্—
গিয়াছেন শুনি' হাসি' কৃষ্ণার্জুন,
বংশীধারীকে বাঁশী শুনায়েছে অশেষ পুণ্যফলে।

সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ তরে করিয়াছে সংগ্রাম।
খড়্গ হানিয়া জয়দ্রথের সাথে,
মূর্ছিত হয়ে পড়ে তার গদাঘাতে,
দয়াবতী কে যে সরালো তাহারে? জানে না তাহার নাম।

বাঙালীর ছেলে জীবন ত্যজেছে দ্বৈপায়নের তীরে।
ঘেরিয়া তাহারে ছিল সাথী সেনাদল,
পঞ্চভ্রাতার চক্ষে দেখেছে জল,
পার্থ সারথি মূরতি হেরিয়া নয়ন মুদেছে ধীরে।

চিনিত তাহাকে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব কৌরব।
লভেছিল রণে সুকৌশলী সে বীর
প্রশংসমান দৃষ্টি গাণ্ডীবীর,
অখ্যাত হোক তবু যুগ জাতি দেশের সে গৌরব।

১০

তার সংবাদ পাবে নাকো কেউ খুঁজি' শত পাঁজি পুঁথি,
উল্লেখ নাই বেদব্যাসের শ্লোকে,
সঞ্জয়ের সে পড়েনি দিব্য চোখে,
তবুও সত্য—পঞ্চকোটের এই যে জনশ্রুতি।

বৃহন্নলা

বৃহন্নলার হল একদিন শ্রীকৃষ্ণ সাথে দেখা
বিরাটের পুরে একা।
হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন, 'পার্থ ও কি বিচিত্র সাজ
পরিয়াছ—নাহি লাজ ?
অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যভঙ্গী রমণীর চপলতা,
কণ্ঠে মধুর কথা,
নিজেকে এমন ভাঙিয়া গড়িলে কেমন করিয়া প্রিয় ?
দৃশ্য দর্শনীয়।
শালপ্রাংশু—হে বিশালভুজ—অজেয় ধনুর্ধর
লভেছ রূপান্তর !
অগ্নিগর্ভ সে শমী কেমনে তরুলতা হল ভাবি,
রবি হল মৃগনাভি !
কেশরী কেশরে কে এমন বেণী বিনায়েছে বলিহারি,
দেখিয়া চিনিতে নারি।
মুক্তা ও মণি এভাবেই রয় গহ্বরের আধারেতে
পরিপূর্ণতা পেতে।'

শ্রীকৃষ্ণ পানে করি' কটাক্ষ কহেন সব্যসাচী—
'নাচি গাই ভাল আছি।

যা করাও করি, যা সাজাও সাজি, হে নিপুণ নটরাজ,
নাহি ঘৃণা, নাহি লাজ।
অক্ষয় তূণ, সে গাণ্ডীবের কথাই পড়ে না মনে,
রত গীত-গুঞ্জনে।
রাগ-রাগিণীর ঠাট দেখি আমি সাধি নৃত্যের তাল,
আনন্দে কাটে কাল।
সায়কের চেয়ে নৃত্য ও গীতে ভালো হয় অর্চনা,—
তব পদ-বন্দনা।
অস্ত্রবিদ্যা শেখানো তো করা ধরারে উত্তেজিত,
গীতে চরাচর প্রীত।
হেথা পৌরুষ পারুষ্য ত্যজি' আস্বাদ পায় তায়,
কি সুখ জিতাত্মার।
যে খেলা খেলাও তাহাতেই সখা করো মোরে যেন জয়ী,
অন্যাকাঙ্ক্ষী নহি।
যা দাও আমারে পরাজয় শুধু দিও না যোগেশ্বর—
মাগি এই এক বর।
সর্বকর্মে শ্রীবিজয়ভূতি ধ্রুবা নীতি আমি যাচি—
খেদ নাই মরি বাঁচি।
ভুলেছি রাজ্য অজ্ঞাতবাস, দিবানিশি মনে হয়
আমি সঙ্গীতময়।
সুদর্শনের কথা আজ নহে—সখা প্রসন্ন হও।
বংশীর কথা কও।'

ভগীরথের তপস্যা

অস্থি, রক্ত, মজ্জায় মোর এই আকাঙ্ক্ষা বহে,
মোর তপস্যা কেবল আমার জ্ঞাতির জন্য নহে।
শুধু স্বকুলের মুক্তি চাহি না—চাহি না মা উদ্ধার,
সকল যুগের সকল প্রাণীর খোল মা স্বর্গদ্বার।

আজিকার নহে, কালিকার নহে—নহে ক্ষণিকের দান,
অনন্তকাল যেন তব কৃপা হয়ে থাকে অম্লান।
বিতর শক্তি বিতর মুক্তি শ্রীহরিপাদোদ্ভবা,
এসো মা সুদুর্লভা।

স্বল্প শীর্ণ সংকীর্ণ যা, নহে বর্ধনশীল,—
নাহি অভিরুচি, তাহাতে তৃপ্তি নাহি মোর একতিল।
কর নির্মল, অপাপবিদ্ধ, কর মা মহত্তর,
মানব জাতিকে কর বলিষ্ঠ রূপান্তরিত কর।
তোমার পুণ্য পরশে জননি! জগতের নারী-নরে,
কর প্রোজ্জ্বল, সর্বংসহ, তোল উচ্চস্তরে।
দাও তাহাদিকে নব দেহ প্রাণ সবারিষ্ট জয়ী—
গঙ্গে পুণ্যময়ি!

বিষ্ণু-তেজের আবরণ দাও তুমি সবাকার গায়,
রোষবহ্নিতে যেন নাহি পোড়ে আর পতঙ্গপ্রায়।
সৃজি' কালাগ্নি জীবগণে করে মৃত ও উদ্বেজিত—
যে জ্ঞাননেত্র—হোক তা অন্ধ, হোক তা নির্বাপিত
কর অগ্নির অগ্নিমান্দ্য—জীবকে অগ্নিসহ,
হিংসাগ্নি না হইয়া অগ্নি হয়ে র'ক হুতবহ।
জ্যোতিবর্ত্মে ফিরাইয়া দাও তুমি দানবের মতি
রোধ কর অধোগতি।

আমার কামনা, আমার সাধনা করো না মা নিষ্ফল,
সব যুগ সব জাতি যেন লভে আমার তপের ফল।

মোদের দুঃখ সবার দুঃখ করে যেন নিবারণ,
আমাদের ক্ষতি, গোটা বসুধার হয়ে রয় মূলধন
সকল ভস্ম বিভূতি হউক, বিশুদ্ধ হোক লোক—
স্বর্গে মর্ত্যে করে দাও তুমি অমৃতের সংযোগ।
আরম্ভ হোক নূতন কল্প নূতন শতক্রতু—
নারায়ণ প্রসীদতু।

পরশুরাম

কাহাকেও দিলে, বজ্র বা বীণা কারেও দণ্ডপাশ,
আমাকে দিয়াছ পরশু ধরার ত্রাস।
আমি করিলাম ধরা নিঃক্ষত্রিয়,
স্থির জেনেছিনু হবে উহা তব প্রিয়,
দুষ্কৃতিদলে দণ্ড দেওয়াই ছিল মোর অভিলাষ।

যাহারা দুষ্ট, করে অনিষ্ট—ধনী হয়ে পরধনে—
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নিজেকেই প্রভু গণে।
স্ফীত যারা হয়ে মারণাস্ত্রেতে বলী,
শাসে ধরা—কূটনীতিতে সুকৌশলী,
নাশিয়া তাদিকে ভাবিনু মুক্ত করিব জগজ্জনে।

৩

ষড়যন্ত্রের যন্ত্র চূর্ণি' দুর্জনে করি' বধ
ভাবিনু করিব মানবে সুখী ও সৎ।
ধর্মরাজ্য সাধ্য না হোক গড়া,
বাসের যোগ্য করিব বসুন্ধরা,
পীড়িত ধরণী হবে আশ্রম শান্ত রসাস্পদ।

তাতেই পুণ্য যাহা করা যায় তব প্রীত্যর্থে—
কলুষের দাগ লাগেনাকো গাত্রে।
তোমার লাগিয়া মরি যদি পাপ নাই,
তোমার লাগিয়া মারি যদি পাপ নাই—
ইহাই করেছি ধ্যান ও মনন দিবসে ও রাত্রে।

নাশিয়া শাসিয়া আত্মপ্রসাদ কিন্তু এলো না মনে,
সংশয় শুধু জাগিছে সঙ্গোপনে।
যেই পথ দিয়ে চলে যায় তব রথ,
অপরাধীরাই গড়ে দেয় সেই পথ,
তাহাদেরও বুঝি প্রয়োজন আছে তাই ভাবি খনে খনে।

৬

পরশুকে শুধু বড় করিয়াছি—ভাবিনু উহাই সব।
উহাতে আসিল নূতন উপপ্লব।
পাপ যে আসিছে পুণ্যের রূপ ধরি',
শাস্তি আসিছে সকল শান্তি হরি'
হিংসার দ্বারা হিংসার রোধ হল না তো সম্ভব।

অত্যাচারী ও অবিবেকী সাথে করি' ঘোর সংগ্রাম
শান্ত ক্লান্ত মাগি আমি বিশ্রাম।
পাপীর ধ্বংসে হল না তো পাপ শেষ,
হল না দিব্য জীবনের উন্মেষ,
বিফল পরশু—ধরা কেঁদে ডাকে, 'এসো রাম প্রাণারাম।'

পোড়ায়ে পিটায়ে লৌহ-ধরণী করা তো গেল না সোনা
তবু বৃথা নয় মোর এই আরাধনা।
শুধু হ্রাস করি হিংস্রদের ভিড়,
নত করি যত অতি দর্পীর শির,
হে পরশমণি, তব পরশের বাড়ান্ন সম্ভাবনা।

ব্যথা ও বেদনা

যত বেদনার যত ইতিহাস পড়ি,
জন্মান্তর-জীবন কি মোর স্মরি ?
বুক নিঙারিয়া সেই পুরাতন
অশ্রুধারা যে বয় ।

ব্যথার ব্যাপ্তি

যুগ যুগ ধরি' এ পৃথিবী সাথে
ছিল মোর পরিচয়,
নতুবা হৃদয় সুদূর ব্যথায়
এত কি কাতর হয় ?
যত বেদনার যত ইতিহাস পড়ি,
জন্মান্তর-জীবন কি মোর স্মরি ?
বুক নিঙারিয়া সেই পুরাতন
অশ্রুধারা যে বয় ।

তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র কঠোর
আঘাত করে যে দান,
উপশম কিছু হয় নাই তার
হয় নাই অবসান ।
দেশের জাতির যুগের বাহির দুখ,
দেয় একই ব্যথা—নিপীড়িত করে বুক,
পৃথিবী কতই ক্ষয়ে গেল—দেখি
তাহার নাহি তো ক্ষয় ।

৩

তবে কি আমরা একই বুকের
যৌথ অংশীদার,
যে বুকেতে ডোবে ভাসে রবিশশী
বহে প্রেম-পারাবার ?
অল্প তো নয় এ ব্যথা নয় তো কাছে
ইহাতে যে দেখি ভূমার পরশ আছে
বহু ব্যবধান বিবিধ বিভেদ
তবে কি কিছুই নয় ?

৪

একই পাত্রে সুধা খাই মোরা
একই পাত্রে বিষ,
এক সাথে আছে হরি হর হয়ে
আমাদের জগদীশ।
জানায় অচেনা লাগি' এ যাতনা ভোগ,
পরস্পরের সুনিবিড় সংযোগ
আত্মার এই আত্মীয়তার
পীড়নই মানুষ সয়।

ব্যথার দাগ

রোপণ করেছে
পোষণ করেছে
করেছে যে বর্ধিত,
হে তরু তোমার
কোথায় তাহার
চিহ্নও দেখিনা তো!
আঘাত করেছে
যে তোমারে, বাপু
শাণিত ছুরিকা দিয়া—
দাগগুলি তার
বেশ তো রেখেছ
আজও দেখি জিয়াইয়া!

বেদনা

দেখিতেছি পড়ে পুরাতন দিনলিপি—
আনন্দ চেয়ে বেদনা দীর্ঘজীবী।
মিলায় না ব্যথা হারায় না ব্যথা
গতি তার বহুদূর—
তা'রা যেন রাগ রাগিনী, তাহারা সুর।
অঙ্গে কি দাগ রাখে হেমহার
আভরণ শত শত ?
শুকাতে চায় না কুশাঙ্কুরের ক্ষত।

শত রাজসূয় যজ্ঞের চিনা নাহি—
ক্রৌঞ্চের ব্যথা হয়েছে চিরস্থায়ী।
সুখের কাহিনী ত্বরা মুছে যায়
সহজেই হয় হারা,
উৎসব-গৃহে পুরাতন বসুধারা।
কোন জাদুকর আদ্র মাটিতে
ব্যথার পুতুল গড়ি'—
দীর্ঘশ্বাসে রাখে মর্ম্মর করি'।

৩

স্বর্গপ্রাপ্তি দুখের সহজ নয়—
তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।
গাত্রে তাহার নিত্য আঘাত
চক্ষে তাহার জল,
ভুগিতে যে হয় তাহার কর্ম্মফল।
সুখ লভে অতি সহজে স্বর্গ
মোক্ষ ও নির্বাণ,
ধূলার ধরাই সব বেদনার স্থান।

দেবতারা বুঝি ব্যথিতেরে ভালোবাসে
সদয় হৃদয় তাই এ ধরায় আসে।
স্বর্গে তাহারা বেদনা পায় না
কাঁদিতে পায় না বলে'
হেথা বারবার এসে কেঁদে যায় চলে।
বৈজয়ন্ত চঞ্চল যবে
বাজে বেদনার বেণু—
ক্ষরে সুধাধারা—ঝরে পারিজাত-রেণু।

অবজ্ঞা

নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে,
বনের ফুলকে এমন করিয়া আঁধারে ফুটাবে কে?
খর দৃষ্টির আলোক রুদ্ধ করি'
তব আলেখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি'
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধুর্যে।

প্রতিভাকে রাখে কণ্টকে ঢাকি' তোমার আবেষ্টনী
খ্যাতি প্রতিষ্ঠা দূরে সরে যায় তুচ্ছ তাহারে গণি'।
জানে ধ্যানী জ্ঞানী সাধু শিল্পীর দল,
সব সাধনায় তুমি সেরা সম্বল,
আশীবিষ হয়ে আগুলিয়া রাখো উজ্জল মাণিক্যে।

৩

আন কবীরের কুটীরের দ্বারে কামিনী ও কাঞ্চন,
কুঞ্চিত-নাসা এসে ফিরে যায় সাবধানী লোকজন।

গজমুক্তারে রাখ কঙ্করে ঢাকি'
দিতে পাখীদের লুব্ধ আঁখিরে ফাঁকি,
'যক' দিয়ে রাখ বর্ধনশীল তুমি ঐশ্বর্যে।

অবজ্ঞাত

হাঁটার পথে অনেক কাঁটা, আঘাতও পায় শত শত—
অগাধ তাহার সহিষ্ণুতা—অনটন তার অবিরত।
ব্যাকুল ডাকে কী যে মধু
যে জানে আর পায় সে শুধু
আমার চোখে তাহার জীবন রামপ্রসাদের গানের মতো

ভোগই তাহার ত্যাগ যে খাঁটি—গানই তাহার উপাসনা,
কাছে থাকি সদাই তাহার, কাছে থাকি হয় কামনা।
গোমুখীর এই উৎসমুখে
কী প্রশান্তি আসে বুকে
চন্দ্রমৌলি প্রদক্ষিণে পুণ্য লোভে আনাগোনা।

৩

অবজ্ঞা ও অবহেলার তুষার বেড়া ভালোই থাকে,
ক্কচিৎ কেহ দেখে তাহার আড়ম্বরহীন তপস্যাকে।
পাথর সম আছে পড়ি,'
শিব বুঝি হয় এই পাথরই—
আগে থেকে পরশ করি—প্রণাম করে রাখি তাকে।

ভোগের তৃপ্তি ক্ষণিক—তাহাতে কখনো ভরে না বুক,
ভোগ না করিয়া ভোগের তৃপ্তি রয়ে যায় যুগ যুগ।
অন্ন তো বহু খেয়েছি জীবন ধরি'
কত আয়োজন কত পরিপাটী করি,
কিন্তু কদিন স্মরি তার কথা? স্মরিয়া কি পাই সুখ?

একটি দিবস মুখের অন্ন দিয়াছিনু ভুখারীকে,
তার আনন্দ তাহার তৃপ্তি এখনো রয়েছে টিকে
আজও কত দিন এ জীবনসন্ধ্যায়,
জাগে সেই স্মৃতি স্ফুট শেফালির প্রায়,
অন্নকে দেয় কি এক মহিমা প্রিয় করে অবনীকে

৩

র্তে দিনু উষ্ণ বস্ত্র নহে তা মোটেই দামী—
তার উষ্ণতা দারুণ পোষে এখনো যে পাই আমি।
করিনু যা ভোগ তাহা তো নষ্ট হল,
তুচ্ছের স্তূপে তুচ্ছই মিশাইল।
দিলাম যেটুকু তাই মধুময় রহিয়াছে দিবাযামি।

কী ক্ষুদ্র ত্যাগে কত আনন্দ—যাঁহারা সর্বত্যাগী—
কী ভূমানন্দ, কত সন্তোষ কী সুখের তাঁরা ভাগী?
পৃথিবীকে যারা পেয়ে করিল না ভোগ
তাহাদেরি লাগি' চির অমৃতলোক,
তাঁরাই ভক্ত, ভগবান নিজে তাঁহাদের অনুরাগী।

ত্যাগ করি' কেহ হয় না বিরত অফুরন্ত সে ধন,
পরশমানিক পরশ করে না গোস্বামী সনাতন।
রঘুনাথ দাস করি' ভোগ পরিহার,
নীলমণি-ধনে ভরিলেন ভাণ্ডার,
অস্থায়ী আর ক্ষণিক যা ছিল হল তা চিরন্তন।

৬

সুধা ত্যজি' শিব গরল খেলেন, সে তো সুভোগ্য নয়,
তবু সুন্দর দেবাদিদেবের সব অমৃতময়।
হয়নি দেবতা কই সুধা-পান হেতু,
গ্রহ হইয়াই রহিলেন রাহু কেতু—
জীবন ত্যজিয়া দধীচি পেলেন জীবন জ্যোতির্ময়।

অনিমন্ত্রিত

স্থান নাহি আর অঙ্গনেতে স্থান যে নাই,
ভরলো বাড়ী অনাহুতের দল রে, ভাই!
নিমন্ত্রণের পত্র তারা চায়নাকো—
সৌখ্য এতই তাড়িয়ে দিলে যায়নাকো।
নয়কো এরা খোপের কপোত পোষমানা,
সোহাগ করে ডাকলে কাছে আসবে না।
এ সব তরু রূপলে পরে হয়নাকো,
এ সব ছবি তুলির ভরও সয়নাকো।
শ্রাবণ নভে মেঘের মতো আসলো রে,
বুনো হাঁসের বহর জলে ভাসলো রে।

একেবারে এলো হাজার বনটিয়ে
দুর্বাসার যে দশটি হাজার শিষ্য হে।
শাকান্নের যে কথাই শুধু ভাবছি গো,
ডাকছি 'লজ্জা নিবারণে'ই ডাকছি গো।

ঠকালো যাহারা

ঠকালো যাহারা করিল পীড়িত চঞ্চল যারা মন,
ব্যথা কমে ভাবি তাদিকে আপন জন।
নেহাৎ অসৎ নহে কো— না হোক সৎ,
আমাকে ঠকানো ভাবিয়াছে নিরাপদ
এড়াতে হয় তো বহু লাঞ্ছনা—দারুণ বিড়ম্বন।

যাতনা দিয়ে কি রোধ করা যায় যাতনার বাড়া কমা?
বুক যে জুড়ায় করা যায় যদি ক্ষমা।
এখন দেখেছি ঠকাও যায়নি বাজে,
ভবিষ্যতের আনন্দ হয়ে রাজে,—
যাহা খোয়ায়েছি তার বহুগুণ অজ্ঞাতে হল জমা।

ঠকায়ে ঠকেছে—বড়ই লজ্জা হয়তো পেয়েছে মনে—
মরম-বেদনা সহেছে সঙ্গোপনে।
বেসেছিল মোরে ভালো—তা যাবে কি বৃথা?
এ অপব্যয় করায় আত্মীয়তা—
এ সকল দাগ মিলাইয়া যায় মমতার পরশনে।

৪

বেশী আপনায় ভাবিলে তাদিকে মোটেই রহে না ব্যথা,
ঠকার কাহিনী হয়ে ওঠে রূপকথা।
মনের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত—
পোষা ময়নার লাগে ঠোকরের মতো,
দংশনের সে রূঢ়তা রহে না আনে যেন কোমলতা।

গাল পুড়ে যায় কতদিন দেখি বেশী চুন হলে পানে,
দাঁত জিভ কাটে সকলেই উহা জানে।
ফল ছাড়ানোর ছুরিতে এ হাত কাটা,
পথ চলিবার বসনে এ চোরকাঁটা,
ছেঁড়া তার এরা নূতন মোচড় দেয় সেতারের কানে।

পথে

'প্রহরী রয়েছে দ্বারে, সুন্দর বাড়ীখানি—
ওই যে জাগিছে পাশে—মনে হয় চিনি জানি।
কত গ্রাম পার হয়ে আমরা তো আসি যাই,
তার মাঝে এই গ্রাম কেন ভালো লাগে ভাই?'
বুড়া ভৃত্যের সাথে কথা কহে ধীরে ধীরে
চলেছে একটি শিশু ছাতাটিও নাই শিরে।
বুড়া বলেনাকো কথা সে যে ভালো করে জানে,
কার ছিল ওই বাড়ী কারা ছিল ওইখানে।
এই পথ ঘিরে সেই উৎসব রোশনাই
শিশু যেতে পারে ভুলে, ভুখন তো ভোলে নাই।
দারুণ নিয়তি ফেরে পর হয়ে গেছে বাড়ী,
কমলা-বিমুখ, আজ বিকায়েছে জমিদারি।

তবু 'শালোণ্ডা' গ্রাম রায়েদের নামে গাঁথা,
তাঁদের তনয়ে হেরি' কে না পাবে বল ব্যথা?

প্রণমিছে দুই পাশে গ্রামবাসী হেরি' তায়,
বুঝিতে না পারি' শিশু ভুখনের পানে চায়।
কপালেতে দেয় হাত কাতর ভুখন আজ,
শত দুখ-আলাপন হয়ে যায় তারি মাঝ।
জানিনে বুঝিল কিনা শিশু এ সবার মানে—
কই, একটিও কথা পশেনি তো তার কানে?

গ্রাম পার হয়ে শুধু বালক বলিল, 'ভাই
চোখেতে পড়েছে কুটা দেখ, জল আসে তাই।'
বুড়া বলে, 'ওরে শিশু, কে তোরে শিখালো ছল—
আয় দাদা, আয় কোলে, কাঁদিলি কেন রে বল্?'
'কই, কাঁদি নাই আমি' শিশু বলে বারবার,—
বুড়া নিজ আঁখিজল থামাইতে নারে আর।

গৃহদাহ

পুড়ে গেছে গৃহখানি গৃহে আর ঢোকেনি,
ছেলে লয়ে কোথা রবে রজনীতে দুখিনী।
পুড়ে গেছে কাঁথাগুলি, কিসে শীত কাটাবে?
আদরের গাভীটিকে কার ঘরে পাঠাবে?

পড়িয়াছি দহনের কত কথা অতীত,
ভস্মত হল কত নগরী যে প্রোথিত।
কত যে কনকপুরী পুড়িয়াছে অনলে,
আজও বুক কেঁপে উঠে সে কাহিনী শুনালে।

৩

এতো শুধু পোড়ে নাই ভাঙা ঘরখানি গো,
রাজ্য পুড়েছে গোটা—গোটা রাজধানী গো।
পুড়িয়াছে হাতী ঘোড়া—বণিকের খেলনা
রাজপুরে এর বেশি কী থাকিবে বল না ?

৪

পুড়েছে 'প্রথম ভাগ' কাঁদে ছেলে আছাড়ি'
দপ্তর পুড়ে গেছে কত সয় বাছারি।
কে নিঠুর পোড়াইল—দিল হেন দাগারে—
এ আলেকজান্দ্রিয়া পুস্তক-আগারে।

সাজানো ঘর

সযতনে বধূ সাজায় তাহার ঘর
ছোট ঘরখানি সাজায় মনের মতো,
সব সুন্দর, সব করে ঝরঝর,
দেখবার মতো জিনিস সেখানে কত।

খেলার পুতুল, আয়না, আলনা, ঘড়ি,
চায়ের পেয়ালা, গন্ধ নানান জাতি,
ক্রীম, পাউডার, মাজন, সূতা ও দড়ি,
পশমের ছবি, তুলার শুভ্র হাতী।

৩

কত পাড়, নানা রঙের রঙিন শাড়ী—
বাক্সে বাক্সে সাজানো গহনা সব।
কার্পেট কত নকশার বলিহারি—
ঘরেতে চলেছে নিত্য মহোৎসব।

বধূর পড়িল মরণের পারে ডাক—
আলোঘর হতে কেটে গেল বিদ্যুৎ,
মৌমাছি-হারা পড়ে আছে মৌচাক,
ফুলধনু-ছিলা কেটে দিল শিবদূত।

বাসর আজিকে হইয়াছে জাদুঘর,—
সূর্যমণি যে ঝরেছে দুপুরবেলা,
বিস্মৃতি সম জমিছে ধূলার স্তর—
সাজালো যে ঘর—যে ঘরে হলনা খেলা!

পাঠবন্ধ

আজিকে হঠাৎ পেয়েছে খবর
কাকার নিকট থেকে,
পড়াতে তাহারে পারিবে না আর
টাকা দিয়ে দূরে রেখে।
অধোমুখে তাই বসে আছে সতু
আঁখি ভেসে যায় জলে,
ম্লান হয়ে গেছে চাঁদমুখখানা
কারেও কিছু না বলে।
সজীব হইয়া প্রতি বইখানি
প্রণয়ী সখার মতো,
সমুখে তাহার বসিয়া রয়েছে
কহিতেছে কথা কত।

বই-খাতা দেখি সে কি কাতরতা
জাগিছে তাহার মনে,
বাবা নাই তার কাকা বুঝি তারে
পাঠালে নির্বাসনে।
এত দুর হাঁটি সিংহ-দুয়ারে—
এসে ফিরে যেতে হায়,
পরাণ তাহার ব্যাকুলি' উঠেছে—
প্রতি পদ বাধা পায়।
ওমা বীণাপাণি, অভাব-পীড়নে
যে জন তোমারে ছাড়ে,
বেদনা তাহার বেজে কি উঠে না
তোমার বীণার তারে?
তুমি তারে যেন কোলে তুলে নিয়ো
ভুলোনাকো কোনো মতে—
মানসযাত্রী যে মরাল তব
পড়িয়া রহিল পথে।

কথার ব্যথা

মা-মরা মেয়েটি আসিত মোদের বাড়ী,
সাত বছরের—তবু চটপটে ভারি।
মাথাটি করিয়া নীচু,
খাবার চাহিত কিছু,
পেলেই তখনি দাঁড়াত না আর—চলে যেত তাড়াতাড়ি।

প্রতি প্রাতে আসি' রুধিয়া দাঁড়াত দ্বার,
নড়ে না, সরে না, সাধিলেও বারবার।
বলিলাম, 'ওরে হাবি!
কেন তোর এত দাবী?
নিত্য আসিস, কাল থেকে যেন দেখিনাকো হেথা আর

৩

মলিন মুখে সে বলিল আমারে দেখে—
'আজ যেতে দাও—আসিব না কাল থেকে।'
দুটি তার ছোট কথা
জাগাল কি ব্যাকুলতা,
দিন-রাত ধরে তোলপাড় করে মন যেন তার লেগে।

৪

পরদিন খুকী আসে নাই আর প্রাতে,
পাখিগুলা যেন সরে গেছে তার সাথে।
সমীরণ থেকে থেকে,
বলিছে আমারে ডেকে,
'ভিক্ষা তো নয়—পূজা নিতে আসে, রাগ কেন কর তাতে?'

৫

ওই কথা বলি' নদী ছুটে চলে যায়,
পদ্মের সুখ ভরা যে ওই কথায়।
ছোট্ট একটি মেয়ে
ছিল কি জগৎ ছেয়ে?
ভিখারিণী তবু—সকল জিনিস বাঁধা তার মমতায়।

৬

স্বস্তি পাইনে—ডাকিয়া আনিনু তারে,
তেমন হাসিয়া দাঁড়াল আসিয়া দ্বারে।
বলিলাম, 'এত দিন
জমে গেছে বহু ঋণ
বুঝছিস হাবি', মোর চোখে জল—সে হাসি থামাতে নারে

শাক্ত কিংবা ভক্ত আমি তো নহি,
তবুও নিজের মনের কথাই কহি।
কন্যা হোক সে যারই
মূর্তি মা গিরিজারই
সকল মেয়েই উমা কি গৌরী, সবাই ব্রহ্মময়ী।

স্থানাভাব

কুক্ষণে বিধি লিখে'ছিল মোর ভালে—
স্থানাভাব মোর ঘুচিল না কোনো কালে।
ধান রাখিবার ঠাঁই কোথা পাই ?
ধনীর বাড়ীতে বেঁধেছি 'মড়াই'
টাকাগুলা সব রেখে দেছি টাকশালে।

জহরৎ সব রাখি জহুরীর কাছে—
জানিনাকো আমি কার মনে কী যে আছে
মোটর কখানা সাহেবী দোকানে—
রেখে দিই—ভালো থাকিবে ওখানে,
জাহাজটা রাখি খিদিরপুরের খালে।

৩

দুইখানা রেখে বেবাক কাপড়গুলি—
'মিলের' গুদামে—দোকানেতে দিই তুলি'।
ময়দা ও ঘৃত পাছে খায় পরে—
জমা রেখে দিই মাড়োয়ারী ঘরে,
মোর হাতী ঘোড়া চরে রাজাদের পালে।

৪

স্থল এক ভাগ, তিন ভাগ যেথা জল,
স্থানাভাব সেথা কেন হবে নাকো বল ?
দীনবন্ধুই যদি আসে ভাই,
হবে জোর তাঁর পা রাখার ঠাঁই
ওই কথাটাই ভাবি হাত দিয়া গালে।

অলসের অভিযোগ

জলকে কেবল জল করিয়াছ—
করিলে না কেন শরবত ?
শিলার বদলে ক্ষীর দিয়ে কেন
গড়িলে না তুমি পর্বত ?
আখ থেকে কেন একেবারে প্রভু
তৈরী হল না মিছরি ?
রস থেকে হায় জ্বাল দিয়ে দিয়ে
মিছরি করা যে বিশ্রী !
ধানের বদলে কেন করিলে না—
দয়াল চালের ক্ষেত্র ?
চানার গাছেতে চানাচুর হলে,
জুড়াইয়া যেত নেত্র।

ভাজা মাছ যদি পুকুরে মিলিত
হাওয়ায় মিলিত কুল্পী,
মনকে আমার বলিতাম ডাকি
কেমনে দয়ালে ভুলবি ?

বিনা চেষ্টায় মিলিত অন্ন
আপনি ফসল ফলতো,
কৃতজ্ঞতায় নয়নের জল
সবারি তখন গলতো।
ইচ্ছায় হয় সকল তোমার
করিতে হয় না কষ্ট,
আমাদিকে কেন খাটায়ে খাটায়ে
করাও সময় নষ্ট?
জগতের পিতা বসিয়া বসিয়া
খাওয়ানো তোমার ধর্ম,
বুঝিতে পারিনে শ্রমের মূল্য,
ঘর্মের কোনো মর্ম।
অসন বসন না যোগায় যদি
রাজ রাজ তব সরকার,
হেন দুর্লভ মানব-জনম—
দিবার কি ছিল দরকার?
কাপাস ফাটিয়া একেবারে কেন
বস্ত্র হল না তৈরি?
বৃষ্টির সাথে মিষ্টি মিশাতে
দিলে নাকো কোন্ বৈরী?
বিপদবারণ শঙ্কাহরণ
তব নাম জয়যুক্ত,
ধরার ধূলিকে সোনা করিলেই
সকল লেঠা তো চুকতো!

জরা

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরা ও বিপুল সম্ভাবনায় ভরা।

তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।
শক্তি তখনো ধরে—
স্মৃতির কোমল স্বর্গে সে পুনঃ
নব মৌচাক গড়ে।

জরাই করায় সর্বারম্ভ ত্যাগী,
মানুষকে করে চকোরের সুখভাগী।
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্মে ও ফলে দুয়ে নাই অধিকার।
পাষাণ হইয়া এ থাকায় আছে সুখ—
রামচন্দ্রের পেতে পারে পদযুগ
দেবীকে রাখে না দূরে—
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে।

৩

কবে তনু হতে অর্ধমুক্ত মন
অনাস্বাদিত রসের আস্বাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি'
নিশীথ-রাতের সূর্যোদয়ের লাগি'।
এই জীবনের জরা অজ্ঞাতবাস
অভিষেকের সে এনে দেয় আশ্বাস।
শোচ্য নয় সে নয়—
বিশীর্ণ রেবা প্রত্যাসন্ন
মুক্তির কথা কয়।

৪

গুটি ফেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রস্তুতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
সুধার তৃষ্ণা করে তারে চঞ্চল।
সদাগর তার কমায় পণ্যভার
তুফানের পথে পাড়ি তার নৌকার
ভাবে সে ক্ষণেক্ষণ—
ভরা গঙ্গার তরঙ্গে সব
রূপের নিরঞ্জন।

রোগ

কাম্য বটে স্বাস্থ্য এবং আয়ু ও আরোগ্য
কিন্তু মাঝে মাঝে তবু ভালোই আসা রোগ গো
জানায় ধরা পান্থশালা
আছে ফিরে যাবার পালা,
ব্যাকুল প্রাণে ভগবানে ডাকার করে যোগ্য।

দেয় ভাঙিয়া অভাঙা তেজ অহঙ্কার ও গর্ব—
অতি বড় দর্পী—সেও সহসা হয় খর্ব।
এক দিনেতেই করে সে দীন,
অসহায় আর শক্তি বিহীন,
সোনার ইন্দ্রপ্রস্থে আনে—হঠাৎ বনপর্ব।

৩

সেই তো জানায় মহাসিন্ধুর অপর পারের বার্তা,
জানিয়ে দেয় এ দেহটার নওকো তুমি কর্তা।
পাট্টা তোমায় দিল যে রে
কেড়ে নেবে গাঁট্টা মেরে,
চরম পরম সুহৃদ তো সেই শরণ এবং ভর্তা।

নূতন করে জানিয়ে দেয় স্নেহ প্রেমের মূল্য—
গরিব যে সব আপন জনের আত্মীয়তা ভুললো।
কয় দীনতার কী মহিমা
গৌরবের শেষ কোথায় সীমা?
শক্তিমান এক শ্রীভগবান—কে আছে তাঁর তুল্য?

অবিবেকী বিবেক লভে—প্রচণ্ড হয় শান্ত—
চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখায় কী করেছে ভ্রান্ত।
নভস্পর্শী অভিমানে—
সেই তো ধরার ধূলায় টানে,
বহু পাপের পন্থা হ'তে পাছে করে ক্ষান্ত।

৬

শত্রু এবং মিত্র সকল অবাক তাহার কাণ্ড—
দয়াল সে দেয় বর ও অভয়—ভয়াল সে দেয় দণ্ড।
পুণ্য এবং পাপও স্মরায়
তপ ও প্রায়শ্চিত্ত করায়,
এক হাতে তার গরল এবং অন্যে সুধাভাণ্ড।

সমাধির শঙ্কা

কাল কালো তুলি বুলাইছে অবিরাম
মুছিয়া যেতেছে বড় বড় সব নাম।
ঝুটা মুকুতারা গলিয়া হতেছে দ্রব,
ম্লান বিশুষ্ক বিমলিন নিষ্প্রভ।
দাঁড়কাকদের খসিছে ময়ূর পাখা,
কঠিন হয়েছে স্বরূপ তাদের ঢাকা।
ভেবেছিল নিজে জ্যোতিষ্ক সব যারা,
হাউইএর খোল ঝরিছে দীপ্তিহারা—
দগ্ধ পাপের ভুষা—
বাহির হতেছে ভগ্ন হইয়া
দামী মণিমঞ্জুষা।

ভীম ঝঞ্ঝার মতন যাহারা উঠি',
নির্মম দিল লক্ষ জীবন টুটি'।
যাহারা দৃপ্ত পশুবলে বলীয়ান,
হরিল দেশের ধন জন মন প্রাণ।
ধ্বংস করেছে, দগ্ধ করেছে নিতি,
বিশিষ্ট ও মহতী সংস্কৃতি,
করেছে জাতিকে অপমান-জর্জর,
শান্তি কি পাবে তাহাদের পঞ্জর ?
কিসে রবে নিরাপদ—
অতীত পাপের বিচার যখন
করিবে ভবিষ্যৎ ?

দুষ্কৃতিদের জীর্ণ অস্থি অতি,
লাঞ্ছনা হতে পাবে কি অব্যাহতি ?

প্রোথিত তাদের পাপদেহ আমি ভাবি
পঞ্চভূতেরা হয় তো করিবে দাবী।
বিষাক্ত যারা করেছে ধরিত্রী,
নৃশংসতাই যাহাদের কীর্তি,
ন্যায় সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি'
নিরপরাধেরে দিয়েছে দিয়েছে ফাঁসি।
হউক যতই স্ফীত—
বর্বরতার শিকার হইবে
বর্বর গর্বিত।

প্রবল-প্রতাপ 'ফেরোয়া'-গণের 'মমি'
আছে জাদুঘরে এক কোণে আজ জমি'
সমাধি হইতে তোলা নরকঙ্কাল
ফাঁসির মঞ্চে হইতেছে নাজেহাল।
কত সমাধির মর্যাদা অপহৃত,
কত লুণ্ঠিত বিকৃত বিক্রীত।
দম্ভীদলের সমাধি এখন ভাবে
ওই সমারোহ রক্ষা কেমনে পাবে?
মৃত জার হয়ে ধূলি—
সাইবিরিয়ার দীন কুটীরের
রোধিতেছে ঘুলঘুলি।

এমন সমাধি রয়েছে আছে ও রবে।
যেথা নতজানু নতশির হয় সবে।
বিলাইয়া গেছে যাহারা অমৃত—
যুগ জাতি দেশ করেছে সমৃদ্ধ।

জগতে তাদের যশ অবিনশ্বর
বৃহৎ হইতে হতেছে বৃহত্তর।
প্রেমে মৈত্রীতে তাহারা দিগ্বিজয়ী—
অক্ষয় হল তাহাদের দেহ ক্ষয়ী।
প্রণমে দণ্ডবৎ—
সে সব সমাধি গোটা ধরণীর
অমূল্য সম্পদ।

৬

শুধু অনাগত জনগণ শ্রদ্ধায়
সমাধি তাদের নিরপত্তা যে চায়।
অতি-অপমান ভুলিতে পারে না জাতি-
রাখিবে সে প্রথা রক্তধারায় গাঁথি',
না গণি' প্রতিভা কীর্তি এবং বয়ঃ
দর্পী দিতেছে দণ্ড দুর্বিষহ,
বৈজ্ঞানিক যে সভ্যতা এলো দেশে
বর্বরতাই এসেছে সূক্ষ্ম বেশে।
মৃতও পাবে না ক্ষমা—
ফুটিবে তাদের সমাধি উপরে
ভায়লেট নয় বোমা।

অন্যায়

মৃগের নাভিতে কেন বিধি তুমি দিতে গেলে এত গন্ধ?
মুক্তা বা কেন দিলে শুক্তিকে?
বুঝি না তো দিল হেন যুক্তি কে?
দিলে পুষ্পকে বর্ণ ও রূপ তদুপরি মকরন্দ।

ব্যাঘ্র কেন বা প্রচণ্ড হবে ? পশুরাজ হবে সিংহ ?
এতই পশম কেন পাবে মেষ ?
মাছরাঙা এত রঙ্গিন বেশ ?
হুঙ্কার নাহি করিয়া করিবে ঝঙ্কার কেন ভৃঙ্গ ?

৩

কমায়ে বটের বিশালতা, কর এড়ণ্ডদলে পুষ্ট।
অবাধ অসম তব কারবার
চলিতে পারে না বেশীদিন আর,
শোষণ পোষণ তোষণ নীতিতে কেহ নহে সন্তুষ্ট।

৪

গুণীগণে পাবে কেন চিরদিন পূজা ও অর্ঘ্য-পাদ্য ?
গাধাকে কী হেতু করে নাকো দান—
উচ্চৈঃশ্রবা সম সম্মান ?
রাজ সমারোহে কেন হবে নাকো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ !

সব সাধনাই সিদ্ধি যে চায়, ফলাতে হইবে সিদ্ধি।
আলোকের কেন এত প্রাচুর্য ?
রবিবারে ছুটি পায় না সূর্য !
কেন ধান পাট সঙ্গে হবে না গঞ্জিকা চাষ বৃদ্ধি ?

এক টুকরা কাগজ

আমার মনে পড়ে—
ভবন ভরা ব্যাকুলতা টুকরো কাগজ তরে।
করা হল তাহার জন্য
বাক্স পেট্‌রা তন্ন তন্ন,
কতই বেলা হল—ঘরে অন্ন নাহি চড়ে।

ব্যাপার সহজ নয়—
নইলে মায়ের মুখ কি আমার এত মলিন হয়
যদিও নাই চক্ষে বারি—
অশ্রুতে তা বেজায় ভারী,
ভরা শ্রাবণ মেঘের মত কখন যেন ঝরে।

৩

সবার মুখই ম্লান—
টুকরা কাগজ হয়ে কি তাই এতই মূল্যবান।
অকারণে সজল আঁখি,
মায়ের পানে তাকিয়ে থাকি,
কিসের লাগি' বুকের ব্যথা সরালে না সরে।

যেন মা মোর আজ—
চিন্তা দেবী—পালিয়ে গেছে পোড়া সে শোল মাছ
শ্রীমন্তের কি কনক টোপর—
খুঁজতে মায়ের হল দুপর,
সাগর সেঁচে যায় না পাওয়া কই সে 'মধুকরে'!

জানতে বড় সাধ—
টুকরা কাগজ সে কি কোনো বাদশাহী তায়দাদ ?
মায়ের আমার সেই মূরতি
আজও জাগে চক্ষে নিতি,
টুকরা কাগজ দাগ রেখেছে বুকের এ প্রস্তরে।

৬

তাহার পরে ভাই—
পেলেন কিনা টুকরা কাগজ খবর রাখি নাই।
জানতে আমি পারিনি তা
লেখা তাতে কি মন্ত্র—যা
রামপ্রসাদের গানের মত মাকে ব্যাকুল করে।

প্রতীক

স্বর্গে গেলেও ভাণ্ডিতে হইবে ধান,
যে বলে তোমাকে—উহাতে দিও না কান।
দীন জনগণ-দরদী যে তুমি
কর বটে দুখভোগ,
আছে নারদের বীণার সঙ্গে
তোমার বুকের যোগ।

পেচক

পেচক বলিছে শান্তি আমার কই গো ?
জাতির ব্যথার যত ভার আমি বই গো।
এই যে পৃথিবী শুধু পাপে ভরা,
হিংসা এবং ক্ষুধা দিয়ে গড়া,
দুঃসহ—তাই, চক্ষু মুদিয়া রই গো।

২

'কাঠ ঠোকরা'র আহা কি কঠোর দুঃখ !
কাঠ কেটে খায়, দেখে ফেটে যায় বুক গো
অত শ্রম আহা ও দেহে কি সয় ?
ও কি বিধিলিপি ? ঘুচিবার নয় ?
কত ভালো কাজ রহিয়াছে লঘু সূক্ষ্ম।

৩

কী কাজ লইয়া রহিয়াছে কাদাখোঁচা ?
নেহাৎ নোংরা—বিহগের মাঝে ওঁচা।
অনুন্নতকে করা উন্নততর
জীবনের সেবাব্রত বলে সবে ধরো,
বড় সুকঠিন তাদের বেদনা বোঝা।

কাক চাই—চাই কারবারে হরতাল,
বাড়াইতে আর সরাইতে জঞ্জাল।
নব কথামালা রচিতে যে ভাই
ময়ুর এবং দাঁড়কাক চাই
ইতিহাস—কার গৃধ্রই চিরকাল।

চড়াইকে চিল করাই আমার চেষ্টা
নতুবা শক্তিশালী কিসে হয় দেশটা ?
যারা শিস দিয়ে গান গেয়ে ফেরে
তারা হতভাগা—খেতে দেবে কে রে ?
নিজেরা মজিবে—জাতিকে মজাবে শেষটা।

৬

দেশ ও জাতির চিন্তায় রাত জাগি—
সারা দিনমান ভাবি তাহাদেরি লাগি'।
এত তপস্যা বিফলে যাবার নয়।
আনিব সাম্য, করিব সমন্বয়,
সবে হবে মোর তপঃফলের ভাগী।

পিপীলিকার দেশ

পিপীলিকা-দেশে আমি গিয়েছিনু একবার,
চেনা চেয়ে চিনি হলে—মজা হত দেখবার।
ছোট ছোট পিপীলিকা উঠে যাহা পা বেয়ে,
জেনো এরা নিজেদিকে দিগ্‌গজ ভাবে হে।
বড় বড় বোল বলে সে কি অনাসৃষ্টি,
কথা চেয়ে উহাদের কামড়ও যে মিষ্টি !
তোমরা তো উহাদের দম্ভ কি বোঝ না—
না পড়েই পণ্ডিত করে সমালোচনা।
খাটো নয় দর্শনে পটু বেশি কাব্যে,
নভেলেও নভেলিটি যতটুকু ভাববে।
জগতের ভাবধারা উহাদেরি দখলে—
বল্মীকে যাকে ভাবে বাল্মীকি সকলে।

ত্রেতা যুগ হতে করে ছন্দের চর্চা—
বাহিরিল ত্রিষ্টুপ দিয়ে ওই দরজা।
বলে মোরা দেখিয়াছি ঘুরে সারা দেশ হে—
প্রতিভার আদি হেথা এইখানে শেষ হে।

ঢেঁকি

হে ঢেঁকি, তুমি কি ভানিবেই শুধু ধান ?
পাবেনাকো সুরশিল্পীর সম্মান ?
সুরও রয়েছে, রয়েছে নৃত্য,
রমণীর পদাঘাত।
তোমার বুকেতে অশোক ফোটেই
সে আঘাতে নির্ঘাত।
শব্দ তোমার আঁকে মোর মনে
সারি সারি শুধু ছবি—
তবুও নহ কি কবি ?

নিশিশেষে তব শব্দেতে রূপ লভি'—
জাগে কি কেবলি পৌষ-পার্বণ ছবি ?
আমি তাতে পাই 'আইসেন হাওয়ার'
'চার্চ-হিলের' রব,
চক্ষেতে ভাসে 'টিটো', 'মোশাদেক',
'ডালেস', 'ম্যালেনকফ্',
স্মৃতিতে জাগায় 'পানমুনজন'
ভিয়েৎমিনের 'লাও',
কেনিয়ার 'মাও' 'মাও'।

৩

তোমার মতন কর্মী সহিছে ক্লেশ—
দুর্ভাগা জাতি অতি দুর্ভাগা দেশ,
নারদ মুনির বাহন তুমি যে
সংসারীদের প্রিয়—
রাষ্ট্রে সমাজে মাঝে মাঝে তব
পরিচয়টুকু দিয়ো।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি নহ তুমি
'হেয়ো' ঢেঁকি তুমি নহ,
কেন এত ব্যথা সহ ?

ধান চিঁড়া কুটি' দেখিতেছ এই ভূমি—
কূটনীতিবিদ্ হবেনাকো কেন তুমি ?
বুদ্ধির ঢেঁকি তোমাকে আবার
উপরোধে গেলা যায়,
দেবর্ষির সে শাশ্বত পেশা
তোমাতেই শোভা পায়।
'আশানন্দকে' শক্তি দিয়াছ
তব জয়গান গাই—
সম্মান তব চাই।

মৌনের যুগ জানো এটা নহে হায়—
বিশ্ব এখন বাণী—শুধু বাণী চায়।
প্রতিষ্ঠা তুমি অচিরে লভিবে
বুঝেছ ধরার রীত—
ধান ভানিতেই যা কিছু সুযোগ—
গাহিতে শিবের গীত।

ঘরের ঢেঁকি যে তোমার রয়েছে
অনেক সুবিধা আরও
কুমীর হতেও পারো।

৬

স্বর্গে গেলেও ভাঙিতে হইবে ধান,
যে বলে তোমাকে—উহাতে দিও না কান।
দীনজনগণ দরদী যে তুমি
কর বটে দুখভোগ,
আছে নারদের বীণার সঙ্গে
তোমার বুকের যোগ।
সমানধর্মা যাঁরা তব গানে
এত ভাব খুঁজে পান,
তাঁরাও ভাগ্যবান।

জীবন-নদী

নদী, কি তুই চন্দ্রার নিশায় বিভোর হয়েই থাকিস রে ?
কত স্নেহের ধারায় গড়া তার কি খবর রাখিস রে ?
গোটা আকাশ ধৌত ক'রে,
শক্তি দিল তোরেই ওরে।
নিতুই কত শ্যাম বনানীর সোহাগ আদর মাখিস্ রে।

নির্ঝর বলে নয়ন ভরে বারেক দেখি দাঁড়া রে,
কতই জলরেখার জীবন তোতেই হল হারা রে।
কত জনার আঁখির নীরে,
বাড়লি রে তুই ধীরে ধীরে,
বুকে কি তুই তাদের ছবি আপন মনে আঁকিস রে ?

৩

পন্থা তুঁহার গভীর সুগম করলে যারা সাধনায়,
অবাধ গতি আনলে রে তোর বিঘ্ন ঠেলি' বেদনায়।
পূর্ণ হলি কানায় কানায়,
ভুলে থাকা তোর কি মানায়?
যেথায় থাকিস যেমন থাকিস তাদের আশিস মাগিস রে।

নারী

তব লাবণ্য, কমনীয়তার কথা কহে বারে বারে—
গীতে, কবিতায়, উপমা অলঙ্কারে।
আমি যে তোমাকে গভীর ভক্তি করি,
স্নেহ করি, ভালোবাসি ও তোমাকে ডরি,
মহীয়সী তব অপার মহিমা
সাধকও বুঝিতে নারে।

তুমি অপ্সরী, কিন্নরী তুমি, তাপসী ও সিদ্ধা—
দশরূপা তুমি— দশমহাবিদ্যা,
হও না পতিত ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত,
তুমি লভ পদ যা তব আকাঙ্ক্ষিত,
ইচ্ছায় তব নূতন জন্ম
আনে যোগনিদ্রা।

তুমি নীহারিকা, চলে অনন্ত সৃষ্টি তোমার মাঝে
সাজাও এবং সাজ নব নব সাজে।

তুমি চামুণ্ডা কঙ্কালী, ধূমাবতী,—
ভুবনেশ্বরী তুমি সাবিত্রী সতী,
দশ-প্রহরণ-ধারিণী অবলা—
রত কভু গৃহকাজে।

৪

জননী, ভগিনী, জায়া, মহামায়া তুমি পরমেশ্বরী—
কালানল শিখা তুমি প্রলয়ঙ্করী।
হিন্দোলে দোলো, পর জয়মালা গলে,
রাসেশ্বরী গো তুমি রাসমণ্ডলে,
তোমাতে মিলেছে অষ্টবজ্র
খর্পরে সুধা ভরি'।

৫

নারীর জগৎ, প্রতি মানুষের শ্রেষ্ঠ অংশ নারী—
যাহা রমণীয় কমনীয় মনোহারী।
সুনিবিড় ভাবে পেতে হ'লে ভগবানে—
নারী হ'তে হবে অনুরাগী তাহা জানে,
সব আগে তব সে গোপী প্রেমের
হতে হবে অধিকারী।

৬

হে পুণ্যময়ী জীবনে ধরাকে মহিমা করেছ দান,
মরণে তাহাকে করেছ পীঠস্থান।
কভু দ্রৌপদী করিয়া রিপু নিধন,
রক্তেতে তার কর বেণী বন্ধন।
কভু অনন্ত-শয়নে লক্ষ্মী—
পাশে তব ভগবান।

প্রেমিক

গগন পানে প্রাণ রেখেছ, কানন পানে কান,
তুমি কেবল আছ নিয়ে ভার ও ভগবান।
চকোর সাথে কর তুমি চাঁদের সুধা পান,
চাতক সনে নীরদ-নীরে নিত্য কর স্নান।
নিশির সাথে শিশির ঢালো, রবির করে কর,
তোমার কাছে এক হয়েছে বিশ্ব চরাচর।
অকূল নিয়ে ব্যাকুল তুমি সুদূর তোমার ঘর,
পরকে কর আপন তুমি আপন কর পর।
মানস সরে ভাসিয়ে তরী সেথায় কর বাস
ছায়াপথে গতাগতি তোমার বারমাস।
মন্দাকিনী ঝরবে কখন ধরবে তুমি তাই,
শিবের মত দাঁড়িয়ে আছ তন্দ্রা আলস নাই।
গণ্ডকীতে জালটি ফেলে জাগছ অনুক্ষণ
কখন এসে পড়বে শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ।

দীনতার সুখ

কোথাও তাহার অভিমান নাই
নাহিকো অহঙ্কার,
সে পরম সুখী –নামায়ে ফেলেছে
সব চেয়ে বড় ভার।
ম্লান বেশ তার ধূলাকে করে না ভয়,
রূপ আভাহীন হৃদয় জ্যোতির্ময়—
অবজ্ঞাতেই সংবর্ধনা তার।

সবাকার চেয়ে সেই যে নিম্নে, তাহারি মূল্য কম,
আকর্ষণের কিছু নাই তার, তবু সে যে মনোরম
সবাই মহৎ, সবই বড় তায় চোখে,
সবাকার চেয়ে সেই ছোট নরলোকে,
মধুকর সে যে—রচে না মধুক্রম।

৩

সোনা রূপা নয়, নয় সে হীরক, নয় সে রত্নমণি,
সিকতায় লীন তুচ্ছ-শুক্তি অন্তর তার ধনী—।
কাঠের কৌটা ভিতরেতে মৃগনাভি,
তুলটের পুঁথি সুধা বিলাবার দাবী
মূল্য তাহার হিসাব হয় না গণি'।

যত আনন্দ ততই বেদনা সব থেকে সবহারা
যে যা বলে তারে সকলি আশিস সবেই সুধার ধারা
অনুভূতি নয় ভগবানে চেনে জানে,
যত বিশ্বাস তত যে শক্তি প্রাণে—
প্রতি ডাকে তার ভগবান দেন সাড়া।

পাখিমারা

পাপিয়া যখন এড়াইয়া গেল হীন সাতনলা ঘাত,
হাসি' ব্যাধ বলে, ক্ষমা কর মোরে, লয়ে যাও প্রণিপাত।
আনমনা হয়ে ছুঁড়িয়াছি নল, যাবে কেন, বনে রও,
গায়ক পাখির করি সম্মান—শবের লক্ষ্য নও।
কত দেশে যাবে কত গান গাবে—কহিবে আমার কথা—
সকল গানেই প্রচারিত হবে আমার নৃশংসতা।

পাপিয়া বলিল, 'মাভৈঃ নিষাদ—আমি শুধু গান গাই
পরের কাহিনী কহিবার মোর সময় মোটেই নাই।
তোমার শরে তো মরে না দানব, থামে না চিত্ররথ—
ভোগবতী ধারা উঠাবার লাগি' করিতে পারে না পথ,
কেবল নিরীহ পাখি শুধু মারে—ঘৃণা করে যাহা লোক।
প্রচার করিতে হয় না তাহার গীতের আবশ্যক।

ক্ষত শুকাবার আগেই যে পাখি ভুলে যায় তার কথা,
গীত যে সাগর উত্থিত সুধা—নাই তাতে মলিনতা।
আকাশের মত গীত যে উদার—কে পাইবে তার লাগ,
বজ্র তাহার বুক ভেদি' যায় রাখিতে পারে না দাগ।
কীট তো কাটিয়া কুটি কুটি করে, কত সুগন্ধী ফুল—
সুরভির মাঝে হবে তার ঠাঁই এত আশা করা ভুল।

স্বর্গ সামীপ্য

স্বর্গ মোদের নিকটে রয়েছে—অধিক দূরে তো নয়,
মাঝে সংশয়, বিশ্বাস, বিস্ময়—
কী ক্ষতি মর্ত্য মর্ত্যই যদি থাকে,
কে বলে স্বর্গে পরিণত হতে তাকে ?
এমনি দণ্ডে শতবার যেন ভগবানে মনে হয়।

এ ফুল নাইবা পারিজাত হল—গোলাপ যূথী ও বেলী-
কমল থাকুক কমল নয়ন মেলি'।
এ চাঁদের চেয়ে কোন চাঁদ বেশী ভালো ?
এ রবির চেয়ে উজ্জ্বল কার আলো ?
এর চেয়ে ভালো রামধনু বল কোন নীলকাশে রয় ?

৩

দেবতা এখানে যুগে যুগে দেখি মানুষ হইয়া আসে,
এ হাসি অশ্রু সুখ দুখ ভালোবাসে।
ছেলে হয়ে এসে নবনীর লাগি' কাঁদে
কন্যা সাজিয়া সাধকের বেড়া বাঁধে,
পাষাণ ঠেলিয়া বাহিরিয়া আসি' লাড্ডু খায়, কথা কয়।

আমরা মানুষ সীমার কাঙালী চাহি গতায়তি চাহি,
আসিব যাইব, সুধা-সরে অবগাহি'।
কত নিয়ে যাব কত দিব হেথা আনি'—
এমনি চলুক আমদানি রপ্তানি,
চাহিনে হইতে অমৃত আমরা, স্বাদে চাই পরিচয়।

এ দুটি চক্ষু এমনি থাকুক—এমনি অশ্রুভরা,
এই অনুভূতি ভুবন আপনকরা।
থাকুক বেদনা আনন্দভরা প্রাণ,
ভয় অভয়ের নিতি নব অবদান,
মানুষের মাঝে দেব-মহিমার হউক অভ্যুদয়।

৬

মানব অমর হইলে তাহার বাড়িবে না বেশী মান,
জীবন তো আর করা চলিবে না দান।
দধীচি হবার রবে না সম্ভাবনা,
এ প্রাণের আহা ফুরাইবে আনাগোনা।
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই ক্ষয়ে যাবে, পাবে লয়।

মহাসাধনায় সিদ্ধি লভিতে সাধক কি দিতে যাবে ?
বীরের শৌর্য মূল্য কোথায় পাবে ?
প্রিয়জন, দেশ, সত্য, ধর্ম লাগি'
কী মহারত্ন দিবে অনুরাগী ত্যাগী ?
যুগ তো কেবল বিরাট বিশাল প্রাণের অস্তোদয়।

মোরা স্বর্গের পরশ যে পাই সে তো নয় বেশী দূরে ?
রাজে মন্দিরে, রাজে অন্তঃপুরে।
প্রেমে ভক্তিতে মহাপ্রাণতায় ত্যাগে,
তাহারি যে ফাগ প্রতি অঙ্গেতে লাগে,
করে দেহ মন ভুবন ভবন সব অমৃতময়।

অভিশাপ

অগ্নিগর্ভ মর্মগিরির গর্জন ভীতিভরা—
তুমি অভিশাপ—ঝলসিতে পার ধরা।
দারুণ তোমার দাপে,
প্রমোদ-প্রাসাদ কাঁপে।
শব্দভেদী ও সায়ক তোমার অনলে গরলে গড়া।

করে দর্পীরা, করে বাচালেরা উপহাস—
অষ্টাবক্র তুমি যদুকুলত্রাস।
পরীক্ষিৎকে হায়—
তক্ষক দংশায়,
শুধু বাণী নও—তুমি বাসুকীর বিষাক্ত নিশ্বাস।

শর-সন্ধানে ভুল করে রথী—বিষম বিপদপাত,
ধরা গ্রাসে রথচক্র অকস্মাৎ।
অমোঘা তোমার ভাষা—
অশরীরী দুর্বাসা
কর প্রচণ্ড দণ্ডধরকে তুমিই দণ্ডাঘাত।

৪

শকুন্তলার অঞ্চল হতে অঙ্গুরী পড়ে খসি'
দগ্ধ মৎস্য পলায় সলিলে পশি'!
অদ্ভুত তব লীলা—
শ্রীহরি কাটেন শিলা,
দেবরাজ লভে কুৎসিত কায়া—ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় শশী।

৫

তুমি নির্মম, দম্ভোলি হানো আন হে শাস্তিজল,
অনলে ফুটাও হেম সহস্রদল।
যমও তোমাকে জানে
বাঁচাও সত্যবানে।
অমঙ্গলের মধ্য হইতে আন হে সুমঙ্গল।

৬

বর যাহা দেয় নিঃশেষে দেয়, তাহা মাপা, তাহা গণা,
তুমি যাতে আন অসীম সম্ভাবনা।
তোমার দীপক শেষে
ঠুংরির মীড়ে মেশে,
তোমার নেত্র-বহ্নিতে করে ভাগীরথী আনাগোনা।

গতির রূপ

চলিয়াছে রেলগাড়ী—
পথ মাঠ ঘাট ছুটিয়া চলেছে—
চলেছে তরুর সারি।
এ যেন কাহার মন্ত্রের বল—
অচঞ্চলেরা হল চঞ্চল,
স্থাবর স্থাণুও গতিশীল। হল
বন্ধন অপসারি'।

২

গোধূলি স্বর্ণালোকে—
ধান্যক্ষেত্রে কনক বন্যা
অপরূপ লাগে চোখে।
গতি হিল্লোলে ভঙ্গিমাময়
পরিচিত দেয় নব পরিচয়,
জ্যোতি ও গতিতে রূপায়িত আজ
করিছে আনন্দকে

৩

ছুটে ট্রেন অবিরত—
নদী ও তড়াগ মিলাইয়া যায়
রৌপ্য রেখার মত।
বেণুর কুঞ্জ, আম্রকানন,
টেনে লয়ে চায় দৃষ্টি ও মন,
ছিল এত রূপ এত লাবণ্য
কোথায় লুক্কায়িত?

৪

ভাবি আনমনে একা—
আকাশে চন্দ্র তারকার মালা
গতিরই তো জ্যোতিঃলেখা।
চঞ্চল এই শোভার পরশ,
আনে সুধা করে ভুবন সরস,
ভালো করে দেখা না হওয়াই হল
সব চেয়ে ভালো দেখা।

ভাব

ভাবে সৃষ্ট এ ভুবন, সৃষ্টির আগেও তুমি ছিলে,
এই বিশ্ব রহস্যে ভরিলে।
জন্মিল আকাশ তেজ জল বায়ু ভূমি—
পদার্থেতে রূপ পেলে তুমি।
কান্তিমতী ধরণীরে মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী করিলে।

তোমাতেই রহিয়াছে হরির অনন্ত শয্যা পাতা,
তুমি চতুর্বর্গ ফলদাতা।
পূজা ও তপস্যা তুমি, ধ্যান ও মনন—
ভাবগ্রাহী নিজে জনার্দন।
সুন্দর শাশ্বত দিব্য জীবনের তুমিই বিধাতা।

৩

মানবের ভাবদেহ রাখ যে অক্ষয় তুমি করি'—
ধরা রাখে তুচ্ছ অস্থি ধরি'।
তুমি রক্ষা কর মহা-মানবের দান—
ভস্ম তাঁর কী দেবে সন্ধান ?
বাল্মীকির পরিচয় দিবে ধরা কি বল্মীক গড়ি'।

দুখে অবসন্ন কর, কর তুমি আনন্দে উচ্ছল,
কর পুণ্যে শুদ্ধ সমুজ্জ্বল।
মানুষের বুক তুমি এত বড় কর,
বিরাজেন ত্রিভুবনেশ্বরও,
সর্বযুগ জাতি সহ স্থান পায় এ সৌরমণ্ডল।

ভৃত্য হয়ে সেবা কর, বীর হয়ে তুমি যাও রণে,
বন্ধু হয়ে বাঁধ আলিঙ্গনে।
মাতা হয়ে অঙ্কে ধর, পিতা হয়ে পালো—
পত্নী হয়ে তুমি বাসো ভালো।
মুক্ত কর যুক্ত কর—সুকোমল কঠিন বন্ধনে।

৬

তুমি অঙ্গ লভ ভক্তে, রূপ দাও তুমি ভগবানে,
ভাব রহ রূপের ধেয়ানে।
আজ যাহা ভাব কাল রূপে হবে নীত,—
রামায়ণ রামে রূপান্বিত।
পার্থিব চাহিয়া আছে নিরন্তর অপার্থিব পানে।

অন্তে যেই ভাব লয়ে ত্যজে জীব জীর্ণ কলেবর
ভাব-দেহ ধরে ধরা 'পর।
প্রেম জন্ম লয়, হয় রস যে বিগ্রহ—
লীলা চলিতেছে অহঃরহ।
জীবে শিবে বিনিময় এমনি হতেছে পরস্পর।

চুম্বক পরশ তব স্বর্গস্পর্শ বক্ষে লেগে রয়,
ভুলায় দেহের পরিচয়।
তোমাতে মিলায়ে যাই, করি প্রণিপাত—
মোরে তুমি কর আত্মসাৎ।
ক্ষয়ী এ দেহকে মোর করে দাও তুমি ভাবময়।

পুস্তক

তুলট কাগজ আমরা গরিব কেতাব,
রাজারও নাই কিন্তু এত খেতাব।
দেবরাজেরও নাইকো এত ছত্র,
কল্পতরুর নাইকো এত পত্র।
পুণ্যশ্লোকের নাইকো এত শ্লোক,
শুধু বিক্রমাদিত্য অশোক।

অন্ধ নিজে, জগৎ করি আলো,
আমরা সাদা ধূসর এবং কালো।

ভাবতে নারি, কিন্তু ভাবুক গড়ি,
কণ্ঠ নাহি, গীতে ভুবন ভরি।
চক্ষু নাহি, অশ্রুতে সব ভাসাই,
বচন নাহি, লক্ষজনে হাসাই।

৩

অর্থ প্রচুর আমরা থাকি দীন,
জগৎ শেঠ এ আড়ম্বর বিহীন।
মোদের সকল কর্ম যে অদ্ভুত,
যক্ষ নহি পাঠাই যে মেঘদূত।
আমরা মৃত কিন্তু সজীব অতি
অমৃত দিই সাগর মথি'।

শ্রমিকবন্ধু

নূতন করে গড়বে ধরা গড়বে এই সমাজ ?
না ভেঙেও গঠনের তো আছে অনেক কাজ।
ভূমি এবং ইন্ধন চাই—এটা সুনিশ্চয়,
ভূর্জ এবং চন্দন বন না কাটলে কি নয় ?
গড়বে নূতন ঘর—
প্রাসাদ ভেঙে আনতে হবে কেনই বা প্রস্তর ?

চালাইছে এ সংসারটা লৌহ ও অঙ্গার,
কিন্তু তাতেই সাধ মেটে না কিন্তু বসুধার।
চায় না শুধু ধান্য গোধুম তৈল লবণ গুড়,
চায় মেওয়া ফল কমলা কলা আম্র ও আঙুর।
রূপের তৃষাতুর—
চায় সে হীরা মুক্তা মণি রত্ন সুপ্রচুর।

৩

খনির তলে খাটছে যারা, করছে যারা চাষ—
শ্রমের জলে সিক্ত—বহে সঘনে নিশ্বাস,
তারাই শুধু শ্রমিক নহে—শ্রমিক তারা ও,
জ্ঞানের ধ্যানে বিনিদ্র রাত কাটায় যারা গো,
তাদের নমস্কার—
যুগ জাতিকে করছে ধনী যাদের আবিষ্কার।

৪

যারা ভাবুক, যারা সাধক, বিদ্যাভিলাষী—
শিল্পী যারা অনুরাগী স্বপনবিলাসী—
নয় কি তারা শ্রমিক? যারা রাত্রি সারাটি
দেখছে কোথায় হচ্ছে উদয় নূতন তারাটি।
শ্রমিক সেই সকল—
অনাগত যুগ লভিবে যাদের তপঃফল।

শ্রমিক তারা যাদের দেওয়া চিন্তামণি হার-
যোগ্য আহা মহাকালের গলায় পরাবার।
শ্রমিক তারা ছন্দে গীতে যাহারা নিত্য
মুহূর্তকে করছে অমর টানছে অমৃত
শ্রেষ্ঠ শ্রমিক সে—
ভাবের ধারায় যারা ধরায় নূতন করিছে।

৬

গুহা-মানব হবার লাগি' নয় কেহ উৎসুক
মনীষীগণ 'মুনিষ' হলে কমবে নাকো দুখ।

নাইকো যখন চারটি পায়ে হাঁটতে কারো সাধ—
ভাতে এবং প্রতিভাতে থাকুক না তফাত।
এটা তো নির্ভুল—
ফিরে পেতে চায় না কেহ ঝরা সে লাঙ্গুল।

গৃহস্থ

যারা গৃহস্থ, যারা রূপ জয় যশ ও ধনস্পৃহ—
তারাও হরির প্রিয়।
ইচ্ছাশক্তি তাহাদের দুর্জয়,
কোনো বিপত্তি, কোনো বাধা নাহি সয়।
নভঃস্পর্শী সে আকাঙ্ক্ষাকে দিয়ো সাধুবাদ দিয়ো।

রেখেছে বাসের যোগ্য করিয়া সুশোভিত করি' ধরা,
ভাব দিয়ে রূপ গড়া।
প্রাসাদ মিনার সেতু মন্ত্রণাগার,
তাদেরি বিশাল স্থাপত্য সম্ভার,
নিতি নব নব আবিষ্কারের গতি বিদ্যুৎভরা।

তাহারা খাটিছে খনির ভিতরে গহ্বরে অম্বুধির
ভীম অরণ্যানীর।
ফিরিছে উঘারি বৃহৎ ভূমণ্ডল,
গৃহপানে তবু দৃষ্টি অচঞ্চল,
করে ভোগবতী মন্থন তারা ধূলায় বাঁধিয়া নীড়।

কৃষ্টির তারা বাহক ধারক—বিরাটের কারবারী,
ব্যবসায় বলিহারি !
মাটি লয়ে থাকে তারা সাধারণ প্রাণী
অপার্থিবের তবু তারা সন্ধানী,
নিজেই জানে না কী মহাধনের তাহারা যে অধিকারী

পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহতপে গৃহ করে তপোবন।
নরে হেরে নারায়ণ,
সব গৃহ, গৃহ নন্দ ও যশোদার।
গোপালের লাগি' পেতে রাখে সংসার,
এ ধরার তারা ঐশ্বর্য ও তারাই আকর্ষণ।

বড় করে তারা দেখে সংসার, সংসার লয়ে আছে-
শ্রীভগবানের কাছে।
অবিচ্ছিন্ন রাখে সৃষ্টির ধারা,
চতুরাশ্রম পুষ্ট করিছে তারা।
অশিবের সাথে সংগ্রাম করি' বাঁচায় এবং বাঁচে।

উন্মাদ

বৃহৎ যাহারা মহৎ যাহারা তারা প্রায় উন্মাদ—
নভঃস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা আর অতি অদ্ভুত সাধ।
তাদের দেহেতে সহিছে নির্বাসন
গুরু দুর্জ্ঞেয় দুর্জয় এক মন,
পড়ে মানুষের তালিকা হইতে তাহাদের নাম বাদ

তারা সুমেরুর ঝঞ্ঝা-অশনি—বিদ্যুৎভরা প্রাণ
মহাকাল সাথে এক পাত্রেই হলাহল করে পান।
বিরাট তৃষ্ণা বিপুল তাদের ক্ষুধা,
কাড়ে ইন্দ্রের হস্ত হইতে সুধা।
শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট সৃষ্টি গড়েছেন ভগবান।

তাহাদের সাথে দ্বন্দ্ব করিতে সংসার সুনিপুণ,
পরশ পাথর পোড়াইয়া ধরা করিবারে চায় চুন।
কতই উপায়ে কত ভাবে করে নীচু,
উদাসীন তারা গ্রাহ্য করে না কিছু,—
পোড়াইয়া মারে ফাঁসি দিয়া মারে ক্রুশে দিয়া করে খুন!

স্বর্গ মর্ত্য আলোড়ি' তাহারা আনে যে অভ্যুদয়—
ঘুচাতে জাতির অভিশাপ তারা নিজেরাই বলি হয়।
ধর্ম কর্ম রাষ্ট্র সমাজ মন
সেই ঝুলনের লভে যে আন্দোলন—
বৃহৎ বসুধা চিরদিন ধরে তাহাদেরি কথা কয়।

আনন্দ

তুমি আনন্দ তুমি বেহিসাবী নাহি তব খতিয়ান।
মরুভূমে আন মেরু সম্পদ, মরা গাঙে আনো বান।
অঙ্কে তোমায় ধরা অসাধ্য,
তুমি যে দামাল নহকো বাধ্য,
অতি লঘু যাহা তাহাকেও তুমি করে তোল গরীয়ান।

উল্লাসে তুমি ঊর্ধ্বে উঠিয়া হইয়াছ হিমালয়,
অতল নিম্নে এলাইয়া গিয়া রয়েছ সাগরতল।
তুমি ঝর্ণায় ঝর ঝর ঝর
হও যে জমিয়া মণি মর্মর।
ফুল হয়ে ফোট, অলি হয়ে ছোট, পাখি হয়ে গাও গান।

৩

ভূর্জপত্রে কর মেঘদূত, ছায়াপথ পত্থায়,
পাষাণগুহাকে পরিণত কর রূপের অজন্তায়।
রঙ ও রাগেতে করি' মিলামিশা,
আনমনে বসি' আঁকো "মোনালিসা"—
সর্ব যুগের সব সঞ্চয় একাকী তোমার দান।

তাজমহলের তুমিই শিল্পী জাদুকর রূপকার।
কাল সাগরের মুক্তার মালা দাও তুমি উপহার।
তুমি অধিকার কর মোর মন,
পাতো আনন্দময়ের আসন—
রচুক আমার গৃহে মণিকোঠা তোমার অধিষ্ঠান।

ভারত-চিত্র

হেরি' ভাবাঢ্য ভারত-চিত্রে বর্ণের সমারোহ—
মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ময়ী।

সোমনাথ

আমি বাস করি হাজার বছর আগেকার সোমনাথে,
ভক্ত ও বীর অধিবাসীগণ সাথে।
প্রত্যুষে মোর নিদ্রা ভাঙায় প্রভাত-আরতি-রবে
শিব শম্ভুর স্তোত্র গাহিয়া সবে।
নাচে আনন্দে ডমরুর তালে সাগর তরঙ্গ—
নীলকণ্ঠের যাচে যেন সঙ্গ।
গন্ধে বাদ্যে গীতে দিবসের হয় যে উদ্বোধন
প্রণতি জানায় গোটা ভারতের মন।
নিশিশেষ হতে প্রদোষ, প্রদোষ হইতে নিশীথ রাত
কাটে যে জীবন শুধু লয়ে সোমনাথ।
বলিভূক সব বিহগেরা আসি' অঙ্গন দেয় ভরি'—
নির্ভয়ে তারা চারিদিকে ফেরে চরি'।
সর্প তারাও শিব-শিবানীর প্রিয় বলে পায় মান,
একেবারে সেথা নাই হিংসার স্থান।
সব সমারোহ, সব উদ্যোগ, সব পূজা আয়োজন
করে জগতের কল্যাণ চিন্তন।
বিশ্বনাথের কাছে তারা মাগে গোটা বিশ্বের হিত,
নীতিবিদ নহে—তাহারা ব্রহ্মবিদ।
সাম্যের দেবে পূজে তারা নিতি সম দম জপে তপে—
বাহিরে এবং হৃদয়ের মণ্ডপে।
ঐশ্বর্য যে সকলি তাঁহারি দৈন্যও সব তাঁর—
কৈলাস তাঁরি ভয়াল শ্মশান যাঁর।
মনে পড়ে মোর পূজারিগণের সেই কণ্ঠস্বর,
সোমনাথ মোরে করেছে জাতিস্মর।
স্বর্ণবর্ণ মুখ মনে পড়ে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক
পুণ্য প্রভায় তনু করে ঝকমক।
কোথাকার আমি কোথায়? গিয়াছে কত শতাব্দী সন—
তবু এ বুকেতে সে বুকের স্পন্দন।

কয়টা জনম মৃত্যু গিয়াছে ? ছোটখাটো দেয়া-নেয়া।
এক নৌকাই দিয়াছে কয়টা খেয়া।
এ জীবন বৃথা, সেই সে জীবন স্মরি আমি দিবাযামি
এ আমি অলীক—সত্য যে সেই আমি।
এলেন দেবতা উল্লাসে মোর সেই বক্ষই নাচে
সেই চম্পকই ফুটিছে নূতন গাছে।

ভারত-চিত্র

হেরি ভাবাঢ্য ভারত-চিত্রে বর্ণের সমারোহ—
মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ময়ী।
রূপসাগরেতে শ্রদ্ধায় অবগাহি'
এ দর্শনের অধিকারী হওয়া চাহি,
অভাজন কোথা পাবে সে পুণ্য আঁখি ?
ভক্ত তো আমি নহি।

ইলোরা এবং অজন্তা হতে মাদুরা ও তাঞ্জোর-
নদীয়া বৃন্দাবন—
রূপের রসের ভাবের প্রস্রবণ।
পুরুষোত্তমে 'বামনে' দেখিতে রথে,
পুনর্জন্ম ক্ষপয়িতে ধায় পথে—
তাঁরি রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে—আর
গুণে ভোর হয় মন।

৩

উঠিছে যাত্রী দ্বাদশ হাজার সোপান অতিক্রমি'
গিরনার পর্বতে—
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ অঙ্কিত পথে।
ওই যে ভূধর নগর অরণ্যানী—
তাঁর দৃষ্টির কস্‌ লেগে আছে জানি,
এর চেয়ে আছে প্রিয় তাঁর এক ঠাঁই
কালিন্দী-সৈকতে।

কোথা 'হিরণ্যা' 'কপিলা'র তীরে 'দেহোৎসর্গ' ঘাটে-
যাত্রীরা নাহে গিয়া—
তীব্র বিরহ-বেদনা-ব্যথিত হিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ যেথানে নয়নজলে
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে লুটালেন শিলাতলে,
ব্যাধ-শরাহত শ্রীকৃষ্ণের সে দুটি
রাঙাপদ ভিজাইয়া।

শত বাধা ঠেলি' মরু পাড়ি দেয়, হিংলাজ যায় কেহ,
কেহ ছোটে জ্বালামুখী,
তীর্থভ্রমণই তপস্যা—তাতে সুখী।
কেহ পূজা করে সর্বসিত সে শিবে—
কামনা-বিহীন—কী বর চাহিয়া নিবে?
দেখে এ ভুবন ভুবনেশ্বরে এক—
হৃদি পর্যুৎসুকী।

৬

কেদারনাথের গৌরীকুণ্ডে শুনি দেবদেবীগণে—
স্নানার্থী হয়ে নামে।
সব দেবময় ভাবের পুণ্যধামে।
গিরি শিরে শিরে শুভ্র তুষার রাশ,
ঘনীভূত যেন শিবের অট্টহাস,
রূপায়িত হয় মানসের শিবলোক—
মানুষের আল্‌বামে।

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর—সেথা হতে দ্বারাবতী
তাঁর বংশীই বাজে,
সবে ছুটে যায় জুড়াতে তাঁহার কাছে।
ঠাকুরের মালা আসে ফকিরের গলে,
সুধা ভেসে ওঠে লবণ-সাগরজলে,
সব দুখ ক্লেশ—চিরদিবসের তরে
আনন্দ হয়ে রাজে।

যাগের পথেতে কোথায় কেমনে, কেবা যে কী ধন পায় ?
ঠিকানা পাইনে খুঁজি।
যাহা পায় তাহা অনুভব-দূর বুঝি।
গীতগন্ধের প্রসাদী কণিকা উড়ে,
ফোটায় পুষ্প ভাঙা মালঞ্চ জুড়ে,
পাথর যে দেয় নামের ঝুলিতে—কারো
পরশপাথর শুঁজি'।

বসিয়াছে যেন সসাগরা এই বিশাল ভারতব্যাপী
জগ-দরশন মেলা,
হিমগিরি শির হইতে সাগরবেলা।
টোডা ও মুণ্ডা লেপচা মুলিয়া নাগা—
সবাই মেলার অংশীদার যে দাগা,
দেখে দাঁড়াইয়া কলরব করে যারা
কেহ নহে হেলাফেলা।

১০

সাপ নাচাইছে, ফেরি করিতেছে—বাঁশী বাজাইছে কেহ-
কেহ দেখাইছে বাজি।
বিভিন্ন বহু ফুলের একটি সাজি।
মস্তকে বহি' শত সব্জির ভার,
কৃষক-বালিকা হইতেছে নদী পার,
কোচিনের নীলজলে—নারিকেল ছায়ে
তরী ভিড়াইছে মাঝি।

১১

লকড়ি আহরি' চলেছে কিশোরী রাজপুতানার পথে—
স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
উষর মরুর ঘন লাবণ্য কি ?
বদরীনাথেতে পাহাড়ী রূপসী দল,
শান্ত কান্ত শুচিতায় ঢল ঢল,
তন্ময় হয়ে দেবতায় নিবেদিছে—
পূজার সামগ্রী।

১২

বিরাট বিপুল বিচিত্র ভিন জাতির সমন্বয়—
দৃশ্য অসাধারণ,
অচেনা তবুও জ্ঞাতি যে চিরন্তন।
প্রেমিক ভক্ত ভাবুক শিল্পী কবি
তারাই রচেছে তীর্থ—গড়েছে ছবি,
সবাকার এক গৃহস্বামীর ঘরে—
করেছে নিমন্ত্রণ।

প্রণতি

দেখেছি ঊর্ধ্বে উঠেছেন যাঁরা
কনক কিরীট শিরে।
প্রণতি জানাই সেসব ভক্ত
গুণী জ্ঞানী আর বীরে
শ্রীহরির পদে তাঁদের নির্ভরতা—
সব সিদ্ধির একই গোপন কথা,
জ্যোতির্ময়ের কৃপার আলোক
রয়েছে তাঁদিকে ঘিরে।

রত্নমণির ঔজ্জ্বল্য যা
পড়িছে নয়নপথে,
কত তপস্যা করিতে হয়েছে—
আসেনি আপনা হতে।

করিতে হয়েছে অনেক কিছুই ত্যাগ
মাটিকে হইতে হীরক পদ্মরাগ,
আভা প্রতিভার সকল মণিকে
প্রণতি জানাই ফিরে।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ

গোমুখী হইতে ক্ষীণ জলধারা ঝরিল প্রথম ভূমিতে যবে,
প্রতি কণিকায় একই আবেগ গঙ্গাসাগর যেতে যে হবে।
দোলনায় শুয়ে শিল্পী শিশু যে দেয়ালা দেখিছে বারম্বারই
জগন্নাথের দেউল গড়ার গৌরব পেতে সে অধিকারী—
কুসুমকোরক কী বাণী শুনিল বক্ষ তাহার উল্লসিত,
করিতে হইবে তারে শ্রীহরির রাঙা শ্রীচরণ অলঙ্কৃত।
সিংহশিশুর উষ্ণ শোণিতে কী পিয়াসা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
দুর্বার বেগে ঘুরিতে হইবে তারে গজমতি অন্বেষণে।
কেহ দৌড়ায়, উর্ধ্বে উধাও, কেহ গর্জায় লাফায় নাচে,
কর্মধারা যে কোথায় চলিবে ঠিকানা তাহার করাই আছে।
এত পরাধীন তবুও স্বাধীন—বিপুল বিশ্ব যন্ত্র চলে—
নিয়ন্ত্রিত যে সকলি করিছে তাঁর অঙ্গুলি সুকৌশলে।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব, করান তিনি যে তোমারে দিয়া—
জয়ও তাঁহার পতাকাও তাঁর, তুমি চল জয়পতাকা নিয়া।

কর্মযোগী

ভাবুক-ভাবের কারবারীকে ভালবাসি পরাণ ভরি',
ভাবকে যারা রূপ দিতেছে, তাদের কিন্তু প্রণাম করি

ভাব দিয়ে যে বস্তু করে,
সাবাসি সব কারিগরে,
অনুরাগে রাঙায় ভুবন নিত্য নূতন অভাব হরি'।

বীজ ভিজায়ে তুলছে তরু—সাজাইছে পুষ্পে ফলে—
আশার বাসা বাঁধছে নিতি মহাকালের রঙমহলে
যারা কামার যারা কুমোর
গোটা দেশ ও জাতির গুমর,
অশন ভূষণ বসন জোগায় স্বর্ণহার দেয় মায়ের গলে।

৩

গুনগুনানি ভালবাসি, উনঘুনানি জাগায় ফাঁকা,
ধন্য তারাই গড়ছে যারা মোম দিয়ে ওই মধুর চাকা,
সাজায় যারা বসুন্ধরা
পৃথ্বী গড়ে মধুক্ষরা,
আঁধার মথি' বাহির করে নূতন নূতন তারার চাকা।

তারাই কৃতী, কর্মযোগী, কর্ম করে এ সংসারে,
পূর্ণ করে বিপুল ধরা কালজয়ী সব আবিষ্কারে।
ধ্যানের ছবি মর্মরেতে—
চাইছে সদাই আকার পেতে,
ভাবের মূল্য—সার্থকতা, তারাই শুধু দিতে পারে।

ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবী বলছে সদাই 'কর্ম কর',
ভাবুক ভাল, ভাবুক ভাল, তাহার চেয়ে কর্মী বড়।

পূজে তারাই হায় অনিবার,
ভগবান আর ভুবনকে তাঁর
সেরা সেবক ভক্ত তারা ভাবুক চেয়ে শক্তিধরও।

৬

বরণ করি আনন্দেতে বিরাট পরিকল্পনাকে,
তারা মহৎ বৃহৎ যারা অনাগতের নক্সা আঁকে!
কিন্তু যারা করছে ভুবন
বাসের যোগ্য—শান্ত শোভন,
কর্ম যাদের তপস্যা হে—প্রভু তাদের কাছেই থাকে।

মাতৃস্তোত্র

মাগো আমার পুণ্যময়ি—তুমিই আমার জগন্মাতা!
জনম জনম পেলাম কৃপা—ধন্য দয়াল মোর বিধাতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো—
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।
পক্ষিণী মা বুঝতে পারি এই বুকেতে 'তা' দিয়েছ—
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।

বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম—
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম?
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি আমার ডাকিনী মা—
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা—
দোলনাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুখিনী মা আমায় নিয়ে ভিখ মাগিয়া কেঁদেছ গো।

৩

আমার লাগি' প্রাসাদ রচি' আপনি থাক শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি' তুমিই ছোট শ্মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ দিয়ে যায় বরণ করি' ;
সাঁঝের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই বালাই হরণ করি' !
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর মানিক ঝরে হাস্যেতে গো,
লুকোচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ—জনম জনম হবে ও মা—
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, তোমার কাজল, তোমার চুমা।

বিশ্বাসী

যাদের করেছ দীন দরিদ্র যাহারে করেছ অভাবী,
দুর্বল দেহ কেন দিলে তুমি দুর্দমনীয় স্বভাবই ?
কেন শেখালে না—বেতসের মত,
প্রবলের কাছে হতে তারে নত ?
তাহার বুকের পর্ণকুটীরে বসালে যে এনে নবাবই।

মানব মনের জ্ঞানের অতীত জটিল তোমার হেঁয়ালি,
ঘরেতে তাহার প্রদীপ জ্বলে না—অন্তরে তার দেয়ালি !
পুড়ে মরে তবু সহে না পরশ,
অনাহারে থাকে তাতেও হরষ,
জীবনের চেয়ে মরণ সরস এরা কত বড় খেয়ালী !

৩

এরা জানে দিন সুদিন কুদিন ফুরাবেই সে তো ফুরাবে—
হোক না দীর্ঘ, হোক না তীব্র সব যন্ত্রণা জুড়াবে।
থাকিবে এবং আছে ভগবান,
দীনের বন্ধু আর্তের ত্রাণ,
লাঞ্ছিত হোক সত্য শেষেই বিজয় নিশান উড়াবে।

এই অনটন এই অনশন তারা তো চাহে না বলিতে—
জানে দেহ হোক লঘু হতে লঘু ভার ভাল নয় চলিতে।
তাহাদের দুই চক্ষের জল
রাগের পথ তো করে না পিছল,
যাদিকে আগায়ে হরি লয়ে যান তাদেরে কে পারে দলিতে

যাহার আদেশে গিরি খাড়া রয়, বিশাল সাগর গরজে,
সে যার সহায় সে কি ভয় পায় সাহস তাহার বড যে।
ছিন্ন পক্ষ শীর্ণ ভ্রমর,
করেনাকো ভর সমীর উপর,
সে যে রে নূতন বাঁধিয়াছে চাক হরির চরণ সরোজে।

ভুলের ফুলে পূজা

জানি আমি আমার গানে—
ছোট বড ভুল আছে ঢের,
ভেবেছিলাম বদলে দেব—
রেখে দিলাম যা ছিল ফের

বামা ক্ষেপা ও গান শুনে
কী আনন্দ পেলেন মনে !
ঝরেছিল গণ্ড বেয়ে অশ্রু তাঁহার দু' নয়নের।

২

শালুক ফুলেই পূজা দিলাম—
এখন কোথা পদ্ম পাবো ?
আদর ক'রে হাতেই নিলেন
হেসেই তাহা পদ্মনাভ।
আমার পূজা পূর্ণ হল
ত্রুটি আমার কী রহিল ?
ভুলের ফুলেই তুষ্ট প্রভু—সে ফুল আবার কী বদলাবো ?

৩

আমি 'পোড়ের ভাতের' লাগি'—
জ্বেলে ছিলাম ঘুঁটের উতো,
প্রাণের হোমের দেবতা মোর
তাতেই হলেন আবির্ভূত।
এতই কৃপা আমার প্রতি
স্বয়ং দিলেন পূর্ণাহুতি,
হল আমায় পর্ণকুটীর মণিকোঠা পুণ্য পূত।

কথার ভুলে কী আসে যায়—
দেবদেবীরা ভাবগ্রাহী,
ভক্তি কোথায় ? সজল চোখে
ব্যাকুল প্রাণে কেবল চাহি।
কাতর, ডাকি আমার মাকে—
হেরি যে মা মঙ্গলাকে,
তাঁহার কনক আঁচল দিয়ে এমুখ মুছান জগন্মায়ি

পিতৃযজ্ঞ

বংশের আদি মাতাপিতাগণে প্রণতি জানাই পায়,
গঙ্গাসাগরে করি তর্পণ গোমুখী ভেদিয়া যায়।
পুণ্যপুঞ্জ হে স্বর্গবাসী
ভক্তি ও পূজা করি, ভালবাসি
তোমাদের দীন সন্তান করি বন্দনা কবিতায়।

তোমাদের স্নেহ, শুভ আকাঙ্ক্ষা, বংশলতিকা ধরি'—
সুরভির মত নামিয়া এসেছে—রেখেছে এ বুক ভরি'।
তোমাদের দান করি মোরা ভোগ
পারিজাত সাথে আছে তার যোগ,
তোমাদিগে আমি পরশিতে গিয়া হরিরে পরশ করি।

সৃষ্টির সেই আদি হতে এই সুদূর বর্তমান
এলো তোমাদের অমৃতের ধারা—পাই তার সন্ধান।
সহেছ এমনি সুখ দুখ ব্যথা,
এই প্রতীক্ষা—এই ব্যাকুলতা
করেছ ধরার এই মধুবিষ আমাদের মত পান।

স্নিগ্ধ সরল সবল জীবন হেথায় কাটালে হায়,
নব নব আভিজাত্য দিয়েছ বংশ মর্যাদায়।
ধর্মনিষ্ঠ উন্নত শুচি,
মানী তেজস্বী বিশুদ্ধ রুচি
পেলে আনন্দ দেবের পূজায় জীবের শুশ্রূষায়

তোমাদের চোখে এক হয়ে গেল নর আর নারায়ণ-
গৃহদেবতাই গৃহস্বামী তো—তোমরা তো পরিজন।
পিতৃলোকের পীযূষের হ্রদে
আমার দাবী যে প্রতি পদে পদে
আমি নর বটি, কিন্তু আমার দেবতারা পর নন।

৬

কত বিদ্রোহ কত বিপ্লব কতই যুগান্তর,
হেরেছ তোমরা সহ্য করেছ কত মন্বন্তর।
হয়নি শুষ্ক তোমাদের ধারা
বিপর্যয়েত হয় নাই হারা,
হল পবিত্র অমৃত নদী বৃহৎ বৃহত্তর।

মাতৃবন্দনা

জগন্মাতা মাতৃজাতি ভুল করিনে প্রণাম দিতে—
ভক্তি ভয়ে বিস্ময়ে শির হয় যে নত অলক্ষিতে
যে রূপে রন যেথায় যিনি
সবাই শিব-সীমন্তিনী,
জানিনা তো কার জঠরে হবে আবার জন্ম নিতে।

বাজিকরের কন্যা তুমি—পাষাণী হও নাইকো ক্ষতি,
মা যে তুমি—তোমার কৃপাই পাওয়া জানি সহজ অতি।
মহিমার যে নাইকো সীমা,
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা—
যতই তুমি লুকিয়ে থাকো, তনয় তোমার পায় দেখিতে।

৩

তুমি মা আনন্দময়ী ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী—
কালের কালো তরঙ্গেতে ভাসে তোমার কৃপার তরী।
কত রূপে মা মা ব'লে
উঠেছি মা তোমার কোলে
জনম জনম গিয়েছি আর এসেছি এই অবনীতে।

৪

তোমার চরণ ধূলায় ধূসর—ধূলাতে দিই গড়াগড়ি,
সকল সুখ ও দুখ ভোলানো তোমার নামই সদাই করি,
যুগে যুগে জীবন ধরি,
তোমারি খাই, তোমার পরি
তোকেই মা দিই গালাগালি কষ্ট পেলে আতপ শীতে।

মহাসঙ্গীত

সেই সঙ্গীত শুনিবারে আমি আকাঙ্ক্ষী অভিলাষী—
সেই সজ্জন সঙ্গতি ভালবাসি।
পাণ্ডার মত আগুলিয়া উৎসুক,
ডাকি' যে দেখায় দেবতার চাঁদমুখ,
যার মীড়ে মীড়ে শরীর শিহরে—মণিকোঠা ঘুরে আসি।

আপাতমধুর, লালসা-নাচানো, নহে সে চটুল সুর।
শিব-সঙ্গীত শিবেতর করে দূর।
'গোরখনাথের' মৃদঙ্গ বাজে তায়,
নগর 'কদলী-পত্তন' গলে যায়,
ভোগে নিমগন যোগী মীননাথ কেঁদে মরে ব্যথাতুর।

৩

জন্মান্তর সৌহার্দ্যের সেই দেয় সন্ধান—
সত্য সে গীতে জাতিস্মর হয় প্রাণ।
হয় অশ্বিনা-উর্বশী উদ্দাম,
মনে পড়ে তার বৈজয়ন্তধাম,
সেই গীতই দেয় অভিশপ্তকে হারানো অভিজ্ঞান।

৪

অশোককাননে সীতাকে স্মরায় প্রাসাদ অযোধ্যার
সয়ম্বরের শুভ সভা মিথিলার।
যোগভ্রষ্টে ডাকে যে সাধনপথে,
স্থানভ্রষ্ট 'মাতলি'কে তার রথে,
জড়ভরতের গত মৃগমায়া মনে পড়ে বারবার।

তাহার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বাহিরায় মোর মন
করি ধ্রুবদের ধ্রুবলোক দর্শন।
কতই সত্য, কতই স্বপ্নসাথ,
চেনা হারাণের পাই সেথা সাক্ষাৎ
করি সেই সুর-সাগরেতে শত জনমের তর্পণ।

কুপুত্র

আমি একগুঁয়ে, বড়ই অসাবধানী,
নাহিকো বুদ্ধি, নহিকো গুণী কি জ্ঞানী।
বহু ঠকিয়াছি, ঠকাটা হয়েছে ঠিকও,
তবে মনে হয় কারেও ঠকাই নিকো,
জননী যে বাজিকরের মেয়ে তা জানি।

মার উপরেই যত রাগ, দিই গালি—
সর্ব অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছি কালি।
যত দুখ-ক্লেশ যতই যাতনা পাই,
মনে বিশ্বাস পেয়েছি তাঁহার ঠাঁই,
সকলেই ভাল—বিনা সে চন্দ্রভালী।

৩

অবুঝ সুতের মায়ের উপরই ঝোঁক,
তিনি মোর সব ব্যথা দুখ রোগ শোক।
তাঁহারই উপর সকল উপদ্রব,
তিনি ছাড়া কারও সহা তা কি সম্ভব
তিনিই আঁধার—তিনিই মোর আলোক।

পেয়েছি পেয়েছি সর্বংসহা মা—
যতই রাগাই কিছুতে রাগেন না।
যত বকি-ঝকি মা মা ব'লে যত কাঁদি,
তাঁহারি আদরে আবার হৃদয় বাঁধি,
পদ্মহস্ত জুড়াইয়া দেয় গা।

আর কারও 'পরে নাই অভিমান ক্রোধ—
সবারই লাগিয়া ভারি মমত্ববোধ।
গুণ দোষ যাহা সবই মোর জননীর,
ঝরে কারণে ও অকারণে আঁখিনীর—
মরি অনুতাপে মানে না মন প্রবোধ।

৬

এমনি অভাগা—অভাগাই বলি তাকে,
জীবন ধরিয়া ঝালাপালা করি যাকে।
তবু যেন এই মনে সান্ত্বনা পাই
তাঁর জগতের ভাল তো আর সবাই।
কে মোর আপন ? বকিতে যাইব কাকে ?

এ দৌরাত্ম্য, এই যে উপদ্রব—
মোর জীবনের নিত্য মহোৎসব।
গরলের এই নৈবেদ্যই আমি
জননীকে দিই—পূজা করি দিবা যামি,
কানে পশে তাঁর সুধা-হাস্যের রব।

ইহাতেই মোর জীবনের সব দাম,
এমনি করেই এ জীবন কাটালাম!
কটা দিন বাকি ? তবুও যদিন পারি,
মায়ের সঙ্গে চলিবেই আড়াআড়ি,—
কুপুত্র হায় পোষার যা পরিণাম!

পতিব্রতা

অজ্ঞাত যাঁরা অখ্যাত যারা ভুলেছি যাদের কথা,
প্রাসাদ কুটীর ধন্য করেছে যে সব পতিব্রতা,
রূপ যাহাদের ধূপের মতন পুড়েছে দেবোদ্দেশে
পতিই দেবতা পতিই ধর্ম জানিয়াছে ভালবেসে,

কোনো প্রলোভন নিষ্ঠা নিবিড় করেনিকো চঞ্চল,
স্বর্গে মর্ত্যে বাঁধে গাঁটছড়া যাদের চেলাঞ্চল,
দেয়নি ফিরায়ে স্বামী কৃতান্ত যে সব সাবিত্রীর
শুধু নিরাশায় জীবন কাটিছে রুদ্ধ নয়ননীর,
অভাগিনী হয়ে যে সব বেহুলা জিয়াতে পারেনি স্বামী
স্মৃতি পঞ্জর বক্ষে চাপিয়া যাপিছে দিবস যামি,
যে দয়মন্তী বনেই রহিল অর্ধ ছিন্নবাসে—
কোথা নলরাজ ! কাঁদে রাজরানী, কই সে ফিরে না আসে।
তুচ্ছ করিয়া পিতার ভবন ভবন অলকা জিনি'
স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে রহিল যে শিব-সীমন্তিনী—
গ্রামের যে সীতা অনলে পুড়িল না কহি' একটি কথা,
অনামা কবির প্রণাম লহ গো সেসব পতিব্রতা।

যাঁহাদের প্রেম মলিন ভারত ধৌত করিছে সদা—
যাঁরা সমাজের গঙ্গা যমুনা সরযূ ও নর্মদা,
যাঁদের স্তন্য ধন্য সুতের ওষ্ঠ ভিজায় আসি'
যাঁদের ভস্মে উদ্ভবে পীঠ মণিকর্ণিকা কাশী ;
পদ-অলক্তে জবা রাঙা হয় সিন্দূরে অশোক ফোটে,
চরণে যাদের ধূলায় ধরণী কৈলাস হয়ে ওঠে--
ভয়েতে পলায় দূরে অলক্ষ্মী, কলুষ কালিমা সরে,
যাঁদের হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ আলাই বালাই হরে,
সৃষ্টিরে যাঁরা রাখে পবিত্র চির কল্যাণ আনে,
দীন অন্দর মন্দির হয় যাঁদের অধিষ্ঠানে—
চন্দন বহে দেহসৌরভ, ফুল হৃদয়ের জ্যোতি
রোষবহ্নিতে পুড়ে মরে কাম, ধন্য সেসব সতী।
সাধ্য নাহিকো এ ক্ষীণকণ্ঠে তাঁদের স্তোত্র গাহি—
বন্দনা করি' হই কৃতার্থ নিত্য আশিস্ চাহি।

লোচনের খোল

যে খোল বাজায়ে গাহিল লোচন 'এসো এসো বঁধু' গান,
প্রেম আঁখিনীরে অভিষেক হল যার সারা দেহ প্রাণ।
যে খোলের সাথে মিশায়ে রয়েছে মনোহরসাহী সুর—
শুনি অনুখন মধুবাণী যার তিয়াসা হল না দূর,
হরিনাম রস বাদ যেতে যাহে উঠেছিল মধুবোল,
লোচনের পাটে টাঙ্গানো থাকিত লোচনের সেই খোল।
পাঠ হত যবে চরিতামৃত হত কীর্তন গান,
মাটির সে খোল আপনি বাজিত লভিত যেন সে প্রাণ।
নরোত্তমের প্রার্থনা শুনি' অজ্ঞাতে দিত তাল,
এমনি করিয়া কাটিয়া গিয়েছে এইখানে বহুকাল।

উঠিল একথা বর্ধমানের প্রতাপচাঁদের কানে।
আনাও সে খোল, শুনিব বাদ্য, ছুটে লোক গ্রাম পানে।
একি দুর্দিন ঘরে ঘরে শুধু হায় হায় করে লোক।
গ্রাম ছাড়ি' যাবে সাধকের খোল, গ্রামজোড়া তাই শোক।
ওগো মৃদঙ্গ! যেও না যেও না, হয় যে ব্যাকুল মন,
চিন্তামণির দেওয়া মণি তুমি সাতটা রাজার ধন।
নৃপতি আদেশে মোহান্ত সহ হাজির হইল খোল,
ভাঙিয়া এসেছে শহরের লোক উঠে ঘন কল্লোল।
শুন মহারাজ, কহে মোহান্ত ভীতিবিহ্বল স্বরে—
বড় নিদারুণ এ খোলের সাড়া থাকিতে দেয় না ঘরে।

৩

শুনে কাজ নাই—বাজাতেও মানা শুনিয়াও নাহি ফল—
জ্বালাময় করে ঘর-সংসার শুনিলে অমঙ্গল।

তবুও আবার রাজ অনুরোধ এড়াতে না পারি আর'
নয়নের জলে চুম্বিয়া খোলে প্রণমে বারংবার।
কাঁপিছে হস্ত, নয়ন তাহার ভয়েতে মুদিয়া আসে,
রাজ অনুচর ধরন দেখিয়া বদন টিপিয়া হাসে।
প্রভু নাম স্মরি' ঘা দিলেন খোলে—বাজে মৃদঙ্গ জোরে—
নাচে মোহান্ত তা থেই তা থেই রাজ অঙ্গনে ঘোরে।
বাজে মৃদঙ্গ থামেনাকো আর টলমল করে বাড়ী—
ভাঙি' পড়ে চূড়া ঝাড় হয় গুঁড়া—শঙ্কিত নরনারী।

৪

মীননাথপুরী সম বুঝি আজ সব হয় চুরমার,
রাজ পরিজন ভীত চঞ্চল বচন সরে না আর।
তমাল তরুর তল উঠে ভিজি' কদম পুলকে ফাটে,
প্রলয় বাদলে কি ঘূর্ণী এলো বিলাসের রাজপাটে?
বহুখন পর থামিল বাদ্য ঘাটে বাটে কথা রটে—
সকলেই বলে ধন্য ধন্য সিদ্ধ এ খোল বটে।
গ্রামে মোহান্ত আসিলেন ফিরে—সেই সে খোলের সা'
মুখে নাই কথা সজল নয়ন—হস্তে পক্ষাঘাত।
হোথা পরদিন প্রতাপচাঁদের পেলে না কেহই খোঁজ,
তোরণে শাস্ত্রী দাড়াইয়া থাকে আশাপথ চেয়ে রোজ।
ঘোড়াশালে তাঁর প্রিয় ঘোড়া কাঁদে হাতীশালে কাঁদে হাতী—
রাজ অঙ্গনা কাঁদেন কাতরে ভূতলে আঁচল পাতি'।

* * *

বহুদিন পর ফিরিলেন রাজা—চিনিল না কেহ তাঁরে
গৃহের মালিক অতিথির মত ফিরে গেল এসে দ্বারে।

নির্দোষ

জজের কেরানী গজের মতন টলে টলে চলে আবদারে,
বুকে নাহি ভয় ধীরে কথা কয় চৌকশ সে যে সবধারে।

ডুবেছে সে হায় মদের নেশায় পশেছে সে বিষ অন্তরে,
যাহা কিছু পায় দুহাতে উড়ায় খেয়াল-সাগরে সন্তরে !

এহেন গিরিশ হল ডিস্‌মিস্‌ মলিনতা নাই মূর্তিতে—
প্রসন্ন চিতে শিস্‌ দিতে দিতে চলে গেল মহা স্ফূর্তিতে।
আপনি বিকায় লালসার পায় কে আর তাহারে সম্বরে ?
সবল পক্ষ কপোত উড়িল যেন শ্যেনাকুল অম্বরে।

বরষের পর বরষ কেটেছে ডাক্তারি করি' স্বগ্রামে—
দেশেতে এবার দারুণ মড়ক লেগেছে প্রথম অঘ্রাণে।
রোগী দেখে হায় ফিরি অবেলায়, মেঘ করিয়াছে ঘোর করি',
ইরাণী যুবতী আসিয়া দাড়াল সজল নয়নে কর জুড়ি' ;

বলে ডাক্তার, চল মোর সাথ, এই নে যাবার টঙ্কা নে,
বলিয়া সুমুখে খুলিয়া রাখিল তাহার হাতের কঙ্কণে।
চাহিনে টঙ্কা, বলি' চলিলাম ভ্রমণকারীর আড্ডাতে
দেখি স্বামী তার পড়িয়া রয়েছে চটের উপর খট্টাতে।

সহসা দেখি এ কাহার মূরতি ! পাণ্ডু অধর সুস্মিত,
ওযে চেনা বেশ সেই যে গিরিশ দেখিয়া হইনু বিস্মিত।
চোখে এলো জল, সকলি বিফল, মরে যাই দুখে লজ্জাতে—
মুমূর্ষু প্রাণ করে আনচান পড়িয়া মলিন শয্যাতে।

বলে, জল দাও, তল্‌পি সাজাও, চলে যেতে হবে কোন্‌ দূরে—
ঘোড়া যে আমার হল চঞ্চল, মানেনাকো রাশ বন্ধুরে
করে জোড় কর, চায় সকাতর, পড়ে ধীরে আঁখিনীর খসি'—
শেষকথা তার, 'ধর্মাবতার, হুজুর, আসামী নির্দোষী।'

কালিদাস

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে—নবরত্নের সভাতে—
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন বসিয়া আছেন প্রভাতে।
হয়ে গেছে কাল, শকুন্তলার সর্বপ্রথম অভিনয়,
নট নটী দল বিদায় মাগিছে—প্রণতি জানায়ে সবিনয়।
কী সুধার পরিবেশন করেছে—সে কী আদর্শ চারুতার,
দিকে দিকে ছোটে যশ-সৌরভ সেই অপূর্ব বারতার।
তন্ময় আজ গোটা রাজধানী—একই কথা সব ভবনে—
'মৃদু মৃগদেহে মেরোনাকো শর'—এখনো পশিছে শ্রবণে।

২

শকুন্তলার বিরহে যেমন বিষাদ-বিমনা তপোবন,
বিশাল নগরী তেমনি হয়েছে—শিথিল সবার দেহমন।
বলিলেন রাজা, হে কবি, তোমার প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ,
সেই যে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—সেই তো মোদের ইতিহাস।
যা কিছু রম্য—যাহা সুমধুর—তুমি রেখে গেলে কুড়ায়ে—
কাল-ভাণ্ডারে তব অবদান—দানেতে যাবে না ফুরায়ে।
শত সহস্র বরষ পরেও ওই সুধারস গড়াবে—
জন্মান্তর সৌহাদ্য কি ক্ষণেকের তরে স্মরাবে?

৩

বনজ্যোৎস্নার কুসুমোদ্গম, মৃদু গুঞ্জন ভ্রমরের,
'হংসপদী'র ও গীতলহরী ভোগ্য করিলে অমরের।
তরু আলবালে জল দেয় বালা—মৃগ করে কার পথরোধ—
তাদেরও চিত্ত মধুর করেছ, নিবিড় তোমার রসবোধ।
মোদকখণ্ড লোভী মাধব্য—মোর কঞ্চুকী, সারথি—
অনন্ত প্রাণ লভিয়া আজিকে করিছে তোমার আরতি।
পরভৃতা তব শুনিয়াছে শ্লেষ—আতপত্রও হাসিছে—
মূক ও মৌন তোমার পরশে মুখর হইয়া আসিছে।

৪

সেদিনের সেই উৎসব-প্রাতে দেখিনু দাঁড়ায়ে দু'জনায়—
একদিকে উঠে রাঙা হয়ে রবি—আন দিকে শশী ডুবে যায়।
শোক ভাগ্যের ব্যসনে উদয়ে কী ছবি ফুটালে তুলিতে—
অতুলনীয় তব প্রকাশভঙ্গী কিছু যে দেবে না ভুলিতে।
শিপ্রা অনিলে কী মন্ত্র দিলে? মূর্তি রচিলে কী রসের?
মোদের ক্ষণিক দুখ সুখ হল—আনন্দ চির দিবসের।
অতি সন্ধানী কঠিন বড়ই তোমায় নিকট করা বাস,
মরমের ব্যথা, সরমের কথা, কিছুই রাখনি অপ্রকাশ।

আকাশঘেরা ও ইন্দ্রজালের সকলি ধরেছ জাদুকর,
তত্ত্ব খুঁজিয়া মোরা হত হই—কৃতী তো তুমিই মধুকর।
আজিকার আমি প্রবল মালিক কেহ নই আমি কালিকার,
জীর্ণ তুচ্ছ লৌহতন্তু নবরত্নের মালিকার।
হে মহামানব, চিনেও চিনিনি—হয়তো করেছি কুভাষণ,
কাল কালিমার অনেক ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল তব সুখাসন।
অনন্ত পথে উঠ জয়রথে কত করিয়াছি পরিহাস—
তুমি যে আমার—এই গৌরব—আমরা তোমার কালিদাস।

৬

হে কবি, এ যুগ ধন্য করিলে, সজীব করিলে আঁকিয়া
মহাকাল-ভালে অমৃতক্ষরা শশিকলা গেলে রাখিয়া।
রাজ্য ও রাজা মিলাইয়া যাবে—কালসাগরেতে পাবে লয়,
তুমি আমাদের শরণ সুহৃদ—তুমি আমাদের পরিচয়।
বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি পরাইয়া দাও তব চীর,
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও কোথা আশ্রম মরীচির।
বন্ধুর দেওয়া বিজয়তিলক মুছ না হে কবি মুছ না,
আসে অনাগত গুরু-গৌরব—আমি করি তার সূচনা।

ভারতের কালিদাস

ভারতের তুমি, তুমি সারা ভারতের,
জাতি দেশ কাল তোমাকে দেয় না বেড়।
বিগত আগত, অনাগতদের তুমি,
বন্দনা করে সব যুগ—সব ভূমি,
সব পরিধির বাহিরে দাঁড়ায়ে— তবু তুমি আমাদের।

ভারতের কালজয়ী প্রতিনিধি—তার সেরা পরিচয়,
ভাবের ভূমিতে তুমিই তো হিমালয়।
মহাভারতের হে মানসসম্ভব,
আনিয়া দিয়াছ অনন্ত গৌরব,
তোমারে ঘেরিয়া ভাষা ও ভাবের গঙ্গা যমুনা বয়।

৩

শ্রবণে মোদের এখনো শিপ্রা নদীর কলস্বন,
তোমার মেঘের মতন ঘোরে এ মন।
মহাকাল-ভালে খণ্ড চন্দ্র আলো,
তুমি এনে দিলে, নয়ন জুড়ায়ে গেল,
তব রাজসূয় যজ্ঞে করি যে ভুবন নিমন্ত্রণ।

ভারতের ভাষা, তোমারি যে ভাষা, হইতে পারে কি মৃত?
সংস্কৃতের চেয়ে সে যে সংস্কৃত।
তব লিপি হবে সারা ভারতের লিপি,
ভারতীর ও যে নিজে হাতে গড়া দীপই,
উভয়ে করিবে জগৎকে ধনী—বিশ্বকে বিস্মিত।

গান্ধী মহাত্মা

অর্ধ ধরণী নত হল যাঁর পদ্মাসনের তলে,
অহিংসা নব-যুগের সূচনা করিল ভূমণ্ডলে,
হেরি পশুঘাত সদয় হৃদয় বুদ্ধ-শরীরধারী—
কেশবে আমরা চক্ষে দেখিনি—হতভাগ্য যে ভারি,
পশুঘাত নয়, নর-পশুদের আঘাত ব্যথিল যাঁকে,
আমরা দেখেছি সে মহামানব গান্ধী মহাত্মাকে।

প্রায় দু' হাজার বৎসর পরে জন্মেছি ইহলোকে,
যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমাসুন্দর মূর্তি দেখিনি চোখে ;
কোথায় প্রতাপী 'পাইলেট' আর কোথায় বিচার দিন,
উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সে অমর নেজারীন্।
যুগের যুগের শিল্পী ও কবি চিত্র যাঁহার আঁকে—
দেখিনি—কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

৩

প্রেম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন ভাবাবেগে—
মাঠ ঘাট বাট তীর্থ হতেছে চরণের ধূলা লেগে,
ভক্তিতে নত যত নরনারী নত পাখি তরুলতা
জীবে সে কী দয়া, শ্রীহরির লাগি' কী গভীর ব্যাকুলতা,
অচণ্ডালকে ডাকি' কোল দেন—যান যেথা তাঁরে ডাকে—
দেখিনি—কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

রাজঘাটে

মনে হল মোর, হয়তো প্রথম, সুশ্যামল তৃণে ভরা,
মহাভারতের এই ময়দান ময়দানবের গড়া।
সতৃষ্ণ আঁখি দাঁড়াত অযুত ভাগ্যবানের সারি,
কৃষ্ণার্জুন যখন এখানে করিতেন পায়চারি।
সরমে যমুনা দূরে সরে গেল মন হল উচাটন,—
বংশীধরের শ্রী-করে হেরিয়া চক্র সুদর্শন।
পদ্মনাভের বুকে উঁকি দিল প্রথমে যেখানে গীতা,
ভাবিতেছি ঠিক সেইখানে ঠাই লভিয়াছে এই চিতা।

দেখিলাম যাহা বেদনাদায়ক, তবুও দেখিতে চাই—
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের দেহভস্মের ঠাই।
নশ্বর হেথা যাহা ছিল তাঁর, নিঃশেষ হল পুড়ি',
অবিনশ্বর যাহা তাঁর তাই রহিল ভুবন জুড়ি'।
এই চিতা তাঁর—একক যাহার কঠোর তপঃফলে
সমগ্র এক জাতির মুক্তি আনিল ভূমণ্ডলে।
দাঁড়াল ভয়াল ক্রুদ্ধ সিংহ থমকি' নিকটে তাঁর,
পুষ্পের ঘায়ে বিচূর্ণ হল মারণ-অস্ত্রাগার।

কোথা বেলী যূঁই রজনীগন্ধা ? দেখি যে লাগিল ধাঁধা,
কোথা শতদল ?—চিতাপীঠে শুধু সাজানো রয়েছে গাঁদা।
চিরদিন জানি বিশাল ভারত, ফুলময় গীতময়,
এই রাজঘাটে ঘটাতে হইবে তাহারি সমন্বয়।
ফুলে ফুলে হবে পুরবাসীদের সুরভিত নিশ্বাস।
ফুলের ফসল ফলাতে হইবে—চাই গোলাপের চাষ,
দূর অলকার স্বর্ণচম্পা কেশর মাণিক্যের—
বায়ুবাস্ত্রে কে উড়ায়ে আনিবে এই নগরীতে ফের।

৪

পিপাসু শ্রবণ হেথায় শুনিবে প্রভাতে সন্ধ্যাকালে—
মনোহরসাহী কীর্তন গান গীত দশকোশী তালে।
নানান ভাষার সুরশিল্পীরা বড় বড ধ্রুপদিয়া,
জাতির জনকে পূজিবে আসিয়া কণ্ঠের সুধা দিয়া।
দিবসে নিশীথে ভাসিয়া আসিবে শত সুর-ঝঙ্কার;
মেঘমল্লার দীপক বেহাগ দরবারী কানাড়ার।
ধ্বনিবে মঠের কক্ষে কক্ষে ভজন গানের সুর—
গীতে ও গন্ধে ধূপে দীপে রবে অঙ্গন ভরপুর।

এই যে চিতার ভস্মের কণা করে দিবে নির্মল—
গোটা এ ভুবন অন্তরীক্ষ, বায়ু ও জলস্থল।
মনকে করিবে অপাপবিদ্ধ, দেহকে সবল শুচি,
হিংসা দম্ভে দর্পেতে আর রহিবে না অভিরুচি।
আসিবেন হেথা দেশ বিদেশের গুণী ও তত্ত্ববিদ্
স্থাপিতে জগন্মঙ্গল ব্রতে স্থায়ী শান্তির ভিত।
বিশ্বজিতের ত্যাগ যজ্ঞেতে সাধু ঋত্বিক সব—
জানাবেন আসি' প্রেমই মহান—বৃথা জাতিগৌরব।

৬

নিজে দীন তিনি, কিন্তু ছিলেন দীনবন্ধুর প্রিয়—
সকল জাতির সুহৃদ ছিলেন—সবাকার আত্মীয়।
কটিবাস পরা সেই ফকিরের চিতায় লুটাতে শির,
হতেছে নিত্য কত সম্রাট কোটিপতিদের ভিড়।
জগতের মহাতীর্থ হইবে দিল্লীর রাজঘাট—
অনাগত যুগ দেশ ও জাতির হবে মিলনের পাট।
চিতায় তাঁহার কোটি কোহিনূর ছড়ানো রয়েছে ভাই-
সত্যাশ্রয়ী সে মহামানবে ভুলে যেন নাহি যাই।

কপিলাশ্রমে

বেণুকর এক অতিথি হইল কপিলমুনির আশ্রমে
মনে হয় বুঝি ভুলক্রমে।
দেখে উল্ ঢাল্ সকল দ্রব্য কিছুই নাহিকো সজ্জিত,
মুনিও হলেন লজ্জিত।
কোথায় পড়িয়া নীরবে মুষ্টি অর্ধপিষ্ট ইঙ্গুদী,
ফেরে ফড়িঙের পঙ্গতই।
ঢুঁ মারিতে আসে আশ্রম-মৃগ নবোদিত দৃঢ় শৃঙ্গেতে
থামে না মুনির ইঙ্গিতে।
ডাঁস মধুপেরা গুঞ্জন করে, সদা দংশনে উদ্যত
মরালেরা সব উদ্ধত।
নাহিকো তুষ্টি, নাহিকো পুষ্টি রুক্ষ বৃক্ষ অঙ্গনে,
রঙহারা ফুল রঙ্গনে।
ভাবে গুণী কেন শান্ত ভূমেতে রৌদ্ররসের আধিক্য ?
মুনি যে তেজের প্রতীক গো।
পদ্মনাভের তুল্য মুনিরে উর্ণনাভে যে বেষ্টিল—
আগে আশ্রম বেশ ছিল।
কহে বেণুকর, আসিয়াছি তব চরণ-প্রান্তে আজ কেন—
অন্তর্যামী সব জানো।
সংখ্যা লয়েই আমারও সাধনা তাহাই করেছি অঙ্গীকার,
তুমি ব্যথা বোঝো সাংখ্যকার।
সাত স্বর তবু একজনে চায় করিবারে রস-সৃষ্টি তো
দিতে অমৃত দৃষ্টি তো।
মিলনের এক সুর উঠিতেছে সপ্ত সুরের সংঘাতে
এক রহিয়াছে সব তাতে।
আশ্রমে তব প্রকৃতি কই ? পুরুষ রয়েছে উহ্য যে,
ঝলমলি কত বুঝছো হে ?
বেসুরা করেছ সকলি যে তুমি, বেসুরা তোমার সংসারও
সৃজিতে পার না, সংহারো।

অনল চিনেছ, চেন না জীবন, রাখ না শ্যামের সংবাদই
তুমি বড় বিসংবাদী।
আমার বাঁশরী দীপকে জ্বালায় সৃজে পুন মেঘমল্লারে—
কমল কুমুদ কহ্লারে।
সুরে গড়ি' আমি চৌদ্দ ভুবন করি আনন্দে নন্দিত
স্পন্দিত আর ছন্দিত।
আমার ধরণী নিতি বিচিত্র কভু শ্যামা কভু পিঙ্গলা।
সবেতেই কত শৃঙ্খলা।
আমার বীণার তালে তালে নাচে গ্রহ তারা রবি ইন্দুও
তেরো নদী সাত সিন্ধুও।
ওড়ানো-পোড়ানো নহে তো কঠিন সাজানো-গোছানো শক্ত হে,
তুমি ভস্মের ভক্ত যে।
শ্যাম অঞ্জন দিব আমি তব অশনিগর্ভ চক্ষেতে—
সুর শল্যে অলক্ষেতে।
খর জ্যোতি তব দ্রব ক'রে দেবো সুর-সুরধুনী গঙ্গাতে
সংজ্ঞা আনিব সংখ্যাতে।
জেনো মুনিবর চলে না ভুবন কেবল পঞ্চভূত নিয়ে
বাদ দিয়ে পরমাত্মীয়ে।
পঞ্চকে তুমি বাড়াইয়া কর যদিই পঞ্চবিংশতি—
তাতে ও সেই অসঙ্গতি।

ভাণ্ডীর বনে

দীন দরিদ্র অখ্যাত বটি—
যায় নাই অভিমান তো,
উপেক্ষা আর অনাদরে হত
সজল নয়নপ্রান্ত।

দীনতা আমার আসেনি এখনো মনে,
তাইতো বেদনা পেতাম ক্ষণে ক্ষণে,
তুচ্ছ আঘাতে আহত এ প্রাণ
গোপনে নীরবে কাঁদতো তো।

সহজে লাগিত মর্মে আঘাত
দেখেছি করিয়া লক্ষ্য,
বুঝিতাম নাকো কেন পাব তাহা—
নহি আমি আর যোগ্য?
এড়ায়ে যেতাম ধনী মানী গুণীদিকে
করিতাম ইহা হয়তো ঠেকেই শিখে,
সে বিষয়ে ছিল হিংসাই বেশি
বুক তো হত না শান্ত?

৩

অঘটন এক ঘটিল একদা
ভাণ্ডীর বনে হায় রে,
গোপালে দেখিতে জেলা-শাসকের
সঙ্গে কি কেহ যায় রে!
দু'ধারে তাঁহাকে বন্দনা করে লোকে,
জনপ্রিয়তার আনন্দ তার চোখে
সুখে রাজেন্দ্রসঙ্গমে আমি
চলিয়াছি দীন পান্থ।

৪

মন্দিরদ্বারে পার্শ্বে দাঁড়ান্থ
আনন্দাশ্রু গণ্ডে—
প্রসাদী মাল্য পূজারী যে দিল
প্রথম আমার কণ্ঠে।

বলিনু তাঁহাকে জেলাপাল তব আগে,
আমাকে এ মালা দেওয়াটা কি ভাল লাগে ?
তাঁকেও দিতেছি, পুত্রকে কন—
দ্বিতীয় মালাটি আন্ তো।

লজ্জিত আমি—বলেন বন্ধু
পূজারী নন সামান্য,
করেছেন তিনি জেনো গোপালের
আদেশই কেবল মান্য।
ভক্ত যাত্রী তুমি—আমি ছড়িদার,
দেবের প্রসাদে তোমারি তো অধিকার,
যিনি যে জিনিস পাবার যোগ্য
তিনিই তা শুধু পান্ তো।

৬

হাসেন বন্ধু—যাত্রীর দল
জাগায় জয়ধ্বনি,
চুপ ক'রে থাকি চক্ষু সজল
বড়ই প্রমাদ গনি।
দীনবন্ধুর হেরি' এই ব্যবহার,
চূর্ণ আমার সকল অহঙ্কার,
এমন করিয়া লজ্জা দিতে কি
হরি বিনে কেউ জানতো ?

দণ্ডকারণ্য

আমরা যাব, যাবই যাব, দণ্ডকারণ্য,
সঙ্গে লব, বাংলাদেশের পুণ্য ও পণ্য।
বাঁধব 'মরাই' ডাইনে বামে, বাঁধব সোনার ধান,
আম কাঁঠাল ও নারিকেলের প্রকাণ্ড বাগান।
ফলাইব সেই মাটিতে শ্রেষ্ঠ ফসল ঢের—
সিঙাপুরী আনারস ও কমলা সিলেটের।
অঙ্গনে পুঁই পুনকো পালং কুমড়া শশা ঝিঙা,
পদ্মভরা দীঘি দূরে—মাছ ধরিবার ডিঙা।

নানান রকম মাছ ফেলিব খিড়কি পুকুরে,
ছিপটি হাতে, বসবো মোরা, দিবস দুপুরে।
ঘর্ঘরিয়া ডাকবে হুইল—খেলবে বৃহৎ রুই,
আসবে ছুটে চাষী—যারা নিরুচ্ছিল ভুঁই।
ডিমভরা সব ট্যাংরা পুঁটি ধরবো বাটা পোনা-
উল্লসিত ছেলেমেয়ের চলবে আনাগোনা।
চরবে গাভী মুখ ডুবায়ে শ্যামল তৃণ 'পর—
মাছে দুধে ভাতে রবে—মোদের বংশধর।

৩

জানাবো এ পুনর্বাসন—নির্বাসন তো নয়—
ভয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখেন হরির বরাভয়।
গড়বো কেহ মুড়ি ভাজার খোলা খাপুরি—
বুন্‌বো কেহ কুলো ডালা ঝাঝুরি ঝুড়ি,
বানাইব অমৃতি কেউ—ঢাকাই পরোটা—
লাড্ডু পেড়া বলবে দেখে 'পর নহে ওটা'।
সরভাজা ও ছানাবড়া খইচুর ও ল্যাংচা—
সীতাভোগ ও মিহিদানা—যে চাহিবে যা।

গড়বো নূতন বিক্রমপুর, নূতন নবদ্বীপ—
'চন্দ্রনাথে'র ভালে দিব নূতন চাঁদের টিপ।
বসাইব 'দত্তপাড়া' দণ্ডকেতে আনি'—
'জনস্থানের' পীঠের কাছে তীর্থ রাজেন্দ্রানী।
সর্বহারা একেবারে নিঃস্ব ও নিঃশেষ—
অরণ্যেতে মিলবে নূতন 'সব পেয়েছির দেশ'।
কেড়ে নিলে—ফেলে এলাম—আকুল আঁখিনীরে-
পদ্মা এবং মেঘনাতে—যা—হেথায় পাব ফিরে।

আরতিতে বাজবে কাঁসর বাংলাদেশের ঢোল—
শঙ্খ ঘণ্টা হুলুরবে—বক্ষ উত্তরোল,
পড়বো সবে মহাভারত পড়বো রামায়ণ
হবে মহৎ দুখের সাথে দুখীদের মিলন।
শ্রীবৎস ও চিন্তা এলো কাঠুরিয়ার দেশে,
চিনবে না কেউ এলো যে হায় অতি মলিন বেশে।
লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা পায়নি কিছু কম—
হেথায় যেন মেলে তাদের 'সুরভি আশ্রম'।

৬

সবায় নিয়ে করবো যে ঘর বড়ই মনে সাধ—
'জন্মাষ্টমীর' সে আনন্দ পড়বে নাকো বাদ।
দশভুজা মূর্তি মায়ের বাংলাদেশের ঢঙে
তৈরী হবে চুম্‌কি চুনী, রাংতা এবং রঙে।
লক্ষ্মী-পূজার সমারোহ এলুন দেওয়া বাড়ী—
মনসা ও ষষ্ঠী পূজা ভুলতে কি গো পারি?
পৌষ আগ্‌লাবো, রোদ পোহাবো, গড়বো পুলি-পিঠা,
পার্বণও যে মোদের কাছে ভিটার মত মিঠা।

ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের দণ্ডকারণ্য—
গুণীগণের বাসে হবে নৈমিষারণ্য।
সেথায় মোরা খুঁজবো নিতি দেবদেবীর পাজ
পুণ্য সে সব পদধূলির কিছু কি নেই আজ?
মুনি ঋষি যক্ষরক্ষ সবার অতিথি—
তাঁদের কৃপা তাঁদের আশিস্ মাগবো যে নিতি।
ধূলা-মুঠি সোনার-মুঠি—ঘরকে তপোবন
করবো মোরা, লাগলো চোখে অমৃত অঞ্জন।

যে প্রতিভা ফুটবে হেথা বল সকলে বল—
পূজবে মায়ে একশত আট দিয়ে নীলোৎপল।
অতি বিপুল সে ঐশ্বর্য একলা ভোগের নয়—
বহুর ভোগে লাগবে, তবু রহিবে অক্ষয়।
অনাগত যাঁদের কথা এখনো অজ্ঞাত—
জন্মগ্রহণ করবে হেথায় মহামানব কত।
বিরাট তাদের অবদান ও মহাপ্রাণতায়
চিনবে সারা বিশ্বকে যে—যাচ্ছি সেই আশায়।

গঙ্গাসাগর

কপিলের রোষ ডুবিয়া রয়েছে দেবতার আঁখিজলে,
জলগণ্ডীতে আটক করেছে হিংসার কালানলে।
দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আছে জলমুষ্টির চাপে,
গলেছে লবণ হিমাদ্রি ঘোর জিঘাংসা সন্তাপে।
অনির্বাপিত ভীম সংগ্রাম নিতি দেবাসুর দলে—
লভেছে এখানে সলিল মূর্তি কাহার তপঃ ফলে?

হে নীলাম্বুধি ভালবাসে নর শুনিতে গোপন কথা,
কার লাগি' এই দিগন্তব্যাপী অনন্ত ব্যাকুলতা ?
নীলমণি-গলা সলিলে বিপুল ধনভাণ্ডার রাজে
রত্নাকর যে—দম্ভ দর্প তোমাকেই শুধু সাজে।
তরল কপিল নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সব
কাহার লাগিয়া পাতিয়াছ এই সৃষ্টির উৎসব ?

৩

প্রভুত্ব চায় তোমার উপর দুর্বল মাণবক
মহাকাশে ক্ষীণ ঘুড়ি উড়াইয়া রোধিবার মত সখ।
ভগ্ন মগ্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কীর্তি তার,
ঘূর্ণীতে দাও চূর্ণি' তাহার সকল অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র প্রবালে আশ্রয় দাও প্রনেষ্টা গর্ব্বের,
পদ্মাসন যে পাতে বুকে তব হিরণ্যগর্ভের।

হে চির মুক্ত সমুদ্র—তুমি জানাও সগৌরবে—
তোমারে লভিতে অগ্রে তোমার মতন হইতে হবে।
দুকূল হারায়ে আপনা ভুলিয়া সকল ক্ষয়ের শেষে
তব সন্নিধি লাভ করা যায়—প্রবেশি তোমার দেশে।
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী গঙ্গা যে দ্রবময়ী—
তোমাতে মিশেছে ভক্তি এবং যুক্তির বাণী বহি'।

গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসাগর তোমারে নমস্কার—
ভুবন মাঝারে বেশী বড় কিছু দেখিবার নাহি আর

নির্ঘোষিত এ সঙ্গম ভূমে—অভয়ের মহাবাণী—
রোষের ভস্মে বিভূতি বিলাতে অমৃতের আমদানি
ক্রোধের সমাধি হতে শান্তির ধারা হল নিঃসৃত
হত গৌরব উপরে স্নেহের জলবাহু বিস্তৃত।

৬

সকল চিতার অঙ্গার হয় ধৌত তোমারে চুমি',
অঙ্গার হতে হীরক করার মন্ত্র জানো যে তুমি।
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ—প্রণাম তোমারে কোটি,
জগৎ পিতা ও মাতায় চরণ ধৌত করিছ লুটি।
শ্রীভগবানের সলিল-শয্যা—অমৃতের পারাবার,
দৃষ্টি আমার হল জলময়ী, জানাই নমস্কার।

নৈমিষারণ্য

তোমাকে এখন খুঁজিয়া পাবো না, বৃথা অরণ্যে ঢুকে—
প্রতিষ্ঠা তব হইয়া গিয়াছে বিশ্ব-মানব বুকে।
অরণ্য নও—সত্যই তুমি ছিলে ভারতের মন—,
মহাভারতের বন-বাণীরূপ—অমৃত প্রস্রবণ।
কতই পুরাণ, কত আখ্যান কতই আখ্যায়িকা—
জড়ায়ে রয়েছে তোমারে—লভিয়া অমরত্বের টিকা।
কোথা সূত মুনি ?—সে জ্ঞানারণ্য—মুনিঋষি কুলপতি ?
অনির্বাপিত সে হোমকুণ্ডে বার বার করি নতি।

শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ শাস্ত্র আলোচনা—আরাধনা,
পূজা হোম, তপ, অধ্যয়ন আর চলিত অধ্যাপনা।
'এক'কেই দেখা বহু বহু রূপে—এক-কথা শুনা সবে—
ধ্যান ও মনন সব অর্পণ সেই সে শ্রীবিষ্ণবে,
সযত্নে দূরে পরিহার করা—অমৃত নাই যাতে—
নিবিড় করিয়া দুর্লভে পাওয়া কঠোর তপস্যাতে।
ভাব-সাগরেতে সদা মন্থন সাধনা অনন্য—
উপনিষদের নন্দনবন—নৈমিষারণ্য।

দেহে মনে প্রাণে বলহীন হওয়া অতিবড় অভিশাপ,
দুর্বল কভু পরমাত্মারে করিতে পারে না লাভ।
সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ হল ত্যাগে— দান করিলে না যাহা—
বৃথায় এবং বিফলে তা গেল—নষ্ট হইল আহা।
প্রভেদ নাহিকো, অভেদ জগৎ এবং জগন্নাথ—
শুধু অহিংসা পারে হিংসাকে করিতে আত্মসাৎ।
এই ছিল তব শিক্ষা দীক্ষা—তোমার সাধনক্রম—
সব দেশে যুগে এ ধারাই চলে, নাহিকো ব্যতিক্রম।

জগতে হয়েছ অবিনশ্বর তুমি ও তোমার দান
অমৃতের পরিবেশন করেছ, মুক্ত সিদ্ধকাম।
নির্মল কর, পবিত্র কর, সতত ঊর্ধ্বে টানো—
কর্ম তোমার অমৃতপুত্রে অমৃতই ভুঞ্জানো।
মানুষকে করা অপাপবিদ্ধ, আবার জাতিস্মর—
মনুষ্যত্ব-দেবত্ব মাঝে রাখো কম পরিসর।
প্রেমানন্দের স্থায়ী রস তুমি নৈমিষারণ্য—
হে সৎ বস্তু ভাব হইয়াছ—ভুবনবরেণ্য।

গাদিয়া লোহার

(গত ৬ই এপ্রিল ১৯৫৫ সালে চিতোরেব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোহারগণ চারিশত বৎসর ধরিয়া যাযাবর জীবন যাপন করিয়া স্বাধীন চিতোরে ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর অনুরোধে পুনরাগমন কবিয়াছেন)

তোমাদের সব পূর্বপুরুষ—
পরাজয় গ্লানি সহিতে নারি',
গেল চারিশত বৎসর আগে
বীর শিল্পীরা চিতোর ছাড়ি'।
মহারানাজীর ভক্ত প্রবল,
বক্ষে অনল, চক্ষু সজল,
বলিল, 'স্বাধীন চিতোরে ফিরিব
যদি কোনোদিন ফিরিতে পারি।'

তখনো চিতোর দুর্গ জ্বলিছে—
জহরব্রতের পুণ্যানলে,
তখনো করিছে ঘোর সংগ্রাম
দুর্গরক্ষী সৈন্যদলে।
দেখি 'গম্ভীরা' নদী হয়ে পার—
জলভরা চোখে কাতারে কাতার,
চলে গেল—গেল তাহাদের সাথে
স্বাধীন সূর্য অস্তাচলে।

৩

তোমরা তাদেরি, বীর যাযাবর
সে করুণ স্মৃতি আঁচলে বাঁধি'
বক্ষ-শোণিতে মুক্তি পিয়াসা—
কত পথে ঘাটে ফিরেছে কাঁদি'।

গৌরবময় সে অতীত দিন
তোমাদের মাঝে হয়ে আছে লীন,
এসো জীবন্ত বিদ্যুৎধারা
তোমাদিকে মোরা আসিতে সাধি।

৪

এলো স্বাধীনতা—সে স্বাধীনতার
তোমরা আসিয়া অংশ লভ।
কৃচ্ছ্রসাধনা সে কঠিন পণ
এনেছে সিদ্ধি সুদুর্লভ।
অনুকূল বায়ু বহে, হাসে দিক,
হে অনমনীয় স্বদেশপ্রেমিক।
এসো ফিরে এসো, তোমাদিকে লয়ে
আমরা ধনী ও ধন্য হব।

জননীর দুখে হলে যাযাবর—
লোহার হৃদয়, লোহার দেহ—
অভিশাপ শেষ—স্বাধীন ভারতে
গৃহী হতে ডাকে মায়ের স্নেহ।
হৃদয় রয়েছে তেমনি যে রাঙা,
রহিয়াছে হের সেই ঘর ভাঙা,
এসো ফিরে এসো—পরমাত্মীয়
তোমাদিকে পর ভাবেনা কেহ।

৬

তোমাদিকে ডাকে স্বাধীন ভারত
স্বাধীন চিত্তোর ডাকিছে কাছে।
মহাভারতের প্রধানমন্ত্রী
বরণ করিতে দাঁড়ায়ে আছে।

যে পথে গিয়াছ ফের সেই পথে,
জয়মালা গলে এসো জয়রথে
জয়তু জয়তু প্রতাপ সিংহ
তব আগমন ভারত যাচে।

দিল্লী নগরী

তোমার সেদিন গত, গত পাণ্ডব কৌরব—
চিরতরে অস্তমিত তোমার সে গৌরব।
সর্বহারা হলে, এলো লাঞ্ছনা অপার,
সারা গায়ে গ্লানি তোমার পরাধীনতার।
নৃশংসতা বীভৎষতা বিভীষিকার ঠাঁই—
এমন কিছু কদর্যতা নাই যা দেখ নাই।
নরনারীর রক্তে পথে ঢেউ যেত গোনা—
দেশজোড়া সে কসাইখানার নাইকো তুলনা।
বর্বরতায় জর্জরিত—অরুন্তুদ ব্যথা—
ইতিহাস তো নয়কো সেটা আরব-নিশির কথা!

শক্তিহারা সাহসহারা বিবেকহারা জাতি,
অবসন্ন দিবস, তাদের কলঙ্কময় রাতি।
চিত্ত বিত্ত সততা ও রূপ রাখা অক্ষত,
অসম্ভব যে ছিলই—পাবে প্রমাণ তাহার কত।
কৃতঘ্নতাই নীতি, এবং হত্যাকারী বীর,
ঠিক ছিল না দেহচ্যুত কখন হবে শির।
কলুষিত বিড়ম্বিত নিশ্বাস প্রশ্বাস—
নগর জুড়ে বাস করিত ভয়াল অবিশ্বাস।

ধনের মানের প্রাণের মোটের ছিলনাকো দর,
ছিলে হরণ লুণ্ঠনের যে তুমিই 'বামাল ঘর'।

৩

জোর আছে যার মুলুক তাহার এই ছিল প্রবাদ,
প্রচণ্ড যে প্রশংস্য তার সকল অপরাধ।
প্রাচীন যাহা দর্শনীয় জাতির নমস্য—
সবার আগে পড়ল ভাঙা তাহাই অবশ্য।
ছিলে অধীন হেয় ও হীন লক্ষ্য তবু ভোগ—
অপার্থিবের সঙ্গে তোমার ছিল না কো যোগ।
বীর জাতিরা ধর্ম লাগি' দিচ্ছে যখন শির—
বক্ষে তোমার দুঃখ নাহি, চক্ষে নাহি নীর।
খুশ রোজেতে যোগ দিয়েছ কণ্ঠে সোনার হার—
যাপতে জীবন অবাঞ্ছিত জীবন গণিকার।

ভাগ্য ভাল চরণ পরশ পেলে মহাত্মার,
এতদিনে হল পাষাণ-অহল্যা উদ্ধার।
দিব্যতনু পেলে, হল পুণ্য জীবন লাভ,
শব-সাধনায় দেখলে তুমি দেবীর আবির্ভাব।
শীর্ণ তোমার বৃন্তে এবার ফুটল পারিজাত—
প্রণিপাত যে করছে, যারা করত পদাঘাত।
মহাকালের বিচার বড় নির্মম কঠিন—
ঘৃণা করাই কার্য যাদের—ধূলায় হল লীন।
হবে তুমি বিশ্ববাসীর অনন্ত বিস্ময়—
অনাগত যুগ ও জাতি গাইবে তোমার জয়।

যেমন দিল্লী দেখতে চাই

হে শ্রীবিশাল দিল্লী তোমায়—দেখতে যে চাই মনের মত,
চৌদিকে ফুল ফলের বাগান, বনস্পতি সমুন্নত।
ওই যমুনার শ্যামল তীরে—
নাগেশ্বরে রইবে ঘিরে,
ফুলে ফুলে সঞ্চরিবে গুঞ্জরিবে মধুব্রত।

পূজার কমল দীঘির জলে ফুটবে—শোনো ফুটবে কেমন?
কাশ্মীরেতে 'ডাল'-হ্রদেতে এখন তারা ফোটে যেমন।
বাগ-বাগিচা আলো ক'রে
প্রচুর গোলাপ ফুটবে ভোরে,
জুঁই বেলি আর চাঁপার সাথে চন্দ্রমল্লী শত শত।

৩

কাশী দেবে পবিত্রতা—শিলং দেবে বনশ্রী—গো
তোমার বনে তপোবনে চরবে রাজাশ্রমের মৃগ।
ঘুরবে ময়ূর ঝাঁকে ঝাঁকে,
তটিনীর ওই বাঁকে বাঁকে,
চল্‌বে রঙিন তরীর বহর কালিন্দীতে অবিরত।

রইবে তুঙ্গ হর্ম্যরাজি কর্মব্যস্ত রাত্রিদিনই—
একদিকে নৈমিষারণ্য—অন্যদিকে উজ্জয়িনী।
প্রশস্ত পথ—কী শৃঙ্খলা!
আনন্দ সে পথেই চলা—
যান-বাহনের কী সঙ্গতি—জনতাও কী সংযত

আকাশচুম্বী মন্দিরেতে আরাত্রিকের বিপুল ঘটা,
শঙ্খধ্বনি গভীর নিবিড় সুদূর বিম্বী আলোর ছটা।
বাদ্যে গন্ধে নৃত্যে গীতে—
আশিস ঝরে অবনীতে
উঠবে পতিত সেথায় নমি'— জুড়াইবে বুকের ক্ষত

৬

কালিদাসের শ্লোকের মত স্নিগ্ধ হবে তোমার ভাষা
সমৃদ্ধ ও সিদ্ধ শুচি—সেই মিটাবে সকল আশা।
আঁখর তাহার দেব নাগরী
ত্রিদিব ঘেঁষা তার মাধুরী,
সুধাভরা তার গাগরী—নয় সে ভাষা সামান্য তো।

গড়বে তুমি নূতন নূতন তক্ষশীলা নালন্দাকে,—
কতই কুবের থাকবে হেথায় ত্যজি' তাদের অলকাকে
হবে পরম ধনে ধনী,—
হবে চিন্তামণির খনি
দেশ বিদেশের মহৎ বৃহৎ নিত্য হবে সমাগত।

কী ছিলে, কী হয়েছিলে, কী হয়েছ, কী যে হবে—
আমি যে তাই দেখছি ধ্যানে, মন মেতেছে সে উৎসবে।
হবেনাকো কারো ভীতি।
বিশ্বসাথে তোমার প্রীতি,
আদর পাবে সকল জাতি সকল ধর্ম মত আর আর পথ-ও।

হিটলার

তুমি রুদ্রের মানসপুত্র দুরাশা জননী তব
যাতনা-সাগর-মন্থন উদ্ভব।
তুমি লাঞ্ছিতা মহাশক্তির দান
দিকবধূগণ করায় স্তন্যপান,
বিরাট সাধনা, পরিকল্পনা সবই তব অভিনব।

যবে অনাহারে ঘৃণা অপমানে স্বদেশ শৃঙ্খলিত,
কৃষ্টি এবং দৃষ্টি কলঙ্কিত।
ধর্ম যখন খুঁজিতেছে আশ্রয়,
গুমরে জাতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিচয়,
হতেছে জন্ম-অধিকার হতে দুর্বল বঞ্চিত।

পরাজয়-গ্লানি-ক্লিষ্ট কুটীরে তোমার আবির্ভাব
নিষ্পেষিতের ঘনীভূত উত্তাপ—
করি' দূরীভূত লৌহ প্রাসাদমালা,
দুষ্কর্মীর দুষ্ট কর্মশালা,
দৃঢ় রক্ষিত সঞ্চিত পাপে সহসা ধরালে ফাঁপ।

অশনিগর্ভ নক্ষত্রের আগ্নেয় অনীকিনী
সমরনায়ক তোমারে লইল চিনি।
অতি দর্পীরে শিখাইল সভ্যতা,
উপেক্ষিতের শক্তির বিশালতা
প্রত্যাসন্ন মুক্তি—জরতী হল রণরঙ্গিনী।

বনস্পতিরা ধূলিলুণ্ঠিত বিদীর্ণ পর্বত
সিংহ সর্প ব্যূহ ভেঙ্গে তব পথ।
ছিন্ন হইল সহসা ঝলসি' চোখ,
শক্তিসৌধে বিদ্যুৎ সংযোগ,
অর্ধ পথেতে ধরণী গ্রাসিল তোমার বিজয় রথ।

যুগসন্ধির হে মহামানব মিলিল না সফলতা—
তব তপস্যা তবুও যায়নি বৃথা।
তুমিই মৌন মুখেতে দিয়াছ কথা,
হৃদয়ে অগ্নিশুদ্ধ পবিত্রতা,
সমুজ্জ্বল এক জাতি ও জগৎ গঠনের প্রবণতা।

বিশ্বের মনোরাজ্যে আনিলে বিপ্লব আলোড়ন,
পাষাণ হৃদয়ে বিবেকের স্পন্দন।
জীবনে সর্বনিয়ন্তা এক আছে
উৎপীড়িতেরা আগাইছে তার কাছে,
সাড়া দিয়ে গেল শ্রীভগবানের চক্র সুদর্শন।

বাস্তু বিনিময়

হয়ে স্বাধীনতা-হীনতার দিনে যাহারা আছিল এক,
আজ ছাড়াছাড়ি—তাড়াতাড়ি মোরা কোথা চলিয়াছি, দেখ!
অমৃতের চেয়ে মিঠা—
সাত পুরুষের ভিটা
স্বস্তির দেশ সুখ পরিবেশ করিতে হল যে ত্যাগ।

কক্ষে কক্ষে দাগ রেখে গেছে আনন্দ-উৎসব
স্নিগ্ধ জনের স্মৃতির কাহিনী জড়ানো রয়েছে সব।
হাতে রোপা তরুলতা—
কহিতেছে যেন কথা।
কাঁদে দাস-দাসী, কাঁদে গ্রামবাসী—হত শত গৌরব

৩

ক্লিষ্ট মনের দুষ্ট সৃষ্টি দ্বিধা সংশয় ভীতি—
মনকে আমার বিচার বিমূঢ় দূষিত করেছে নিতি।
জুড়াবো কোথায় কহ ?
যাতনা দুর্বিষহ—
এই ভাঙা গড়া, ছাড়া আর ধরা—ধূলার ধরার রীতি।

বিধাতার নয়, মানুষের গড়া সাধের বিড়ম্বনা,
পর হল তারা ? চিরদিনকার যাহারা আপন জনা।
তবু ছেড়ে যেতে হবে,
চিহ্ন কিছু না রবে,
জাতির দাবী যে জাতির খবর রাখেনাকো এক কণা।

কতই বুঝাই, কিন্তু আমার মন যেন বলে দিন,
সারস চলেছ—শৃগালের বাড়ী শোধিতে সখের ঋণ।
বৈরাগী গায় দ্বারে,
ভাইরে নাইরে নারে,
উটপাখিদের দেশে তোফা রবে ভেব না পেন্‌গুইন।

৬

তুমি কেঁদে এসো, আমি কেঁদে যাই, ভিটা হোক বিনিময়,
রোদন দিয়াই এ নব বোধন, প্রাণে যে ব্যাকুল হয়।
অশ্রুসিক্ত পথে,
চলি কণ্টক রথে,
অপরিচিতের সাথে হে দয়াল করে দাও পরিচয়।

ব্রিটিশের বিচার

বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই
করেন ব্রিটিশ জাতি,
কতটুকু তাতে সুখ্যাতি—আর
কতখানি অখ্যাতি।
যীশুকে যাহারা দিয়েছিল ক্রুশে,
বিচার করায়ে—বিচারক পুষে,
মোরা দেখি সব শ্বেতাঙ্গ জাতি
আজিও তাদেরি জ্ঞাতি।

পুণ্যপ্রতিমা 'জোয়ান ডি আর্ক'।
ফরাসী বীরাঙ্গনা,
বিচার করিয়া কে পোড়ালো তারে
করি' শত লাঞ্ছনা ?
যে বিচার এক পাপ প্রহসন
শুনি কলুষিত হয় দেহমন,
বীভৎস সেই জঘন্য তার
করিব না আলোচনা

৩

'নন্দকুমারে' ফাঁসি দিল যারা
তাদেরো বিবেক আছে ?
ওকে বল ন্যায় ? তবে অন্যায়—
স্পৃহনীয় ওর কাছে।
ওকি কদর্য বিচারের রূপ !
হীন কুৎসিত বিষ-বিদ্রূপ—
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ—
অসুরই কেবল বাঁচে।

কী পেলে জাপান—ওই জার্মানী
পরাজিত অবনত ?
বিচার যা তাহা—প্রতিহিংসার
উদ্‌যান বোমা মত।
সুদূর ভবিষ্যতের চক্ষে—
শুধু মহাপাপী হলে অলক্ষ্যে
বিচারাতঙ্ক বীজাণু বাহক
বিজয়ী ভাগ্যহত।

দেহ শুধু শ্বেত, চেতোদর্পণে—
আবর্জনার স্তূপ,
প্রতিফলিত কি হতে পারে সেথা
সত্য ন্যায়ের রূপ ?
স্বার্থের নামে এ তো বলিদান
নাহিকো যুক্ত যুক্তির স্থান,
সব ত্যজিয়াছ—লজ্জা ত্যজো না
হে ভদ্র রও চুপ।

৬

ভেব না তোমরা ন্যায়পরায়ণ
বিচারে নরোত্তম,
কোথা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা
বিবেকীর সংযম ?
নরভুক যারা ভাল বরঞ্চ,
রচনা ন্যায়ের বধ্যমঞ্চ
হত্যাই করে—প্রবঞ্চনার
আড়ম্বরটা কম।

পূর্বপুরুষ হনু ছিল বলো—
জানিনে সত্য কি না!
ও মত গ্রহণে সন্দেহ হয়
বিশেষ প্রমাণ বিনা।
হই নিশ্চিত—তবু মনে ভাবি,
হেসে মেনে লবে তোমাদের দাবী
অনাগত তব বংশধরেরা
হেরি বিচারের চিনা।

সত্যমপ্রিয়

ব্রিটিশ! তোমরা ধর্মের সীমা করিছ অতিক্রম,—
সে অমিত তেজ কোথায়? কোথা সে মানসিক বিক্রম?
আড়াল করিয়া তব বিবেকের স্তিমিত দীপের শিখা—
বিভীষিকা আর অহমিকা সহ দাঁড়ায়েছে আমেরিকা।
তোমার পুণ্য আয়ু যশ জয় দ্রুত হইতেছে ক্ষয়,—
অতি দর্পের আতিশয্যকে কেন দাও প্রশ্রয়?
'কোরিয়া'কে করি' ধর্মক্ষেত্র ডলারের গুরু ভারে—
এটম বোমার কর্মকাণ্ড চলিবে নির্বিচারে।
পাপ-প্রদিগ্ধ, রক্ত সিক্ত সৌখ্য করিতে ভোগ,—
করিছ মহান ঐতিহ্যের মুখাগ্নি উদ্যোগ।

'ইউ এন্ ও' কি তাহা তোমরাই জানো—এটুকুও জেনে নিয়ো,
গৃহবিরোধ সে মিটাইতে আসি' জ্বালায় না যেন গৃহ।
বসাইতে গিয়া মহামানবের মহামিলনের মেলা—
জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের না পাতায় জুয়াখেলা।

বিশ্বশান্তি মঙ্গল ব্রত বড় বড় ধ্বনি মুখে—
বৃষ্টি হইতে রক্ষা না করে—ডুবায়ে নদীর বুকে।
স্ফীতি কখনোই স্থিতি আনেনাকো ডেকে আনে শুধু ক্ষয়,
উহাতে সৃজনী জীবনীশক্তি নাহিকো সুনিশ্চয়।
হও সতর্ক, আছে তোমাদের কিছু হিতাহিত বোধ,
অকীর্তিকর অবাঞ্ছনীয় অভিযান কর রোধ।

৩

খ্রীষ্টের বাণী ভুলেছ তোমরা, ভুলেছ তাঁহার ক্ষমা,
ধরেছ তাঁহার ক্রুশ এক হাতে, অন্য হস্তে বোমা।
তোমার জাতির প্রার্থনা স্মর—সে পণ প্রতিশ্রুতি
কল্যাণকৃৎ—কী লোভে হতেছ ধ্বংস কার্যে ব্রতী।
বীর তোমাদের পূর্বপুরুষ অজেয় জলে স্থলে—
রেখেছে তাদের চরণের চিনে বিপুল ভূমণ্ডলে,
ভোগ ও ত্যাগের প্রতীক মুছিয়া মুছি আদর্শ হেন,
ব্যাঘ্রের থাবা নখরের চিনে রাখিয়া যাইবে কেন?
রাজস্থয় যারা করিতে পারিত নন্দিত করি' দেশ—
তাহাদের সব আয়োজন হবে মারণযজ্ঞে শেষ?

তোমার মহৎ বৃহৎ জাতিতে একটা কি নাই প্রা· ?
সদর্পে বলে, 'পাশবিকতার চাই চাই অবসান।'
বৃথা কৃষ্টির জয়গান কর কী মূল্য আছে তার?
বসুধাকে যদি করে তোল আহা বিশাল হত্যাগার?
শক্তিপূজারী গড়িতে চাহিছে যারা ভুবনেশ্বরী—
অহঙ্কারেতে বিমূঢ় নাচিছে ছিন্নমস্তা গড়ি'।
কলুষিত করি' কুৎসিত করি' সজ্জিত এই ভুবন—
কোথায় রহিবে আজিকার সব দম্ভী দুর্যোধন?
ভাবিছে যাহারা হর্তা কর্তা—কতটুকু তার দাম—
ইতিহাসে রবে অভিশপ্ত ও গ্লানিকর কটা নাম।

অসভ্য সভ্যতা

বন থেকে মোরা নগরেতে আসি
নগর হইতে বনে,
সভ্যতা আর বর্বরতার
ক্রম পরিবর্তনে।
ক্রোধে হিংসায়, আজও হই অন্ধ,
আনন্দে সেই আমিষের গন্ধ,
গুহার মানবই বাস করিতেছি
মর্মর নিকেতনে।

২

দেহে মনে মোরা পশু হতে কিছু—
ঊর্ধ্বে উঠেছি বটে,
তবু ভালবাসি থাকিতে যে বেশি
তাদের সন্নিকটে।
যতই আবরি আবরণে আভরণে
অধিক সখ্য সেই নগ্নতা সনে,
রক্ত মাংস বড় হয়ে রাজে
এখনো মানসপটে।

৩

স্বার্থ অর্থ প্রভুত্বকেই—
শ্রেষ্ঠ কাম্য মানি
ফুৎকারে ধরা ভস্ম করার
শুনাই অভয় বাণী!
করি' উপেক্ষা মহার্ঘ মৃগনাভি
মাংস শৃঙ্গ চর্মেই করি দাবী,
বুকের বিশাল ঐশ্বর্যের
নিত্য হতেছে হানি।

সুদুর্লভ সে মনুষ্যত্ব
হারানো বিমূঢ় হিয়া,
মানব দানব হল স্বেচ্ছায়
বিবেক বিসর্জিয়া।
কোনো অন্যায় লাগেনাকো আর হেয়,
সব পাপ ধীরে হইতেছে পাংক্তেয়,
এর চেয়ে ভাল বনে বনে ঘোরা
লাঙ্গুল ঝুলাইয়া।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি
এখনো ধূমায়মান,—
'পম্পী'র মত হবে কি ধরণী
ভস্মেই অবসান ?
কবে নরমেধ যজ্ঞের হবে শেষ ?
হবে কি পুণ্য জীবনের উন্মেষ ?
কোথায় সিদ্ধি, কোথায় শান্তি,
কোথায় সে কল্যাণ ?

৬

রণ-দামামার শব্দে বধির
শ্রবণ ভাগ্যহারা—
শুনিতে পায় না নূপুরের ধ্বনি
মধু বংশীর সাড়া।
দেবতার আর হয় না অধিষ্ঠান,
নাহি বিশ্বাস, স্থির তপস্যা ধ্যান,
তামা ওজনের 'মণ' হয়ে আছে
মানবের মন খাড়া।

মঙ্গলময়ে টলাতে পারে না
হৃদয় অনির্মল,
তাঁর তুষ্টির আলোক ব্যতীত
সকলি যে নিষ্ফল।
গর্বিত নর, তোমার আবিষ্কার—
কতটুকু বেশী সন্ধান দিলে তাঁর?
অমৃতের কোনো খবর পেলে কি
ক্ষুধিত ভূমণ্ডল?

এসো পরিধিতে, নিরঞ্জনের—
'রঞ্জন'রশ্মির।
দেখ তুমি সেই বন্য মানব
হস্তে ধনুক তীর।
কোথা সজ্জিত রঙ্গিন পটভূমি,
কুৎসিত-তর দেখিতে হয়েছ তুমি,
বিংশ শতকের সভ্যতা হবে
লজ্জায় নতশির।

অভয়ের কথা

যুদ্ধ, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা—
মনেতে জাগায় ভীতি সংশয় ব্যথা।
তিক্ত হইয়া উঠে যবে সারা প্রাণ,
শুনি যেন কার মধু গুঞ্জন গান—
মানবে মানবে বিরাট আত্মীয়তা।

সত্য এ গীত—প্রভেদ থাকুক যত,
মানুষে মানুষে স্নেহ প্রেম প্রীতি কত !
পৃথক হউক বর্ণে ধর্মে দেশে,
এক পরিবার বক্ষের দ্বারে এসে—
পরমাত্মীয়—বিদেশ প্রত্যাগত।

৩

অচেনার কথা শুনেছি পড়েছি কবে—
কেন তারা হেন আপন হইয়া রবে ?
তাদের লাগিয়া বেদনা ও আকুলতা-
জানায় মানব জাতির অখণ্ডতা।
প্রাণের পরশ এক করে দেয় সবে।

৪

অন্তর্যামী দেওয়া এই অন্তর,
তাঁহারি পাঞ্জা বহিছে নিরন্তর !
সব চুমকে উত্তর দিকে টান
সকল মানুষ একই সুধা করে পান,
বিনি-সুতো হারে গ্রথিত পরস্পর।

আছে হানাহানি হয় না ইহার শেষ,
জানি নব রূপ ধরে আসে বিদ্বেষ।
তবুও মানুষ অতি অপরূপ জীব
রুদ্রতা তার জাগ্রত করে শিব
বিচ্ছেদই রচে মিলনের পরিবেশ।

বর্বরতা

সভ্যতা ও তো কৃপাণ শোণিত-মাখা,
যত্নে বদ্ধ সুচারু সোনালী খাপে,
বেশী দিন তার সহে না সে ভাবে থাকা,
রক্ত তৃষায় কাঁপায়—নিজে সে কাঁপে।
তার ইতিহাস বর্বরতায় ভরা,
তার ইতিহাস পাপে ও দম্ভে গড়া,
অপহরণের পসরা তাহার শিরে।

সভ্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি
বলিয়া—আত্মপ্রচার যাদের সাধ,
তারাও চলেছে নৃমুণ্ডমালা গাঁথি'
আচরি' ভয়াল হীনতম অপরাধ।
ভাবাঢ্য মন, বাকজাল পরিপাটী,
রচে আবরিয়া রক্তমাংস মাটি,
সুধার কুহেলি গরল সাগর তীরে।

৩

রাখো কৃষ্টির মহিমা এ গরিমার
যত আবরণ আভরণে তাঁরে ঘিরে
মানব আদিম পিপাসা ও হিংসায়
যাবেই নগ্ন বর্বরতায় ফিরে।
দেবত্ব নয় পশুত্ব তার প্রিয়।
মুনি ঋষি তার কেহ নয় আত্মীয়,
ধর্ম নয়, সে শক্তি আকাঙ্ক্ষী রে

৪

হয় জাতি যবে লুণ্ঠিত ধনে ধনী—
হতে চায় তারা ভদ্র সাধু ও সৎ।
সভ্যতায় যে গড়ে দৃঢ় আবরণী—
করিতে তুষ্ট সম্পদ নিরাপদ।
তখনি সর্বশক্তিমানে সে স্মরে।
যত সদাচার বিধি ও বিধান গড়ে,
বাঁধন রচে সে সকল বাঁধন ছিঁড়ে।

ধরাকে পীড়িত করাই নরের কাজ—
ধ্বংস হরণ মারণেতে উল্লাস,
নমনীয় তার বিবেক—নাহিকো লাজ
নিপুণ সদাই সাধিতে সর্বনাশ।
বর্বরতায় কৃষ্টির উন্মেষ,
বর্বরতায় পুনঃ হয় তার শেষ,
সব উত্থান মিশে পতনের ভিড়ে।

শান্তিরক্ষক

শান্তি রক্ষা করাই মোদের কাজ,
আইন এবং শৃঙ্খলা মোরা রাখি।
বদল একটু হইতে হয়েছে আজ,
উপেক্ষা করি' নিরপেক্ষই থাকি।

অশান্তিকেই রক্ষা করেছি মোরা—
রক্ষা করেছি শুধু বিশৃঙ্খলা,
খুর ছুড়িয়াছে ক্ষোভে আমাদের ঘোড়া
মানুষ কেটেছে স্রেফ মানুষের গলা

৩

ডেকে আমাদের পায় নাই কেহ সাড়া,
মরণকান্না উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
সুমুখে মোদের জ্বালায়ে দিয়াছে পাড়া—
দাঁড়ায়ে যে থাকে সেও একরূপ লড়ে।

৪

সাজানো নগরী হল যে হত্যাগার,
ফেরে লুণ্ঠন হিংসা ও আক্রোশ,
মোদের ছিল না কিছুই কি করিবার,
ভগবান কাছে আমরা কি নির্দোষ?

পরিবর্তন

আছেন কতই বৃহৎ মহৎ হিন্দু মুসলমান,
জানি—মনে তাই আনন্দ উপজয়,
এত ছোট হীন হেয় ছিল সেথা স্বপ্নে কি কেহ জানে?
তাই এত ব্যথা এত বেশী বিস্ময়!

যুগের কৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সদাচার
দয়া ও মমতা সকলি কি হায় মিছে?
মানুষ যে ছিল জীবের শ্রেষ্ঠ, ধরার অলঙ্কার
তাহার অধঃপতন পশুর নীচে?

৩

বনস্পতির রাজ্যে দেখছি বিষবৃক্ষের ভিড়,
ধূমকেতু আর উল্কায় ভরা নভ,
সাধু ধিক্কৃত দুষ্কৃতিদল দম্ভে উচ্চশির,
দারুণ মর্মবেদনা কাহারে কব ?

এই ধরাতলে মানবের রূপে এসেছেন ভগবান
প্রেমানন্দেতে হৃদয় উঠে যে ভরি',
সম্মুখে আমার হতে যে দেখিনু মানুষকে শয়তান
স্ফুরে না বচন—গোপনে গুমরি' মরি।

বিবিধ

এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার ভাব ভাষা আর কর্মকে
ধরা হতে যদি বড় ক'রে তুমি দেখ মনে প্রাণে ধর্মকে,—
বুঝিবে তখন 'মানুষ' হয়েছে ; ঝরিবে করুণা মস্তকে
'পরশমানিক' এসেছে সমুখে, পেতে দিয়ো দুটি হস্তকে।

আবার দেখা

তোমার সাথে আবার দেখা বিশ বছরের পর,
সুশোভিত করি' আছ এ মরু প্রান্তর।
শীর্ণ তরু আজকে বনস্পতি,
উচ্চশিরে জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি,
বিশাল তোমার শ্যামল শাখে লক্ষ পাখির ঘর।

সুদূর থেকে যায় যে দেখা উচ্চ তোমার চূড়,
নিবিড় ছায়ে শ্রান্ত পথিক শ্রান্তি করে দূর।
ফুলের সুবাস দিক্-দিগন্ত ধায়,
ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জনে মাতায়।
অবারিত সত্রে তোমার আনন্দ প্রচুর।

৩

ছিলে তুমি দুর্বল দীন ছিলে নিরাশ্রয়,
গর্বিত দেশ জানতো নাকো তোমার পরিচয়।
উষর ভূমির স্তন্য পিয়ে আজ,
অযুত বুকের তুমিই অধিরাজ
সবার আঁখি আনলে টেনে তোমার অভ্যুদয়।

কণ্টক এবং গুল্মে ভরা ভূমি অনুর্বর,
তাদের লাগি' তপস্যা যে করলে নিরন্তর।
তুমি তাদের ভগবানের দান,
আনলে তুমিই গৌরব সম্মান,
তোমায় পেয়েই সফল তারা চায় তোমার আদর

কেমন আছি

কাটছে দারুণ শীতের রাতি কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
ঋষিকেশের ঝারিতে সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো? এ পর্ণবাস কাম্য বড—
মন রে আমার হিমের রাতে অমরনাথের দেউল গড়ো।
শীত তো শুধু ভোগায় নাকো আনে কত ত্যাগের কথা,
'সুরভি' আশ্রমের সুধা, ধরাদ্রোণের পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি—
আমি যে এই পল্লীবাসে কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

২

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলে স্থল বেশি নাই, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন' ভাগ সলিল, কোন্ খানেতে দাঁড়াই মা বল?
বন্যা নিলে অনেক কিছু, নিতো আরও অধিক পেলে—
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর, কাঁসর বাজায় লোচনপাটে,
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাক্‌সোনাও সে কনসার্টে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক—অজস্রতা চক্ষে পড়ে—
দৈন্য এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে।

৩

শীত পড়েছে, শীত বেড়েছে—তবু দেখি, সরিয়ে শীতে
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক মঞ্জরীতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁজে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটীর ঘিরে বিশাল কেদার-বদরিকা।
কুবের শুধান, 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো?'
আমি বলি, 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহিকো।
পেয়েছি যা তাহাই বেশি—আমি পাবার যোগ্য যাহা,—
জুঁইয়ের বুকে ডাঁসের মধু কেমন ক'রে ধরবে আহা!

৪

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে—কেটেছে রাত তরুর তলে,
কোথায় বেশী ভাল ছিলাম ?—শেষই ভাল মন যে বলে।
দেয় না ব্যথা গ্রীষ্ম আতপ অতি দারুণ বর্ষা শীতে—
ভুলায় মোরে—ভোলেনি যে পাখির গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ দিলে আমায় প্রচুর যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা—
শক্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে সেই মহামনা।
অভাব বহু, নীরব রহি, চাইতে আমার লজ্জা করে,
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

কথাতে আর গরল নাহি—কথার ভয়ে হইনে ভীত,
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার—করেন না তা বন্ধু বিনে
ধূলায় ধূসর যে জন তারে ধূলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর—লই না, কারণ বিফল নেওয়া-
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে অকারণে বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখবো কোথা ? ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিকে—
রে ভাই ময়ূর-পুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।

৬

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ, বৃষ্টি পড়ে ঝড়ও বহে—
ডাকি, কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে !
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর নাইকো কোনো,
পাই গরুড়ের পাখার বাতাস—ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা—
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে রাত্রে মরি দিনে বাঁচি—
আমার মা আনন্দময়ী দুখেই পরম সুখে আছি।

যদি

যদি বশে তুমি রেখে দিতে পার চঞ্চল তব চিত্তকে
শ্বাস বলে যদি ভেবে নিতে পার তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে যেতে পারে হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে নাহি হও তুমি গর্বিত,
প্রেমে আপনার করে নিতে পার যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বরে নিতে পার যদি চিরাগত সিদ্ধিকে—

সমভাবে যদি সহে যেতে পার তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু, অপরে না কর বঞ্চনা ;
ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদগ্রীব সত্যেতে চির বিশ্বাসী,
ধরণীর রস মধুপের মত যদি নিতে পার নিঃশেষি,
অভাবেও তুমি ভাবের অলকা গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে হৃবির জাগিয়া যদি ধারা বহে চক্ষেতে,—

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি, নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষবিন্দুকে,
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি করে নিতে পার অপরের ক্লেশ দুঃখাদি
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার যদি বিদ্রোহ বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার যদি অপমান নিগ্রহে—

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার, পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থপাদপ যদি করুণার ক্ষীর বহে,
এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার ভাব ভাষা আর কর্মকে,
ধরা হতে যদি বড় ক'রে তুমি দেখ মণে প্রাণে ধর্মকে,
বুঝিবে তখন 'মানুষ' হয়েছ, ঝরিছে করুণা মস্তকে—
'পরশমানিক' এসেছে সুমুখে পেতে দিয়ো দুটি হস্তকে।

অনাগত

এই দুখ শোক, ব্যাধি ও বেদনা—এই যে মৃত্যুজরা
বহু বহু কাল ভুগেছে উহাতে ঘূর্ণায়মান ধরা।
করিলেন যাহা নিবারণ লাগি' বুদ্ধ গৃহত্যাগ—
তাঁর সাধনাতে জীবের দুঃখ কমেছে কি একভাগ?
মানুষ মানুষ দেহেতে তাহার সেই মানুষের প্রাণ
মনে হয় সেও চায় নাকো বুঝি এ সবার অবসান।
আতসবাজির দহন গেলেই পড়িয়া রবে যে খোল—
জীবনসিন্ধু হারাবে তাহার তরঙ্গ উতরোল।

এই দুঃখই করায় মানুষে—অমৃতের সন্ধান,
গড়ায় প্রেমিক, ভাবুক ভক্ত সাধক শক্তিমান।
এই দুঃখই নরের বুকের খালি হেম-ঘট ভরে,
আপনি আঁধারে বসিয়া বসিয়া পূর্ণচন্দ্র গড়ে!
এই দুখই দেয় মনুষ্যত্ব—সব চেয়ে হিতকারী,
এই দুঃখের ডাকেই নিকটে আসেন দুঃখহারী।
শুদ্ধ পুণ্য জীবন কেবল দুঃখের উৎসব
দেবতা হয়েছে মানুষ—সহিতে এসব উপদ্রব।

৩

ধরার যেমন রৌদ্র বৃষ্টি—মানুষের সুখ দুখ—
তাদের জীবন মরণ সঙ্গে বহিবেই ভুলচুক।
মানুষ যখন হারাবে তাহার ব্যাধি ও মৃত্যু জরা,
মানুষ তখন মানুষ রবে না—ধরাও রবে না ধরা।
সমুজ্জ্বল এক জাতি ও জগৎ—জীবন সুনির্মল—
হয়তো আসিবে—কবে যে আসিবে? জানে নাকো দুর্বল
ধরা ও জাতির দিব্য জীবন এসে যাবে এক সাথে
মৃত্যুশীল এক মহামানবেরি কঠোর তপস্যাতে।

ভাঙা বাড়ী

নদীর নিকটে একটি ত্রিতল বাড়ী—
কারু-কাজ করা গৃহ দক্ষিণদ্বারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে ভাঙা।
জবা ফুটে আছে রাঙা,
ছাদের পাশটা আধেক গিয়াছে ছাড়ি'।

ঘাট হতে আর নাহিকো পথের চিনে,
সরু একপদী ভরিয়া গিয়াছে তৃণে।
পরিজন কেহ নাই,
জঙ্গলভরা ঠাঁই,
ফাটলেতে তার পেঁচা ডাকে রাতে দিনে।

৩

বিশাল রাজ্য সুপ্রাচীন রাজধানী—
নিঠুর নিয়তি কোথায় লয়েছে টানি'।
যুগের কৃষ্টি হায়,
মিলায়েছে সিকতায়।
বাড়ী ভাঙিয়াছে—বেশি কি হয়েছে হানি!

ছোট হোক—তবু দেখে মনে পড়ে তাকে,
'ধারা' বৈশালী মথুরা অযোধ্যাকে।
ফুরায়েছে উৎসব
গত তার গৌরব
বড়র বেদনা ছোটকে আগুলি' রাখে

ওই বাড়ীটির ক্ষীণ প্রদীপের আলো,
দীনতার ছবি—তবুও লাগিত ভালো।
সে আলোতে ছিল তথা—
কত রূপ, কত কথা ;
তারকা সেথায় যেন আলেয়ার আলো।

৬

দেখি যবে তাকে মলিন চন্দ্রালোকে,
স্বপন কুহেলি বিছায় সে মোর চোখে।
পড়ে কুতূহলী প্রাণ
কী যেন উপাখ্যান,
লিখিত ভগ্ন চিত্রলিপির শ্লোকে।

ভাঙা মসজিদ

দশ বছরের আগে মঙ্গলকোটের পথে
যে পথিক গিয়াছিল চলে
সে যদি ফিরিয়া আসে চিনিতে নারিবে গ্রাম
লোকে যদি নাহি দেয় ব'লে।
গাজি সাহেবের আহা সুন্দর ভবনখানি
কে না চেনে ? এ পথে যে'যায়,
আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে
আধখানা কুনুরের গায়।

বিশাল ভবন-দ্বারে আর সে প্রহরী নাই
নাই সেই জনকোলাহল,
ভবনের মাঝ দিয়ে নদী হয়ে বহে গেছে
শত নয়নের আঁখিজল।
মসজিদের শিরে শিরে উঠেছে অশথ গাছ
কাক রাখিয়াছে বাসা তায়,
ঈদের দিনেও আজ জনহীন পড়ে থাকে
ভয়ে সেথা কেহ নাহি যায়।
বিশাল গুলঞ্চ দুটি প্রাঙ্গণ বেড়িয়া আছে
বিষাদের কালিমা ছড়ায়ে,
সাঁজে কোনো দীন ভক্ত তৈলহীন দীপখানি
চলে যায় বাহিরে রাখিয়ে।
গাজি সাহেবের সবে ছেলে দুটি লয়ে তার
জীবনের পারে চলে গেছে—
কেবল অদূর গ্রামে পাগলিনী কন্যা তাঁর
শ্বশুরভবনে বেঁচে আছে।
শুনিয়াছি পাগলিনী কহে না কারেও কথা
সারা নিশি জানলাটি দিয়ে,
আয় আয় বলে ডাকে হাসে কাঁদে নিজ মনে
সেই ভাঙা বাড়ী পানে চেয়ে।
মসজিদ প্রাঙ্গণে কেহ পশে নাকো কোনোদিন
তবু দেখিয়াছি নিজ চোখে,
ঝরা ফুল পাতাগুলি কে যেন সরায়ে দেছে
আঙিনা তেমনি তক্তকে।
সেই বুড়া হাফেজের চেনা গলা কত রাত
সভয়ে শুনেছে গ্রামবাসী,
'অজু' করিবার ঠাঁয়ে সদ্য সলিলের ধারা
প্রভাতে দেখেছে সবে আসি'।

পাকা ঘর

জানা ও না-জানা খণ্ড খণ্ড স্নেহ ও আশীর্বাদ—
আমার লাগিয়া গড়েছে এই প্রাসাদ।
শোভন ও লোভনীয় এ তো খাসা,
বটে এ নিরাপদে থাকার যোগ্য বাসা,
আছে বন্যায় আশ্রয় দিতে দৃঢ় প্রশস্ত ছাদ।

স্থাপত্য ইহা, সভ্যতা ইহা—নরের ক্রমোন্নতি—
কাঠে ইস্পাতে অঙ্কিত কালগতি।
প্রকৃতির সাথে করি' ঘোর সংগ্রাম
মানুষ জেনেছে তার শক্তির দাম।
গুহা-গৃহ হতে এলো অযোধ্যা অবন্তী দ্বারাবতী।

৩

ইহাতে রয়েছে বিশ্বকর্মা শিল্পীর পরশন—
এ লীলার ধারা চঞ্চল করে মন।
কি সূক্ষ্ম রুচি! সজ্জা কি চারুতার—
কত শিল্পীর কতই আবিষ্কার
চেষ্টা করেছে সুন্দর ক'রে গড়িতে এই ভুবন।

কত দেশ গিরি দরী বন পাঠায় যে সম্ভার—
কত উপাদান সুদূরের প্রতিভার।
পরিকল্পনা ধীরে রূপ লয় মিঠে,
বাঁকা চাঁদ দেয় উঁকি প্রতিপদ-ইটে,
কাঙ্ক্ষিত অনাগত যে পাঠায় আগমনবাণী তার।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় গড়া এ ভবন সুন্দর—
বাহবা দিতেছে প্রসন্ন অন্তর।
কিন্তু এ মাছ স্ফটিকের সরোবরে
কেমনে থাকিবে? তাহাই চিন্তা করে,
বড অমলিন, বডই নূতন—পদে পদে লাগে ডর।

৬

বিস্ময়ে স্মরি মানুষের জ্ঞান মানুষের নিপুণতা,
যুগ ও জাতির রীতি ও অভিজ্ঞতা।
কে হেন অবোধ এ ভবন নাহি চায়?
কিন্তু আমার মন যে দেয় না সায়—
তাহারে কে যেন স্মরায় সদাই লোমশ মুনির কথা।

কৃষিবল

গেল কালরাতি, এলো স্বাধীনতা দীর্ঘ দিনের পর,
এবার গুছাতে হবে আমাদিকে নূতন করিয়া ঘর।
ফলে ও শস্যে দুগ্ধে মৎসে ভরা
করিতে হইবে মোদের বসুন্ধরা,
সবল সুস্থ সুদৃঢ় শরীর—নির্মল অন্তর।

আছে গুণী জ্ঞানী রাজনীতিবিদ—পুত্রেরা প্রতিভার-
আছে দুর্জয় বীর সেনাদল লাগি' দেশরক্ষার।
বাড়াতে হইবে আমাদের কৃষিবল,
সকল আশার, সব ভরসার স্থল,
যাদের উপর দেশ ও জাতির প্রাণরক্ষার ভার।

৩

নির্মল বায়ু, উজ্জ্বল আয়ু চাই রূপ যশ জয়,
করিতে হইবে ভূমিলক্ষ্মীর ভাণ্ডার অক্ষয়।
সাগর হইতে তুলিয়া মুক্তা মণি—
দেশকে আবার করিতে হইবে ধনী,
বংশধরেরা বীর নির্ভীক রয় যেন নির্ভয়।

৪

যজ্ঞের হবি জোগাও আবার মিটাও সবার সাধ,
দাও গোপালের আবার প্রসাদী পরমান্নের সাধ।
কপিল সুরভি শ্যামলী ধরণী সবে,—
যেন ভারতের আবার আরতি লভে,
পুনঃ যেন আসে ক্ষীর-সাগরের নূতন সুসংবাদ।

মৎস্যে পূর্ণ হউক আবার দীঘি ঝিল্ বিল্ খাত,
অতি দীনও যেন স্বাধীন বঙ্গে খেতে পায় মাছ ভাত।
ধীবরের জাল আবার উঠা রে তুই
শকুন্তলার অঙ্গুরী-গেলা রুই,
মাছের ঝোলের ধারা বহে যায় যেন উছলিয়া পাত।

৬

নহ সামান্য ওগো কৃষিদল তোমরা সেবক বড়—
তোমরা জোগাও পূজা-উপচার ভোজের জোগাড় করো;
বসুন্ধরারে করি' সদা আরাধনা
তোমরাই কর দেশের মাটিরে সোনা,
সব গৌরব সব কৃষ্টির ভিত্তি তোমরা গড়ো।

রামচন্দ্রের শিরে উঠেছিল—কত বড় সম্মান
অন্নপ্রাশনে তোমাদেরি দেওয়া ওই যে দূর্বাধান।
তোমাদেরি দেওয়া ধান্য গোধূম যব—
রচিয়াছে শত রাজসূয় উৎসব,
দেবতা ও নরে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে দান।

যাহারা ভূনাথ, যারা শ্রীহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়,
নন্দ যশোদা যাহাদিকে জানে অতি বড় আত্মীয়,
জনক রাজার যারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি
জগৎ জুড়িয়া রয়েছে যাদের খ্যাতি,
তাহারা সকল স্বদেশবাসীর প্রীতিপ্রণিপাত নিও।

দীর্ঘজীবী

হে সুধি, তোমাকে দীর্ঘজীবন দিয়াছেন ভগবান,
সার্থক তুমি করেছ কি তাঁর দান?
লইয়া রুগ্‌ণ মন আর তনু ক্ষীণ
নিরানন্দেই যাপ না তো শুধু দিন?
তোমার জীবনে বৈচিত্র্যের হয়নি তো অবসান?

করে না তো আজ একদা সবল ভাবভূয়িষ্ঠ মন—
অতীত সুখ আর দুখই রোমন্থন?
বহু আগে যদি ছেড়ে যেতে তুমি ধরা—
কী করিতে বাকি রহিত? উচিত স্মরা
ভোগ ও রোগের কথাই কেবল কর না তো চিন্তন?

৩

আজ তুমি যেন বিগত দিনের স্মৃতি ও সংস্কৃতি
শ্রদ্ধা জাগায় তোমার উপস্থিতি।
বহু দূরাগত হে পুরুষ পুরাতন,
আনন্দময় তব সন্দর্শন
তারা-ভরা তব জীবন-প্রদোষ যুগের জন্মতিথি।

৪

দেশ ও জাতির পূর্ণ কুম্ভ, তুমি মঙ্গলঘট,
সিদ্ধবকুল তুমি অক্ষয়বট।
যুগ-দেবতার হে প্রসাদী মৃগমদ—
তব গাত্রের সমীরও পুণ্যপ্রদ,
চক্রতীর্থ তব সন্নিধি, তোমার সন্নিকট।

৫

দেখ চেয়ে তব অধিক কর্ম করিবে এখন মন—
প্রভাসে গড়িবে গোকুল বৃন্দাবন।
মতি অচপল গতি তব মন্থর,
মানস পূজার এই তব অবসর,
কর তব ম্লান নেত্রদীপেতে আরতির আয়োজন।

৬

দেবীর চরণে হয়েছে কি দেওয়া—কাল যে হতেছে গত
নীল উৎপল অষ্টোত্তর শত ?
কর বর লাভ, নাহি তো অধিক দেরি,
শোনো রহি রহি ওই যে বাজিছে ভেরী,
জয়ের স্বপ্ন দেখিছে এখনো পতাকা সমুন্নত।

পরিপূর্ণতা দুর্লভ—উহা অভিশাপ কভু নহে।
ভবিষ্যতের বীজ যে উহাতে রহে।
করিবার কাজ এখনো তোমার আছে,
তোমার নিকট ভাব আজও রূপ যাচে
চন্দন সম সার্থক তুমি—তব জয় জেনো ক্ষয়ে।

বৃথায় তোমারে দীর্ঘ জীবন দেন নাই পরমেশ,
তোমারে যে চায় এখনো জাতি ও দেশ।
অকর্মণ্য নির্জীব তুমি নহ,
শিব সুন্দরে আলিঙ্গি' তুমি রহ,
মার্কণ্ডেয় সম লাভ কর অমৃতের পরিবেশ।

পর্যটন

ভাব নিয়ে আর তাহার সাথে ভাব না নিয়ে,
হাজার কি দু'হাজার মাইল এলাম বেড়িয়ে।
দেখে এলাম মানুষ যাদের আর পাব না খোঁজ,
রেখে গেল মনে তবু নানান রঙের পোঁচ।
ছোট ছোট পাহাড়গুলি ধূসর সবুজের—
সেখানেও উপনিবেশ দেখছি মানুষের।
সেখানেও এম্‌নিধারা জীবন-যাপনা,
উঁচুতেও নীচুর মত ভয় ও ভাবনা।

লঙ্কাগাছে লঙ্কা রাঙা—মাঠ যে লালে লাল,—
এক সাথেতে জমাট যেন গোটা দেশের ঝাল।
প্রচুর ফসল, হৃষ্ট পুষ্ট, সরিষা, যব, গম—
সম্পদ তার দেখায় রাশি—উল্লাস চরম।
মৃত্তিকাতে উর্বরতা, 'কেনাল' ভরা জল—
দিচ্ছে দেশের রূপ ফিরিয়ে নিপুণ কৃষিবল।
স্বাধীনতা কী এনেছে? দেখতে যদি চাও—
ঘাটে মাঠে হাটে বাটে বারেক চোক বুলাও।

৩

স্টেশনে নধর ডাঁসা আমরুদের কি সার—
সাধ মেটে না দেখে কিনে—রূপের কি বাহার!
আম কেঁদে যায় দেখে যাকে—এমনি যে নিখুঁত,
তাদের দেশের লোকে কি তাই নাম দিল 'আমরুদ্'?
'সাস্তারা' বেশ বড় লেবু—অম্ল তাহার রস—
কমলালেবুর তুল্য তো নয় সুমিষ্ট সরস।
নারকুলে কুল আকারেতে স্বাদে চমৎকার,
কুলের গরব করা দেখি সত্যি সাজে তার।

এটা জানেন দেশ-বিদেশের সকল সমঝদার,
বাঙালীরা সর্বশ্রেষ্ঠ রসের ভিয়েনদার।
খেলাম কলাকন্দ এবং খেলাম ভালো পেড়া
বলব তবু সন্দেশেতে বঙ্গদেশই সেরা।

দেবের ভোগ্য 'শোন্ হালুয়া'—খ্যাতি বহৎ দূর-
বন্ধু যেন পুরীধামের আনন্দলাড্ডুর।
দস্ত হল হস্ত দস্ত আরষ্ট এ জিভ্
জিজিয়া-কর বসিয়ে দিতাম হলে আরংজীব!

নিয়ন আলোয় আলোকিত দেখিনু কানপুর—
সিপাহী সংগ্রামের খ্যাতি যাহার সুপ্রচুর।
এলাহাবাদ কেন আবার? প্রয়াগ বলি আজ।
ছিলেন যেথা কুলপতি মুনি ভরদ্বাজ।
অক্ষয়বট কাম্যকূপের ঠাঁই যে মনোরম—
পুণ্যতোয়া গঙ্গা এবং যমুনা সঙ্গম।
সুদূরেতে জ্বল্‌ছে ছোট কুটীরে আলো,—
ভবন-দীপই ভুবন সাথে সুহৃদ পাতালো।

৬

দিল্লী শহর দিল্লী নগর, দেখে এলাম ফের—
হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ মহাভারতের।
এখানেও কাকের ডাকে করছে অতিষ্ঠ—
কবির চেয়ে ওরাই দেখি সংখ্যাগরিষ্ঠ।
শহর তো নয়—স্বপ্ন দেখে হলাম কৃতার্থ—
নয়ন ভরে দেখে এলাম শ্রীকৃষ্ণ পার্থ।
পাণ্ডবদের সঙ্গে ক'দিন ক'রে এলাম বাস—
যজ্ঞহবিঃ গন্ধী হাওয়ায় টানিনু নিশ্বাস।

কনস্টেবল

মাথায় পাগড়ি ঘোরতর লাল লাঠি প্রকাণ্ড ঘাড়ে,
মঙ্গলকোট থানায় থাকিত নাম রামদীন পাঁড়ে।
অতি চকচকে চাপরাশ তার ভাঙ-রাঙা দুটো চোখ,
ভীষণ ভ্রূকুটি ভয়েতে তাহার ভড়কাতো যত লোক
রাত্রে যখন রোঁদে বাহিরিত সঙ্গীরে তার নিয়া,
সুপ্ত পল্লী গুরু গর্জনে উঠিত যে চমকিয়া।

আমরা গ্রাম্য বালকের দল সদা শঙ্কিত ত্রাসে,
দেখিলেই তারে পলায়ে যেতাম ছুটিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে।
কঠোর ভয়াল কর্কশ রূঢ়—যা কিছু এ সংসারে,
সব দিয়ে বিধি গড়েছিল যেন—সেই রামদীন পাঁড়ে।
দেখিলাম তারে একদিন আমি থানার সে অঙ্গনে—
বেল-তরুতলে বসিয়া কী বই পড়িছে আপন মনে।

৩

বিশাল বক্ষে সাদা উপবীত, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক,
অমন করিয়া কেন যে রয়েছে দেখিতে হইল সখ।
আঁখির জলেতে আখর হারায় কোথায় উধাও মন,
সুমধুর সুরে পড়িছে বসিয়া তুলসীর রামায়ণ।
বাঁশের ভিতর বাঁশীর আওয়াজ বুঝিনে কেমন আসে—
রামনামে আজ সুমুখে দেখিনু সত্যই শিলা ভাসে।

কোথা তপস্যা? কৃচ্ছ্রসাধনা বুঝিতে পারিনে একি!
কেমনে মোদের সে রত্নাকর হল এই বাল্মীকি?
মন যে তাহার ঘুরিয়া বেড়ায় গোদাবরী কিনারাতে—
'পম্পা'সরের শোভা দেখে কভু রাম-লক্ষ্মণ সাথে।
দীন নাহি আর, রাম যে তাহার ধনী করিয়াছে তারে—
পাষাণ ফাটিয়া মানুষ জেগেছে, কোথা রামদীন পাঁড়ে?

নোটন

নাহি কাজ তার নাহি অবসর, বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি',
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ি।
কতক গোহালে কতক মাঠেতে ফেরে গোরু তার যত,
বেড়াহীন গাছ ছাগলে যে খায়—দেখিতে পায় না সে তো
জনমজুরেতে লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বল নোটনকে আর দেশেতে পাবে না ডাকি'।
'নূতন-হাটে' সে সাতবার যায় নিত্য পরের লাগি',
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে, কাটায় যামিনী জাগি'।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা করিছে চড়ুইভাতি—
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে, চাকর চাহিলে তার—
সব কাজ তার নোটন করিবে, কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চির বাধ্য চাকর, করে না কিছুরি আশা।
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে না ভালোবাসা
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায় ধার করে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার শেখেনি ঠকিয়া জেনে।
সকলের কাজ করিবে সে হেসে আপনার কাজ ছাড়া
আপনি ভুগিবে পরের লাগিয়া এমনি আপনহারা।
ভায়েরা বকিছে দিনরাত তবু লজ্জা তো নাহি তার—
আপনার চেয়ে গ্রামবাসী তার আরও বেশী আপনার।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে, দেয় না পয়সা হাতে—
লক্ষ্মীছাড়ার কোনো খেদ নাই—কোনো দুখ নাই তাতে।
নাহিকো অভাব তেমনি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে—
গিয়াছে কমলা, হৃদয়-কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

অপ্রতিগ্রাহী

গ্রামের প্রান্তে অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ এক থাকে
প্রদেশের লোকে সম্মান করে তাকে।
অতি দরিদ্র তবু অযাচক, ভাবময় তার প্রাণ,
কুণ্ঠিত শুধু গ্রহণ করিতে দান।
যেদিন তাহার অন্ন না জোটে বিল্বফলেই হায়
রাতদিন তার সুন্দর কেটে যায়।
প্রয়োজন তার কোনরূপে শুধু জীবনধারণ তরে
অতি সামান্য—সহজেই পেট ভরে।
পরমহংসের হাত বেঁকে যেত কাঞ্চন পরশনে
স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে বহুজনে।
আমাদের এই দীন বিপ্রের চিনিতে হত না ক্লেশ—
পর-পীড়কের দধি ক্ষীর সন্দেশ
না জানায়ে দিলে, শুধু সংকোচে করিতেন পরিহার,
সহিত সকলে নীরব তিরস্কার।
সৎ চিন্তার বিঘ্ন হলেই দারুণ কষ্ট তার—
তিক্ত হইয়া উঠে যেন সংসার।
স্বপ্নই তাঁর সত্য নিত্য জীবনযাত্রা চেয়ে,
স্বপ্নই আছে দৃষ্টি তাঁহার ছেয়ে।
পুণ্য জীবনে পাপের সূক্ষ্ম সংসর্গও আহা
সত্য কি ফেলে কোনো কালিমার ছায়া ?
জীর্ণ শীর্ণ দেহে দিয়াছেন ভগবান একি মন,
সহে না পাপের অতি ক্ষীণ স্পন্দন !
এমন মানুষ গলগ্রহ কি—অথবা অদরকারী
ভাবিয়া আমি তো কিছুই বুঝিতে নারি।
পুণ্য একটা পুরানো যন্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে তার
সম্ভ্রমে তারে জানাই নমস্কার।

ভ্রমণকারী

এসেছে ভ্রমণকারী ইরানী
ঘাঘরার কত রঙ, চলনের কত ঢঙ,
রঙ বেরঙের কত পিরানই।
আসে চায় চাল, ডাল, পয়সা
আটা, চিনি, ঘৃত, গাওয়া ভয়সা,
গ্রামে এসে দেয় হানা, চায় যেন নজরানা-
প্রজাদের কাছে রাজাধিরানী।

উঠিছে দেমাক যেন উপছে—
উল্লাসে যায় চলি', সোহাগেতে পড়ে ঢলি'—
ধম্‌কালে করে নাকো চুপ সে।
ভিখারীর কী জবরদস্তি,—
দেয় নাকো একেবারে স্বস্তি।
সে ভাবিছে নিজে রানী, এটা তার রাজধানী;
যাচ্‌ঞাকে ঘৃণা করে রূপ যে।

অভিজ্ঞতা

সুশ্রী ধরায় বিশ্রী করে স্বার্থ এবং অভিজ্ঞতা,
ভালো তেমন জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানের এ অলকলতা।
স্বার্থ এসে শিখায় সবে
বৃক্ষ চিরে তক্তা হবে
চক্র ভেঙে মিলবে মধু— সুসভ্যতার অনেক কথা।

মরাল মেরে মিলবে কলম, ময়ূর মেরে মিলবে পাখা,
হরিণীর ওই চক্ষু চেয়ে চর্মেরও দাম অনেক টাকা।
অমন শিরীষ ফুলের বাসে,
এ ধরণীর কী যায় আসে?
প্রকাণ্ড ওর কাণ্ড কেটে গড় গোরুর গাড়ির চাকা।

৩

ফুলে তো আর পেট ভরে না—ফুটে থাকুক দিবস নিশি,
শুক লয়ে কি সুখ পাবে হে? তোমরা তো আর নওকো ঋষি।
নয় তো এ যুগ কাদম্বরীর,
জেনো এ যুগ টাকাকড়ির,
'শকুন্তলা' ফেলে এখন—হাটতলাতে জমাও তিসি।

৪

পিক পাপিয়া কাজ কি পুষে? তারা আবার কী গান গাবে?
হংস পোষো, ভোরে উঠেই যা হোক ক'টা ডিম্ব পাবে।
আকাশ পানে চাইছ বৃথা
রামধনুর নাই সার্থকতা,
ঢেউ গুনো না, মৎস্য ধর, পরকে দেবে, নিজে খাবে।

৫

চিবাও বরং পদ্মচাকি, শতদলের কথাই ভোলো,
অর্থ যাতে নাইরে বাপু—কেন তাহার ঢাক্না খোলো?
কাব্যেও চাই অর্থ থাকা,
নইলে বৃথা, নইলে ফাঁকা,
ফুলের বাগান উজার ক'রে বালি না হয় কয়লা তোলো।

৬

তুলদাঁড়ি ও বাটখাড়া বই আবশ্যক আর অন্য কী হে?
লক্ষ টাকা মূল্য পাবে—হস্তী পলাক অস্থি দিয়ে।
হেম রেখে প্রেম পলাক যথা,
উদর রেখে উদারতা
ভাব রেখে হোক প্রতিভা লোপ উদ্ভাবনের ভাণ্ড লয়ে।

এসব কথা সত্য দারুণ—যথেষ্ট দেয় শিক্ষা এতে,
মানুষ যে চায় মনের খোরাক, কেবল শুধু চায় না খেতে।
হলে এ সব কথাই দামী
থাকতো কেবল মালগুদামই
শোভাময়ী মস্ত ধরা 'পোস্তা' হ'ত একটি রেতে।

গর্দানমারী

এই যে জেলা বর্ধমানে আছে যত মানুষ মারার ঠাঁই,
সবার সেরা গর্দানমারী, তুলনা তার এ দেশেতে নাই।
রেল লাইনের জরিপ করার ভার পড়িল সেবার আমার ঘাড়ে,
তাম্বু আমার অজ্ঞাতেতে পাতলো এসে গর্দানমারীর পাড়ে।
দেশটা তো নয় পরিচিত, কিন্তু আমার লাগলো বড় ভালো,
বট অশথের কচি পাতার রঙের খেলায় চোখ জুড়িয়ে গেল।
সম্মুখেতে মস্ত দীঘি কাকের চোখের মতন কালো জল,
যেমন গভীর তেমনি শীতল দিবস নিশি করছে ঢলঢল।
তাম্বু থেকে ঢেউ দেখা যায়, নয়ন জুড়ায় চাইলে তাহার পানে,
জল-বিহগের কাকলীতে যেন জলের পরশ বহে আনে।

রাত্রি বড় মজায় কাটে, গভীর রাতে ঘুম ভাঙিলে হায়—
নিত্য বিয়ের পালকি ছোটে—'হিপ্পো হিপ্পো' শব্দ শোনা যায়।
অদ্ভুত দেশ বর্ধমানে দিন ক্ষণ নাই নিত্য কি হয় বিয়ে—
ঘুমের ঘোরে আপনি ভাবি—দিনের বেলা ব্যস্ত তো কাজ নিয়ে।
ছিল আমার সঙ্গী জনেক—বৃদ্ধ আমিন বর্ধমানে বাড়ী,
তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসিলাম রাত্রিকালে উঠেই তাড়াতাড়ি।

বৃদ্ধ হেসে বলেন, 'হুজুর, এটা জানেন গর্দানমারী পাড়—
এই খানেতে সে কালেতে পথিকগণের ছিল না নিস্তার।
যাত্রী কতই যায়নি বাড়ী—মাতা পিতা পথ চেয়ে সব ছিল,
ন-বসতের বৌকে আহা—শ্বশুরবাডী পঁহুছিতে না দিল।

৩

শুনেছি মোর 'নানা'র মুখে—যুবক জনেক সাহস তাহার ভারি,
কালকে তাহার গায়ে হলুদ, পালকি যে তাই ছুটছে তাড়াতাড়ি।
পালকি সাথে পাইক ছিল, তবু হেথায় থামতে হল তাকে,
ছাদনাতলা গভীর সলিল বাসর তাহার এই দীঘিরই পাঁকে।
তখন থেকে এই শিবিকার অশুভ স্বর আসে গভীর রাতে,
দূর গ্রামেতে শব্দ শুনে পল্লীবাসী চমকে ওঠে তাতে।
সে নিশিতে পথিকবধূ শুনে এ ডাক রাত্রি কাটায় জেগে—
প্রবাসী সব ছেলের মাতা দুর্গা নামটি জপেন ছেলের লেগে।

শুনে পেলাম দারুণ ব্যথা—মনে হল আমিই যুবা সেই,
জন্মান্তরটা মানি যখন অসম্ভব তো কিছুই এতে নেই।
অনুভূতি নিবিড ব্যথায় ব্যাকুলতা কেন জাগায় প্রাণে—
ওই যে আবার সেই সে ধ্বনি—'হিপ্লো হিপ্লো' শব্দ আসে কানে।

তেশিরের স্বপ্ন

তেশিরার কাঁটাগাছ কেবা দেখে তাকে ?
পড়ো এক পগারেতে থাকে।
থাকে বহু বহু দিন ধরে,
ঠাঁইটি আগল শুধু করে।
ফুল বড়—কদাচিৎ হয়—
সে ফুল পুজার ফুল নয়,
রাখালেরা তুলি' করে খেলা—
সকলেই করে অবহেলা।

শুভ প্রাতে সাধু এক সেই পথ দিয়া—
যেতেছেন একাকী চলিয়া।
তেশিরার ফুল ফুটিয়াছে—
দেখিয়া গেলেন তার কাছে।
সোহাগে ফুলটি তুলি' হায়—
পরিলেন নিজের জটায়,
গাছটি উঠিল শিহরিয়া,
সে কি পেলে চেতনা ফিরিয়া?

৩

সিদ্ধ সৌম্য সে সাধুরে চেনেনাকো কেবা?
আমি চিনি, নাম বামাক্ষেপা—
দেখিনু কি দৃশ্য অভিরাম,
গুহকের গৃহে এ যে রাম!
পয়নালী স্থান পেলে কি রে—
একেবারে গঙ্গাধর শিরে?
রে তেশিরে, কী সৌভাগ্য বল?-
আজি তোর স্বপন সফল।

আগুনের গুণ

দূর ল্যাপল্যাণ্ড—অরোরার দেশ,
পরিধানে পূরা বিজাতীয় বেশ,
কী এক পিয়াসা লয়ে প্রাণে মনে,
চলেছি জাহাজে চড়ি'

শ্বেত-সাগরের ঘন নীল জল,—
উঠে কোলাহল, করে টলমল।
নানা ভাষাভাষী যাত্রীর দল
চলে কোলাহল করি'।

সুদূর বিদেশে—একেবারে পর,
নাই চেনা মুখ, নাই চেনা ঘর,
সচকিতে আমি চমকি' উঠিনু
ওকি চেনা সুর শুনি'।

বন্দরে এক জাহাজের 'পর
ছুটিছে খালাসী ছুটে লস্কর,
তাদের মুখেই পেলাম শুনিতে
'আগুন' 'আগুন' ধ্বনি।

ছোট দুটি কথা তাও ভীতিময়।
মোর কাছে এলো হয়ে গীতিময়,
হয়ে প্রীতিময় ফুটায়ে তুলিল
গোটা বাঙলার ছবি।

সহসা বুকের এস্রাজে মোর।
কী সুর বাজালো—করিল বিভোর,
এক সাথে যেন ঝঙ্কার দিল—
বাঙলার যত কবি।

সীতার মতন আগুনের মাঝ
বঙ্গমাতারে হেরিনু যে আজ,
একি উজ্জ্বল আনন্দ মোর
জননীর সাড়া পেয়ে—

মাতৃভাষার কী নিবিড় টান,
আকুল করিল প্রবাসীর প্রাণ।
মুখ টিপে হাসে যাত্রীর দল
মোর মুখ পানে চেয়ে।

পথভ্রষ্টা

তোমাদের আচরণে দোষ দেব না,
কর না পছন্দ যে নিষ্ঠাপনা।
বায়ুর মতন ঠিক মন চঞ্চল,
কার কুল ভর গিয়া কার অঞ্চল,
নিজেরা নিজেকে ভাব 'ভেস্‌ডেমোনা'

স্বেচ্ছায় জাতি যদি ত্যাজে সম্ভ্রম,
তাদের ভবিষ্যৎ বড়ই বিষম।
সরম হারালে নারী বাকি যা থাকে,—
ঘর-করা চলে নাকো লইয়া তাকে
সে আনে জীবনজোড়া বিড়ম্বনা।

৩

যারা শুধু রঙ ঢঙে রহিল মিশে
প্রজাপতি মৌচাক গড়িবে কিসে?
পাখা যেই লভিয়াছে নভে উড়িতে—
বাসায় চাহে না মন আর ঘুরিতে,
নাই তাহাদের সাধু সম্ভাবনা।

যে রূপ পাপেরে বরে ধিক তারে ধিক,
যাচিয়া সে লয় ব্যথা মরণ অধিক।
সুধাকে সুরা ক'রে কী বাহাদুরি—
চকোরী কি সুখ পাবে হয়ে দাদুরী?
মরুতে বিফল জেনো পুষ্প বোনা।

রম্ভার লয়করী নৃত্য থামুক,
চাহি না রঙিন মোরা গুগলি শামুক,
শুক্তি চাহি যে মোরা মুক্তাপ্রসূ,
পাপকে ছেদিতে চাই খর পরশু।
ভাঙ্গা কুলা শুধু টানে আবর্জনা।

৬

চাই পতিরতা নারী পুণ্যবতী—
চাই সতী, চাই মোরা সাধ্বী সতী।
দেশ চায় দেশ ভাবে তাহারি কথা—
বংশ লতায় শুভ কল্পলতা
চায় যে অরুন্ধতী সুলক্ষণা।

ভগ্নমনোরথ

ক্লান্ত শ্রান্ত যে বিরাট হৃদি অন্যায় সাথে যুঝি'
সব দর্পীর বিরুদ্ধে যার রণ,
হল বিচূর্ণ বিধ্বস্ত যা শুধু স্বাধীনতা খুঁজি'
কোথায় কে তার শেষ অবলম্বন?

দীর্ঘ উগ্র তপস্যা যার ব্যর্থ হইয়া গেল
শব-সাধনায় সিদ্ধি এলো না যার,
ধ্রুব সাফল্য শুধু দেখা দিয়া দ্রুত যার লুকাইল
কোথা আশ্রয় ? কোথা সান্ত্বনা তার ?

তাহার বুকের কুরুক্ষেত্রে মৃত চিন্তার রাশি—
শত ভীষ্মের শরশয্যার ব্যথা,
তার প্রভাসের সাগরের নীরে ক্ষণে উঠে উদ্ভাসি'
শত দ্বারাবতী মগ্নের ব্যাকুলতা।

ভগ্ন মনের ইন্দ্রপ্রস্থ—ভাঙা রাঙা কালো নুড়ি—
চূর্ণীকৃত বাসনার অণুকণা,
সংকল্পের বিশাল বিন্ধ্য ভূমে দেয় হামাগুড়ি
তার বাসুকীর শত সহস্র ফণা।

দেখে ভাস্কর ভাঙা মর্মর মূর্তির শিলা ঢিপি
তার প্রতিভার চিতাশয্যার ছবি,
অর্ধলিখিত মহাকাব্যের দগ্ধ পাণ্ডুলিপি—
উলটি' দেখিছে অখ্যাত মহাকবি।

প্রবল ঝঞ্ঝা ভাঙিয়া দিয়াছে চিত্ত চিত্রশালা,
রঙিন টুকরা বাতাসে উড়িয়া যায়,
মহামনীষার গবেষণাগারে বড় লালবাতি জ্বালা
মহিমা মরিছে গুমরি' উপেক্ষায়।

পতিত পিনাক—নেত্রজন্মা বহ্নি নির্বাপিত,
ব্যর্থ হইল অমৃতের অভিযান,
তবু রুদ্রের মহৈশ্বর্য হয়নি অন্তর্হিত
মহাকাল বসি' করিছেন বিষপান।

আদিম মানবের আকাঙ্ক্ষা

ভালবেসেছিনু আমরাও পৃথিবীকে—
কত দিন, দেখি আকাশ-দেউল হায়,—
নামায়ে আনিতে চেয়েছি মৃত্তিকায়,
দেখায়েছি ডেকে সোহাগে সঙ্গিনীকে

কত আনন্দ বেদনা পেয়েছি মনে
সে কী তীব্রতা—বলিয়া বুঝাব তা কি ?
মনে হ'ত এরে জমাট করিয়া রাখি
ওই ছড়ানো রঙিল উপল সনে।

৩

আসিত ফুলের গন্ধ, বাঁশির সাড়া—
মনে হ'ত এই উল্লাসধারা ধরি'
ভূর্জপত্রে রাখিব কেমন করি',
অংশ লভিবে পরেতে আসিবে যারা।

৪

কী যে রেখে যাব ? কেমনে রাখিব তাহা ?
চিন্তারে করা যায় নাকি মৃগনাভি ?
স্থাপিতে ভবিষ্যতের উপরে দাবী,
কী করিব বসে ভাবিয়াছি সবে আহা।

গড়েছে যে হাতী, বাঘকে দিয়াছে বল,
হরিণকে দিলে অমন চক্ষু জোড়া,
তার পরিচয় কিছু যে পেয়েছি মোরা
দুঃখে মোদের সেই ছিল সম্বল।

৬

তাহার মহিমা কাহারে জানাতে যাব ?
কেমনে জানাব বন্য এ ব্যাকুলতা ?
বুঝিবে না পশু পক্ষী কি তরুলতা—
ভাব ধরে রাখে এমন ধাতু কি পাব ?

আমরা পেলাম ইঙ্গিত শুধু যার,
আমাদের যাহা রহিল স্বপ্ন হয়ে—
আসিবে যাহারা অধিক ভাগ্য লয়ে
তাহাদের হবে সবেতেই অধিকার।

আমরা যেতেছি বীজের বপন দেখি',
বনস্পতিরে তাহারা জীবনে পাবে,
ধন্য হইবে অমৃতের ধারা লাভে,
আজ যা থামিল মোদের পাষাণে ঠেকি'।

ছাত্রের আহ্বান

তুলট পুঁথির ব্যাস গুহা হতে দাঁড়াও আসিয়া আগে-
হে অমৃতমঠ সুদূর অতীত ভক্ত তোমাকে ডাকে
কোথা অযোধ্যা ধারা দ্বারাবতী ?
পূজারী তোমার করিছে আরতি
জাগো মহাকাল, তোমার তাপস তব দর্শন মাগে।

সেই নালন্দা পারেনি ভাঙ্গিতে কালের কঠোর হিয়া
রাখিয়া গিয়াছে ভিক্ষু শ্রমণ কালীর গণ্ডী দিয়া।
ওঠো প্রস্ফুট ওঠো অক্ষত,
ভূমি হতে ভূমিচম্পার মত
সরস্বতীর ধারা বহে যাক উচ্ছল অনুরাগে।

৩

বল্মীক হতে উঠ বাল্মীকি অমৃত প্রস্রবণ
নীরব বীণায় জাগুক নবীন সুললিত রামায়ণ।
জাগো বারাণসী গাহ বেদগান
পীযূষ ছিটায়ে মৃতে দাও প্রাণ,
জাগুক তক্ষশীলা সারনাথ অমর রেখার দাগে।

তাম্রফলকে পাষাণে খোদিত বাণী সে অবাঙ্ময়,
ভূর্জপত্রে নীরবে কত যে জ্ঞান ভাণ্ডার রয়—
ভেদি' সে নিবিড় যুগ-যবনিকা
জাগো হে অতীত, জ্বালো দীপশিখা,
চপল বটুরে কর কর ধনী জ্ঞানে সংযমে ত্যাগে।

গতি মন্থর

'কুমুরে' বন্যা ছোটে রাঙা জল, একুল ওকুল খেয়া—
কতবার হল খেয়ারীকে ডাক দেয়া।
নদী পার হয়ে গো-গাড়িতে গেল ওঠা,
তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা,
ছুটে যা 'পটলা', ভুলে গেছি আমি ছাতাটা হয়নি নেয়া।

এই 'জোঁকা নালা' ইছাবটগ্রাম, পথে খাল ডোবা কত,
এ যাত্রা যেন জীবন-যাত্রা মত।
দীঘিতে কতই পদ্ম ফুটেছে ওই,
থামা রে শকট, গোটা কত তুলে লই,
মাথার উপর শঙ্খচিলেরা—ডাকিতেছে অবিরত।

৩

পথের পাশেই কে দিয়েছে 'আড়া'—লাফাইছে পুঁটি মাছ-
আর বেলা নাই—ঘনায়ে আসিছে সাঁজ।
ওই স্কুল, কাঁচা ও কচির হাট—
উত্তরে ওই 'হাউই-ওঠা' সে মাঠ,
চেনা সেই বট—চাঁদ উঠিয়াছে ত্রয়োদশী তিথি আজ।

এই ছোট পথ বহিতেছে দূর দুর্ভিক্ষের স্মৃতি—
আজও লোকে গায় সেই বেদনার গীতি।
যেতে যেতে শুনি পল্লীর রসিকতা
'দবীর সেখের' 'চেড়া নামানোর কথা,
কত চেনা গাছে ভূতের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি।

সামান্য পথ তবু যেন কত বিচিত্রতায় ঘেরা—
সাধুর আখড়া, ভ্রমণকারীর ডেরা।
মন্দির-চূড়া ওই যে জাগিয়া আছে,
পথ তো ফুরালো—পরিচিত বাড়ী কাছে,
এই যে পুকুর চারিদিকে যার কেতকী ফুলের বেড়া।

৬

পাঁচক্রোশ পথ—আসিতেই দেখি হল যে প্রহর রাত,
ওদিকে আমরা করি না তো দৃক্‌পাত।
এই সময়েতে এরোপ্লেন গেলে পাওয়া,
এখান হইতে 'কায়রো' যাইত যাওয়া;
মোটর পাইলে দুইবার হ'ত কলিকাতা যাতায়াত।

'মন্দাক্রান্তা' তালে এই চলা—নেহাৎ মন্দ নয়,
গোটা পথটিই করে উৎসবময়।
কণ্টকবনে ফুল হাসে মুখ টিপে,
ক্ষুদ্র কুটীর আলোকিত ক্ষীণ দীপে,
প্রসন্ন মন তৃণলতা হতে মধু যেন টেনে লয়।

বন্ধুর পথ মন্থর গতি—ইহাতেই মোরা প্রীত—
মৃত্যুতে নয় অপমৃত্যুতে ভীত।
মসীমসৃণ পথেই গতির ভীতি—
'মানসুরে' নাই মানুষ মরিছে নিতি।
মরণের সেই গা ঘেঁষিয়া যাওয়া বীরের আকাঙ্ক্ষিত।

পল্লী-দার্শনিক

কভু ঘন নব জলধর পানে চেয়ে,
নয়ন-যুগল অশ্রুতে যায় ছেয়ে।
বন-বিহগেরা কাছে তাঁর বসে উড়ে,—
জানায় স্বর্গ আর নাই বেশী দূরে।

মোরা ভাবি—তাঁরে করি যবে দর্শন,-
দেহের ক্ষয়েতে বলিষ্ঠ হয় মন।
শুনি সদা তাঁর কাছে—
ভুবন এবং ভুবনেশ্বর—
এক হয়ে হেথা আছে।

মানুষ হইলে বিশুদ্ধ অন্তর—
সহজেই হতে পারে সে জাতিস্মর।
শোভিছে ভুবন কোটী জ্যোতিষ্ক সহ,
ভাব করিয়াছে ও রূপ পরিগ্রহ।
এই যে প্রবাহ গগনে পবনে জলে—
উহার তালেই জীবনের ধারা চলে।
এই যে ক্ষুদ্র বুক—
গোটা বিশ্বের স্পন্দন এতে,—
তাই করে ধুক্ ধুক্।

৩

মানব ক্ষমতা লভিলে অপরিমেয়
দানব হওয়াই ভাবে প্রেয় আর শ্রেয়।
শুধু মানুষের দারুণ অহঙ্কার
রুদ্ধ করেছে মুক্ত স্বর্গদ্বার।
তাহাকে অমৃত করিতে দেয় না পান,
কেবল তাহার দুর্জয় অভিমান।
জড়ের স্থূলতা নিয়া—
হয় যে তাহার অধঃপতন
একটু ঊর্ধ্বে গিয়া।

৪

মানব-বুকের উদগ্র ব্যাকুলতা
মেঘকে জ্বালায় হয়ে বিদ্যুল্লতা।
সর্প-দশনে নাহি মোর সংশয়,
হিংসা তরল গরল হইয়া রয়।
স্নেহ প্রেম মণি মুক্তা ও মৃগনাভি,
সমগোত্র ও জ্ঞাতিত্ব করে দাবী।
অজ্ঞেয় কৌশলে—
জড়ে ও চেতনে ভাবে আর রূপে
অদল বদল চলে।

দেবত্বে যদি মানুষের সাধ জাগে—
নিষ্কাম তারে হতে হবে সব আগে।
অনলে সঁপিয়া সকল শ্যামিকা তার
বিশুদ্ধ হয় স্বর্ণ বারংবার।
হতে বিগ্রহ অনিন্দ্যসুন্দর—
ছেনির আঘাতে বহু ত্যজে প্রস্তর।
পড়ে কি নয়নপথে—
দারু কত খানি ত্যাগ করে তার
দারুব্রহ্ম হতে?

দস্যুর আশীর্বাদ

মানুষ মেরেছি, ডাকাতি করেছি, লুটেছি পরের ধন,
কখনো কোথাও কাতর হয়নি নরম হয়নি মন।
সমাজ মোদেরে শত্রু করেছে, শত্রুতা সাধি' শুধু,
বিষের বদলে বিষই পেয়েছি, কোথাও পাইনি মধু।

বাংলার মাঝে এমন একটা মানুষ দেখ্‌ছি আছে,
শুধু মানুষের মর্যাদা পায় দস্যুও যার কাছে।
সে যে সব চেয়ে সত্য এবং সততাই বড় মানে,
বিশ্বাস সবে করিতে করাতে রাখিতেও সেই জানে।
দস্যুর মাঝে আসল মানুষ কোথায় লুকায়ে থাকে,
সেই জানে, আর সেও দেয় সাড়া কেবল তাহারি ডাকে।
আমরা তো নিতি খেলি ছিনিমিনি লইয়া টাকা ও প্রাণ,
জোরে কেড়ে লই, জোরে ত্যাগ করি—নাহিকো কোনই টান
কৃষ্ণ পাস্তী, আজ দিয়া তুমি তুচ্ছ দু তোড়া টাকা—
দেখালে তোমার কথা, সততার, বনিয়াদ কত পাকা।

মানুষকে তুমি শ্রদ্ধাই কর—হেয়কে ভাব না হেয়,
জীবনে করেছ আশ্রয় শুধু সত্য এবং শ্রেয়।
তোমার পুণ্য পণ্যের তরী যে ঘাটে দিয়েছে আঁট,
রানাঘাট নয় কাল-সাগরের এটা জানি বাঁধাঘাট।
তোমার যশের ঢালে লেখা বীর সততা কৃতজ্ঞতা—
বিশ্বজয়ের কথা নাই আছে দস্যুজয়ের কথা।
চূর্ণী চুর্ণি' সবার গর্ব বলিছে কলস্বরে—
কৃষ্ণ না হোক কৃষ্ণ পাস্তী হেথায় বসত করে।
নহে মহারাজা, নহে মহাবীর, সে কেবল মহাপ্রাণ,
দস্যু এবং তস্করে দেয় মানুষের সম্মান।
ঘৃতে ডুবাইয়া যশের মশাল আমরা যেতেছি গাড়ি'—
তোমার যোগ্য বংশধরের উঠিছে বিরাট বাড়ী।
তোমার বংশলতিকার ফুলে বঙ্গ হইবে আলো।
মনে রেখো হীন দস্যুর দল—আশিস করিয়া গেল।

ডেভিড হেয়ার

কোথা চলে গেল ক্লাইভ সমেত প্রতাপী লর্ডের দল,
ফিল্ড মার্শাল জেনারালগণ এবং এডমিরল ?
মাঠেতে বৃহৎ পাষাণ মূর্তি পাষাণ-অশ্বারূঢ়,
দেখিতে চক্ষু বীতরাগ—লাগে সত্য দারুণ রূঢ় ।
আসিবেই কোনো আঁধার ঘরেতে হইবে স্থানচ্যুত,
কোথায় বিরাট দম্ভ জমাট ? ভূয়া সম্মান কুতঃ ?
বিকট সঙের মিছিল বিগত—দিয়ো সব বাদ দিয়ো,
ডেভিড হেয়ার রহিলেন তবু হয়ে চির আত্মীয় ।
এ জাতিকে তিনি বেসেছেন ভালো সারা মন প্রাণ ভরে,
কত আশা লয়ে গড়েছেন মহাজাতির ধুরন্ধরে ।
ভক্তি শ্রদ্ধা উছলিয়া পড়ে—আজিও তাঁহার নামে,
ছাত্রের ধারা মূর্তি তাঁহার হেরি' সম্ভ্রমে থামে ।
মহৎ তিনি যে, সামান্য ক'রে যদিও গড়িল বিধি—
স্বাধীন ভারতে তিনিই র'লেন ব্রিটিশের প্রতিনিধি ।

খ্রীষ্টান নহি প্রভু—
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি অনুভব করি তবু ।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমা-সুন্দর তোমার মুরতি ভুলিতে পারি কি কভু ?

ধর্ম তোমার নিয়েছে যাহারা নিয়েছে তোমার চিনা
আমার দয়াল সন্দেহ হয় তোমারে নিয়েছে কিনা ?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে ?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে ?
মমতাবিহীন করিতেছে দিন বসুন্ধরাকে দীনা ।

অপ-বিচারেতে ফাঁসি দিল যারা জাপান জার্মানীতে—
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা বড় করে ভাবে চিতে।
ইস্পাতে গড়া তাহাদের সব হৃদি,
ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি
ধরাকে কলুষ কালিমায় চায় কুৎসিত ক'রে দিতে।

তোমার আলোকে যাবে কি তাহারা আঁধারের পথ বাহি'
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে তোমার সৃষ্টি দাহী।
কী শুভ্রবেশ পরেছে বর্বরতা ?
মুখেতে বিশ্বশান্তির বড় কথা,
মোহ-আবিষ্ট, মদ-গর্বিত স্পর্ধার সীমা নাহি।

তব প্রেম ক্ষমা শান্তি রাজ্যে মেষপালকের দেশে—
মেষ কোথা ? ক্রুর নেকড়ে ব্যাঘ্র ভ্রমিছে ছদ্মবেশে !
রক্ত পাগল হীন হিংস্র প্রাণ,
হে ত্রাণকর্তা তাহারা পাবে কি ত্রাণ—
তোমার জর্ডনে বিষ-বিসর্পী কী নদী মিশিল এসে ?

৬

অতীতে যাহারা কাঁটার কিরীট পরাইল তব শিরে—
কণ্টকিত কি করিতে ধরণী তারাই এসেছে ফিরে ?
কোনো অপরাধ সাধনে কি তারা ভীত ?
নহে প্রীতিকামী, স্বার্থলাভেই প্রীত ;
করে সমারোহে হিংসার পূজা দাঁড়ায়ে তোমারে ঘিরে।

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল যারা হাসি' বিদ্রূপ হাসি—
"পরম পিতা তো রক্ষিতে সুতে আসিল না ভালোবাসি ?"
রস-বিগ্রহ জীবন্ত মন্দির
ভাঙে যুগে যুগে দূতেরা দুষ্কৃতির,
লাঞ্ছনা মাঝে দেবতা উঠেন নবরূপে উদ্ভাসি'।

বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোজ্জ্বল—পাষণ্ডদল লুণ্ঠিত ধূলিম্লান।
তুমি জাগ্রত—হে অবিস্মরণীয়—
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ো ;
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত প্রেম গাহি তব জয়গান।

বাউল গান

ভালো লাগে বলে গান গাহি নাকো,
ভালো লাগে যেন তোমার হরি,
মান পাব বলে গান গাহি নাকো,
তব অর্চনা তাতেই করি।
দেহ ধারণের তরে আমি খাই,
তোমার কৃপায় যথেষ্ট পাই,
তোমারে ডাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—
তুমি খালি পেট দাও হে ভরি'।

না চাহিতে পাই, অনটন নাই,
অপার তোমার করুণা স্মরি।
মন্দির-গড়া শিল্পী নহি তো,
তব পাদ-পীঠ বাঞ্ছা গড়ি।
করি হরি তব নাম ব্যবসায়,
দেহ ও মনের খাদ্য জোগায়,
খিড়কীর ঘাটে বেঁধে রাখি আমি
অজ্ঞাতে মোর খেয়ার তরী।

সহজিয়ার গান

থাক অনটন শতেক বেদন দ্রব্য মূল্য যাক বেড়ে,
অদল বদল হোক না যতই আমার শ্রোতা থাকবে রে।
অর্ধাশন কি হোক অনশন,
বাস্তুহারার পুনর্বাসন,
দেশে যে দল হউক প্রবল যে দল যাবে যাক হেরে—
গানের আদর থাকবে রে।

গীত কবিতার নয় এ সময়, তর্কে যতই জাল পাতো,
প্রেম চিরদিন তেমনি নবীন চলছে সমান ব্যবসা তো।
রয়েছে—নয় মিথ্যা কথা,
সেই সে আদিম চঞ্চলতা,
নতুন তেমনি উঠছে ফুটে গুঞ্জরি' ভ্রমর ফিরে—
গানের আদর থাকবে রে।

৩

অনাগতের নবাগতের আসরে ভিড় জমছে ভাই,
তোমার কথায় এমন দিনে কেমন ক'রে গান থামাই ;
উঠতি পড়তি দর যে হেমের,
দরটি বাঁধা ভক্তি-প্রেমের
আমার এ গান সব বসন্তের সবার ভালো লাগবে রে—
গানের আদর থাকবে রে।

কালজয়ী প্রেম থাকবে যদিন, যৌবন এবং কৈশোরও –
বাঁধা তোমার সাধের সারঙ গান ধরো ভাই, গান ধরো।
এলো প্লাবন – কদিন রবে,
এতেই তরী বাইতে হবে,
এই নদীতেই আবার মধুর কলধ্বনি জাগবে রে—
গানের শ্রোতা থাকবে রে।

সুরের অভিশাপ

যাত্রাদলের আখড়া-গৃহ উঠিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ এক ধনী
নূতন আড়ত খুললে সেথা লক্ষ্মী দেবীর সদ্য কৃপা গণি'।
তৃপ্ত দেখে পূর্ণ গুদাম—ভাবলে আহা শান্তিতে কাল যাবে
জানতো কি সে আড়তদারে যাত্রাদলের খেয়াল-ভূতে পাবে ?

কর্তা চটেন সকল কথায়—মাথায় তাহার তব্‌লা বাজে জোরে,
নাসায় বাজে গৌড় সারঙ, কানে তাহার বেহাগ বাজে ভোরে।
যখন তিনি হাস্য করেন আরম্ভ হয় 'রামবনবাস' পালা—
নিদ্রাকালে 'রাবণ বধের' চীৎকারেতে কর্ণে লাগায় তালা।

৩

লাভালাভের ফর্দ করেন একলা যখন 'খসড়া খতেন' লয়ে—
বাউল এসে নাচতে থাকে 'ভয়ঙ্কর সে দিনের' কথা কয়ে।
একটি দিনও স্বস্তি নাহি, আড়তদার তো ঝিমোয় চটে অতি,
রাগ-রাগিনী বললে শেষে—কে দিলে হে এমনতর মতি?

৪

সুর যে অমর মরবে না তো—উদ্বাস্তু যে করলে তুমি সবে,
কড়ি-কোমল ভাঙলে তুমি মিঠে-কড়া সইতে এখন হবে।
এই ঘরেতে যেথায় তুমি করলে বাঁধাই যত্ন করে তিসি,
সুদামা আর কৃষ্ণ মিলন উল্লসিত করলে কত নিশি।

কাব্য হেথায় ধরতো যে রূপ—জাগতো অতীত কথায় নাচে গানে
আকাশে ওই খণ্ড শশী শুধাও সে সেই সুধার খবর জানে।
মস্ত ধরার বস্তা রাখার ঠাঁই পেলে না কোথাও ঠাকুর দাদা
সুর তাড়িয়ে আনলে অসুর—গোলক গিয়ে এলো গোলকধাঁধা।

গ্রামনী

সদা স্বার্থ-শূন্য, সবে দীনতা বিনয়,
জীবনে সে একজনে করিয়াছে ভয়।
ভাব, ভগবান লয়ে কাটাত সময়,
অপরের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষী সে নয়।
মমতায় পূর্ণ হৃদি, চরিত্র নির্মল,
বিবেক বিশুদ্ধ, দূরদর্শী ও সরল।

সহিয়াছে কত ক্লেশ, মিথ্যা অপবাদ—
অত্যাচারী কাছে নিত্য, সে নিরপরাধ!
দয়া তার উচ্ছ্বসিত, দান অকুণ্ঠিত—
চিরদিন ক্ষমতার অতিরিক্ত দিত।
ছিল মর্যাদক—দিত হয়ে হৃষ্টমতি
ধনাঢ্যকে আশীর্বাদ, গুণাঢ্যকে নতি!

সদাই উৎসব তার—আনন্দ অপার
পুণ্য গৃহে নিত্য হ'ত অতিথি-সৎকার।
ঘটাইয়া দুষ্ট দুষ্কৃতির পরাজয়—
অগর্বিত—দিত পল্লীবাসীরে অভয়।
করেছে দুর্জন সাথে সতত বিবাদ,
গ্রামকে পবিত্রতর দেখা তার সাধ।
তার ভক্তি উপদেশ, দুঃখে নেত্রনীর,
গোটা তার গ্রামটিরে করেছে মন্দির।
অখ্যাত সে তবু তার বক্ষের সৌরভ,
সর্বকাল সর্বজাতি—দেশের গৌরব।
ইচ্ছা হয় তারে যশ দিয়ো বা না দিয়ো,
ভগবান প্রিয় তার—সে তাঁহার প্রিয়।

জমিদার

ভালোবাসি আমি শুবে বাঙালার যত জমিদার ঘর,
গুল্মরাজ্যে বনস্পতির মত অতি সুন্দর।
নগর পল্লী সাধুদের ডেরা
তাদের কীর্তি-মেখলায় ঘেরা,
তাদের দানের উজ্জ্বল ধারা বহিছে নিরন্তর।

ক্ষুদ্র বিক্রমাদিত্য তারা পল্লীর 'সাজেহান',—
নগরী বসায় মহল গড়ায় গুণীজনে দেয় মান।
ঘরামি, পটুয়া, কামার, কুমোর
তারাই বাড়ায় সবার গুমর,
বারো মাসে তের পার্বণ করে তারা পল্লীর প্রাণ।

৩

বাহান্ন গ্রাম ভোজন করায় বুকে আকাঙ্ক্ষা ঢের,
পদধূলি তারা গ্রহণ করে যে লক্ষ ব্রাহ্মণের।
বিবিধ বাদ্য রোশনাই করি'
কুললক্ষ্মীরে তারা আনে বরি'
প্রতি তিথি আনে নব আনন্দ সামাজিক যজ্ঞের।

সপ্তাহ-ব্যাপী যাত্রা-ই চলে, মাস ধরি' কথকতা,
দুর্গোৎসবে ঝুলনে ও দোলে ব্যয়ের কি বিপুলতা!
গিয়া ঘর ঘর জিনিস বিলায়
এক মহাভোজে সবারে মিলায়,
পুণ্যকীর্তি এত নরনারী এক সাথে পাবে কোথা?

তাদের পুকুর তাদের বাগানে যত গরিবের দাবী—
রোগী ও শিশুরে দুগ্ধ জোগায় তাহাদেরি কত গাভী।
গ্রামের দীঘির তারা শতদল,
বন্যায় ভাঙা—দাঁড়াবার স্থল,
কায়মনোপ্রাণে এত হিতৈষী আর কারা আছে ভাবি

৬

সকল কাজেই তারা অগ্রণী তারাই বসায় মেলা—
তারাই দেশের কল্যাণকৃৎ কে করিবে অবহেলা ?
রাজা ও মন্ত্রী তরী গজ বাজী,
সাজাইয়া দেশ—নিজে রয় সাজি',
চলে না তা বিনা শুধু 'বড়ে' লয়ে রাষ্ট্রের দাবাখেলা ।

কৃষ্টির মূল জমিদারকুল সমাজের বনিয়াদ—
প্রতিষ্ঠা করা মহীরুহ তারা সরাতে কাহার সাধ ?
বর্বরতার এও একধারা,
দেখিয়া নীরবে কেঁদে হই সারা—
হবে খেয়ালীর কাগজের ঘুড়ি বাদশাহী তায়দাদ ।

যাবে গম্বুজ মিনার মহল মঞ্চ চতুর্দোল,
হস্তী হাওদা ছত্র চামর শুভ 'পুণ্যার' গোল ।
শোভাযাত্রা ও যাবে আশাসোটা
পড়িয়া রহিবে কম্বল লোটা,
শুধু খয়রাতি সরাই কয়টা এবং পিঁজরাপোল ।

যুগান্তরের এ শ্যাম সায়র লুপ্ত করা কি শ্রেয় ?
শুধু ডোবা ডুবি নলকূপ আর 'কুয়া'ই চাহে না কেহ ।
বিশাল অথই দীঘি সরোবর
জীবন এবং শোভার আকর,
সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অটুট থাকিতে দেহ ।

সাপুড়ে

সাপটি তাহার মরে গেছে
কাঁদছে আজি বুড়া,
সঙ্গে তাহার কাটলো যে হায়
সাতটি বরষ পুরা।
শুকায়নিকো হস্তে তাহার
দংশনেরি ক্ষত—
হায় রে তবু সাপের লাগি'
দুঃখ করে কত।
নীরব প'ড়ে তুবড়ি পাশে
শূন্য ঝাঁপিতল,
চক্ষু ফেটে আসছে বুড়ার
টস টসিয়ে জল।
এ যেন রে কাঁদছে আজি
দস্যু খুনের বাপ,
সইলে যে হায় জীবন ধরে
সুতের লাগি' তাপ।
যাহার লাগি' ঝালা পালা
নিতুই জ্বালাতন,
তাহার তরেও অশ্রু ঝরে
হায় রে পোড়া মন।
কখন উড়ে বসিস জুড়ে
হঠাৎ রচিস্ ঘর।
সাবাস্ স্নেহ সর্ব্বনেশে
তোর চরণে গড়।

ভিখারী

এ লোকটি প্রায়ই আমাদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত। আমার একজন বন্ধু তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় দিলেন—তাদের অবস্থা ভালো ছিল। সেদিন হইতে সে আর এ বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত না।]

আজ দেখ সে আমার কাছে ভিক্ষা চাহেনি,
তুললে কেন তাহার গত সুখের কাহিনী?
তোমার গাঁয়ে উহার বাড়ী কাউকে বল না,
আজ দেখ হায় ভিক্ষা উহার করাই হল না।
ভগ্ন পথ ছিন্ন পাখা ত্যক্ত মরালে
কেন তুমি মানস-সরের তীরটি স্মরালে?
কদমেতে লিপ্ত পদ পতিত ভ্রমরে—
অতীত পরিমলের বাসে কাঁদায় গুমরে।
শিক্‌লি বাধা হরিণ ছিল সকল পাসরি'
বনের কথা আনলে মনে কাহার বাঁশরী?
এ যেন রে পড়ো বাড়ীর ভগ্ন উঠানে
কে বাজালে শানাই বাঁশি বোধন বিহানে।
প্রাণ দিলে এ মিশর '১মি'র বক্ষে কী করি?
ভস্ম খুঁড়ে করলে বাহির পম্পী নগরী।

মেনী

মেনীটাকে দেখছি না কিন্তু,
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে   লাভ নাই তারে রেখে
রাখা দায়—ঘরে দুধ দই তো!
সব বাড়ী, সব ঠাঁই গতি যে—
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে,
ছেলেদের বিছানায়   আরামেতে ঘুম যায়
করে নাকো উৎপাত বৈ তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু—
তবু কি আকর্ষণ বোঝে না অবোধ মন
ছেড়ে দিতে চায় নাকো কিন্তু।
হোক সে যতই হোক দুষ্ট—
কাছে থাকাতেই তারা তুষ্ট,
কোথা গেল পথ-ভুলো কাঁদিতেছে ছেলেগুলো
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো!

কোকিল

তোমার ক্ষুদ্র অসুন্দর ওই দেহে,—
হেন গীতময় প্রাণ দিয়াছেন কে হে?
ভিখারীর বুকে রাজৈশ্বর্য—
ওকি গুরু গৌরব?
তৃণের পুষ্পে কস্তূরী সৌরভ!
ওই আকৃতি অতই বিভূতি?
কেমনে রেখেছে ঘিরি'-
ওই বল্মীকই হয় আগ্নেয়গিরি?

কাঁপাইয়া বন, ছাপায়ে আকাশ ভূমি,
ডাক দাও যেন মুক্ত পুরুষ তুমি।
পূর্ণ না হোক দেহ হতে যেন
অর্দ্ধ মুক্ত হও—
বুঝিতে যে পারি ও দেহই তুমি নও।

যেন ও তনুকে আশ্রয়ি থাকো
    লইতে কেবল শ্বাস—
তব প্রাণ এক অমৃত উচ্ছ্বাস।

৩

সুদূর আকাশে ফুটে উঠে ওই তারা।
আলোই তো উহা—কিছু নয় আলো ছাড়া!
তার সে শরীর জড়পিণ্ডের—
    সংবাদ কেবা রাখে?
কোনো লাভ নাই থাকে বা তা নাহি থাকে
ইহার আলোকে তাহাকে নিরখি'
    হই যে আত্মহারা,—
আলো তার রূপ—তাই জীবনের সাড়া।

তুমি ডাকো কহ এই ক্ষিতি গীতিময়।
সুরের বসুধা—এ তো অসুরের নয়।
ক্লিষ্ট এ ধরা দেখি' মনে ভাবো
    হই না ক্ষুদ্র পাখি—
চির বসন্ত আমিই আনিব ডাকি'।
তাই পরিচিত একটা আঘাতে
    একটি ডাকেই হায়—
সকল গৃহের দুয়ার খুলিয়া যায়।

মিনুর কোকিল

ওরে খোকা, কোথা তুই শিখেছিস ফন্দি—
একেবারে পিকরাজে করেছিস বন্দী!
দোরে গোটা সুরলোক একে করে কেন্দ্র
যে সে নয় এ যে বাপু দ্বিতীয় দেবেন্দ্র!

দেখ ওর রাঙা আঁখি বুঝি জলে ভাসছে—
সুলতান তুই নাকি? বুক মোর কাঁপে যে
রেখেছিস কাছে এনে মহাকবি হাফেজে!

সাথে তার কালিদাস বাস করে নিত্য—
ছদ্মবেশেতে তুই বিক্রমাদিত্য!
মনোভাব তোর কিছু পারিনে যে বুঝতে,
আকবর ন'স্ চাস তানসেনে পুষতে!
পথ তোর ফুলে ছাওয়া, সুধা অফুরন্ত—
সাথে সাথে ফেরে তোর সুচির বসন্ত।

কাকের বাসর

স্টেশনের সন্নিকটে একটি ছোট বাড়ী—
একটি রাত্তি কাটায়েছি বক্ষে আমি তারই।
গাড়ির সাড়া, ঘণ্টা বাঁশি, আরোহীদের গোল,
দ্বিপ্রহরের পরেই নীরব সকল উতরোল
সামনে গৃহের দেবদারু দল, তাহার শাখে হায়—
বৃহৎ প্রজাতন্ত্র কাকের—আভাষ পাওয়া যায়।
বৃক্ষ গেছে কৃষ্ণ হয়ে—দৃষ্টি যতদূর—
কি জানি কী আনন্দে মোর বক্ষ পরিপূর।
গভীর রাতে উঠলো হঠাৎ লক্ষ কাকের ডাক,
যোগাদ্যা মন্দিরে যেন নিশীথ রাতের ঢাক।
ডাক যে কাকের মিষ্ট এমন, এমন চমৎকার
পরিচয় তো জীবন ধরে পাইনি কভু তার।
ভূতনাথের এ সন্ন্যাসীদের যেন কলস্বর,
ধর্মরাজের পূজায় যেন চড়বড়ে বগড়।

একেবারে মোটেই এতে কর্কশতা নাই
কোন্ দেবতার আরতির এ কাঁসর বাজে ভাই ?
আজ পেয়েছি বুঝতে আমি—সন্দেহ নাই আর,
কোকিল কেন এদের বাসায় কণ্ঠ সাধে তার।
কোকিল নহি তবু আমার আকুল করে বুক—
কাকের বাসায় একটি ছোট রাত্রি জাগার সুখ।

অবেলায়

বেলা আর পড়ে এলো, গেল দিন ফুরায়ে—
পুলকের উষ্ণতা সব গেছে জুড়ায়ে।
শুধাতাম শিল্পীর কাছে সে যে থাকলে
পটভূমি বদলিয়ে কেন ছবি রাখলে ?
বুঝিনা তো কেন বিধি ফেলি' হেন বন্যায়
শরতের শেফালিকে কার্তিকী ঝঞ্ঝায় ?
অবেলায় লাগে ভয়, শোনো দীনবন্ধু—
কর নাকো দুর্বল, কর নাকো পঙ্গু।
জ্ঞান রেখো অক্ষয়, বুকে রেখো শক্তি,
ক্ষণেকের তরে যেন টুটে নাকো ভক্তি।
তব নামে পাই যেন সেই সুধা আস্বাদ,
জুড়াইয়ো সব ব্যথা পুরাইয়ো সব সাধ।
গৌরবে বরি যেন হাসি মুখে মরণে
চন্দন সম মিশি তব রাঙা চরণে।
স্নিগ্ধ ও সুধাময় কর হরি পথটি—
নিজে এসে ধরে হাত পাঠায়ো না রথটি।

দিনান্তে

ধপ্‌ধপে ওই মরাল সম
যায় রে দিনগুলি,
চক্রবালের অন্তরালে
শুভ্র পাল তুলি'।
পাখাতে তার জড়িয়ে গেল,
কতই শিশির কতই আলো—
পথের ধূলা পদ্ম-পরাগ—
প্রভাত গোধূলি।

যাত্রা কভু ইন্দ্রধনুর
রঙিন আলোকে,
বৃষ্টি ঝড়ের ঝাপটা কভু
লাগলো পালকে।
কত গীত আর গন্ধ নিয়া
ব্যথা ও আনন্দ পিয়া
কালের ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া
উড়লো কৌশলী।

৩

চরে এরা কোথায় গিয়া
কোন্ মানস-সরে?
দীন যে মোরা, দিনের লাগি'
মন কেমন করে।
ইচ্ছা করে শুধাই ডাকি
এ পথে আর ফিরবে নাকি?
ভালোবাসা আলোর পাখি
ভুল কর ভুলি।

দাগ

শত শত দাগ লুপ্ত সুপ্ত দেয় নাকো পরিচয়,
কত নির্মম আঘাতের দাগ হয়ে থাকে অক্ষয়।
দাগ 'সোমনাথ দেউল' গাত্রে এখনো যে কয় কথা,
দেয় নৃশংস বর্বরতাকে দুর্বহ অমরতা।
প্রাচীর-গাত্রে পাষাণ-ছবিও লাঞ্ছনা সহিয়াছে—
ঘাতক এবং কুঠার গিয়াছে, দম্ভের দাগ আছে।
দম্ভের এই স্বভাব—
শিলাস্তম্ভে নরসিংহের
ঘটায় আবির্ভাব।

২

জল আসে চোখে চিতোরগড়েতে কোপের চিহ্ন দেখে—
লোলুপ ভয়াল ব্যাঘ্র গিয়াছে নখরের দাগ রেখে।
দাগে যে রয়েছে সে দুর্দিনের উন্মাদনার ছোঁয়া,
আকাশ আবরি' উঠিছে তীব্র 'জহর ব্রতের' ধোঁয়া।
আজব আখরে লেখা যা রয়েছে সে হরফ আমি চিনি,
অগ্নির মাঝে ঝলমল করে সহস্র পদ্মিনী।
রাঙা ভাঙা সব দাগ—
আজও চামুণ্ডা কণ্ঠে ধ্বনিছে—
জাগ তোরা জাগ জাগ্।

'পম্পী'র পথে রথচক্রের যে সকল দাগ জাগে,
রেখে গেছে তারা—চলে গেছে যারা বিশ শতাব্দী আগে।
হায় আজ সেই বিনাশীর দল কোন ছায়াপথে চলে?
শুষ্ক দাগ যে ভরে ভরে ওঠে যুগের নয়ন জলে।

তাহাদের পানে ফিরে ফিরে চায় অস্তোন্মুখ রবি।
অজ্ঞেয় পথে আজও চলন্ত অতীতের ছায়াছবি।
ক্ষয়া দাগ গায় নিতি—
বহুদিন গত অশরীরীদের
জীবনের সঙ্গীতই।

হরাপ্পা'র' সে অঙ্গুলি-দাগ মৃৎপাত্রের গায়—
মোছা মোছা তার ক্ষীণ তনু লয়ে এখনো খুঁজিছে কায়?
স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র পরিবার কোথা? কোথা সে গৃহিণী তার?
পঞ্চ হাজার বছর পুরানো ধান কি ছোঁবে না আর?
কূপ-অলিন্দে কলসীর দাগ এখনো যায় নি মুছি'—
এখনো রয়েছে সেই বধূটির আশাপথ চেয়ে বুঝি?
দাগের হয় না লোপ—
আত্মাও বয় জন্মান্তর
সৌহার্দ্যের ছোপ।

গর্বিত

হলদিঘাটায় বাড়ী বলে তার জলদিই হল বীর সে,
যদিও কখনো যুদ্ধ করেনি ধরেনি ধনুক তীর সে।
সকল হুকুম ফরমান তার তায়দাদ সব পাট্টা,
চন্দন বলে চালাইতে হবে তাহার শুষ্ক কাঠটা।
রঙমহলে সে রন্ধন করে, রন্ধনঘরে বৈঠক—
জীর্ণ শীর্ণ টাট্টু তাহার তারেও সে ভাবে চৈতক।
অশোভন তাহা যখন যা করে, ফেরে সে কিসের ধান্ধায়
সন্ধ্যার কাজ সকালে সে করে সকালের কাজ সন্ধ্যায়।

মীনের শ্রেষ্ঠ মেঘনার সিঙ্গি হোক না ওজনে পাতলা,
সে পারে বিঁধিতে, মোটে তো পারে না রুই কি মির্গিগ কাতলা।
দণ্ডকবন-বিছুটির কাছে রসালকে হবে হারতে,
বিছুটি যে ফল হাতে হাতে দেয়—আম সে তো হয় পাড়তে!
যে যত করুক হরিনাম গান, দিক না যতই মচ্ছব—
কীর্তন গান বোঝার মালিক বৃন্দাবনের কচ্ছপ।
নিজেই নিজের সমালোচনায় উঠে সবাকার ঊর্ধ্বে
হলদিঘাটায় বাড়ী বলে তার জলদিই হ'ল বীর সে!

দন্ধা

সুখ্যাতি দাও, সম্মান দাও, যারা উপকার করে,
নিন্দা এবং অপমান রাখ তুমি অপকারী তরে।
উপকার যেই করিবারে গিয়া দৈব দুর্বিপাকে,
অপকার হায় করে ফেলে প্রভু বল কিবা দাও তাকে?

ব্যথা নিবারিতে ব্যথা দিয়ে ফেলে হিতে বিপরীত হয়,
নিতি প্রতিকূল দৈব যাহার—জয়ে হয় পরাজয়।
তেল দিতে গিয়া নিভায় প্রদীপ, ভরিতে ভাঙে সে ঘট,
ধুলা ও ময়লা ঘুচাইতে গিয়া ছিঁড়ে ফেলে হায় পট;
প্রাণপণ যার পুণ্য চেষ্টা ধরায় পায় না দাম-ই—
তুমি তারে আহা কি বলে বুঝাও, কহ অন্তর্যামী?

চরণ সেবিতে নখাঘাত হয়, ডুবায় আনিতে কূলে—
পিছল পথেতে আছাড়িয়া ফেলে কোলে নিতে গিয়া তুলে,
উপশম হায় করিবারে গিয়া বাড়াইয়া ফেলে রোগ,
ভাগ্যে যাহার এমনি নিত্য নষ্টচন্দ্র যোগ,
ভালো করিতে যে মন্দ ঘটায়—চির মঙ্গলকামী,
তুমি তারে আহা কী বলে বুঝাও, বল অন্তর্যামী ?

হে প্রভু কাজের দর্পণে কেন হৃদয় উঠে না ফুটি' ?
তাহলে তো হায় থাকিত না হেথা এত মাথা কুটাকুটি।
সারসকে আহা শ্যেন সাজাইয়া একি পরিহাস করা,
অকলঙ্কীকে কলঙ্ক দিয়া কী আমোদ পায় ধরা ?
মনে হয় প্রভু এদেরি দুঃখে উঠেছিল তুমি ঘামি'—
সত্য মিথ্যা আমি কী বুঝিব ? জানো অন্তর্যামী।

দরিদ্রতা

জানি তুমি সব গুণরাশিনাশী
সকল শক্তিহরা।
করঙ্গ তোর দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।
অসীম ক্ষমতা, ক্ষমতাবিহীন—
হীরা গলে যায় তাপে,
ভীম তালতরু মটিতে নোয়াও
ক্ষীণ অঙ্গুলি চাপে।
হিমের নিলামে কমল ফেরার—
সলিল প্রাসাদ ছাড়ে,
গঙ্গা চলেন বহি অঙ্গার
রত্নাকরের দ্বারে।

গুণী বট তুমি একথাও জানি
এ কথাও যায় শোনা,
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
উজ্জ্বল কর সোনা।

বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও
না কেঁদে রহিতে পারি,
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে
—সেইটে সহিতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো—
সহিতে পারিনে সেটা,
বিমল পালক ময়লা করো না
লাগায়ে কাঠির আঠা।
যূথিকারে তুমি খাতক করো না
হীন সেয়াকুল কাছে।
পাপিয়ারে তুমি চাতক করো না
কবি এ করুণা যাচে।

কুশ্রীর শ্রী

দারিদ্র্য কুৎসিত তবু তারি শোভা কত,
হয় যদি বিদুরের দারিদ্র্যের মত।
দস্যুতাও অবাঞ্ছিত ত্যজ্য নাহি ভাবি,
পরিণামে বাল্মীকিত্বে যদি হয় দাবী।
অন্ধত্ব তো হেয় নয়, কাম্য নিরবধি—
হয় বিল্বমঙ্গলের মত ভাগ্য যদি।
অতি ভাগ্যবানও চায় রসাতলে যেতে-
হরি পাদপদ্ম যদি লভে মস্তকেতে।

বনবাস স্বর্গবাস বলে হয় ভ্রম—
মিলে যদি পুণ্যময় সুরভি আশ্রম।
বিপদ-সাগর মোটে নহে তো ভীষণ—
'কমলে কামিনী' যদি কোলে তুলে লন।
কন্যা সেজে হৈমবতী বেড়া বাঁধে যার,
সম্রাট না হয়ে ভালো ভৃত্য হওয়া তার।

পাপমুক্তি

পাপেই জীবিকা নির্বাহ করে যারা, পাপ-আশ্রয়ে বাঁচে,
নহে আশাহীন, বিরাট সম্ভাবনা—আছে তাহাদেরো আছে
দস্যু হইয়া বরেছে রত্নাকর,
আজ ভীমরুল—কাল হবে মধুকর,
সুমধুর রাম নামের ধ্বনি যে আগায়ে আসিছে কাছে।

প্রাণীবধ করা নিত্য যাদের কাজ—ঘৃণা লাজ নাহি মানে,
ব্যাধের বিবেকে বাধে নাকো কোনো কিছু, নিজেরে পতিত জানে
তারি হত মৃগ-শোণিতবিন্দুচয়,
মহাকাল-ভালে কেন চন্দন হয়?
পদস্খলিত বিল্বপত্রে কৃপাধারা কি সে টানে?

৩

পাপে পুণ্যের বীজাণু লুকায়ে রয়—সহসা সুদিন আসে,
পাপীকে সাধুতে রূপান্তরিত করে আঁধারেতে চাঁদ হাসে
কতই বিল্বমঙ্গলে ভেঙে গড়ে,
জগাই মাধাই অনুতাপে কেঁদে মরে,
হরি-পদতলে লুটাইতে শির গয়াসুর ভালোবাসে।

সব চেয়ে বেশী আঘাত হরিকে পাপীরাই করে দান

তাহারাই দেয় শ্রেষ্ঠ ভক্তি অতি বড় সম্মান।

একবার হরিনামে সব পাপ হরে

মনে প্রাণে শুধু তারা বিশ্বাস করে,

তীর্থের ফল তারাই লভে—করে মুক্তিস্নান।

অত আকুলতা অত ব্যাকুলতা, মিনতি করেছে কারা,

তাদের তীর্থ সর্বকৃত্য—নামেতেই হয় হারা।

শুক্তির ক্ষতে মুক্তা ফলান যিনি,—

তাদের সর্বশেষ সম্বল তিনি,

তাহারাই পায় সবাকার আগে তাঁর নূপুরের সাড়া।

৬

পতিত, তাপিত জাগো ওঠো ওগো—শোনো বংশীর রব,

এলো যে তোমার ভগ্ন কুটীরে সুধার মহোৎসব।

হীরকের দানা বাঁধিতেছে অঙ্গারে,

গরুড় পক্ষী ডাকাডাকি করে দ্বারে ;

পাবে বিষ-কীট-দষ্ট কুসুম পারিজাত সৌরভ।

গরুড়ধ্বজী

চলছে যুদ্ধ—ভীষণ যুদ্ধ নিত্য গজ ও কচ্ছপেতে,

লক্ষ্য করেন গরুড় পাখি আকাশ পথে যেতে যেতে।

দুজনাকেই বলেন ডেকে, 'বন্ধু সবে শান্তিতে রও'

ভাবছ যত শক্তিশালী মোটেই তা নও, মোটেই তা নও

বারণ বলে, "বাহন তুমি, ছোট মুখে কী সব কথা ?
মুখর চাকর দুর্বিষহ, মৌন থাকাই সুবিজ্ঞতা।'
ঈষৎ হাসি' গরুড় কহেন, 'একটু দাবী আমার আছে,
সতর্ক হও দন্তী—থাকি, সর্বশক্তিমানের কাছে।
ধ্বংসপথে আর ছুটো না, আমায় জেনো কুশলকামী-
চতুর্ভুজের চাকর বটি—চতুষ্পদের মনিব আমি।"

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কীট বলে, 'আমি যেথা সেথা যাই, গুটি পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি' রেশম তসর গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিকো সন্দ কার্য কেবলি বেঁধা,—
পাতা খাই বটে, যেই পাতে খাই সে পাত করিনে ছেঁদা।'

পশু বলে, 'আমি বহি নর-নারী, খাটি তাহাদের লাগি'
গায়ের পশম দান করে দিই প্রতিদান নাহি মাগি!
আবার কখনো বাগে পেলে তারে ঘাড় মটকায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে, ধন মান তার লইনে কখনো কাড়ি'।'

পাখি বলে, 'আমি গান গেয়ে ফিরি, পিঁজরায় রাখে ধরি'
নির্বোধ নই, যত্ন করিয়া পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পালটাতে নারি দিক্ না যতই টাকা—
ও সব স্বত্ব সংরক্ষিত মানুষের তরে একা।'

দূরে

কেবল দূর হতে দেখিতে ভালো শুধু
ধরাকে কী সুষমা দিলি মা ?
বারিধি বারি যেন তুলিলে করপুটে
থাকে না যায় চলি' নীলিমা।
যাহারে কাছে পাই তাহারে করি হেলা
দেখিনে তার মধু মাধুরী,
চলিয়া গেছে যাহা তাহারি পাছে ধাই
মানব-হৃদে একি চাতুরী।
সুমুখে দিবানিশি বিরাজে যে কুসুম
তাহাকে দেখি নাকো চাহিয়া,
পাপিয়া গৃহদ্বারে ডাকি' না পায় সাড়া
থামে বিদায়-গীতি গাহিয়া।
মানস অলি ভোর দূর কেতকী হেরি'
নিকটে পারিজাতে বসে না,
দীপের কাছে চির আঁধার পড়ে থাকে,
আলোক-রেখা সেথা পশে না।

অলীক

অলীক নাশার অলীক নেশা
এখন ধরার গতিকই,
গোলাপে তার থাকুক কাঁটা
বিশেষ তাতে ক্ষতি কি ?
ওই শ্যাম ঘাস ফেলবে কাটি'
ক্ষেতটি কেন করবে মাটি ?
আগাছা যে অকেজো নয়—
জানে সকল পথিকই।

কুয়াশারি ওই মাধুরী
নয়ন জুড়ায় আহা রে,
জাদুকরী কি ফুলঝুরি
ছড়ায় নিতুই পাহাড়ে ?
কে চায় রূঢ় প্রখর আলো,
আবছায়া যে অনেক ভালো,
রবির কথা যাই ভুলি যাই
কেন্দ্র উষার বাহারে।

৩

অলীক যে নয় অলীক শুধুই
এই কথাটি ভুলো না—
অলীক যে ওই ইন্দ্রধনু
কোথায় উহার তুলনা ?
অলীক 'আরব নিশির' কথা
কিন্তু তাহার তুল্য কোথা ?
আকাশ-কুসুম নামলো ধরায়
লাগলো শিকড় মলো না।

কথ্য তীর্থ মাহাত্ম্য তে
সত্য অধিক নাহি রে।
তপ্ত হৃদয় তৃপ্ত যে হয়—
তাহাই শুধু গাহি রে।

অপূর্ব সব কাব্য-কথা
শিবের গায়ের ভস্ম যথা,
কাগজ-গড়া নৌকা আনে
স্বরগ-সুধা বাহি' রে।

৫

রঙের সাথে সলিলকণা
রঙ্গনাথের তূলিতে
কাঁচপোকা-টিপ গৌরী ভালে
কে চায় তাহা ভুলিতে।
এই যে অলীক বিশ্বখানা,
মায়ার পোড়েন মায়ার টানা,
কিন্তু তাহার মায়ার বাঁধন
ক'জন চাহে খুলিতে ?

৬

আছে অলীক অলকলতা
কল্পপাদপ জড়ায়ে।
ছায়াপথের পথের পাশে
ফুলের মত ছড়ায়ে।
বাসুকী তা বয় যে মাথায়
রয় যে বীণায়, পুঁথির পাতায়,
রবি শশীর সঙ্গে গাঁথা
ফেলবে কে তায় ঝরায়ে ?

আত্মশক্তি

পাহাড়ের বুকে শিকড় গাড়িয়া
সগর্বে শির তুলি,
পাষাণ নিঙাড়ি' রস টেনে লই
আকাশের গায়ে ঝুলি।
সহি দাবানল বজ্র পীড়ন,
লুফে লই আমি সূর্যকিরণ,
শাক্ত যে আমি, নই আমি নই
নবনীর পুত্তলি।

ঠেক্‌নো মাচায় উঠায়নি মোরে
রচেনি গণ্ডী কেহ,
আমি যে আঁকড়ি' পান করিয়াছি
ধূসর শিলার স্নেহ।
পাকদণ্ডীর আমি যে পথিক—
ঝাঁপানে যে চায় তারে দিই ধিক্
আমি যে সবল সরল বিটপী
নহি পরগাছা হেয়।

৩

ভাগ্যতরণী নিজ বলে আমি
লয়ে যাই গুন টানি'—
পাড়ি দিই আমি নভোনীলে একা
ধ্রুবতারা নাহি জানি।

আমি কুম্ভকে নিজেকে উঠাই
আমি রাজযোগে নিজেকে ফুটাই,
গরুড়ের মত উধাও উড়ি যে
কোনো বাধা নাহি মানি।

অযুত ঝঞ্ঝা বাতাসের সাথে
নিয়ত লড়াই করি,
ভগবান দেন ভিক্ষা পাত্র
চরণামৃতে ভরি'।
সুদূর উচ্চ শাখায় আমার
বন্য মধুপ চাক বাঁধে তার,
পুরুষ আমি যে নীরস ধরাকে
সরস করিয়া গড়ি।

আমি যে চক্র বিষ্ণুর করে
দশ দিক উজ্জ্বলি'
আমি যে সিংহ বাহন মায়ের
মহাবীর মহাবলী।
আমি দুর্বল শক্তিবিহীন
মহাশক্তিতে হয়েছি বিলীন,
অন্ধ বিল্ব-মঙ্গল আমি
তাঁরি হাত ধরে চলি।

অপাকলঙ্ক

জীবনে অলীক নিন্দার ভার বহা নহে নিষ্ফল,
মায়ের কৃপায় সুধা হয়ে ওঠে অন্তে সেই গরল।
বটে নিদারুণ মর্ম্মভেদী সে দুখ,
গড়ে ভেঙে চূরে নূতন করিয়া বুক,
আঁখির তপ্ত প্রতি অশ্রুটি ফলায় প্রবাল ফল।

হিংসার খল ভুজঙ্গ চায়—বিষ ঢেলে দিতে ক্ষতে—
অজ্ঞাতে ঝরে, মানিক যে তার—উদ্যত ফণা হতে।
বিষধর মরে—মানিকই তাহার থাকে,
দষ্টের জয়-ললাটিকা সেই আঁকে,
মৃগনাভি হয় কিরাতের দেওয়া আঘাত ভবিষ্যতে।

৩

অপকলঙ্ক যত বড হোক যতই করুক ক্ষতি
ক্রূরের ছিটানো কালিমা-পঙ্কে কমে না হীরার জ্যোতি।
যায় না নষ্ট-চন্দ্রের মাধুরিমা
রাকা শশী জাগে—ফিরে আসে পূর্ণিমা,
সে শোভা দেখিয়া মহালক্ষ্মী যে তৃপ্তি লভেন অতি।

দুর্বহ হোক অলীক নিন্দা—তবু হিতকরী বুঝি—
বাড়াইয়া করে গোপনে বিপুল সেই পুণ্যের পুঁজি
নামযজ্ঞের সে যে দধি-কর্দম,
পরিণাম করে রমণীয় মনোরম,
অপাপবিদ্ধে মন্দারমালা দেবতারা দেন খুঁজি'।

ভাবেন জননী নিরপরাধেরে ভুলাতে দিবেন কী যে ?
আপন ভালের খণ্ডচন্দ্র তার ভালে দেন নিজে।
কনক-কেশরী গর্জন করে ওঠে,
খড়্গের দ্যুতি দিক্-দিগন্তে ছোটে,
জগন্মাতার বিশাল নয়ন করুণায় যায় ভিজে।

খেলাঘরে

খেলাঘরে খেলা করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
খেলা করে উজ্জ্বল কত সোনার ভবিষ্যৎ।
দেশকে যারা করবে সমুন্নত
জাতির জনক খেলছে ছেলের মত,
দাঁড়িয়ে আছে অনাগত তাদের জয়রথ।

খেলছে হোথা হয়তো কত অজ্ঞাত অর্জুন।
কোথায় তাহার গাণ্ডীব এবং সে অক্ষয় তূণ ?
কালিদাস ওই খেলছে বুঝি হায়
বনের পানে মেঘের পানে চায়,
বালক ভ্রমর আম-মুকুলে করতেছে গুন্‌গুন্।

৩

খেলাঘরে হচ্ছে গড়া নূতন পৃথিবী—
কত ভাবী চন্দ্র সূর্য রয়েছে নিভি'।
খেলা কোথা করছে ভগীরথ,
অনাগত গঙ্গা খোঁজে পথ,
শিশু বামন বলছে যেন, আমায় কী দিবি ?

শুচিতা

ভবনে ভুবনে সমাজে রাষ্ট্রে বচনে ও আচরণে
হে শুচিতা এসো, এসো চিন্তায়, কণ্ঠে, দেহে ও মনে।
আনো গঙ্গার পুণ্য পবিত্রতা,
পূজা কমলের অমলিন স্নিগ্ধতা,
পূর্ণাহুতির ঘৃতের গন্ধ বহে আনো সমীরণে।

কর স্থল জল অন্তরীক্ষ নিরাপদ নির্মল—
প্রক্ষেপ কর কমল হস্তে আবার শান্তিজল।
সকল কর্ম হউক অকুৎসিত,
বিশুদ্ধ হোক ভাষা, ভাব, সঙ্গীত,
সব রীতি নীতি বোধন করুক সত্য ও মঙ্গল।

৩

সব বনভূমি কর তপোবন, সব মন মন্দির—
সকল তরুর শাখায় পাতা ও গরুড় পাখির নীড়।
মনের সকল মালিন্য কর দূর,
রিক্ত যা কর সুধারসে ভরপুর।
ধরণীতে হোক দেবতাধর্মী মানবের পুনঃ ভিড় ॥